দ্বিতীয় ভাগ

কলিকাতা,
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
প্রকাশিত।
১৩১৬

নিবেদন।

পূজনীয় পিতৃদেব যে উদ্দেশ্যে তাঁহার আত্মজীবন-চরিত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত প্রথম ভাগের উপক্রমণিকাতে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত পুস্তকখানি এক সঙ্গে মুদ্রিত করা অনেক সময় সাপেক্ষ বিধায় তিনি উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল যাহাতে এই পাঁচভাগই তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু জানি না শ্রীভগবানের কি অভিপ্রায়! তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। এক্ষণে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। আর তিন ভাগও যাহাতে শীঘ্র প্রকাশিত হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে।

আমার পিতার পরম বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় মুদ্রাঙ্কণ কালে অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত পুস্তকখানি দেখিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

আমার পিতার পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত সরলকুমার বসু মুদ্রণ ও প্রুফ-সংশোধন বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ব্যতিরেকে এই সুদূর প্রদেশে থাকিয়া পুস্তকখানি প্রকাশ করা আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইত।

রেঙ্গুন।
শ্রাবণ, ১৩১৬

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন।

সূচীপত্র।

১। যশোহর।

২। মাগুরা।

৩। ভবুয়া।

৪। চট্টগ্রাম।

—০—

আমার জীবন

দ্বিতীয় ভাগ।

যশোহর।

কর্ম্মে দীক্ষা।

কলিকাতায় পঁহুছিয়া—প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর স্নেহ চ্যাপম্যান সাহেবের কাছে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার পারিবারিক অবস্থা সকল বড় প্রীতিপূর্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে বলিলেন—"তুমি বোধ হয় জানিয়াছ যে তুমি যশোহরে নিয়োজিত হইয়াছ।" আমি বলিলাম ইতিমধ্যে ঐরূপ গেজেট হইয়াছে দেখিয়াছি। বাটীতে একজন আত্মীয় গেজেট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিলেন "তুমি যশোহরের মাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেবকে চেন?" মনরো সাহেব যশোহরের মাজিষ্ট্রেট এ সংবাদ শুনিয়াই আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কেন তাহা বলিতেছি।

আমি যখন চট্টগ্রাম স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছি তখন মনরো সাহেব চট্টগ্রামের জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট। তিনি দেখিতে বেশ সুপুরুষ, তবে এক পা খোঁড়া। কিন্তু তাহা হইলে কি? তাঁহার বিক্রমে চট্টগ্রাম কম্পিত। তিনি একখণ্ড দাবানল বিশেষ। তাঁহার হাতে যে একবার পড়িতেছে সে দোষী হউক, নির্দ্দোষী হউক, সে ধনী হউক, দরিদ্র হউক, তাহার আর নিস্তার নাই। যে প্রকারে

একবার তাঁহার মনে ধারণা হইলেই হইল যে এ লোকটী দুষ্ট লোক, তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। সে তাঁহার কোপানলে সর্ব্বগ্রাস্ত হইবে। আমার পিতার উপরোক্ত মাতুলভ্রাতা কাশীবাবু চট্টগ্রাম সহর হইতে প্রায় তিন দিনের ব্যবধানে এক জমিদারী কিনিয়াছিলেন। তাহাতে এক দুরন্ত তালুকদার ছিল। কাশীবাবু যেমন জিদি, সেও তেমনি। কাশীবাবু যেমন মুগুর, সেও তেমনি কুকুর। কাশীবাবু ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন তাহার ভিটায় পুকুর কাটিয়া তুলসি রোপণ করিবেন, না হয় তাঁহার নাম কাশীচন্দ্র নহে। সেও প্রতিজ্ঞা করিল কাশীবাবুকে ফকির করিবে, না হয় তাহার নাম মতিয় রহমান নহে। সেই রাজস্থানের গল্প—"তোমার নাম যদি জয় সিংহ, আমার নামও অভয় সিংহ।" পরিণামও একইরূপ হইল। সেই, 'যার্থার' ক্ষেত্রে দুইটী রাজ্য ধ্বংশশেষ হইয়াছিল। ইহাতেও দেশের দুইটী হিন্দু মুসলমানের প্রধান ঘর ধ্বংশ-শেষ হইল। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রত্যহ হাঙ্গামা, প্রত্যহ খুন। মনরো সাহেবের ধারণা হইল যে কাশীবাবুই অত্যাচারী, তাঁহাকে যেমন করিয়া হউক জব্দ করিতে হইবে। অতএব সত্য হউক মিথ্যা হউক, দোষী হউক নির্দ্দোষী হউক, প্রমাণ থাকুক আর নাই থাকুক, তিনি কাশীবাবুর পক্ষের লোক আসামী পাইলেই শেসনে প্রেরণ করিতে এবং শাস্তি দিতে লাগিলেন। শেসন জজ মিঃ সেণ্ডিস (Sandys) একজন বিচক্ষণ বিচারক। তিনি সমস্ত মোকদ্দমা খালাস দিতে লাগিলেন। মনরো সাহেব ক্রোধে অধীর হইলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে সেণ্ডিস সাহেব পিতার করধৃত পুতুল মাত্র, এই জন্যই তাঁহার সমস্ত হুকুম রহিত হইতেছে। তিনি এক মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পিতাকে সাক্ষীর সমন দিলেন। পিতা জজকে বলিলেন যে তিনি সমস্ত দিন জজের সমক্ষে উপস্থিত থাকেন—তিনি

তখন সেরেস্তাদার—কোথায় তিন দিবসের পথে কি ঘটনা হইতেছে, তিনি তাহার কি জানেন। মনরো সাহেব কেবল তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য সমন দিয়াছেন। জজ সমন ফিরাইয়া দিলেন। মনরো বড় অপ্রতিভ হইলেন। কিছুদিন পরে সেণ্ডিস সাহেব স্থানান্তরিত হইলেন। তাঁহার স্থানে র‍্যাড্‌ক্লিফ (Radcliffe) জজ হইয়া আসিলেন। র‍্যাডক্লিফের শরীরখানি যেমন স্থূল, বুদ্ধিটাও তেমন স্থূল ছিল। কিন্তু লোক বড় ভাল। পিতা তখন জজ আদালতের সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনিই প্রকৃত জজ। মনরো সাহেব সুযোগ বুঝিয়া আবার পিতার নামে আর এক সমন পাঠাইলেন। তখনও কাশীবাবুর যুদ্ধ চলিতেছিল। স্মরণ হয় উহা ১০ বৎসরকাল চলিয়াছিল। কাশীবাবু অবশেষে জয়ী হন, এবং মতিয় রহমানের ভিটায় সত্য সত্যই এক ক্ষুদ্র পুষ্করিণী কাটাইয়া তাহাতে তুলসি রোপন করিলেন। এরূপে তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালন হইলে আবার সেই জমিদারি সেই ব্যক্তিকেই তালুকি বন্দোবস্ত দিলেন। কিন্তু তখন আর তাঁহার মাথা তুলিবার সাধ্য ছিল না। তিনি এরূপ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি ও সর্ব্বস্ব হারাইলেন। সামান্য একটু জিদের জন্য দুটি ঘর ঐরূপে ধ্বংশ হইল—কি শিক্ষার স্থল! পিতা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কাশীবাবুর অভিমান রক্ষি নিবাইতে পারেন নাই। যাহা হউক এবারও পিতা পূর্ব্ববৎ সকল কথা জজকে জানাইলেন। জজ সেদিন কিছু না বলিয়া পরদিন আসিয়া পিতাকে বলিলেন—"মনরোর সঙ্গে আমার কথা হইয়াছে। তিনি তোমাকে কোনও রূপ অপমান করিতে ডাকেন নাই। তিনি তোমার অনেক সুখ্যাতির ও প্রভুত্বের কথা শুনিয়াছেন, তোমাকে একবার দেখিতে চাহেন।" পিতা বলিলেন—"আমি প্রভু আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারী মাত্র। আমার আবার সুখ্যাতিই বা কি প্রভুত্বই বা কি?" জজ

দিলেন। পিতা চলিয়া গেলে তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন—"আমি ইঁহার কথা যেরূপ শুনিয়াছিলাম, সেরূপই দেখিলাম। আমি এমন যোগ্য লোক দেখি নাই।" সহর তোলপাড়। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিতে পথে পথে এ গল্প শুনিতে লাগিলাম। একেবারে জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছে। অর্দ্ধপথে পিতৃব্য কাশীবাবুকে বহুলোক বেষ্টিত হইয়া কয়েকটা টাকার তোড়া-শুদ্ধ আনিতে দেখিলাম। তাঁহার আর আনন্দে মাটিতে পা পড়িতেছে না। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন "বাবু! তুমি শুনিয়াছ আজ বড়দাদা মহাশয় দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছেন।"

আমি চ্যাপম্যান সাহেবের কাছে সংক্ষেপে উপরোক্ত উপাখ্যান বিবৃত করিয়া বলিলাম—"আমার ভয় হইতেছে পাছে মনরো সাহেবের ক্রোধ উত্তরাধিকারীসূত্রে আমার উপর আসিয়া পড়ে।" চ্যাপম্যান উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন "তুমি নিতান্ত ছেলে মানুষ। আচ্ছা, আমি তাঁহার নিকট এক পত্র দিতেছি। তোমার ভয় নাই।" তিনি সেই পত্র দিয়া, ও আমাকে কার্য্যসম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়া, সস্নেহবিদায় দিলেন। আমি তাঁহার গৃহের বাহির হইয়া পত্র খানি খুলিয়া পড়িলাম। তাহাতে লেখা ছিল—"প্রিয় মনরো! এইটি তোমার নূতন ডেপুটী বাবু নবীনচন্দ্র সেন। বড় অল্প বয়স, কিন্তু বড় মানসিক শক্তিসম্পন্ন (very intelligent)।"

এই জয় পতাকা ললাটে বাঁধিয়া আমি যশোহর রওনা হইলাম। পূর্ব্ববঙ্গ রেলে চাকদা ষ্টেশনে নামিলাম; এখান হইতে যশোহর প্রায় ৫০ মাইল। এই দীর্ঘ পথ যে যানে অতিক্রম করিতে হইত এ অঞ্চলের লোকেরা তাহাকে অত্যুক্তি অলঙ্কার সাহায্যে ঘোড়ার গাড়ী বলিত। সে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সে কালের কলিকাতার কালীঘাট-গামী ছক্কড়ের

শ্রেণীর গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণী যদি কল্পনা করা যাইতে পারে তবে এ অপূর্ব্ব গাড়ীর মূর্ত্তি কতক হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। স্মরণ হয় বেলা ৯টার সময় চাকদা পঁহুছিয়া এবং সেখানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উপ-রোক্ত এক খানি যানে যশোহরের পাড়ি আরম্ভ করি। সমস্ত দিন তাহার মৃদু মন্থর অধ-ঊর্দ্ধ সঞ্চালনে সর্ব্বাঙ্গের অস্থি পঞ্জর নিষ্পেষিত করিয়া এবং অপরিমান ধূলারাশির দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া যশোহরে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় গিয়া কেশবলাল ধর উকীল মহাশয়ের বাসায় একখানি পরিচয় পত্র সহ উপস্থিত হইলাম। কেশব বাবু অতি নিরীহ ভাল মানুষ। দু এক দিন অতি যত্নে তাঁহার বাসায় রাখিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মস্তকের ধূলি রাশি যথাসাধ্য প্রক্ষালন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেবের সঙ্গে এ জীবনে প্রথম ধড়া চূড়া যথা শাস্ত্র বান্ধিয়া সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়াই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি কি লিখিতেছিলেন; তাহা শেষ করিতে লাগিলেন। আমি আমার হৃৎকম্প সামলাইতে লাগিলাম। তাহার পর কলমটি রাখিয়া আমার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমি চ্যাপম্যান সাহেবের পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি তাহা পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বাড়ী কোথায়?" আমি গজপতি বিদ্যা-দিগ্‌গজের মত ভাবিলাম—"সর্ব্বনাশ। ঐ গো নাম চায়।" আমার মাথায় যেন পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি দিগ্‌গজঠাকুরের মত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যতদূর পারি পরিচয়টা চাপিয়া যাইব। উত্তর করিলাম—"পূর্ব্ব বঙ্গ।" প্রশ্ন—"পূর্ব্ব বঙ্গ? কোথায়?" তখন অগত্যা উত্তর করিতে হইল—"চট্টগ্রাম।" প্রশ্ন—"চট্টগ্রাম? কোন গ্রামে?" আমি মনে করিলাম এইবার আর ধরা না পড়িয়া রক্ষা নাই। সভয় উত্তর করিলাম, "নয়া পাড়া।" সাহেবের যেন কৌতুহল বৃদ্ধি হইল। বলিলেন—

"তুমি কি নয়াপাড়ার বিখ্যাত জমিদার বংশের সন্তান? তোমার পিতার নাম কি?" আমার মস্তকের কেশাগ্র হইতে চরণের নখাগ্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই প্রকম্পিত কণ্ঠে বলিলাম—"হাঁ, আমি সেই বংশের সন্তান। আমার পিতার নাম বাবু গোপীমোহন রায়।" এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিলাম—"তিনি চট্টগ্রামের উকীল ছিলেন।" আমি মনে করিলাম তাহা হইলেই সাহেব আর চিনিতে পারিবেন না, কারণ পিতা তাঁহার সময়ে আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। সাহেব চক্ষু প্রসারিত করিয়া আমাকে যেন আপাদ মস্তক দেখিয়া বলিলেন—"ওহো! তুমি সেই গোপী বাবুর পুত্র? আমি তাঁহাকে বিলক্ষণ জানি। তিনি পূর্ব্বে পেস্কার ছিলেন?" আমি একটী ছোট খাট "হাঁ" বলিলাম। প্রশ্ন—"তাহার পর তিনি সেরেস্তাদার হইয়াছিলেন?" আবার ছোট "হাঁ" উত্তর হইল। প্রশ্ন—"তাহার পর তিনি মুন্সেফ হইয়াছিলেন?" আমি আবার লঘুস্বরে বলিলাম "হাঁ।" প্রশ্ন—"তিনি তাহার পর কি উকীল হইয়াছেন? তিনি এখন জীবিত আছেন কি?" আমি তখন বাষ্পাকুল লোচনে বলিলাম—"না, তিনি এখন নাই। তিনি উকীল অবস্থাতেই আমাদিগকে অকূলে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন।" তখন সাহেব বড় সহৃদয়তার সহিত আমার পারিবারিক সংবাদ এবং দুরবস্থার কথা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত শুনিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তোমার ভয় নাই, তুমি সেই গোপীবাবুর পুত্র। আমি তোমাকে এক পক্ষের মধ্যে এক জন পাকা কর্ম্মচারী করিয়া তুলিব, আমি তোমার পিতার মত এরূপ বিচক্ষণ কর্ম্মচারী আমার চাকরীর মধ্যে কোথায়ও দেখি নাই। তুমি জান কি চট্টগ্রামের জজগুলা তোমার পিতার হাতের পুতুল ছিল?" তখন চেয়ার খানি আমার দিকে ফিরাইয়া যশোহর সহরের একটি সাব-

য়িক চিত্র অঙ্কিত করিলেন। সমস্ত সহরে কে কেমন লোক, কে হিন্দু, কে ব্রাহ্ম, কে মদ খায়, কে বেশ্যালয়ে যায়, আমি কাহার সঙ্গে মিশিব, কাহার সঙ্গে মিশিব না, ইত্যাদি বিষয়ে এক দীর্ঘ উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন,—"তুমি আজ গিয়া বিশ্রাম কর। কাল কালেক্টরি কাচারিতে আমার কাছে উপস্থিত হইও।" আমার বুক হইতে যেন একটি পাহাড় নামিয়া গেল। তাঁহার গৃহের বাহিরে আসিয়া যেন এক ঘণ্টার পর আমার নিশ্বাস পড়িল। এই আনন্দের সময় আবার আশঙ্কার যে এক খণ্ড কাল মেঘ দেখা দিয়াছিল তাহা উড়িয়া গেল।

পরদিন যথা সময়ে তাঁহার আফিস কক্ষে উপস্থিত হইলাম। তিনি ডেপুটিতে দীক্ষার শপথ পাঠ করাইলেন এবং তাহাতে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। তখন আমাকে তাঁহার কক্ষের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কক্ষে লইয়া গিয়া বলিলেন—"এই তোমার এজলাস। তোমার টেবিলের উপর দুটি বাণ্ডিল দেখিতেছ। উহা সাবধানের সহিত পাঠ করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইও। আজ তোমার আর অন্য কোন কাজ করিতে হইবে না।" আমি দেখিলাম ক্ষুদ্র কক্ষ, তাহাতে একটি রেলিং পর্য্যন্ত নাই। আমি বলিলাম "আমি এই মাত্র কলেজ হইতে আসিতেছি। ইহাতে বসিয়া কেমন করিয়া কাজ করিব?" তিনি আমাকে আবার তাঁহার কক্ষে লইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই খানে রেলিং আছে কি?" আমি বলিলাম—"না নাই, কিন্তু আপনার নামই যথেষ্ট। তাহার ভয়ে কেহ এখানে আসিবে না।" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"তোমারও সেরূপ নাম করিতে হইবে। তুমি সেরূপ নাম করিতে না পারিলে যশোহরের বদমায়েসদিগকে কখনও শাসন করিতে পারিবে না—এইটি তোমার প্রথম শিক্ষা।" তাহার পর এজলাসে গিয়া দুটি বাণ্ডিল মনোনিবেশ পূর্ব্বক পড়িলাম। একটিতে তাঁহার নিজের

বিচার্য্য কয়েকটি কালেক্টরীর নথি ও সার্কুলার, এবং অন্যটিতে তাঁহারই বিচার্য্য কয়েকটি ফৌজদারি নথি ও সার্কুলার। পাঠ করিয়া তাঁহার আদেশ মত সাক্ষাৎ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম। পর দিবস আবার আদেশ মত আফিসে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন—"আজ তোমাকে বাকি খাজনার ও ফৌজদারীর মোকদ্দমা দিয়াছি,—উহা বিচার করিতে হইবে। তোমাকে একটী উপযুক্ত মুসলমান সেরেস্তাদার দিয়াছি। কিন্তু এমন বদমায়েস আর নাই। তাহাকে তোমার শাসন করিতে হইবে।" শুনিয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম—"আমার এই বয়স এবং এই প্রথম কর্ম্ম। অতএব এরূপ ব্যক্তির হাতে আমাকে দেওয়া কি উচিত হইতেছে?" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"তুমি ইহাকে শাসনে রাখিতে পারিলে কখন কোন আমলা তোমাকে আর হাত দেখাইতে পারিবে না। এইটি তোমার দ্বিতীয় শিক্ষা।" আমি সেই দিন সেই মোকদ্দমাগুলির মাথামুণ্ড করিয়া গৃহে চলিয়া গেলাম। "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং"—যেরূপ তাঁহার বিচার্য্য নথিগুলি দেখিয়াছিলাম ঠিক তাহারই অনুকরণ করিয়াছিলাম। পরদিন প্রথম আফিসে ডাকিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—"তুমি কাল চলিয়া গেলে তোমার নথি আনিয়া আমি দেখিয়াছিলাম। এই তোমার প্রথম কার্য্য মনে করিলে, তুমি উহা অতি প্রশংসনীয়রূপে করিয়াছ বলিতে হইবে। এখন আর আমার তোমাকে শিক্ষা দিবার বড় কিছু নাই। এখন যত শীঘ্র পার ফৌজদারীর আইন দু খানি এবং দশ আইন খানি পড়িয়া ফেল। দেখিলাম সেই প্রথম দিনের কার্য্যে লোকের কাছেও আমি একটী ক্ষুদ্র অবতার হইয়া পড়িয়াছি। চারিদিকে আমার বয়স, রূপ ও গুণের, বিশেষতঃ বড় চক্ষুদুটির, জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছে। যে সংসার এত

দিন একটি প্রশান্ত কল্পনার রাজ্য ছিল, এবং যাহা চিরজ্যোৎস্নাময়, শান্তিময় ও সৌন্দর্য্যময় বলিয়া মনে করিতাম, এবং যাহা পাঠ্যজীবনের দুর্গতির আরামতীর বলিয়া মনে করিতাম এরূপে সেই সংসারে প্রবেশ করিলাম। সেই বিপদ ঝটিকা বজ্রাঘাতের পর এ প্রবেশ বড়ই আনন্দ-ময়, উৎসাহময় ও উৎসবময় বোধ হইল।

— -

অমৃত বাজার পত্রিকা।

"অমৃত বাজার পত্রিকা" ও তাহার সম্পাদক ভারতবিখ্যাত শিশির-কুমার ঘোষ ও তাঁহার কনিষ্ঠ মতিলাল ঘোষকে আজ কে না চেনেন? আমি যশোহরে অবতীর্ণ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে "অমৃত বাজার পত্রিকা" ভূমিষ্ঠ হয়। বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকা; কাগজ কদর্য্য, ছাপা কদর্য্য, ভাষা কদর্য্য। শুনিলাম উহার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, কম্পোজিটর শিশিরকুমার ঘোষ, প্রিণ্টার শিশিরকুমার ঘোষ, এমন কি উহার প্রেস ও অক্ষর প্রস্তুতকারক পর্য্যন্ত শিশিরকুমার ঘোষ। কাগজখানির নামটি যে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়, তাহার অক্ষর, লোকের বিশ্বাস, লাউ কাটিয়া, কি কাঠ কাটিয়া, প্রস্তুত করিয়াছেন শিশির কুমার ঘোষ। শিশিরকুমার নিজ গ্রামে এক বাজার স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মাতার নাম অমৃতময়ী। বাজারের নাম রাখিয়াছেন অমৃত বাজার। সেইজন্য কাগজখানির নাম হইয়াছে "অমৃত বাজার পত্রিকা।" লোকের মুখে এ সকল কথা যেন উপাখ্যানের মত শুনিতে লাগিলাম। আর শুনিলাম তিনি একজন মহাব্রাহ্ম। দিন কতক যখন এসেসার ছিলেন, তাঁহার পাল্কির বাঁশের সঙ্গে মুর্গি বাঁধিয়া লইয়া যাইতেন এবং শিশিরকুমারের কুক্কুট ধ্বজ হিন্দুজগতে তারস্বরে তাঁহার ব্রাহ্মত্ব প্রচার করিত। তিনি মনরো সাহেবের আন্তরিক প্রিয়পাত্র ও তাঁহার প্রধান শাসনাস্ত্র। এ হেন দুরন্ত সাহেব তাঁহার করে যেন মোমের পুতুল। সাহেব মহোদয়ের দীর্ঘ কর্ণ দুখানি শিশিরকুমারের করস্থ। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়েও শিশিরকুমার অবাধে তাঁহার দাম্পত্য কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিতেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে শিশিরকুমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"অমুক স্থানে একটা দাঙ্গার আয়োজন

হইয়াছে। প্রভাত হইলে কত লোক মারা যাইবে ঠিক নাই।" সাহেব বলিলেন—"শিশির! আমি অতি প্রত্যুষে যাইব।" শিশির বলিলেন—"তাহা হইলে হইবে না। আপনাকে এখনই যাইতে হইবে।" সাহেব আর কথাটি না কহিয়া অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিলেন, এবং প্রভাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে এমন সময় দুই পক্ষের মধ্যস্থলে অশ্বপৃষ্ঠে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"বেশ বাবা! খুব যুঢ্‌ঢ কচ্চো।" আর মুহূর্ত্ত মধ্যে লাঠিয়াল সকল লাঠি ফেলিয়া পলায়ন করিল এবং উভয় পক্ষের নেতৃগণ ধৃত হইল। লোকের বিশ্বাস মনরো সাহেবই কাগজ খানি খোলাইয়াছেন এবং তিনি বাধ্য করিয়া যশোহরের আপামর সাধারণকে তাহার গ্রাহক করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—"বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজ কুলেষু চ।" 'অতি' সবই মন্দ! অতি বন্ধুতায় ইদানীং বিষোৎপন্ন হইয়াছে। "অমৃতবাজারের" এক সংখ্যায় "ঘোরতর অত্যাচার" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখা থাকে যে কোনও সব-ডিভিসনাল অফিসার একটি সাক্ষীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছেন, এবং ... প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় যে তিনি উপদংশ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন! ফৌজদারি হেডক্লার্ক রাজকৃষ্ণ মিত্র মেজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠান যে এই দুই প্রবন্ধের লক্ষ্য তাঁহার অধীনস্থ কোনও কর্ম্মচারী। সাহেব জিজ্ঞাসা করেন সে কে। রাজকৃষ্ণ বলেন তিনি বলিতে পারেন না। সাহেব সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কি—আমার হুকুম অমান্য! শিমুলস্তূপে অগ্নিকণা পড়িল, আর হুহুঙ্কার শব্দে সাহেবের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন দশ মিনিটের মধ্যে রাজকৃষ্ণের উত্তর দিতে হইবে। তাহার পর পাঁচ মিনিট। তাহার পর দুই মিনিট। কিন্তু রাজকৃষ্ণ উত্তর দিলেন না। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম হইতে সসপেণ্ড করিয়া তিনি শিশিরকুমারকে পত্র লিখিলেন। শিশির-

দ্বিতীয় ভাগ

নবীনচন্দ্র সেন

কলিকাতা,
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
প্রকাশিত।
১৩১৬

নিবেদন।

পূজনীয় পিতৃদেব যে উদ্দেশ্যে তাঁহার আত্মজীবন-চরিত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত প্রথম ভাগের উপক্রমণিকাতে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত পুস্তকখানি এক সঙ্গে মুদ্রিত করা অনেক সময় সাপেক্ষ বিধায় তিনি উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল যাহাতে এই পাঁচভাগই তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু জানি না শ্রীভগবানের কি অভিপ্রায়! তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। এক্ষণে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। আর তিন ভাগও যাহাতে শীঘ্র প্রকাশিত হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে।

আমার পিতার পরম বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় মুদ্রাঙ্কণ কালে অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত পুস্তকখানি দেখিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

আমার পিতার পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত সরলকুমার বসু মুদ্রণ ও প্রুফ-সংশোধন বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ব্যতিরেকে এই সুদূর প্রদেশে থাকিয়া পুস্তকখানি প্রকাশ করা আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইত।

রেঙ্গুন।
শ্রাবণ, ১৩১৬।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন।

সূচীপত্র।

১। যশোহর।

২। মাগুরা।

৩। ভবুয়া।

৪। চট্টগ্রাম।

—০—

আমার জীবন

দ্বিতীয় ভাগ।

যশোহর।

কর্ম্মে দীক্ষা।

কলিকাতায় পঁহুছিয়া—প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর সেই চ্যাপম্যান সাহেবের কাছে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার পারিবারিক অবস্থা সকল বড় প্রীতিপূর্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে বলিলেন—"তুমি বোধ হয় জানিয়াছ যে তুমি যশোহরে নিয়োজিত হইয়াছ।" আমি বলিলাম ইতিমধ্যে ঐরূপ গেজেট হইয়াছে দেখিয়াছি। বাটীতে একজন আত্মীয় গেজেট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিলেন "তুমি যশোহরের মাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেবকে চেন?" মনরো সাহেব যশোহরের মাজিষ্ট্রেট এ সংবাদ শুনিয়াই আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কেন তাহা বলিতেছি।

আমি যখন চট্টগ্রাম স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছি তখন মনরো সাহেব চট্টগ্রামের জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট। তিনি দেখিতে বেশ সুপুরুষ, তবে এক পা খোঁড়া। কিন্তু তাহা হইলে কি? তাঁহার বিক্রমে চট্টগ্রাম কম্পিত। তিনি একখণ্ড দাবানল বিশেষ। তাঁহার হাতে যে একবার পড়িতেছে সে দোষী হউক, নির্দোষী হউক, সে ধনী হ'ক, দরিদ্র হউক, তাহার আর নিস্তার নাই। যে প্রকারে

একবার তাঁহার মনে ধারণা হইলেই হইল যে এ লোকটা দুষ্ট লোক, তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। সে তাঁহার কোপানলে সর্ব্বগ্রাস্ত হইবে। আমার পিতার উপরোক্ত মাতুলভ্রাতা কাশীবাবু চট্টগ্রাম সহর হইতে প্রায় তিন দিনের ব্যবধানে এক জমিদারী কিনিয়াছিলেন। তাহাতে এক দুরন্ত তালুকদার ছিল। কাশীবাবু যেমন জিদি, সেও তেমনি। কাশীবাবু যেমন মুগুর, সেও তেমনি কুকুর। কাশীবাবু ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন তাহার ভিটায় পুকুর কাটিয়া তুলসি রোপণ করিবেন, না হয় তাঁহার নাম কাশীচন্দ্র নহে। সেও প্রতিজ্ঞা করিল কাশীবাবুকে ফকির করিবে, না হয় তাহার নাম মতিয় রহমান নহে। সেই রাজস্থানের গল্প— "তোমার নাম যদি জয় সিংহ, আমার নামও অভয় সিংহ।" পরিণামও একইরূপ হইল। সেই, 'যার্থার' ক্ষেত্রে দুইটী রাজ্য ধ্বংশশেষ হইয়াছিল। ইহাতেও দেশের দুইটী হিন্দু মুসলমানের প্রধান ঘর ধ্বংশ-শেষ হইল। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রত্যহ হাঙ্গামা, প্রত্যহ খুন। মনরো সাহেবের ধারণা হইল যে কাশীবাবুই অত্যাচারী, তাঁহাকে যেমন করিয়া হউক জব্দ করিতে হইবে। অতএব সত্য হউক মিথ্যা হউক, দোষী হউক নির্দ্দোষী হউক, প্রমাণ থাকুক আর নাই থাকুক, তিনি কাশীবাবুর পক্ষের লোক আসামী পাইলেই শেসনে প্রেরণ করিতে এবং শাস্তি দিতে লাগিলেন। শেসন জজ মিঃ সেণ্ডিস (Sandys) একজন বিচক্ষণ বিচারক। তিনি সমস্ত মোকদ্দমা খালাস দিতে লাগিলেন। মনরো সাহেব ক্রোধে অধীর হইলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে সেণ্ডিস সাহেব পিতার করধৃত পুতুল মাত্র, এই জন্যই তাঁহার সমস্ত হুকুম রহিত হইতেছে। তিনি এক মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পিতাকে সাক্ষীর সমন দিলেন। পিতা জজকে বলিলেন যে তিনি সমস্ত দিন জজের সমক্ষে উপস্থিত থাকেন—

তখন সেরেস্তাদার—কোথায় তিন দিবসের পথে কি ঘটনা হইতেছে, তিনি তাহার কি জানেন। মনরো সাহেব কেবল তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য সমন দিয়াছেন। জজ সমন ফিরাইয়া দিলেন। মনরো বড় অপ্রতিভ হইলেন। কিছুদিন পরে সেণ্ডিস সাহেব স্থানান্তরিত হইলেন। তাঁহার স্থানে র্যাড্‌ক্লিফ (Radcliffe) জজ হইয়া আসিলেন। র্যাডক্লিফের শরীরখানি যেমন স্থূল, বুদ্ধিটাও তেমন স্থূল ছিল। কিন্তু লোক বড় ভাল। পিতা তখন জজ আদালতের সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনিই প্রকৃত জজ। মনরো সাহেব সুযোগ বুঝিয়া আবার পিতার নামে আর এক সমন পাঠাইলেন। তখনও কাশীবাবুর যুদ্ধ চলিতেছিল। স্মরণ হয় উহা ১০ বৎসরকাল চলিয়াছিল। কাশীবাবু অবশেষে জয়ী হন, এবং মতিয় রহমানের ভিটায় সত্য সত্যই এক ক্ষুদ্র পুষ্করিণী কাটাইয়া তাহাতে তুলসি রোপন করিলেন। এরূপে তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালিত হইলে আবার সেই জমিদারি সেই ব্যক্তিকেই তালুকি বন্দোবস্ত দিলেন। কিন্তু তখন আর তাঁহার মাথা তুলিবার সাধ্য ছিল না। তিনি এরূপ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি ও সর্ব্বস্ব হারাইলেন। সামান্য একটু জিদের জন্য দুটি ঘর ঐরূপে ধ্বংশ হইল—কি শিক্ষার স্থল! পিতা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কাশীবাবুর অভিমান বুদ্ধি নিবাইতে পারেন নাই। যাহা হউক এবারও পিতা পূর্ব্ববৎ সকল কথা জজকে জানাইলেন। জজ সেদিন কিছু না বলিয়া পরদিন আসিয়া পিতাকে বলিলেন—"মনরোর সঙ্গে আমার কথা হইয়াছে। তিনি তোমাকে কোনও রূপ অপমান করিতে ডাকেন নাই। তিনি তোমার অনেক সুখ্যাতির ও প্রভুত্বের কথা শুনিয়াছেন, তোমাকে একবার দেখিতে চাহেন।" পিতা বলিলেন—"আমি একজন আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারী মাত্র। আমার আবার সুখ্যাতিই বা কি প্রভুত্বই বা কি?" জজ

দিলেন। পিতা চলিয়া গেলে তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন—"আমি ইঁহার কথা যেরূপ শুনিয়াছিলাম, সেরূপই দেখিলাম। আমি এমন যোগ্য লোক দেখি নাই।" সহর তোলপাড়। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিতে পথে পথে এ গল্প শুনিতে লাগিলাম। একেবারে জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছে। অর্দ্ধপথে পিতৃব্য কাশীবাবুকে বহুলোক বেষ্টিত হইয়া কয়েকটা টাকার তোড়া-শুদ্ধ আনিতে দেখিলাম। তাঁহার আর আনন্দে মাটিতে পা পড়িতেছে না। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন "বাবু! তুমি শুনিয়াছ আজ বড়দাদা মহাশয় দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছেন।"

আমি চ্যাপম্যান সাহেবের কাছে সংক্ষেপে উপরোক্ত উপাখ্যান বিবৃত করিয়া বলিলাম—"আমার ভয় হইতেছে পাছে মনরো সাহেবের ক্রোধ উত্তরাধিকারীসূত্রে আমার উপর আসিয়া পড়ে।" চ্যাপম্যান উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন "তুমি নিতান্ত ছেলে মানুষ। আচ্ছা, আমি তাঁহার নিকট এক পত্র দিতেছি। তোমার ভয় নাই।" তিনি সেই পত্র দিয়া, ও আমাকে কার্য্যসম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়া, সস্নেহবিদায় দিলেন। আমি তাঁহার গৃহের বাহির হইয়া পত্র খানি খুলিয়া পড়িলাম। তাহাতে লেখা ছিল—"প্রিয় মনরো! এইটি তোমার নূতন ডেপুটী বাবু নবীনচন্দ্র সেন। বড় অল্প বয়স, কিন্তু বড় মানসিক শক্তিসম্পন্ন (very intelligent)।"

এই জয় পতাকা ললাটে বাঁধিয়া আমি যশোহর রওনা হইলাম। পূর্ব্ববঙ্গ রেলে চাকদা ষ্টেশনে নামিলাম; এখান হইতে যশোহর প্রায় ৫০ মাইল। এই দীর্ঘ পথ যে যানে অতিক্রম করিতে হইত এ অঞ্চলের লোকেরা তাহাকে অত্যুক্তি অলঙ্কার সাহায্যে ঘোড়ার গাড়ী বলিত। সে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সে কালের কলিকাতার কালীঘাট-গামী ছ্যাকড়ার

শ্রেণীর গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণী যদি কল্পনা করা যাইতে পারে তবে এ অপূর্ব্ব গাড়ীর মূর্ত্তি কতক হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। স্মরণ হয় বেলা ৯টার সময় চাকদা পঁহুছিয়া এবং সেখানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উপ-রোক্ত এক খানি যানে যশোহরের পাড়ি আরম্ভ করি। সমস্ত দিন তাহার মৃদু মন্থর অধ-ঊর্দ্ধ সঞ্চালনে সর্ব্বাঙ্গের অস্থি পঞ্জর নিষ্পেষিত করিয়া এবং অপরিমান ধূলারাশির দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া যশোহরে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় গিয়া কেশবলাল ধর উকীল মহাশয়ের বাসায় একখানি পরিচয় পত্র সহ উপস্থিত হইলাম। কেশব বাবু অতি নিরীহ ভাল মানুষ। দু এক দিন অতি যত্নে তাঁহার বাসায় রাখিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মস্তকের ধূলি রাশি যথাসাধ্য প্রক্ষালন করিয়া মাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেবের সঙ্গে এ জীবনে প্রথম ধড়া চূড়া যথা শাস্ত্র বান্ধিয়া সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়াই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি কি লিখিতেছিলেন; তাহা শেষ করিতে লাগিলেন। আমি আমার হৃৎকম্প সামলাইতে লাগিলাম। তাহার পর কলমটি রাখিয়া আমার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমি চ্যাপম্যান সাহেবের পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি তাহা পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বাড়ী কোথায়?" আমি গজপতি বিদ্যা-দিগ্‌গজের মত ভাবিলাম—"সর্ব্বনাশ। ঐ গো নাম চায়।" আমার মাথায় যেন পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি দিগ্‌গজঠাকুরের মত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যতদূর পারি পরিচয়টা চাপিয়া যাইব। উত্তর করিলাম—"পূর্ব্ব বঙ্গ।" প্রশ্ন—"পূর্ব্ব বঙ্গ? কোথায়?" তখন অগত্যা উত্তর করিতে হইল—"চট্টগ্রাম।" প্রশ্ন—"চট্টগ্রাম? কোন গ্রামে?" আমি মনে করিলাম এইবার আর ধরা না পড়িয়া রক্ষা নাই। সভয় উত্তর করিলাম, "নয়া পাড়া।" সাহেবের যেন কৌতুহল বৃদ্ধি হইল। বলিলেন—

"তুমি কি নয়াপাড়ার বিখ্যাত জমিদার বংশের সন্তান ? তোমার পিতার নাম কি ?" আমার মস্তকের কেশাগ্র হইতে চরণের নখাগ্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই প্রকম্পিত কণ্ঠে বলিলাম—"হাঁ, আমি সেই বংশের সন্তান। আমার পিতার নাম বাবু গোপীমোহন রায়।" এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিলাম—"তিনি চট্টগ্রামের উকীল ছিলেন।" আমি মনে করিলাম তাহা হইলেই সাহেব আর চিনিতে পারিবেন না, কারণ পিতা তাঁহার সময়ে আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। সাহেব চক্ষু প্রসারিত করিয়া আমাকে যেন আপাদ মস্তক দেখিয়া বলিলেন—"ওহো! তুমি সেই গোপী বাবুর পুত্র? আমি তাঁহাকে বিলক্ষণ জানি। তিনি পূর্ব্বে পেস্কার ছিলেন?" আমি একটী ছোট খাট "হাঁ" বলিলাম। প্রশ্ন—"তাহার পর তিনি সেরেস্তাদার হইয়াছিলেন?" আবার ছোট "হাঁ" উত্তর হইল। প্রশ্ন—"তাহার পর তিনি মুন্সেফ হইয়াছিলেন?" আমি আবার লঘুস্বরে বলিলাম "হাঁ।" প্রশ্ন—"তিনি তাহার পর কি উকীল হইয়াছেন? তিনি এখন জীবিত আছেন কি?" আমি তখন বাষ্পাকুল লোচনে বলিলাম—"না, তিনি এখন নাই। তিনি উকীল অবস্থাতেই আমাদিগকে অকূলে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন।" তখন সাহেব বড় সহৃদয়তার সহিত আমার পারিবারিক সংবাদ এবং দুরবস্থার কথা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত শুনিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তোমার ভয় নাই, তুমি সেই গোপীবাবুর পুত্র। আমি তোমাকে এক পক্ষের মধ্যে এক জন পাকা কর্ম্মচারী করিয়া তুলিব, আমি তোমার পিতার মত এরূপ বিচক্ষণ কর্ম্মচারী আমার চাকরীর মধ্যে কোথায়ও দেখি নাই। তুমি জান কি চট্টগ্রামের জজগুলা তোমার পিতার হাতের পুতুল ছিল?" তখন চেয়ার খানি আমার দিকে ফিরাইয়া যশোহর সহরের একটি সাদ-

য়িক চিত্র অঙ্কিত করিলেন। সমস্ত সহরে কে কেমন লোক, কে হিন্দু, কে ব্রাহ্ম, কে মদ খায়, কে বেশ্যালয়ে যায়, আমি কাহার সঙ্গে মিশিব, কাহার সঙ্গে মিশিব না, ইত্যাদি বিষয়ে এক দীর্ঘ উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন,—"তুমি আজ গিয়া বিশ্রাম কর। কাল কালেক্টরি কাচারিতে আমার কাছে উপস্থিত হইও।" আমার বুক হইতে যেন একটি পাহাড় নামিয়া গেল। তাঁহার গৃহের বাহিরে আসিয়া যেন এক ঘণ্টার পর আমার নিশ্বাস পড়িল। এই আনন্দের সময় আবার আশঙ্কার যে এক খণ্ড কাল মেঘ দেখা দিয়াছিল তাহা উড়িয়া গেল।

পরদিন যথা সময়ে তাঁহার আফিস কক্ষে উপস্থিত হইলাম। তিনি ডেপুটিতে দীক্ষার শপথ পাঠ করাইলেন এবং তাহাতে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। তখন আমাকে তাঁহার কক্ষের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কক্ষে লইয়া গিয়া বলিলেন—"এই তোমার এজলাস। তোমার টেবিলের উপর দুটি বাণ্ডিল দেখিতেছ। উহা সাবধানের সহিত পাঠ করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইও। আজ তোমার আর অন্য কোন কাজ করিতে হইবে না।" আমি দেখিলাম ক্ষুদ্র কক্ষ, তাহাতে একটি রেলিং পর্য্যন্ত নাই। আমি বলিলাম "আমি এই মাত্র কলেজ হইতে আসিয়াছি। ইহাতে বসিয়া কেমন করিয়া কাজ করিব?" তিনি আমাকে আবার তাঁহার কক্ষে লইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই খানে রেলিং আছে কি?" আমি বলিলাম—"না নাই, কিন্তু আপনার নামই যথেষ্ট। তাহার ভয়ে কেহ এখানে আসিবে না।" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"তোমারও সেরূপ নাম করিতে হইবে। তুমি সেরূপ নাম করিতে না পারিলে যশোহরের বদমায়েসদিগকে কখনও শাসন করিতে পারিবে না—এইটি তোমার প্রথম শিক্ষা।" তাহার পর এজলাসে গিয়া দুটি বাণ্ডিল মনোনিবেশ পূর্ব্বক পড়িলাম। একটিতে তাঁহার নিজের

বিচার্য্য কয়েকটি কালেক্টরীর নথি ও সার্কুলার, এবং অন্যটিতে তাঁহার বিচার্য্য কয়েকটি ফৌজদারি নথি ও সার্কুলার। পাঠ করিয়া তাঁহার আদেশ মত সাক্ষাৎ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম। পর দিবস আবার আদেশ মত আফিসে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন—"আজ তোমাকে বাকি খাজনার ও ফৌজদারীর মোকদ্দমা দিয়াছি,—উহা বিচার করিতে হইবে। তোমাকে একটী উপযুক্ত মুসলমান সেরেস্তাদার দিয়াছি। কিন্তু এমন বদমায়েস আর নাই। তাহাকে তোমার শাসন করিতে হইবে।" শুনিয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম—"আমার এই বয়স এবং এই প্রথম কর্ম্ম। অতএব এরূপ ব্যক্তির হাতে আমাকে দেওয়া কি উচিত হইতেছে?" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"তুমি ইহাকে শাসনে রাখিতে পারিলে কখন কোন আমলা তোমাকে আর হাত দেখাইতে পারিবে না। এইটি তোমার দ্বিতীয় শিক্ষা।" আমি সেই দিন সেই মোকদ্দমাগুলির মাথামুণ্ড করিয়া গৃহে চলিয়া গেলাম। "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং"—যেরূপ তাঁহার বিচার্য্য নথিগুলি দেখিয়াছিলাম ঠিক তাহারই অনুকরণ করিয়াছিলাম। পরদিন প্রথম আফিসে ডাকিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—"তুমি কাল চলিয়া গেলে তোমার নথি আনিয়া আমি দেখিয়াছিলাম। এই তোমার প্রথম কার্য্য মনে করিলে, তুমি উহা অতি প্রশংসনীয়রূপে করিয়াছ বলিতে হইবে। এখন আর আমার তোমাকে শিক্ষা দিবার বড় কিছু নাই। এখন যত শীঘ্র পার ফৌজদারীর আইন দু খানি এবং দশ আইন খানি পড়িয়া ফেল। দেখিলাম সেই প্রথম দিনের কার্য্যে লোকের কাছেও আমি একটী ক্ষুদ্র অবতার হইয়া পড়িয়াছি। চারিদিকে আমার বয়স, রূপ ও গুণের, বিশেষতঃ বড় চক্ষুদুটির, জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছে। যে সংসার এত

দিন একটি প্রশান্ত কল্পনার রাজ্য ছিল, এবং যাহা চিরজ্যোৎস্নাময়, শান্তিময় ও সৌন্দর্য্যময় বলিয়া মনে করিতাম, এবং যাহা পাঠ্যজীবনের দুর্গতির আরামতীর বলিয়া মনে করিতাম এরূপে সেই সংসারে প্রবেশ করিলাম। সেই বিপদ ঝটিকা বজ্রাঘাতের পর এ প্রবেশ বড়ই আনন্দময়, উৎসাহময় ও উৎসবময় বোধ হইল।

---o---

অমৃত বাজার পত্রিকা।

"অমৃত বাজার পত্রিকা" ও তাহার সম্পাদক ভারতবিখ্যাত শিশির-কুমার ঘোষ ও তাঁহার কনিষ্ঠ মতিলাল ঘোষকে আজ কে না চেনেন? আমি যশোহরে অবতীর্ণ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে "অমৃত বাজার পত্রিকা" ভূমিষ্ঠ হয়। বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকা; কাগজ কদর্য্য, ছাপা কদর্য্য, ভাষা কদর্য্য। শুনিলাম উহার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, কম্পো-জিটর শিশিরকুমার ঘোষ, প্রিণ্টার শিশিরকুমার ঘোষ, এমন কি উহার প্রেস ও অক্ষর প্রস্তুতকারক পর্য্যন্ত শিশিরকুমার ঘোষ। কাগজখানির নামটি যে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়, তাহার অক্ষর, লোকের বিশ্বাস, লাউ কাটিয়া, কি কাঠ কাটিয়া, প্রস্তুত করিয়াছেন শিশির কুমার ঘোষ। শিশিরকুমার নিজ গ্রামে এক বাজার স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মাতার নাম অমৃতময়ী। বাজারের নাম রাখিয়াছেন অমৃত বাজার। সেইজন্য কাগজখানির নাম হইয়াছে "অমৃত বাজার পত্রিকা।" লোকের মুখে এ সকল কথা যেন উপাখ্যানের মত শুনিতে লাগিলাম। আর শুনিলাম তিনি একজন মহাব্রাহ্ম। দিন কতক যখন এসেসার ছিলেন, তাঁহার পাল্কির বাঁশের সঙ্গে মুর্গি বাঁধিয়া লইয়া যাইতেন এবং শিশিরকুমারের কুক্কুট ধ্বজ হিন্দুজগতে তারস্বরে তাঁহার ব্রাহ্মত্ব প্রচার করিত। তিনি মনরো সাহেবের আন্তরিক প্রিয়পাত্র ও তাঁহার প্রধান শাসনাস্ত্র। এ হেন দুরন্ত সাহেব তাঁহার করে যেন মোমের পুতুল। সাহেব মহোদয়ের দীর্ঘ কর্ণ দুখানি শিশিরকুমারের করস্থস্থ। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়েও শিশিরকুমার অবাধে তাঁহার দাম্পত্য কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিতেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে শিশিরকুমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"অমুক স্থানে একটা দাঙ্গার আয়োজন

হইয়াছে। প্রভাত হইলে কত লোক মারা যাইবে ঠিক নাই।” সাহেব বলিলেন—“শিশির! আমি অতি প্রত্যুষে যাইব।” শিশির বলিলেন—“তাহা হইলে হইবে না। আপনাকে এখনই যাইতে হইবে।” সাহেব আর কথাটি না কহিয়া অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিলেন, এবং প্রভাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে এমন সময় দুই পক্ষের মধ্যস্থলে অশ্বপৃষ্ঠে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—“বেশ বাবা! খুব যুদ্ধ কচ্চো।” আর মুহূর্ত্ত মধ্যে লাঠিয়াল সকল লাঠি ফেলিয়া পলায়ন করিল এবং উভয় পক্ষের নেতৃগণ ধৃত হইল। লোকের বিশ্বাস মনরো সাহেবই কাগজ খানি খোলাইয়াছেন এবং তিনি বাধ্য করিয়া যশোহরের আপামর সাধারণকে তাহার গ্রাহক করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—“বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজ কুলেষু চ।” ‘অতি’ সবই মন্দ! অতি বন্ধুতায় ইদানীং বিষোৎপন্ন হইয়াছে। “অমৃতবাজারের” এক সংখ্যায় “ঘোরতর অত্যাচার” নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখা থাকে যে কোনও সব-ডিভিসনাল অফিসার একটি সাক্ষীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছেন, এবং ... প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় যে তিনি উপদংশ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন! ফৌজদারি হেডক্লার্ক রাজকৃষ্ণ মিত্র মেজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠান যে এই দুই প্রবন্ধের লক্ষ্য তাঁহার অধীনস্থ কোনও কর্ম্মচারী। সাহেব জিজ্ঞাসা করেন সে কে। রাজকৃষ্ণ বলেন তিনি বলিতে পারেন না। সাহেব সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কি—আমার হুকুম অমান্ত! শিমুলস্তূপে অগ্নিকণা পড়িল, আর হুহুঙ্কার শব্দে সাহেবের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন দশ মিনিটের মধ্যে রাজকৃষ্ণের উত্তর দিতে হইবে। তাহার পর পাঁচ মিনিট। তাহার পর দুই মিনিট। কিন্তু রাজকৃষ্ণ উত্তর দিলেন না। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম হইতে সস্পেণ্ড করিয়া তিনি শিশিরকুমারকে পত্র লিখিলেন। শিশির-

কুমার লিখিলেন যে প্রবন্ধে যাহা আছে তাহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছু বলিতে বাধ্য নন। এবার সাহেবের ক্রোধ দাবানলে পরিনত হইল। তিনি তখন অমৃত বাজারের সম্পাদক বা সম্পাদকগণ, মুদ্রাকর বা মুদ্রাকরগণ, প্রকাশক বা প্রকাশকগণের নামে যথাশাস্ত্র এক "অফিসিয়াল" পত্র ঝাড়িলেন। শিশির কুমার এ পত্রেরও ঐরূপ উত্তর দিলেন। তখন সাহেব চুপ করিয়া থাকিলে কেহ তাঁহার দোষ দিত না। কিন্তু তিনি সেরূপ পাত্র নহেন। বিধাতার নীতি টলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার হুকুম টলিবে না। তাঁহার হুকুম যতই অসঙ্গত ও নীতিবিরুদ্ধ হউক না, তাহার একটি অক্ষর যে পালন না করিবে, সে যতই তাঁহার বন্ধু হউক না, যতই নির্দ্দোষী হইক না, তিনি তাহার সর্ব্বনাশ না করিয়া ছাড়িবেন না। তিনি তখন তদন্ত করিয়া জানিলেন যে উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের লক্ষ্য ঝিনাইদহের সবডিভিসনাল অফিসার রাইট (Wright) সাহেব। তখন উহার দ্বারা শিশিরকুমার ঘোষ, [illegible] মিত্র, এবং একজন প্রিণ্টারের নামে অপবাদ বা 'লাইবেল' অভিযোগ উপস্থিত হইল। যশোহরে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, যেন একটা খণ্ড প্রলয় হইয়াছে। এ সময়ে আমি সশরীরে যশোহরে ধর্ম্মাবতারের সিংহাসন আরোহণ করি।

মোকদ্দমা জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ওকিনিলি সাহেবের হস্তে। যেমন মাজিষ্ট্রেট, তেমনই জইণ্ট— সোনায় সোহাগার যোগ, অনলের সহায় পবন। মাজিষ্ট্রেট যাহাকে ধরিতে বলেন, জইণ্ট তাহাকে খুন করেন। যুদ্ধরত গজ কচ্ছপের পরাক্রম বিশ্ব চরাচর সহিতে পারে নাই। এই সম্মিলিত গজকচ্ছপের শক্তি একটা জেলা কিরূপে সহিবে? এই যুগলরূপের—একান্ত হরিহরের শাসনে ও অত্যাচারে যশোহর টলটলায়মান। ভদ্রলোক পর্য্যন্ত অস্থির। ইহাদের প্রধান গোয়েন্দা একজন মর্কট-

শ্রেণী কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার। তাহার যশোহরব্যাপী অভিশপ্ত নাম। সেই অখাদ্য জিনিসটার খাদকের পুত্র না বলিয়া কেহ তাহার নাম করিত না। ওকিনিলি সাহেব ছদ্মবেশে নৈশ পর্য্যটনে বাহির হইতেন; এবং পতিতাদের পল্লী হইতে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদের বাড়ী পর্য্যন্ত সকলের গৃহের পশ্চাতে লুকাইয়া থাকিয়া কোথায় কি হইতেছে তাহার খবর লইয়া আসিতেন, লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল। সকালে তাঁহার বাড়ীতে গেলে রাত্রিতে সহরে কোথায় কি হইয়াছে তাহার খবর পাওয়া যাইত। একজন ইন্‌স্পেক্টার নাকি কোনও বেশ্যালয়ে বসিয়া প্রাণটা খুলিয়া কিঞ্চিৎ গোপন অনুসন্ধান করিতেছিলেন। উঠিয়া আসিবার সময়ে কপাটের আড়াল হইতে এক "মনোহর হাসা মূর্ত্তি কামিজ পরিয়া" বহির্গত হইল, এবং বলিল,—"আচ্ছা বাবা! বড় মজা কল্লা!" সে দিন হইতে তাঁহার পুলিশ লীলার উত্তর কাণ্ড আরম্ভ হইল। অল্প দিনের মধ্যে তিনি পদচ্যুত হইলেন। শ্যামা পূজার ভাসান। দড়াটানার পুলের নীচে ভৈরব নদের বক্ষে সহরের সমস্ত প্রতিমা ও নর্ত্তকী সমবেত। তীরে লোকারণ্য। ধীরে ধীরে বগির টোপ দিয়া পাঁচটার সময় জইণ্ট সাহেব পুলের উপরে উঠিয়া বগির টোপ ফেলিয়া দিলেন, এবং একবার গলা বাড়াইয়া নদীর দিকে দেখিয়া তাঁহার সেই উৎকট হাসি হাসিলেন। একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। নর্ত্তকীগণ "মাগো! বাবা গো!" বলিয়া কাঁদিয়া বসিয়া পড়িল; কেহ বা জলে ঝাঁপ দিল। নৌকারোহী ভদ্র ও অভদ্র অনেকেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। তীরস্থ সমস্ত লোক ব্যাঘ্রতাড়িতবৎ ছুটিয়া পালাইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে উৎসব স্থান একটা হাহাকারে পূর্ণ হইল। একদিন ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট বিদ্যারত্নের বাসায় নিমন্ত্রণ। উচ্চ পদবীস্থ সকলে মিলিয়া খুব আমোদ করিতেছেন। ইতিমধ্যে ভৃত্য আসিয়া বলিল যে গৃহের পশ্চাতে এক শ্বেতকায়

প্রেতমূর্ত্তি। বিদ্যারত্ন একজন সেকেলে পণ্ডিত। সেকেলে পণ্ডিতের মত, এই প্রেতভয় নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। ভৃত্য ফিরিয়া গিয়া এক হাঁড়ি তপ্ত ফেন সেই শ্বেতাঙ্গে ঢালিয়া দিল। গৃহ হইতে ভদ্রমণ্ডলী এক মহা পলায়ন শব্দ শুনিলেন। বাসার ভৃত্যমণ্ডলী হাসিতে হাসিতে "চোর চোর" বলিয়া তাড়াইতে লাগিল। শুনিলাম সে অবধি যশোহরে এই শ্বেতভূত উপদ্রব কমিয়াছিল। যশোহরে পৌঁছিয়াই এরূপ অনেক গল্প শুনিলাম। আমি সাক্ষাৎ করিতে গেলে জইণ্ট সাহেব মহোদয় তাঁহার উদার আইরিশ-উচ্চারণ সম্বলিত ভাষায় বলিলেন—"তুমি বালক। আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিব। যে পর্য্যন্ত বিপরীত প্রমাণ না পাইবে, সে পর্য্যন্ত প্রত্যেক লোককে ষোল আনা বদমায়েস বলিয়া ধরিয়া লইবে!" ইহাই তাঁহার শাসন ও ধর্ম্মনীতির মূলমন্ত্র। তিনি একবার যাহাকে "বাদমান" (Badman) অর্থাৎ মন্দলোক বলিয়া সন্দেহ করিতেন সে দেবতা হইলেও তাহার নিস্তার নাই। এই মহাপুরুষের হস্তে "অমৃতবাজারের" মোকদ্দমা অর্পিত হইয়াছে। শিশিরকুমার কাযে কাযেই মনরো-ওকিনিলি মাহাত্ম্য লিপি করিয়া এক এফিডেভিট বা অঙ্গদ রায়বার হাইকোর্টে উপস্থিত করিলেন। হাইকোর্ট আদেশ করিলেন প্রমাণ থাকিলে মোকদ্দমা জইণ্ট নিজে বিচার না করিয়া সেসনে সমর্পণ করিবেন। প্রমাণ অনুসন্ধানের উপদ্রবে যশোহর উলট পালট হইতেছে। কাহাকে কখন ধরিয়া লইয়া পুলিশ অপমান করে, এবং তজ্জন্য কে কখন বিগ্রহ যুগলের কোপে পতিত হইয়া বিপদগ্রস্ত হয়, এরূপ আশঙ্কায় যশোহরে একটা মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। বলিয়াছি এ সময়ে আমি যশোহরের শাসনাকাশে নবীন গ্রহরূপে উদিত হই। শিশিরকুমার একজন বিখ্যাত "লড়ায়ে মেড়া।" তিনি আবার এ সকল অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া যুগলরূপকে স্থানান্তরিত

করিবার জন্য আবেদন করিলেন। লেফ্‌টেন্নাণ্ট গবর্ণর ধর্ম্মভীরু সার উইলিয়ম গ্রে। এখনকার মত তখন "প্রেষ্টিজের" বা প্রতিপত্তির ধূয়া উঠে নাই। তখন কি হাইকোর্ট, কি লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর, সিবিল সার্ভিসের করধৃত পুতুল ছিলেন না। ১১ টার সময়ে আমার এজলাসের সমক্ষে মাজিষ্ট্রেট খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া বলিলেন—"নবীন! আমি চলিলাম।" আমি শুনিয়া অবাক্।

আমি। আপনি কোথায় যাইতেছেন?

মা। বোর্ডের সেক্রেটারির পদে। আজ প্রাতে টেলিগ্রাম পাইয়াছি।

আ। কখন যাইবেন?

মা। এখনই।

আমি অতি বিষণ্ণভাবে নিরাশ্রিতের মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অতিশয় স্নেহ-করুণ কণ্ঠে বলিলেন—"ছেলে মানুষ (Poor boy)! তুমি ভয় পাইও না। যিনি আমার স্থানে আসিতেছেন, তিনি আমার কুটুম্ব (cousin)। আমি তোমার কথা কলিকাতায় তাঁহাকে বলিব। বদমায়েসদের শাসন কর। ভয় করিও না।" তিনি অতি স্নেহে আমার করমর্দ্দন করিয়া কাচারি হইতে বহির্গত হইলেন। কাচারি ভাঙ্গিয়া আমলাগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তিনি জনসাধারণের অপ্রিয় হইলেও আপন অধীনস্থগণের কাছে অপ্রিয় ছিলেন না। সকলে জানিত যে তিনি একজন মহা গোঁয়ার হইলেও অধীনস্থগণের আশ্রয়দাতা ছিলেন। যে আমলাকে তিনি ভাল বাসিতেন তাহার সাতখুনই মাপ। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি একদিন একটা বাটোয়ারার মোকদ্দমা করিতেছেন। আমি কাছে বসিয়া আছি। পেস্কার গিরীশ বাবুর সঙ্গে একটা মহা বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সাহেব চটিয়া রক্তবর্ণ হইয়া রায় লিখিতে আরম্ভ

করিবেন। গিরীশ বাবু হতাশ হইয়া বসিয়া বাঙ্গলায় বলিতে লাগিলেন—"আপনার গতিকই এই। আপনি যাহা একবার ধরেন তাহা আর ছাড়েন না। আপনি একটা পরিবারের সর্ব্বনাশ করিতেছেন।" বারুদের স্তূপে অগ্নিকণা পড়িল। সাহেব "কি!" ("what!") বলিয়া এক চীৎকার করিয়া কলম ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গিরীশ বাবুর দিকে ক্রোধকম্পিতকলেবর হইয়া চাহিয়া রহিলেন। আমি ভাবিলাম গিরীশ বাবুর পেস্কারিত্ব এই মুহূর্ত্তে শেষ হইল। কিন্তু না, গিরীশ বাবু সতেজে উঠিয়া বলিলেন—"আমি আর একবার মোকদ্দমাটা আপনাকে বুঝাই। আপনি ক্রোধ ত্যাগ করিয়া শুনুন।" এই বলিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন এবং নথি উল্টাইতে লাগিলেন। সাহেব দুই হস্তে দুই বাহু ধরিয়া একটি অগ্নি অবতারের মত শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে আগুন নিবিতে লাগিল। শেষে একটুক ঈষৎ হাসিয়া গিরীশ বাবুর দিকে চাহিয়া একটি অঙ্গুলি তাহার ললাটে ঠেকাইয়া বলিলেন—"Yes, Girish!"—"হাঁ গিরীশ!" গিরীশ তখন পু...রিয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি প্রায় এক দিস্তা কাগজ খস্ খস্ করিয়া লিখিয়া গিরীশকে ফেলিয়া দিলেন। আমি কক্ষের বাহিরে গিয়া গিরীশ বাবুকে বলিলাম—"আপনার ত ভয়ানক সাহস! আমি মনে করিয়াছিলাম আপনাকে গিলিয়া ফেলিবে।" তিনি বলিলেন—"একি দেখিলেন; এক এক দিন কলম চাপিয়া ধরিতে হয়। না হয় ত বেটা ক্রোধে অধীর হইয়া এতদিনে আরও কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিত। তাহার এই একটি গুণ, সে জানে যে সে ক্রোধে বিবেক-হীন হয়। তাই রক্ষা।" এখনকার দিন কোন শ্রীযুক্তের ভ্রম হইয়াছে বলিয়া যদি সম্মানের ভাষায়ও কোনও উচ্চতম ডেপুটি কোনও বিষয়ে কেবল ইঙ্গিত মাত্র করেন, তাহা হইলে তাঁহার ডেপুটিত্ব সেখানেই শেষ

হয়। মাজিষ্ট্রেট চলিয়া গেলেন। জইণ্টও "অমৃত বাজারের" মোকদ্দমা শেষ করিয়া এবং শিশিরকুমার, রাজকৃষ্ণ মিত্র ও প্রিণ্টারকে সেসনে দিয়া চলিয়া গেলেন। কর্ণবধের পর পৃথিবী যেরূপ এক হস্ত উচ্চ হইয়াছিল, যশোহরেরও তাহাই হইল। যশোহরব্যাপী একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল। ইঁহারা উত্তম শাসক হইলেও মাজিষ্ট্রেটের চিত্ত এত অস্থির এবং এরূপ আশুক্রোধপরবশ যে "অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।" আর জইণ্টকে তাঁহার কুটিলতা এবং হিংসাবৃত্তির জন্য দেশশুদ্ধ লোক ভয় ও ঘৃণা করিত। ইঁহাকে রাজকৃষ্ণ বাবু ষোড়শোপচারে বিদায় দিয়াছিলেন। জইণ্ট অপমানভয়ে যে সময়ে যাইবেন বলিয়া লোকের কাছে বলিয়াছিলেন, তাহার বহু পূর্ব্বে অতি প্রত্যুষে যাইতেছিলেন; কিন্তু রাজকৃষ্ণ তাঁহার অপেক্ষা চতুর। তিনি সেই প্রত্যুষে ধুতির খুঁট গায়ে দিয়া তাঁহার গৃহের সমক্ষে রাজপথে বসিয়া এরেণ্ডার দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিতেছিলেন। প্রথম পাল্কি আসিল।

প্রশ্ন।—এ পাল্কি কার ?

উত্তর। বাবাদের।

হুকুম।—চলিয়া যাও!

দ্বিতীয় পাল্কি আসিল।

প্রশ্ন।—এ পাল্কি কার ?

উত্তর।—মেম সাহেবের।

হুকুম।—চলিয়া যাও।

তৃতীয় পাল্কি আসিল। রাজকৃষ্ণ হুকুম করিলেন—"রাখ।" জইণ্ট পাল্কির দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন। রাজকৃষ্ণের গলা শুনিয়া বলিলেন—"চালাও! চালাও!" তাঁহাকে সমস্ত যশোহর ভয় করিত। কিন্তু তিনি রাজকৃষ্ণকে ভয় করিতেন। রাজকৃষ্ণ "রাজার রাজা রাই

কিশোরী।" গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট চাহিয়াছিলেন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদের সঙ্গে কোন আমলার কুটুম্বিতা আছে কি না। রাজকৃষ্ণ উত্তরের মুসাবিদায় লিখিয়া দিয়াছেন—"Raj Krishna Mitter is connected with all the Deputy Magistrates by intimacy." "রাজকৃষ্ণ মিত্র বন্ধুতার দ্বারা সকল ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদের সম্পর্কিত।" মাজিষ্ট্রেট মফঃস্বলে। জইণ্ট ভাবিলেন বন্ধুতার দ্বারা ত আর সম্পর্ক হয় না। ওটা বাঙ্গালীর ইংরাজির ভুল—"Babu English."তিনি intimacy (বন্ধুতা) কথাটা কাটিয়া দিয়া intermarriage (বিবাহ) লিখিয়া দিলেন। ডেপুটিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, মুসলমান পর্য্যন্ত আছেন। কমিশনর এ অপূর্ব্ব উত্তর পাইয়া এক তীব্র চিঠি ঝাড়িলেন, এবং অপরাধীর নাম চাহিলেন। জইণ্ট অপ্রস্তুতের একশেষ হইলেন। তিনি সে অবধি রাজকৃষ্ণকে ভয় করিতেন। রাজকৃষ্ণেরও যশোহরে খুব প্রভুত্ব। বিশেষতঃ বেহারাগণ তাঁহার প্রতিবেশী। তৎক্ষণাৎ পাল্কি নামাইল। রাজকৃষ্ণ পাল্কির দ্বার খুলিয়া, দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া, এক উপহাসব্যঞ্জক সেলাম দিয়া, দাঁতক'টি ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন—"কি সাহেব চল্লে? তা' এ মুলুকটা যেরূপ পোড়াইয়া গেলে, আর সেরূপ করিও না। কায কি? কাচ্চা বাচ্চা সঙ্গে থাকে!" জইণ্ট চক্ষু মুদিয়া তুষানলগ্রস্থ। রাজকৃষ্ণ তখন আবার দাঁতক'টি ঘষিতে ঘষিতে একটি বিচিত্র "গুডবাই!" বলিয়া পাল্কি তুলিতে আদেশ দিলেন। পাল্কি চলিল, আর পশ্চাতে রাজকৃষ্ণের শিক্ষিত একপাল বুনো বালক কুলা বাজাইয়া "দূর! দূর!" করিতে করিতে বহুদূর পর্য্যন্ত বিদায় দিয়া আসিল। শুনিলাম অপমানে ওকিনিলি ও তাঁহার পত্নী কাঁদিতেছিলেন। "অমৃত বাজার পত্রিকার" পরের সংখ্যায় জইণ্টের বিদায়ের একটি উজ্জ্বল ছায়ালোকময় বর্ণনা বাহির হইল। সমস্ত দেশ হাসিয়া আকুল।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ।

যদিও মাজিষ্ট্রেট মনরো মহোদয়ের অধীনে আমি একপক্ষ কাল মাত্র কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তথাপি তিনি আমাকে এত স্নেহ করিতেন যে তিনি স্থানান্তরিত হওয়ায় আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম; এজন্য তাঁহার সম্বন্ধে একটি 'সনেট' লিখিয়া "অমৃত বাজার পত্রিকায়" ছাপাইতে পাঠাইলাম। "মনরো সাহেবের বদলিতে আরত কেহ কাঁদিল না, কেবল নবীন বাবুই কাঁদিলেন"—এরূপ এক অন্তর টিপ্পনি সহ পত্রিকাতে কবিতাটি ছাপা হইল। আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র লিখিলাম, এবং পত্রিকা উহা না ছাপিলে উহা অন্য কাগজে ছাপাইব বলিয়া ভয় দেখাইলাম। তাহার কিছু দিন পরে বেলা তিন-টার সময়ে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আমার এজলাসে আসিয়া উপস্থিত। এক খানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বিশেষ বলিলেও চলে। বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর। সমস্ত শরীরে কেবল কয়েকখানি হাড়। নাকের, মুখের এমন কি সর্ব্ব শরীরের অস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষু কোটরস্থ, কিন্তু তীব্র, উজ্জ্বল, হাস্যময়। মুখে গালভরা পান, ও গালভরা কেমন একপ্রকার বিদ্রুপাত্মক হাস্য। পানের অলক্ত রসে অধর প্রান্তদ্বয় প্লাবিত। পরিধান সামান্য সাদাধুতি, সামান্য পিরাণ, তাহারও নাস্তি বোতাম। তাহার উপর একখানি চাদরের দড়ি—বুকের উপর অঙ্কশাস্ত্রের পূরণের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া প্রান্তদ্বয় স্কন্ধের উপর দিয়া পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। এই ত রূপ! কিন্তু মূর্ত্তিখানি দেখিলে বোধ হয় কি যেন একটি অদ্বিতীয় লোক। মূর্ত্তি আমার দিকে সহাস্যবদনে অগ্রসর হইতেছে, আমি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিয়াছি। পার্শ্ব হইতে আমার সেই মুসলমান পেশকার চুপে চুপে বলিল—"শিশির বাবু!" এবং উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বলিবার বড়

প্রয়োজন ছিল না। মূর্ত্তি আমার এজলাসের সমক্ষে আসিয়া বলিল—“আপনার পরিচয় আপনিই দিই। আমার নাম শিশিরকুমার ঘোষ। আপনার কি এখন বড় কায?” আমি উঠিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার করমর্দ্দন করিলাম। চেয়ার আনিবার অপেক্ষা না করিয়া তিনি পেশকারের পার্শ্বে টুলের উপর বসিলেন। এজলাসে অন্য আসন ছিল না। আমাকে বসিতে বলিলেন। যদিও তাঁহার অনেক নিন্দার কথা শুনিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া কিরূপ আমার হৃদয়ে গভীর ভক্তি ও আনন্দের সঞ্চার হইল। তিনি বসিয়াই বলিলেন—“আপনার কায কখন শেষ হইবে? আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এই অল্প দিনে যশোহরে আপনার এত প্রশংসা হইয়াছে যে আপনাকে একবার না দেখিয়া আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে চাহেন কেন? আমাকে ইংরাজদের সঙ্গে এত ঝগড়া করিতে হইতেছে যে বাঙ্গালীর সঙ্গে ঝগড়া করিবার আমার সত্য সত্যই সময় নাই। যাক্, আপনি কখন বাড়ী যাইবেন?” আমি বলিলাম যে মোকদ্দমাটি হাতে আছে তাহা শেষ করিয়া বাড়ী যাইব। বড় দেরী নাই। তিনি গুণ্ গুণ্ করিয়া কি গাইতে লাগিলেন, আমি “সুবিচার” আরম্ভ করিলাম। কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলিলেন—“আপনি কায শেষ করুন। আমি একটুক পরে আসিতেছি।” তিনি অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন। তখন নানাবিধ কথা কহিতে কহিতে বাড়ী চলিলাম। বাড়ী পঁহুছিয়া তিনি বলিলেন—“তোমার বয়স এত অল্প, তোমাকে আপনি বলা আমার পোষায় না। তাই ‘তুমি’ বলিব। তোমাকে দেখিয়াই তোমার উপর কেমন আমার ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ হইয়াছে।” আমি বড়ই প্রীত হইলাম এবং বলিলাম আমিও সেইরূপ স্নেহ তাঁহার কাছে চাহি। তাহার পর আমার ‘সনেটের

কথা তুলিয়া তিনি বলিলেন—"তুমি এখনও বালক। তুমি মনরো সাহেবকে চেন নাই। আমার মত তাঁহার বন্ধু যশোহরে কেহ ছিল না। এমন ভয়ানক লোক ভূভারতে নাই।" কথাটি আমি তখন বিশ্বাস করি নাই। ইদানীং আমার বুকের রক্ত দিয়া বিশ্বাস করিতে হইয়াছে। পরে যথাসময়ে তাহা বলিব। তখন তিনি তাঁহার মোকদ্দমার কথা ও বিপদের কথা তুলিয়া বলিলেন—"আমার এই বিপদ। তাহাতে মনরো সাহেবের বন্ধু ছিলাম বলিয়া আমি সকলের সহানুভূতি হারাইয়াছি। তোমাদের হাকিম সম্প্রদায় আমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। তোমাকে আমার একটা উপকার করিতে হইবে। তাঁহারা সকলে, আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের কাছে লইয়া যাইবে এবং যাহাতে আমার প্রতি তাঁহাদের এ ঘৃণার ভাব দূর হয় তাহা করিতে হইবে।" বাস্তবিকই হাকিম সম্প্রদায় তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, ততোধিক ভয় করিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে মনরো সাহেবের একজন প্রধান গোয়েন্দা বলিয়া জানিতেন। তিনি আসিতেছেন শুনিলে অমনি গান বাজনা বন্ধ হইত, পানীয় উপকরণ লুকাইবার ধুম পড়িয়া যাইত, এবং সকলে শিষ্টাচার সঙ্গত ভাব গ্রহণ করিয়া বসিতেন—ঠিক যেন একটা ব্রাহ্ম সমাজ। যতক্ষণ তিনি থাকিতেন অতি সাবধানে কথা কহিতেন। আমি বলিলাম—"আপনি যাহা সন্দেহ করিয়াছেন তাহা অমূলক নহে। আমি কি করিলে আপনার এ উপকার হইতে পারে তাহা বলিয়া দিলে আমি সেইরূপ করিব।"

তিনি। তাঁহাদের আমাকে ঘৃণা করিবার প্রধান কারণ এখন নাই। মনরো সাহেব এখন আমার মহাশত্রু, এবং তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আর এক কারণ আমি মদ খাই না। আমার এই শরীর, মদ খাইলে

আমি মরিয়া যাইব। তাই খাই না। আচ্ছ', এরূপ কোনও মদ আছে যাহা খাইতে ভাল, নেশা হয় না, বুক জ্বালা করে না?

আমি। কেন?

তিনি। আমি তোমার সাক্ষাৎ একটুক খাইব। তুমি তাঁহাদের সে কথা বলিবে! তাহা হইলে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন, এবং বুঝিবেন তাঁহারা মদ খান বলিয়া যে আমি তাহাদের মন্দ বলি তাহা নহে।

বাস্তবিকই তখন এক দিকে তান্ত্রিকতা ও অন্যদিকে ইংরাজি শিক্ষার ফলে ইংরাজানুকরণে সুরাপান এরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে যে সুরাপান করিত না, তান্ত্রিকেরা তাহাকে 'পশু' বলিয়া, এবং ইংরাজি নবিসেরা তাহাকে Gentleman (ভদ্র) নহে বলিয়া ঘৃণা করিতেন। এখন অর্থাভাবে হউক, কি অন্য কারণে হউক, দেশের শিক্ষিত সমাজে পানদোষ কমিয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সেই প্রাণে প্রাণে বন্ধুতা ও প্রাণভরা বন্ধুতাও চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক আমি হাসিলাম এবং শিশির বাবুকে বলিলাম তাঁহার মদ খাইতে হইবে না। মদ যে তাঁহার ও হাকিমদের মধ্যে অন্তরায় হইয়াছে আমার এমন বোধ হয় না। কারণ তাঁহাদের সম্প্রদায়ে মদ না খান এমন লোকও আছেন। আমি দুজনের নামও করিলাম। কিন্তু শিশির বাবুকে যে চিনে সে জানে যে তিনি যাহা গোঁ ধরিবেন, তাহা কখনও ছাড়িবেন না। তিনি আমার কাছে 'রোজলিকার' মিষ্ট ও প্রায় নেশাহীন শুনিয়া জিদ করিয়া এক বোতল আনাইলেন, এবং ঘটিরামের মত একটুক মুখে দিলেন। তাহার পর বলিলেন—"চল, আমার সঙ্গে এখন চল!" উভয়ে স্কুলের হেডমাষ্টার বাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বেই তাঁহাদের দুজনের মধ্যে বিশেষ পরিচয় ছিল। শিশিরবাবু বলিলেন—"নবীনকে জিজ্ঞাসা কর আমি এখনই তাহার বাসায় মদ খাইয়া আসিয়াছি।

বল, তোমরা আর আমাকে ঘৃণা করিবে না।" হেডমাষ্টার বাবু—"ব্রেভো শিশির!"—বলিয়া খুব বাহবা দিলেন। তখন অন্যান্য বন্ধুরাও আসিয়া জুটিলেন। শিশির বাবুর পান সংবাদ শুনিয়া একটা হাসির তুফান উঠিল। তাহার পর খুব আমোদ আরম্ভ হইল। শিশির কুমার, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একজন অদ্বিতীয় লোক। সঙ্গীতের সকল কলা তাঁহার পূর্ণরূপে আয়ত্ত। পাকোয়াজে তিনি একজন সিদ্ধহস্ত, এবং কি কীর্ত্তন, কি কালোয়াতি, কি টপ্পা, সকলেই তাঁহার সমান অধিকার। সকলে তাঁহাকে গাহিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন—"তোমরা আমার সাক্ষাৎ মদ না খাইলে, আমাকে আপনার বলিয়া না জানিলে, আমি গাইব না। দেখ বড় মনের দুঃখে আজ আমি তোমাদের কাছে নবীনকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি; কারণ নবীন তোমাদের বড় স্নেহের পাত্র। আজ হইতে আমারও বড় স্নেহের পাত্র। আমি তাহাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। ভরসা করি নবীন আমাকে তোমাদের সম্প্রদায় ভুক্ত করিতে পারিবে। আমাকে তোমরা আর দূরে রাখিও না।" কথাগুলি শিশির বাবু এমন আগ্রহ ও সহৃদয়তার সহিত বলিলেন যে সকলে গলিয়া গেলেন। তখন সুরাদেবী আসিয়া দর্শন দিলেন এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুপুর পর্য্যন্ত শিশির বাবু তাঁহার সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন। আমি সে দিন হইতে, সেই প্রথম পরিচয় হইতে, তাঁহাকে ভক্তি করিতে শিখিলাম এবং সেই ভক্তি উত্তরোত্তর এক জীবন বৃদ্ধি হয়। আজ তাঁহাকে,—"অমিয় নিমাই চরিতের" আদিষ্ট ও আবিষ্ট শিশির কুমারকে,—আমি দেবতার মত পূজা করি। তাঁহার পায়ে পড়িয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করি। এই অবধি শিশির বাবু আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। যেখানে আমাদের একটা নিমন্ত্রণ হইত—প্রায় প্রত্যেক শনিবারে ও

রবিবারেই হইত—তিনিও নিমন্ত্রিত হইতেন। তাহার দুইটা গল্প বলিব।

১। যশোহরে একটা সাইক্লোন হয়। তাহার কথা পরে বলিব। আমরা স্কুলগৃহে আশ্রয় লইয়াছি। পরদিন প্রাতে শিশির বাবুও স্কুলগৃহে আসিলেন। তিনি পূর্ব্বরাত্রিতে ঝড়ের সময়ে কোথায় ছিলেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—ঝড়ের পূর্ণবেগে যখন প্রলয় উপস্থিত করিয়াছিল তখন তিনি একখানি কাঁথা গায়ে দিয়া কাচারির মাঠে গিয়া পড়িয়া রহিয়াছিলেন, এবং ঝড়বেগে ভূমিতে কাষ্ঠখণ্ডবৎ তাড়িত হইতেছিলেন। সকলে শুনিয়া অবাক। এই খেয়াল কেন হইল? তিনি একটুক হাসিয়া বলিলেন—"ঝড়ের বেগ (velocity) মাপ করিতেছিলাম।"

২। শ্রদ্ধাস্পদ দীনবন্ধু বাবু যশোহর আসিয়াছেন, ও আমার বাসায় আছেন। শিশির তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কথায় কথায় বলিলেন,—"দীনবন্ধু, তুমি এবার যদি অমৃত বাজারে পোষ্টাফিস দেখিতে যাও, তবে একবার আমার স্কুলটি দেখিয়া আসিও। দেখিও কি কাণ্ড কারখানা করিয়াছি!

দী। কি করিয়াছ?

উ। ছেলেদের ড্রিল (কোয়াদ) শিখাইতেছি!

দী। এত বন্দুক সঙ্গীন কোথায় পাইলে?

উ। পাকা বাঁশের ল্যাঠি। যদি এরূপ ভাবে দেশের সকল স্কুলে 'ড্রিল' শিক্ষা দেয়, তবে তুমি দেখিবে একটা bloodshed (রক্তপাত) না হইয়া যাইবে না।

দীনবন্ধু অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন "কি? Bloodshed (রক্তপাত)?—menstruation (রজস্বলা)?" একটা হাসির তোল-পাড় উঠিল। দীনবন্ধু এরূপ ভাবে ও এরূপ কণ্ঠে কথাটি বলিলেন যে

সকলে হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শিশির বড়ই অপ্রতিভ হইলেন এবং চটিয়া বলিলেন—"তোমার কাছে কোনও Serious (গুরুতর) কথা বলা বৃথা।" দীনবন্ধু আবার বলিলেন বাঙ্গালীর রজস্বলা ভিন্ন আর 'ব্লডসেড্' কি হইতে পারে? শিশির তখন মাতৃভূমির দুঃখের কথা কহিতে কহিতে কাঁদিয়া ফেলিতেন, উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইতেন। সত্য মিথ্যা জানি না, শুনিয়াছি তাঁহার একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা (হীরালাল) উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং একটুকরা কাগজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—"আমার দ্বারা যখন মাতৃভূমির কিছুই হইবে না, তখন এ জীবন রাখিয়া কি ফল?" যশোহরে লিখিত আমার খণ্ড কবিতায় ও 'পলাশির যুদ্ধে' স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশির কুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথ প্রদর্শক।

'অমৃত বাজার পত্রিকার' মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইল। বিলাত হইতে নবাগত প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার মিঃ মনমোহন ঘোষের সঙ্গে আমি ইতিপূর্ব্বে পরিচিত হইয়াছিলাম। আমার পরামর্শমতে শিশির তাঁহাকে তাঁহার পক্ষে নিয়োজিত করেন। তিনি অতি দক্ষতার সহিত এই মোকদ্দমা চালান। ইহাতেই তাঁহার প্রথম নাম বাহির হইয়া পড়ে। তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এরূপ জেরানলে দগ্ধ করেন যে তিনি সাক্ষীর বাক্স হইতে খর্ব্বপদে নামিবার সময়ে ক্রোধে অধীর হইয়া আছাড় খাইয়া পড়েন। শিশিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পত্রিকার বর্ত্তমান সম্পাদক, মতি তাঁহার পক্ষে সাক্ষী ছিলেন। জজ স্বয়ং তাঁহাকে একটা দিন ধরিয়া জেরা করেন, কিন্তু একুশ বাইশ বৎসর বয়স্ক মতি এরূপ চতুরতার সহিত উত্তর দিয়া সেই অগ্নিপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন যে

মনমোহন আনন্দে তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া বলেন—“এই মতির জুড়ী পাওয়া ভার।” কয়েক দিন ব্যাপিয়া সাক্ষীর জবানবন্দি হয়। তাহার পর মনমোহন অতিশয় দক্ষতার সহিত শিশিরের পক্ষে মোকদ্দমায় তর্ক বিতর্ক করেন। রাজকৃষ্ণের পক্ষে হাইকোর্টের যে উকীল আসিয়াছিলেন, তিনি পরদিন তর্ক করিবেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময় রাজকৃষ্ণ এবং উকীল মহাশয় আমার বাসায় উপস্থিত। রাজকৃষ্ণের স্থূল, দীর্ঘ, ঈষৎ গৌরবর্ণ মূর্ত্তি। আয়ত নয়নে তীব্র বুদ্ধিশক্তি ও তেজস্বিতা যেন ভাসিতেছে। তাহার সঙ্গে মুখের ঈষৎ হাসিতে যেন কি একটা বিশ্বব্যাপী ব্যঙ্গভাব। তাঁহার উকীল মহাশয়ও স্থূল, কিন্তু খর্ব্ব। তাঁহার মূর্ত্তিখানি দেখিলে তাহাতে বড় একখানি বুদ্ধিমত্তা আছে এমন বোধ হয় না। দুইজনেই, উকীল মক্কেল, সেইদিন অপরাহ্ণে মস্তক মুণ্ডিত করিয়াছেন এবং তাহার উপর অপরিমিত সুরাপান করিয়াছেন। দেখিলাম দুই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! দিব্য জুড়ি মিলিয়াছে। রাজকৃষ্ণ যেরূপ ‘খামখেয়ালে’ তাহাকেও সেইরূপ বোধ হইল। রাজকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আমার কাছে খুব দীর্ঘছন্দে একটা পরিচয় এবং তাহার কাছে আমারও বহুবিশেষণ-সম্বলিত পরিচয় দিয়া বলিলেন—“আমি কাল অপরাধ স্বীকার করিতে যাইতেছি। তাই তোরে একবার দেখিতে আসিলাম।” এই বলিয়া আমাকে টানিয়া বুকে লইলেন। ইঁহারা সকলে আমাকে যেন একটা শিশুপুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। আমি অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমি তখনই মনমোহনের কাছ হইতে আসিতেছি; এবং তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে শিশির বাবু নিশ্চয় অব্যাহতি পাইবেন।

আমি। আপনি একরার করিবেন কেন?

উ। আর গোলমাল করিয়া ফল কি? বিদ্যারত্ন আমার মাথা

খাইয়াছে। আমার ত মেয়াদ হইবেই। তখন সকল কথা খুলিয়া বলা ভাল। আমার উকীলও তাহাই পরামর্শ দিয়াছেন। উকীল মহাশয়ও মদিরা জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"হাঁ। তা বই কি!" ইহার অধিক কিছু বলিবার তাঁহার শক্তিও ছিল না।

আমি। শিশির বাবু কি জানেন যে আপনি একরার করিতে যাইতেছেন?

উ। না। তাহাকে আর বলিয়া কি হইবে? তাহার পক্ষে ব্যারিষ্টার আছে। সে ত খালাস হইবে। আমার ত আর খালাস হইবার উপায় নাই।

আমি তখন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শিশির বাবুর বাসায় চলিলাম। উকীল মহাশয়ের আইন বিদ্যার ভারেই হউক, কি সুরাদেবীর ভাবেই হউক, আর চলিবার শক্তি ছিল না। তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। শিশির বাবু শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন! সকলে মিলিয়া মনমোহনের কাছে গিয়া তাঁহাকে শয্যা হইতে তুলিলাম। তিনিও শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজকৃষ্ণ বাবু! আপনি কি একরার করিবেন?" তিনি বলিলেন—"এই লিখিয়া রাখিয়াছি। কাল দাখিল করিব।" মনমোহন পড়িলেন এবং একরার পাঠে হতাশ হইয়া বলিলেন—"তাহা হইলে শিশির বাবুরও রক্ষা নাই।" তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলাম। তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তত কিছু প্রবল নহে। একমাত্র বিদ্যারত্নের সাক্ষ্য, তাহাও খুব পরিষ্কার নহে। একদিন বিদ্যারত্ন রাত্রি প্রায় সাতটার সময় আফিস হইতে গৃহে ফিরিতেছেন, জইণ্টের বাহন সেই কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইল। জইণ্ট তাঁহাকে মিষ্টমুখে খুব ধমকাইয়া বলিলেন, তিনি সকল কথা জানিয়াছেন অতএব বিদ্যারত্ন

—কোন কথা না লুকান। বিদ্যারত্ন মিথ্যা বলিবার পাত্রও নহেন। তিনি বলিলেন—"আমি আর কিছু জানি না। কেবল একদিন সন্ধ্যার সময়ে আমার বাসায় নিমন্ত্রণ ছিল। সে সময়ে "অমৃতবাজার" আসিলে রাজকৃষ্ণ খোলেন এবং 'ঘোরতর অত্যাচার' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটা পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে এক এক কথা সম্বন্ধে বলিলেন—'ইহা ত আমি লিখি নাই। তাহারা কোথায় পাইল?" ইহাই মাত্র রাজকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রমাণ। এতএব কেবল এই অবস্থা ঘটিত প্রমাণের উপর তাহার দণ্ড হইতে পারে না বলিয়া মনমোহন বুঝাইলেন। তখন রাজকৃষ্ণ বলিলেন যদি মনমোহন তাহার পক্ষেও তর্ক করেন, তবে তিনি একরার করিবেন না। পরদিন মনমোহন তাহাই করিলেন! মোকদ্দমার বিচার শেষ হইল। কমিশনার চ্যাপম্যান পর্য্যন্ত আসিয়া জুটিলেন, এবং সকল সিবিলিয়ান একত্র হইয়া দশদিন যাবত রায় লিখিয়া শিশির বাবুকে অব্যাহতি দিয়া রাজকৃষ্ণের এক বৎসরের এবং প্রিণ্টারের ছয় মাসের বিনাশ্রমে কারাবাসের আদেশ করিলেন।

আমি কাচারিতে বসিয়া এই আদেশ শুনিলাম। যশোহরে যেন একটা মহাবজ্র পতিত হইয়াছে। সকলে বিস্মিত, স্তম্ভিত। কেহ মনে করেন নাই যে এরূপ একটা অবস্থা ঘটিত ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করিয়া রাজকৃষ্ণের মত লোককে কারাবসের দণ্ড প্রদাম করা হইবে। এমন সময় একজন লোক আসিয়া বলিল রাজকৃষ্ণ বাবু আমাকে একবার দেখিতে চাহিয়াছেন। আমার পেস্কার বলিল—"সাহেবেরা যেরূপ ক্ষেপিয়াছে, আপনি যাইবেন না। আপনি ছেলে মানুষ, আপনার অনিষ্ট করিবে।" আমি তাহা শুনিলাম না। রাজকৃষ্ণ সেই নরাধম কোর্ট ইন্‌স্পেক্টারের কক্ষে বসিয়া আছেন। আমি যাইবামাত্র আমাকে টানিয়া কোলে লইলেন, এবং উভয়ে

কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"তোর স্নেহ আমি এ জীবনে ভুলিব না। এই বিপদের সময়ে তুই আপনার মাথায় বিপদ টানিয়া আনিয়া আমার যেরূপ সাহায্য করিয়াছিস্, আর কেহ তেমন করে নাই। ভয় নাই। রাজকৃষ্ণ মিত্র ইহাতে মরিবে না। তুই দেখিবি জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমি কলিকাতায় মুলা বেগুন গাড়ী বোঝাই করিয়া গলি গলি বিক্রী করিব এবং তাহাতে এই চাকরির অপেক্ষা বেশী উপার্জ্জন করিব।" আমি বলিলাম—"আপিলে আপনি খালাস হইবেন।" তিনি বলিলেন—"বিদ্যারত্ন সে আশাও বড় রাখে নাই। বিশেষতঃ 'সিভিল সার্ভিস' দল বাঁধিয়া মোকদ্দমাটা 'পলিটিকাল' করিয়া তুলিয়াছে।" বাস্তবিক তাহাই হইল। তিনি বলিলেন—"তোর একটি কায করিতে হইবে। বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টল্যাণ্ডও তোকে বড় ভাল বাসেন। যাহাতে জেলে আমি কতকগুলি বই নিতে পারি, তুই হুকুম করাইয়া দিবি।" আমি প্রতিশ্রুত হইয়া সাহেবের কাছে আসিতে পথে অনেকে আমাকে আবার মানা করিলেন। আমি এবারেও কিছু শুনিলাম না। সাহেবের কাছে গিয়া সজলনয়নে রাজকৃষ্ণের প্রার্থনা জানাইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজকৃষ্ণ কি তোমার কেহ হয়?" উত্তর—"না।" তখন তাঁহার মনটা যেন আমার এ করুণা ভিক্ষায় ভিজিল। তখনও 'সিভিল সার্ভিস' মনুষ্যত্বশূন্য হয় নাই। তিনি বলিলেন তাঁহার কাছে দরখাস্ত করিলে তিনি সেরূপ হুকুম দিবেন। আমি ফিরিয়া গিয়া এ সংবাদ রাজকৃষ্ণকে দিলাম। তিনি সজলনয়নে আমার ললাট চুম্বন করিয়া হাসিমুখে জেলে চলিলেন। এ জীবনে আর তাঁহাকে আমি দেখি নাই। কিন্তু তিনি বীর ও কৃতী পুরুষ। জেলে বসিয়া তিনি সমস্ত হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, এবং বাহির হইয়া

কলিকাতায় একজন প্রতিষ্ঠাভাজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হইয়া সুখে ও সম্মানে জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন বাঙ্গালীর একটা শিক্ষার স্থল। মস্তিষ্ক, ভরসা ও অধ্যবসায় থাকিলে মানুষ কখনও মারা যায় না। শিশির বাবুও সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় আসিয়া সজলনয়নে তাঁহার বিপদে যে সামান্য সাহায্য করিয়াছিলাম তজ্জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি জানাইলেন।

———০———

সাহেবী বাঙ্গালা।

ডেপুটি গিরিতে দীক্ষিত হইবার কিছুদিন পরে এজলাসে ধর্ম্মাবতার সাজিয়া বিচার করিতেছি, এবং সুবিচারের শ্রাদ্ধ করিতেছি, এমন সময়ে একটি লোক আসিয়া বলিল—"হুজুর! নকলনবিস আমার নকলখানি দিতেছেন না। এক আনা দিয়াছি, কিন্তু তিনি চারি আনা চাহেন। আমার কাছে আর পয়সা নাই।" আমার মুসলমান পেস্কার সাহেব তাঁহাকে ভ্রুকুটি করিয়া উঠিলেন। কিন্তু লোকটি এমন সরল ভাবে কথাগুলি বলিল, যে তাহার কথা আমার বিশ্বাস হইল। আমি নকল নবিসকে ডাকিলাম। সে কোনও পয়সা লওয়া অস্বীকার করিল। কিন্তু লোকটি বলিল—"হুজুর! তাঁহার পকেটে আমার পয়সা চারিটা এখনও আছে। পকেট অন্বেষণে ঠিক চারিটা পয়সাই পাওয়া গেল। সেখানে আর দুই চারি জন লোক উপস্থিত ছিল। তাহারা তাহাদের মোকদ্দমা উপলক্ষে উপস্থিত ছিল। তাহারাও তদনুরূপ সাক্ষ্য দিল। নকল খানিও সেরেস্তায় প্রস্তুত পাওয়া গেল। আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম। তখনও বেশী দিন ধর্ম্ম অবতারত্ব করি নাই। হৃদয় তখনও মনুষ্যত্ব ও দয়া মায়া শূন্য হয় নাই। গরীবের ছেলে পেটের দায়ে চারিটা পয়সা লইয়াছে, ফৌজদারিতে দিলে তাহার আর রক্ষা নাই। সে কাঁদিতে লাগিল। ছাড়িয়া দিলেও আমার আর রক্ষা নাই। ধর্ম্মাবতারত্বের অযোগ্য কার্য্য হইবে। ইতিমধ্যেই মনরো সাহেব বদলি হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থানে মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড আসিয়াছেন। তিনি সুন্দর, সুপুরুষ। আমি তাঁহার কাছে গেলাম। তিনি সকল কথা শুনিয়া তাঁহার মনোমোহিনী ঈষদ হাসি হাসিয়া সেই নকলনবিসকে জইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। আমি তাহার জন্য

আ্দেক বলিলাম। তিনি বলিলেন—"তাহা হইতে পারে না। তাহাকে ছাড়িয়া দিলে একটা কুদৃষ্টান্ত দেখান হইবে। তুমি এরূপ কোমল হৃদয় হইলে এ পদোপযোগী কার্য্য করিতে পারিবে না।" কাযে কাযেই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলাম। পূর্ব্ব জইণ্ট ওকিনিলিও চলিয়া গিয়াছেন। কুইন সাহেব তখন জইণ্ট। এই চারি পয়সার মোকদ্দমা তাঁহার হাতে গেল। আমাকেও এ জীবনে প্রথম যথাশাস্ত্র মন্ত্রপাঠ করিয়া সাক্ষ্য দিতে হইল। তখনও 'সিভিল' প্রভুরা বাঙ্গালী বিদ্বেষ বিষে জর্জ্জরিত হন নাই। আমাকে তাঁহার পার্শ্বে চেয়ারে বসাইয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সাক্ষীর সিংহাসনে বিরাজ করিতে হইল না। আর এই সেই দিন মাত্র, প্রায় ৩০ বৎসর পরে, আলিপুরে বিরাজ করিয়া আসিলাম। তাহা না হইলে এখনকার বাঙ্গালীবিদ্বেষী গৌরাঙ্গ প্রভুদের চক্ষে সাম্য রক্ষিত হয় না, এবং সাক্ষ্যও সিদ্ধ হয় না।

জইণ্ট। আপনি সাক্ষ্য ইংরাজিতে কি বাঙ্গালাতে দিবেন?

উ। আপনার যেরূপ অভিরুচি।

জ। বাঙ্গালায় দিলে সুবিধা। আমি বাঙ্গালা বেশ বুঝি। ইংরাজিতে সাক্ষ্য দিলে আসামীর মোক্তারেরাও আপত্তি করিতে পারে।

আমি বাঙ্গালাতে সাক্ষ্য দিতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিয়া বাঙ্গালাটা একটু উচ্চ গ্রামে চড়াইলাম। সাহেব মহোদয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কোন বিষয়ে অজ্ঞতার-পরিচয় দেওয়া শ্বেতচর্ম্মের পক্ষে মৃত্যুর অধিক পরিত্যজ্য। তিনি যেখানে না বুঝিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলেই পারিতেন। তাহা না করিয়া একটুক থমকাইয়া থমকাইয়া লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। সাক্ষ্য শেষ হইল। পড়িয়া শুনাইবেন কিনা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি 'না' বলিলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। কিন্তু আমারও মনে সাহেবের বাঙ্গালা বিদ্যার পরিচয় লইবার একটা কৌতূহল হইল।

আমি বলিলাম পড়িয়া শুনাইলে ভাল হয়। কি জানি কোথায়ও যদি কোনও ভুল হইয়া থাকে। তিনি মুখ মলিন করিয়া পড়িতে লাগিলেন। বুঝিলেন এবার ধরা না পড়িয়া রক্ষা নাই। ও হরি! তিনি অধিকাংশ স্থানেই আমার বাঙ্গালার অপূর্ব্ব ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন। আমি ছত্রে ছত্রে আপত্তি করিতে লাগিলাম, এবং বাঙ্গালায় কি বলিয়াছি তাহার ইংরাজি অনুবাদ করিতে লাগিলাম, আর তিনি কাটিতে লাগিলেন। শেষে সাক্ষ্যপত্রখানি একটা কুরুক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

তাহার দিনকত পরে 'অমৃত বাজারে' সিবিলিয়ান কৃত একখানি জবানবন্দির নমুনা বাহির হইল। প্রথম বাদীর জবানবন্দি। তাহার পর তাহার বিচিত্র ইংরাজি অনুবাদ। সর্ব্বশেষে সে ইংরাজির বিচিত্র অনুবাদ করিয়া সাহেব বাদীকে যাহা পড়িয়া শুনাইলেন। বিষয়টা যতদূর স্মরণ হয় মোটামুটি এরূপ ছিল।

১। বাদীর জবানবন্দি।

আমি মধু ধরের হাটে কারবার করি। আমি আমার ঘরের পোতায় বসিয়াছিলাম। উঠিয়া প্রস্রাব করিতে গেলাম। আসামী আমাকে আসিয়া ধরিল এবং ঘুঁষা মারিতে লাগিল। আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম।

২। ইংরাজি অনুবাদ :—

I manage my affairs through Madhu Dhar. I was sitting with my grandchild. I went out to make a proposal. Accused caught hold of me, laid me flat on my back, and offered me bribes.

৩। সাহেব বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া সাক্ষীকে পড়িয়া শুনাইতেছেন।—

সাহেব। টুমি করে কারবার মধু ধরের হাটে ?

(সাহেবদের 'ত' উচ্চারণ হয় না। তাঁহার বলিবার ইচ্ছা ছিল 'হাতে'।)

বাদী। হাঁ হুজুর।

সা। টুমি বসিয়াছিলে টোমার পোটার কাছে ?

বা। হাঁ হুজুর।

সা। টুমি করিটে গেলে প্রষ্টা-ব ?

বা। হাঁ হুজুর।

সা। সে টোমাকে ধরিল, করিল চিট, কবুল করিল ঘুষ।

বা। হাঁ হুজুর।

সাহেব লিখিলেন, "Read over to the witness and admitted correct."

যদিও পত্রিকাতে সাহেবের নাম ছিল না, সকলে বুঝিল জইণ্ট সাহেব এবং উহা আমার জবানবন্দির শ্লেষ। যশোহরময় কি বাঙ্গালী, কি ইংরাজ মহলে, একটা হাসির ধুম পড়িয়া গেল। জইণ্ট বড়ই অপ্রস্তুত হইলেন। তাহার দুই এক দিন পরে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছি।

তিনি। আপনি সে দিন যে জবানবন্দি দিয়াছিলেন, উহা কি ভাষায়।

উ। বাঙ্গালা ভাষায়।

তিনি। কই, এরূপ বাঙ্গালা ভাষা ত অন্য সাক্ষীরা বলে না ?

উ। সাক্ষীরা প্রায় ইতর লোক। ভদ্র ও ইতরের ভাষা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের—ভাষা ত এক হইতে পারে না। আপনার ভাষা ও আপনার দেশের ইতর লোকের ভাষা কি এক ?

তিনি। আমি 'নীলদর্পণ' পড়িয়াছি। আমি এবার বাঙ্গালার

Higher Proficency (উচ্চ অঙ্গের বিদ্যার) পরীক্ষা দিব। কই তাহাতে ত এরূপ বাঙ্গালা নাই?

উ। 'নীলদর্পণ' একখানি প্রহসন। তাহাও নীলকর ও এদেশের ছোট লোক লইয়া। তাহাদের মুখে ভদ্রলোকের ভাষা থাকিবার ত কথা নহে।

সা। ভদ্রলোকের ভাষা কি বহিতে পাওয়া যায়?

উ। সম্প্রতি একখানি অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস বাহির হইয়াছে— বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী'। এমন সুন্দর বাঙ্গালা ভাষা আর কোনও বহিতে নাই।

সা। আপনি একখানি বহি আমাকে দিতে পারেন' কি?

উ। আমি বাসায় গিয়া পাঠাইয়া দিব।

সা। তাহা হইলে আমি উহা পড়িতে আরম্ভ করিব। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া রবিবার আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, যেখানে আমি বুঝিতে না পারি আপনার সাহায্য লইব। ভরসা করি আপনি এ কষ্টটুক স্বীকার করিবেন।

উ। আনন্দের সহিত।

বাসায় ফিরিয়া গিয়া আমার 'দুর্গেশনন্দিনী'খানি পাঠাইলাম, এবং পরের রবিবারে প্রাতে তাঁহার কুটিতে গেলাম। তিনি এবং ওয়েষ্টল্যাণ্ড একগৃহে থাকিতেন। তখন একই কক্ষে বসিয়াছিলেন। আমার এক সঙ্গেই যুগলরূপ দর্শন হইল। তিনি বহিখানি খুলিলে দেখিলাম প্রথম দুইতিন পৃষ্ঠার প্রত্যেক শব্দের নীচে ও ছত্রের নীচে পেন্সিলের দাগ। পেন্সিলাস্ত্রে যেন পৃষ্ঠাগুলি ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। বুঝিলাম সাহেব ইহার একটী অক্ষরও বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু সাহেব বাচ্চা এরূপ অজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারেন না। কেবলমাত্র

বলিলেন—"বহিখানি বড় কঠিন। আর স্থানে স্থানে অসঙ্গত বোধ হয়। এই দেখুন, কাব্যকার প্রথম বলিলেন যে পথিক একটিমাত্র অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন, তাহার পর বলিলেন দুইটা।" 'দুর্গেশনন্দিনীর' যে স্থানে আছে যে পথিক তাড়িত আলোকে দেখিতে পাইলেন সে অট্টালিকা এক দেবমন্দির, সাহেব সেই স্থানটি অপূর্ব্ব সাহেবী কণ্ঠে পড়িলেন। তার পর বলিলেন—"এই দেখুন একবার একটা অট্টালিকা বলিয়া এখানে আর একটা দেবমন্দির বলিলেন।" আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—যে অট্টালিকা পথিক পূর্ব্বে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাই বিদ্যুতের আলোকে দেখিলেন যে একটা দেবমন্দির। তখন তিনি কালেক্টরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"ওয়েষ্টল্যাণ্ড! তুমিও ত আমাকে দুইটা বাড়ী বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব উচ্চ-অঙ্গের বাঙ্গালা পরীক্ষা দিয়া ২০০০৲ টাকা পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। তিনি একটু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"নবীন বাবু কি বলেন।" উত্তর—"নবীনবাবু বলেন সেই অট্টালিকাটাই দেবমন্দির।" "বটে।"—তিনি সলজ্জভাবে নীরব হইলেন। সে দিন ও তাহার পরের দুই তিন রবিবারে সাহেব আমার কাছে 'দুর্গেশনন্দিনীর' কয়েক পৃষ্ঠা পড়িলেন। পরে একদিন বলিলেন—"না; এখানি বড় শক্ত। আমি 'নীলদর্পণ' পড়িব।" দীনবন্ধু! তুমিই ধন্য!

যাহা হউক এরূপ যাতায়াতে তাঁহাদের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ পরিচয় হইল। একদিন ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব আমাকে বলিলেন—"আপনি নিম্নতর (Lower Standard) পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন কি?" ডেপুটিদের দুইটি পরীক্ষা দিতে হয়। এইটি প্রথম পরীক্ষা। এক এক পরীক্ষায় তিনবার উত্তীর্ণ হইতে না পরিলে ডেপুটিলীলা শেষ হয়। আমি বলিলাম—"না। আগামী পরীক্ষা আমার চাকরি

প্রবেশের ছয় মাসের মধ্যে হইবে। অতএব গভর্ণমেণ্টের নিয়ম অনুসারে আমি উহা দিতে বাধ্য নহি।" তিনি বলিলেন—"সে কথা ঠিক। তবে চেষ্টা করিয়া দেখুন না কেন? পাশ হইতে পারেন ভালই। না পারেন, কিছু ক্ষতি নাই। আমার বোধ হয় আপনি চেষ্টা করিলে এবারই পাশ হইতে পারিবেন।" তখন পরীক্ষার মোটে অনুমান দুইমাস মাত্র বাকি। আমি মহাসঙ্কটে পড়িলাম। যখন সাহেব এরূপ জিদ করিতেছেন, তখন পরীক্ষা না দিলে তিনি বিরক্ত হইবেন। আমার পাঠ্য জীবনে একটা নিয়ম ছিল। দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে কিছু না কিছু পড়িতাম। এ দিনটা শুভ, এবং এদিন পড়া আরম্ভ করিলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, এরূপ একটা সংস্কার আমার বদ্ধমূল ছিল। এবারও তাহাই করিলাম। দশমী দিন হইতে শ্রীদুর্গা বলিয়া সেই অনুপাদেয় এবং প্রাণশুষ্ককরী ও মস্তিষ্ক ঘূর্ণনকারী ভাষাসঙ্কুল আইনাবলী পাঠ করিতে লাগিলাম। বাগের হাটের সবডিভিশনাল অফিসার কালীপ্রসন্ন সরকার উচ্চতর (Higher Standard) পরীক্ষা দিবার জন্য আমার বাসায় আসিয়া রহিলেন। প্রথম পরীক্ষার দিন পরীক্ষা-গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবার সময় দেখি তাঁহার টেবিলের উপর নব প্রচারিত ১৮৬৮ সালের ৭ আইন। তাহার আরম্ভেই ভূম্যধিকারী, প্রজা, মধ্যবিত্ত প্রজা ইত্যাদির দীর্ঘ দীর্ঘ বিচিত্র ভাষাপূর্ণ বর্ণনা (definition)। কালীপ্রসন্ন বলিলেন—"আপনি এখানি পড়িয়াছেন?" উত্তর—"না"। তিনি—"এখানি আপনাদেরও আছে। নিশ্চয় এ সকল বর্ণনার প্রশ্ন থাকিবে।" আমার চক্ষু স্থির। আমি পরীক্ষা-গৃহে যাইতে যাইতে পথে সেই চারিটি বর্ণনা মুখস্থ করিতে করিতে চলিলাম। পরীক্ষার প্রশ্ন হাতে পড়িলেই দেখি সেই চারিটিই প্রথম প্রশ্ন। আমি কালীপ্রসন্নকে সে কথা বলিয়া হাসিতেছি,

ওয়েষ্টল্যাণ্ড আসিয়া বলিলেন—"কি? আপনারা হাসিতেছেন কেন?" কালীপ্রসন্ন বলিলেন "ইনি বড় ভাগ্যবান। এই মাত্র এই বর্ণনাগুলি মুখস্থ করিয়াছেন।" সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি! এই শুষ্ক জিনিসও কি মুখস্থ করা যায়?" তিনি বহিখানি খুলিয়া আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আমি যে উত্তর লিখিতেছি তাহার সঙ্গে মিলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জজ সাহেবকেও ডাকিলেন। দুজনে হাসিতে লাগিলেন যে আমার 'কমাটা' ও ভুল যাইতেছে না। আমার প্রত্যেক উত্তরের কাগজ শেষ করিয়া উপস্থিত করিলে কালেক্টর পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। 'পেনাল কোডের' প্রশ্নেও কতকগুলি অপরাধীর বর্ণনা (definition) ছিল। তাহা পড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া আমাকে বলিলেন—"আপনি কোনও অবৈধপথ অবলম্বন করেন নাই ত? আপনি কি বলিতে চাহেন পেনাল কোডেরও সমস্ত অপরাধীর বর্ণনা আপনি মুখস্থ করিয়াছেন?" আমি একটু ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—"আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি আমার পরীক্ষা লইতে পারেন।" তিনি বলিলেন—"আচ্ছা।" তখন 'পেনাল কোড' খুলিয়া কতকগুলি দীর্ঘ বর্ণনা সম্বলিত অপরাধের প্রশ্ন করিলেন। আমার উত্তর তিনি ও জজ সাহেব শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন—আপনার আশ্চর্য্য স্মরণ শক্তি। আমি আপনার সমস্ত কাগজের উত্তর যত্নের সহিত পড়িয়া দেখিয়াছি। আপনি নিশ্চয় পাশ হইবেন।" আমি আনন্দের সহিত গৃহে ফিরিয় আসিলাম। তাহার মাস খানেক পরে তিনি রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর সময়ে "কলিকাতা গেজেট" পাইয়াই আমাকে পত্র লিখিয়াছেন—"আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আপনি এখন দেখিতেছেন আমার পরামর্শমতে পরীক্ষা দিয়া কত ভাল কায করিয়াছেন।"

ক্ষুদ্র সংস্কারক।

কুঞ্জ ভায়া একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পুত্র। ভায়া একটি অপূর্ব্ব জীব। ভায়ার পঞ্চ মকারের প্রতি অনুরাগ তন্ত্র ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। তন্নিবন্ধন সেই অল্প বয়সে—কুঞ্জের আমারই বয়স—ভায়ার কীর্ত্তি কলাপ এত অধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহা লিখিলে একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস হইয়া পড়িত। এক এক কীর্ত্তি তাহার আবাসস্থান পল্লীগ্রাম হইতে লাহোর পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল, এবং এক একটার ব্যয় সহস্র টাকা পর্য্যন্ত, পিতামহীর বাক্সকে ভগ্নকলেবর হইয়া যোগাইতে হইত। ভায়াকে কোন মতে শাসন করিতে না পারিয়া তাহার পিতা ভায়ার শাসন ভার দুর্দ্ধর্ষ ওকিনিলি সাহেবের হাতে সমর্পণ করেন। ওকিনিলি তাহাকে তাঁহার পেস্কার পদে নিয়োজিত করেন। কুঞ্জ ভায়াকে প্রভাতে উঠিয়া সাহেবব্যাঘ্রের ঘরে যাইতে হইত এবং তাঁহার সমক্ষে বেলা দশটা পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। তাহার পর আহার করিয়া আবার এগারটার সময় কাচারিতে উপস্থিত হইয়া রাত্রি দশটার সময়ে কি আরও পরে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হইত। নয়টার সময়ে মদের দোকান—হেডমাষ্টার বাবুর 'মামার বাড়ী'—বন্ধ হইয়া যাইত। কুঞ্জ ভায়া যে কোথায়ও সমস্তদিবসের পরিশ্রমের অবসাদ অপনয়ন করিবেন, তাহার উপায় ছিল না। তাহার পর বেতনের টাকা মাসে মাসে তাহার পিতার কাছে আসিত এবং 'মাতুল' দিগের উপর কড়া আদেশ ছিল যে কুঞ্জ ভায়াকে তাহারা কখনও 'জননীর' সেবা করিতে দিতে পারিবে না। তাহার সঙ্গে দিবারাত্রি একজন কনষ্টেবল নিয়োজিত থাকিত। ভায়া আমাকে নিজে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এ শালারা এমন পাজি যে আমাকে এক পা এদিক সেদিক হইতে দেয় না। পেসাব করিতে

বসিলেও সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে। কত ঘুস দিতে চাহিয়াছি; মহাশয়! শালাদের পায়ে পর্য্যন্ত ধরিয়াছি। তথাপি সেই শালার ভয়ে এ শালারা আমাকে কিছুতে ছাড়িবে না।" ক্ষোভে, মনস্তাপে কুঞ্জ ভায়া এক এক দিন রাত্রি দশটার সময়ে, যখন তাহার পিতার বৈঠকখানায় পূর্ণমাত্রায় আমাদের আমোদ চলিতেছে, এই বলিতে বলিতে কনষ্টেবল সহচর সঙ্গে আসিতেন—"যা শালা! গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো। তর্কালঙ্কারের টাকাতে আগুন লেগেছে। এই কুড়ি টাকার জন্য আমার রক্ত না শুষিলে আর হয় না।" তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহার পিতামহ। কথা গুলি এরূপ পঞ্চম স্বরে বৈঠকখানার সম্মুখ দিয়া বলিয়া যাইতেন যেন তাহার পিতা শুনিতে পান। এক দিন হেডমাষ্টার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কুঞ্জ! বক্‌ছ কি?" "ভায়া উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে—কিছু না। এ পাজি কনষ্টেবল বেটাকে বক্‌ছি। একদিন কুঞ্জ ভায়া কোনও রূপ কৌশল করিয়া সরিয়া পড়েন, এবং নানা অকথ্য স্থানে রাত্রি বাস করেন। চারিদিকে জইণ্ট সাহেবের কনষ্টেবল যমদূতের মত ভায়ার অন্বেষণ করিতেছে—ভায়া অনেক চিন্তার পর তাহার শাসনাতীত হইবার জন্য এক দিব্য উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বেলা দুই প্রহর। প্রখর রৌদ্র। কুঞ্জ ভায়া একখানি ময়লা দুর্গন্ধ গরুরগাড়ীর উপর চিৎ হইয়া মড়ার মত পড়িয়া আছেন। তাহার সর্ব্বাঙ্গ গাড়োয়ানের একখানি ময়লা চাদরে সমাচ্ছন্ন। এই ভাবে গাড়ী কিছুদূর যাইলে এক কনষ্টেবল জিজ্ঞাসা করিল—"তোর গাড়ীতে কে?" গাড়োয়ান কুঞ্জ ভায়ার তালিম মতে শোক-গদগদ কণ্ঠে বলিল—"আমার ভাই। গুড় বেচিতে আসিয়াছিলাম। কাল রাত্রিতে ওলাউঠা হইয়া মরিয়া গিয়াছে।" কিন্তু এই মহাশোক নাটকে পুলিশচরের পাষাণ হৃদয় দ্রবিল না! সে হুকুম করিল—"চাদর তোল্!" গাড়োয়ান্ বেগতিক

দেখিয়া গাড়ী ফেলিয়া অশ্ববেগে ছুটিল। তখন কুঞ্জ ভায়া কনষ্টেবলের বেটনাস্ত্রের ভয়ে হাসিতে হাসিতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—"শালারা! ম'লেও কি তোদের হাতে উদ্ধার নাই?" ভায়া বুঝিলেন যে খাঁটি মৃত্যু ভিন্ন উদ্ধার নাই। সে অবধি তিনি আর নকল মৃত্যুর দ্বারা, কি অন্য কোনও উপায়ে, মুক্তিলাভ করার আকাঙ্ক্ষা ভৈরব নদের অতল জলে বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু কুঞ্জ বড় ভাল লোক ছিল। তাহার সরল হৃদয়, কোমল প্রাণ। সে নম্র, বিনয়ী, মিষ্টভাষী, এবং পরম পরোপকারী। কেহ বিপদে পড়িয়াছে, কুঞ্জ তাহার জন্য প্রাণ দিবে। কেহ পীড়িত হইয়াছে, কুঞ্জ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবে। তাহার মল মূত্র পর্য্যন্ত মুক্ত করিবে। এ জন্য যশোহর শুদ্ধ সকলে তাহাকে ভালবাসিত। সে সকলেরই প্রিয়পাত্র। সর্ব্বদা তাহার মুখে হাসি। তাহাকে দেখিলে কেমন মনে একটা আনন্দ, মুখে একটা হাসি আপনি আসিত। এজন্য জইণ্টের দুরন্ত শাসনও সে কৌশলে অতিক্রম করিত। সে বন্ধুগণ হইতে ধার করিয়া, তাহাদের দ্বারা মাতুলভবনে আমন্ত্রণ পাঠাইয়া, জননীবিরহ অনায়াসে নিবারণ করিত। এরূপে ঋণের অঙ্কটা যখন বড় বেশী হইয়া পড়িত, তখন তাহার পিতার কাছে এ সংবাদ কৌশলক্রমে প্রেরিত হইত, এবং সম্মান রক্ষার্থ এই ঋণ তাঁহার দ্বারা পরিশোধিত হইত। ফলতঃ জইণ্টের শাসনে ভায়ার ঋণ কৌশলটা সম্প্রসারিত হইতেছিল। অন্য কোনও উপকার হইতেছিল না। তাহার পিতা তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে তাহার পিতা বাগের হাটে বদলি হইলেন। কুঞ্জকে বন্ধুবর্গ সকলেই আপন বাসায় রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহার পিতা যে রাত্রিতে বাগেরহাটে যাইবেন সে রাত্রিতে আমার বাসায় আহার করিবেন বলিয়া আপনি বলিয়া পাঠাইলেন এবং আহার করিতে বসিয়া

আমাকে বলিলেন—"কুঞ্জকে আমি তোমার কাছে রাখিয়া যাইতে চাহি। তাহাকে যদি কেহ শুধরাইতে পারে, তুমি পারিবে। সে তোমার যেরূপ বশীভূত এমন কাহারও আমি দেখি নাই।" কুঞ্জ বাস্তবিকই আমার বড় বশীভূত ছিল, আমাকে বড়ই ভালবাসিত। আমিও তাহাকে বড়ই ভালবাসিতাম। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, আমি চট্টগ্রামবাসীর বাসায় তিনি তাঁহার পুত্রকে রাখিয়া যাইবেন। আমি আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইলাম। প্রস্তাব শুনিয়া ভায়ার ত আর আনন্দের সীমা নাই। তাহার পিতাকে উভয়ে সাশ্রুনয়নে নৌকায় তুলিয়া আসিবার সময়ে, ভায়া আর আনন্দ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বলিলেন—"এবার পাথরে পাঁচ কিল।" আমি বলিলাম—"তাহা হউক। কিন্তু তুমি তোমার পিতৃদেবের কথা শুনিলে ত? শেষে আমার অভিভাবকতার উপর কলঙ্ক আনিবে না ত?" সে বলিল—"মহাশয়! তোমার পায়ে পড়িয়া বলিতেছি আমি তোমার কথার এক সূতা এদিক ওদিক যাইব না। আমি তোমার গোলামের মত থাকিব।" দুই তিন দিন পরে কালেক্টর ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গে—ইনিই পরে Finance Member হইয়াছিলেন—দেখা করিতে গেলে তিনি তাঁহার সেই সুন্দর হাসি হাসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কুঞ্জ নাকি তোমার সঙ্গে রহিয়াছে?" বোধ হয় তাহার পিতা তাঁহাকে ইহা বলিয়াছিলেন। আমি উত্তর করিলাম—"হাঁ। তাহার পিতার বিশ্বাস সে আমার সঙ্গে থাকিলে আমি তাহাকে শুধরাইতে পারিব।" তিনি আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আমার বড় সন্দেহ, তুমি তাহাকে শুধরাও কি সে তোমাকে নষ্ট করে।"

আমি ধীরে ধীরে কুঞ্জের সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। আমার চির বিশ্বাস যে স্নেহের শাসনের তুল্য শাসন নাই। আমার পিতা

শাসন হইতে আমি ইহা শিখিয়াছিলাম। আমি কুঞ্জ ভায়ার সকল কথায় সায় দিতে লাগিলাম। সকল আব্দার আনন্দের সহিত পূর্ণ করিতে লাগিলাম, এবং তাহার সঙ্গে যেন প্রাণ বিনিময় করিতে লাগিলাম। কুঞ্জের আর আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার সংস্কারক-হাত চালাইতে লাগাইলাম। কুঞ্জ যখন মদ চাহে, তখন আনন্দের সহিত প্রথম প্রথম দিতে লাগিলাম। আমি নামমাত্র তাহার সঙ্গে যোগ দিতাম। দু চার দিন পরে বলিলাম যে দিনে সুরা স্পর্শ করিলেও আমার অসুখ হয়। অতএব আমি তাহা করিব না। কুঞ্জ ইচ্ছা করিলে খাইতে পারেন। তিনি বলিলেন—"তোমার সঙ্গে না খাইলে আমার কোনও আঁমোদ লাগিবে না। আমিও দিনে খাইব না।" আমিও এই উত্তর প্রত্যাশা করিতেছিলাম। ইহা সংস্কার কার্য্যের প্রথম সোপান। এই হইতে সুরাদেবীর সঙ্গে কেবল সন্ধ্যা সময়ে সাক্ষাৎ হইতে চলিল। কিন্তু দেবীকে বিতরণ করিবার ভার আমার হস্তে। যশোহরের দুই এক আমোদ সমিতির অধিবেশনের ফল দেখিয়াই এই বিতরণ ভার সর্ব্বত্র আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি যদিও তন্ত্রানুসারে কৈশোরেই দেবীর সেবক হইয়াছিলাম, তথাপি আমার সেই সন্ন্যাসী গুরুদেবের কৃপায় দেবী কখনও আমাকে তাঁহার বশীভূত করিতে পারেন নাই। তাঁহার সেবার সময়েও মাত্রাসম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলাম। দেবীর সঙ্গে কলেজে অধ্যয়ন সময়ে প্রায় চারি বৎসরই সাক্ষাৎ হয় নাই। কই, তাহাতেও আমি কখন তাঁহার বিরহ অনুভব করি নাই। তাহার পূর্ব্বে কি পরে আমি কখনও তাঁহার নিত্য কি নৈমিত্তিক উপাসক হই নাই! আর যখন তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় তখনও তাঁহার সেবা আমি অতিরিক্ত রূপে করি নাই। লোক কেন করে তাহাও বুঝি না। জগতে কোনও

বস্তুরই নিত্য কি অতিরিক্ত সেবাতে সুখ নাই। দেবী সম্বন্ধেও এই নিয়ম। আমি দুই সময়ে দেবীর অভাব অনুভব করি—অতি সুখের ও অতি দুঃখের সময়ে। সুখের সময়ে দেবীর কিঞ্চিৎ সেবায় বোধ হয় যেন সুখানুভব অধিকতর হয়। দুঃখের সময়ে যেন দুঃখের বেগ অনেক উপশম হয়। যশোহরের বন্ধুগণ দেখিতেন যে কেহ দেবীর প্রেমে ভূতলশায়ী হইয়া পড়িলে আমি তাঁহার সেবায় নিয়োজিত হইতাম। আমি তাঁহাদের বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তাঁহারা আমার এ সকল অসাধারণ গুণে দেবীর বিতরণ ভার কেবল আমার হস্তে ন্যস্ত রাখিতেন তাহা নহে, সময়ে সময়ে বলিতেন—"বাবা! তোর পায়ের ধুলা দে।" অতএব সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমি এই উচ্চপদে মনোনীত হইয়াছিলাম বলিয়া কুঞ্জ ভায়া এ কর্ত্তৃত্ব হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে সাহস করিতেন না! আমিও ধীরে ধীরে পদ গৌরব রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। ভায়ার অজ্ঞাতসারে আমি ক্রমে ক্রমে মাত্রাটা কমাইতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহার প্রাণগত কথা সকলই আমি জানিতাম। সে সকল কথায় তাহাকে এরূপ অন্যমনস্ক করিয়া রাখিতাম, যে ভায়া যে ক্রমে ক্রমে মাত্রাচ্যুত হইতেছেন তাহা লক্ষ্য করিতে পারিতেন না। শেষে অধঃপতন এতদূর ঘটিল যে একদিন কুঞ্জ দুঃখ করিয়া বলিল—"মহাশয়! তুমি করিলে কি? যে কুঞ্জ এক বোতল মদ খাইলে নেশা হইত না—তাহার এখন মদ ছুঁইলেই নেশা হয়! এ দুঃখ কোথায় রাখিব!" আমি বলিলাম—"তোমার নেশা হওয়াইত চাহি? তাহা যদি অল্প মদে হইল তবে আর বেশী মদ খাইয়া অর্থ ও শরীর নষ্ট করিয়া কি ফল?" এরূপে তাহাকে আমি সংস্কারের তৃতীয় সোপানে উত্থিত করি।

বাকী রহিল কুঞ্জ ভায়ার সময়ে সময়ে নৈশ পর্য্যটন। কিন্তু তিনি

আমার অনুমতি না পাইয়া বড় একখানি বাহির হইতেন না। অনুমতির সংখ্যা আমি ক্রমে ক্রমে কমাইতে লাগিলাম। আজ আমার কাল্পনিক অসুখ, অতএব কুঞ্জ কি আমাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাইবে? আজ দুজনে সন্ধ্যাটা আমোদে বাড়ী বসিয়া কাটাইব। আজ দুজনে এক সঙ্গে কোনও বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াইতে যাইব। এরূপে যখন ভায়ার এ অভ্যাসটাও খুব কমিয়া আসিল, তখন অবশিষ্ট ভাগটুকু উড়াইবার জন্য একদিন উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আমি তোপ দাগিলাম। শরৎ কাল। বড় মনোহর জ্যোৎস্না। উপরে আকাশ, নীচে পৃথিবী, যেন হাসিতেছে। বাসার পার্শ্বস্থ ভৈরব নদের স্রোতহীন নীল জলে জ্যোৎস্না হীরকচূর্ণের মত কি মধুর ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মির বক্ষে শত সহস্র খণ্ড হইয়া শোভা পাইতেছে। নদীতীরস্থ শ্যামল প্রাঙ্গনে মদিরাক্ত প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রথম যৌবন-সুলভ কত কথাই কহিতেছিলাম, কত হাসি হাসিতেছিলাম। শরতের জ্যোৎস্না সে হৃদয় যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছিল। কুঞ্জ বলিল—"মহাশয়!" তুমি যা কর তা কর, আমি আজ একবার বেড়াইতে না গিয়া ছাড়িব না। আমি বলিলাম—"কুঞ্জ! আমিও আজ তোমার সঙ্গে যাইব।"

কু। সত্য?

আ। সত্য।

কুঞ্জের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বলিল—"আজ দুশ মজা!" আমি বলিলাম—"এ সন্ধ্যার সময়ে ত আর আমি যাইতে পারি না। আহারের পর যাইব।" তখনই প্রায় রাত্রি দশটা। আহার করিতে ও সাজ সজ্জা করিতে আমি আরও দুই ঘণ্টা কাটাইলাম। আমাকে যেন কেহ চিনিতে না পারে; কুঞ্জ আমার মাথায় উড়ানি দিয়া দিব্য এক পাগড়ী বাঁধিয়া দিল, এবং নিজেও একটা বাঁধিল। দুজনের সে

শ্বেত বসন-সজ্জিত মূর্ত্তি সেই ফুল্ল-জ্যোৎস্নায় অতি সুন্দর দেখাইতে ছিল। গৃহের বাহির হইয়া আমি বলিলাম—"কুঞ্জ একটি কথা।" আমার বোধ হয় অনর্থক ক্লেশ পাইয়া এই দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া মরিব। রাত্রি বেশী হইয়াছে। বোধ হয় কোনও দ্বারই অনর্গল পাইবে না।" কুঞ্জ বলিল—"কুছ্ পরওয়া নাই। আমি কুঞ্জকে দোর খুলিবে না! একবার তুমি আজ আমার প্রভুত্ব দেখ!" আমি এই উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, এবং সেই প্রভুত্বের পরাভব দেখিতে চলিলাম। শীতল রজতামৃতের মত নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় যশোহর প্লাবিত হইয়া সেই দ্বিতীয় প্রহর নৈশ নির্জ্জনতায় কি অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল! রাজপথ যেন দীর্ঘ আরক্ত পুষ্প-হারের মত শোভা পাইতেছিল। সমস্ত নগর নীরব; নিদ্রিত, শান্তিময়। আমাদের পাদুকার শব্দ এত গুরুতর শুনাইতেছিল যে প্রহরী কনষ্টেবলদের পর্য্যন্ত নিদ্রাভঙ্গ হইতেছিল। কিন্তু শুভ্র-বসন-সজ্জিত সুন্দর মূর্ত্তি দুটি দেখিয়া তাহারা কিছু প্রতিশোধ লইতে পারিল না। কেবল একজন বলিল—"কোন হায়?" কুঞ্জ উত্তর করিল —"তোমারা বাপ!" সে নীরবে কুটুম্বিতাটা সহিয়া রহিল। আমি এক এক স্থানে রাস্তার উপর জ্যোৎস্নায় কি বৃক্ষ ছায়ায় দাঁড়াইয়া থাকি, আর কুঞ্জ ভায়া দুই চারি দশ বাড়ীতে কপাটে প্রহতমস্তক হইয়া, এবং তজ্জন্য নানারূপ বিকৃত কণ্ঠে অভিধান বহির্ভূত সম্ভাষণ শুনিয়া, ফিরিয়া আসেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে সকল স্থানে—এমন কি খলসে পুঁটির কাছে পর্য্যন্ত—ভায়ার প্রভুত্বের অপলাপ ঘটিলে, কুঞ্জ তখন উদ্দেশে তাহাদের চতুর্দ্দশ কুল পর্য্যন্ত নানারূপ কুটুম্বিতা বিস্তার করিয়া বলি-লেন—"চল মহাশয়! বাড়ী চল।" আমি সমস্ত পথ এতাদৃশ মহা-পুরুষের প্রতি তাহাদের এরূপ দুর্ব্ব্যবহার অমার্জ্জনীয়ভাবে বহু বর্ণে রঞ্জিত করিলাম। বাসায় ফিরিয়া বড়ই কাতর কণ্ঠে বলিলাম—"কুঞ্জ!

এরূপ কষ্ট আমি কখনও পাই নাই।" কুঞ্জ একেই বড় অপমানিত ও মর্ম্মাহত হইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে আমার এই কথা শুনিয়া ও আমার সেই ছদ্ম ক্লান্তি ও কাতরতা দেখিয়া, সে প্রাণে দারুণ ব্যথা পাইল। বলিল—"মহাশয় আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি বিদ্যারত্নের পুত্র এবং তর্কালঙ্কারের পৌত্র নহি, যদি আর কখনও এ শালীদের বাড়ী পা ফেলি।" আমি বলিতে বাধ্য যে ইহার পর আমি আর যে কয়েক মাস যশোহরে ছিলাম, কুঞ্জ তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিল। তাই বলিতে ছিলাম যে স্নেহের শাসন তুল্য শাসন নাই। আজ কুঞ্জ নাই। কয়েক বৎসর পরেই কুঞ্জ চলিয়া গিয়াছে। তাহার সেই সরল সুন্দর মুখ খানির স্মৃতি মাত্র আমার হৃদয়ে সজীব রহিয়াছে।

———o———

ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়।

কুঞ্জ এক দিন এই সংস্কারের প্রতিশোধ লইয়াছিল। পূজার বন্ধে কুঞ্জ বাড়ী গেল। আমি যশোহরে একা রহিলাম। তাহার পিতা বড় প্রীত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলেন—"তুমি কুঞ্জকে আশ্চর্য্যরূপে শুধরাইয়াছ। কুঞ্জ এখন বেশ ভাল ছেলে।" কুঞ্জ বারটা দিন বন্ধেও আমাকে ফেলিয়া বাড়ীতে থাকিতে পারিল না। উক্ত পত্র জয় পতাকার স্বরূপ লইয়া কুঞ্জ আনন্দে আটখানা হইয়া ফিরিয়া আসিল। পত্রে কি লেখা আছে, কুঞ্জ তাহার পিতার ব্যবহারের দ্বারা বুঝিয়াছিল। পত্র পড়িয়া তাহার আর মুখে হাসি, হৃদয়ে আনন্দ, ধরে না! সে বলিল তাহার পিতা তাহাকে এবার বড়ই আদর করিয়াছেন। সে বলিল—"বাড়ীতে যে কয়দিন ছিলাম, একটি দিনও বাবা কোনও ব্যতিক্রম দেখেন নাই। মহাশয়! তোমার পা ছুঁইয়া দিব্ব করিয়া বলিতে পারি, আমি একটী দিনও তোমার শিক্ষা ভুলি নাই। কিন্তু তুমি কাছে ছিলে না বলিয়া পূজার আমোদটা কিছুই ভাল লাগে নাই। তোমাকে এত করিয়া বলিলাম তুমি গেলে না! বাবাও তজ্জন্য দুঃখ করিলেন।"

কুঞ্জ দ্বাদশীর দিন ফিরিয়া আসে। সন্ধ্যার সময়ে আবার প্রাঙ্গণে কাষ্ঠ মঞ্চে আমরা দুজনে সেই ভৈরব নদের তীরে বিরাজ করিতেছি। কি সুন্দর জ্যোৎস্না! চারিদিক যেন ধপ্ ধপ্ করিতেছে! উপরে কি সুন্দর জ্যোৎস্না-প্লাবিত শান্ত নির্ম্মল আকাশ, এবং আকাশে কি সুন্দর সুশীতল শশধর। দুইটী নবযুবকের নয়নে সকলই কি সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রকৃতিও যেন নবযৌবনের মদিরায় ও মাধুর্য্যে আবেশময়। দুই জনে কত গল্প করিতেছি, কত ঠাট্টা তামাসা করিতেছি, কত

হাসিতেছি! জ্যোৎস্নার মত হৃদয়ের আনন্দও যেন উছলিয়া পড়িতেছে। কুঞ্জ বলিল—"আমাদের দেশে দশমীর রাত্রিতে সকলে সিদ্ধি খাইয়া থাকে। তোমার জন্যে খানিকটা তৈয়ারী সিদ্ধি আনিয়াছি। মহাশয়! তোমার বাঙ্গাল দেশে এমন সিদ্ধি প্রস্তুত করিতে পারে না। তোমাকে খাইতে হইবে।" আমি বলিলাম আমি সিদ্ধি কখনও খাই নাই। ভোলানাথ সাজিবার সাধও আমার নাই। আমি খাইব না। কুঞ্জ বলিল—"মহাশয়। তুমি একটীবার খাইয়াই দেখ না ছাই! ঠিক সরবতের মত লাগিবে। দেখিবে কত মজা।" কুঞ্জ ভায়া তখন সেই মহাদেবের প্রিয় বস্তু বাহির করিলেন, এবং আপনি নন্দির স্থান অধিকার করিয়া তাহা ষোড়শোপচারে প্রস্তুত করিয়া এক গেলাস আমার সমক্ষে ধরিলেন। আমি আবার গুরুগম্ভীরভাবে প্রতিবাদ করিয়া অগত্যা অনিচ্ছায় একটুক খাইলাম। বেশ সরবতের মতই লাগিল। কুঞ্জ জিদ করিতে লাগিল। তখন গ্লাসটি নিঃশেষ করিলাম। কুঞ্জ নিজে জহ্নুমুনির মত একটী ছোট রকমের সিদ্ধিগঙ্গা গণ্ডূষ করিল। কিছুক্ষণ পরে আমার নেশা বোধ হইতেছে কিনা কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম—না। সে বলিল তাহার বেশ একটু গোলাপী নেশা বোধ হইতেছে। আমি বলিলাম ভায়ার তাহা ত বাতাসেও হয়। কিন্তু কিছু ক্ষণ পরে যেন থাকিয়া থাকিয়া কি রকম একটা হঠাৎ কোথা হইতে কোথায় যাইতেছি, কি ভাবিতে কি ভাবিতেছি,—এরূপ একটা অবস্থা হইল। এক একবার দুইজনে খুব হাসি। আবার খানিকটা পরে ভাবি কেন হাসিলাম। আহার করিতে বসিলাম। উভয়ে থাকিয়া থাকিয়া কেবল হাসিতে লাগিলাম—সে হাসি অশ্রান্ত, অসম্বদ্ধ, অর্থহীন। এক একবার তাহা বুঝিতেছিলাম এবং আত্মসম্বরণের চেষ্টা করিতে-ছিলাম। কিন্তু আবার কি যেন একটা হাসির তরঙ্গ আসিয়া সব

ভাসাইয়া লইতেছিল। খাওয়া কিছুই হইল না। আমার কেমন বুক শুকাইয়া উঠিতে লাগিল।

গ্লাসের পর গ্লাস তেঁতুল সংযুক্ত সরবত খাইলাম। কুঞ্জ ভায়ার প্রেস্কৃপসন। আমার তখন বড় ভয় হইল। কত আস্ত তেঁতুল গুলিয়া খাইলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। শুইয়া আছি। যেন এক এক বার বোধ হইতেছিল পালঙ্কশুদ্ধ আমি কোথায় উড়িয়া যাইতেছি। বহু উর্দ্ধে উঠিয়া যেন পালঙ্ক হইতে পড়িয়া গেলাম। পড়িয়া যেন জাগিয়া উঠিলাম। এক এক বার বেশ জ্ঞান হইতেছিল। দেখিলাম শয্যা পার্শ্বে আমার দেশস্থ প্রজা ভৃত্যটি ভূতলে বসিয়া কাঁদিতেছে। জ্ঞান হইলে আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। কুঞ্জও কক্ষের অন্য প্রান্তে এক পালঙ্কে পড়িয়া ঠিক আমারই মত করিতেছে। আর একবার একবার বলিতেছে—"মহাশয়! একি হইল। বুক ফাটিয়া যাইতেছে যে!" আবার লহর তুলিয়া হাসিতেছে। আর একবার একবার বহুক্ষণ পরে জ্ঞান হইলে আমি ভৃত্যটিকে বলিলাম—"যদি দেখিস্ অনেকক্ষণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছি, কি কোনও রকম বেগতিক ঘটিয়া উঠিতেছে, তবে ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া আনিস্।" কথা কহিতে কহিতে আমি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। এরূপে কি যন্ত্রণায়, কি ভয়ে, যে রাত্রি কাটাইলাম, এখনও মনে হইলে আমার হৃৎকম্প হয়। এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় সমস্ত রাত্রি, পরদিন প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত কাটিয়া গেলে, যেন কিঞ্চিৎ উপশম হইল। কি যেন কষ্টের নিদ্রা হইতে জাগিলাম। কিন্তু মাথা তুলিবার শক্তি নাই। সমস্ত শরীর অবশ ও অবসন্ন, মাথায় দারুণ বেদনা, প্রাণে দারুণ পিপাসা। শুনিলাম—ভৃত্য রাত্রিতে ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। তিনি কি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত ভৃত্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়া দুজনকে

তাহা খাওয়াইয়াছে। কিন্তু আমার কিছুই মনে নাই। কুঞ্জ তখনও অজ্ঞান। সেদিন এরূপ ভাবে কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে জাগিতেছি, আবার ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছি। সংবাদ পাইয়া সন্ধ্যার সময়ে বন্ধুগণ সমবেত হইয়াছেন। হেড্ মাষ্টার বাবুর সেই তার-কণ্ঠ ও উপহাস শুনিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গায় মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"বেটা! তান্ত্রিকের ছেলে। শক্তি মন্ত্র ছাড়িয়া শিব মন্ত্র ধরিয়াছিস্, যন্ত্র ছাড়িয়া সিদ্ধির যষ্টি ধরিয়াছিস্। এরূপ ধর্ম্ম বিপর্য্যয়,—তা ধর্ম্মে সহিবে কেন? আয় বেটা প্রায়শ্চিত্ত কর! এক-পাত্র টান্। শক্তির ভয়ে শিব বেটার চৌদ্দপুরুষ ছুটিয়া পালাইবে।" দেখিলাম, তিনি ইহারই মধ্যে শক্তিসেবা আরম্ভ করিয়াছেন। আমি বলিলাম—"দোহাই আপনার! ইহার উপর এই ব্যবস্থা হইলে আমি বাঁচিব না।" তখন তিনি বলিলেন—"যা বেটা! তবে প'ড়ে ঘুমা।" এবং মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া বন্ধুদের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। আমি ও তাঁহার উপদেশ পালন করিলাম। সে রাত্রিও অর্দ্ধ নিদ্রা অর্দ্ধ জাগরণ—সেই অপূর্ব্ব অবস্থায় কাটাইলাম। পরদিন প্রভাতে সুস্থ হইয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম, এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম, মহাদেব মাথার উপর থাকুন, তাঁহার এই প্রিয় বস্তু আর কখনও স্পর্শ করিব না।

মহাদেব সিদ্ধিভক্ত, তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'ভাঙ্গর' তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু জগন্নাথ দেব যে সিদ্ধি কি গঞ্জিকাভক্ত তাহা কেহ জানেন কি? কেবল পুরী সহরেই স্মরণ হয়, বৎসর ৮০ মন কি কত গাঁজা বিক্রয় হয়। সিদ্ধির বিক্রয়টাও সেইরূপ। আমি এ সকল দেব-প্রসাদের ভাণ্ডারী ছিলাম। একদিন শ্রীমন্দিরের সম্মুখে স্তূপাকার সিদ্ধি ও গাঁজা ওজন করাইতেছি। আমি রাস্তার উপর এক চেয়ারে অধিষ্ঠিত। এক পাল সিদ্ধিখোর ও গাঁজাখোর আমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, এবং

হাঁ করিয়া বসিয়া সেই সম্মিলিত সৌরভ উদরস্থ করিতেছে। বিনা পয়সায় এই ঘ্রাণ লাভটুকও যেন তাহারা মহা মূল্যবান মনে করিতেছিল। পুলিস তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে চাহিল। আমি মানা করিলাম, এবং তাহাদের নানা ভঙ্গীতে বসিয়া সেই উগ্র সৌরভ পান দেখিয়া হাসিয়া অধীর হইলাম। তাহারা যেরূপ ভক্তিপূর্ণ গদ-গদ ভাবে আমার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, আমার বোধ হইল, তাহাদের চক্ষে আমার অপেক্ষা বড় লোক আর নাই। পরিমাণ কার্য্য শেষ হইল। আমি চলিয়া যাইতেছি, এমন সময়, একজন অগ্রসর হইয়া, হাত দুখানি জোড় করিয়া বলিল—

"অবধান! মোতে কিছি দিবাকু আজ্ঞা হেউ!"

আমি—আমি কেমন করিয়া দিব?

সে—আপনঙ্ক এত্তে মালঅ অছি!!

তাহার ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া বোধ হইল, সে মনে মনে স্থির করিয়াছে এই গোলা শুদ্ধ সিদ্ধি গাঁজার যখন আমি অধিকারী,—তখন সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর আমার কাছে কেহই নহে। এত মাল কাহার আছে? আমি বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে এ মহামূল্য পদার্থের কিছু মাত্র দান করিবার আমার অধিকার নাই। তাহারা পাল শুদ্ধ আসিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিল। তখন যে সকল চূর্ণ রাস্তায় ওজন সময় পড়িয়াছিল, গোলাদার আমার বিপদ দেখিয়া তাহাদিগকে দান করিল। তখন 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া মহানন্দে তাহারা উহা কুড়াইতে লাগিল। সমবেত লোক মণ্ডলীও হাসিতে লাগিল। আমি অব্যাহতি পাইয়া সরিয়া পড়িলাম।

আর একদিন মাদারিপুরে বিপদে পড়িয়াছিলাম,—আফিম খোরের হাতে। আফিম আমাদের কোনও দেবতা সেবন করিতেন কি? না

করুন, এখন অপদেবতারা গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং অহিফেন কমিশনের সমক্ষে ডাক্তার ও কবিরাজবৃন্দ এক বাক্যে ইহার অনন্ত গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। মাদারিপুরের আফিমের দোকান নিলামে কেহ ডাকিল না। আমি পরদিন প্রাতে মফঃস্বলে যাইবার জন্য নৌকায় উঠিয়াছি, একপাল আফিম খোর আসিয়া নৌকা ঘেরিয়া ফেলিল, এবং আমাকে বহুতর অমধুর সম্ভাষণ করিয়া বলিল—"সরকার বাহাদুরের মাল! তুমি কে যে দিবে না। তুমি মাল না দিয়া যাইতে পারিবে না।" মাঝিদের প্রহার সত্ত্বেও তাহারা নৌকা টানিয়া এক মাথা ডাঙ্গার উপর তুলিয়া ফেলিল। আমি এরূপ কৃপাপাত্রকে প্রহার করিতে নিষেধ করিয়া কতক্ষণ তাহাদের সঙ্গে তামাসা করিলাম। দেখিলাম সঙ্গে পূর্ব্ব দোকানদারকেও আনিয়াছে। সে বলিল তাহাকে তাহার ভাতপাত হইতে টানিয়া আনিয়াছে। তাহার দ্বারা একটী খাজনা স্বীকার করাইয়া 'ট্রেজারি' হইতে আমার দ্বারা আফিম বাহির করিয়া লইল, তবে তাহারা আমার নৌকা ছাড়িয়া দিল। এই দুই হাস্যকর দৃশ্য আমি কখনও ভুলিতে পারি নাই। যাঁহারা কেবল জলময়ী দেবীর একচেটিয়া নিন্দা করেন তাঁহারা দেখিবেন, এই পত্রময় ও ক্লেদময় দেবত্রয়ও—সিদ্ধি, গাঁজা, আফিম—মাহাত্ম্যে বড় কম নহেন।

মাতৃশোক।

পূর্ব্বে, বলিয়াছি যে বাড়ী গিয়া মাতার অবস্থা দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে তিনিও আর বহুদিন এসংসারে থাকিবেন না। মাতার হৃদয়ে শান্তি ও শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য আমি পিতৃব্যদের স্বার্থপরতা কূপে, ঋণ করিয়া ভগিনীর বিবাহের জন্য যে ২০০ টাকা লইয়াছিলাম তাহা বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিলাম। যশোহর আসিয়া ও মাতার কাছে নিয়ত দীর্ঘপত্র লিখিয়া আমাদের ভগ্ন সংসার পুনঃ স্থাপিত করিবার আশায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণিত করিতে চেষ্টা করিতাম। মাসে মাসে বাড়ীর নিয়মিত খরচের টাকা পাঠাইয়া দিতাম। পিতা যাহা দিতেন তাহার চতুর্গুণ টাকা পাঠাইতাম। কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইল। মাতা যেন আমার ভগ্নী তারার বিবাহের জন্য মাত্র জীবিত ছিলেন। তাহার বিবাহের সঙ্গেই যেন মাতার সংসার বন্ধন ছিন্ন হইল। পিতা ভাদ্র মাসে তিরোহিত হ'ন। আমি পরের আষাঢ় মাসে বাড়ী গিয়াছিলাম। অগ্রহায়ণ মাসে অকস্মাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় বিদ্যুৎ নীরব বজ্র নিনাদে ঘোষিত করিল—আমি মাতৃহীন! যে দারুণ ওলাউঠা রোগে শৈশবে দুই পিতৃব্য হারাইয়াছিলাম, সেই রোগে পূর্ব্ব দিন একটি কনিষ্ট ভ্রাতা—সোণার পুতুল সাত আট বৎসরের শিশু সারদা—মাতৃ-অঙ্ক শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। পতি-শোকের উপর এই পুত্রশোকে মাতাও সেই রোগে, পল্লী গ্রামে অচিকিৎসায়, আমাদের স্নেহবন্ধন কাটাইয়া স্বর্গীয় পতিপুত্রের অনুগমন করেন। একবৎসরের মধ্যে দ্বাবিংশ বৎসর বয়সে আমি পিতা মাতা উভয় হারাইলাম। যেই দুই স্নেহ স্রোতস্বতী—যেই দুই গঙ্গা যমুনা—মানব জীবন সুশীতল করে, যৌবনের আরম্ভেই আমার জীবন মরুময় করিয়া

অন্তর্হিতা হইল। তিরোধান সময়ে একবার আমি হতভাগ্য পিতৃমাতৃচরণ বুকে লইয়া তাহাতে দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেও পারিলাম না। পুত্রের এ সান্ত্বনাটি পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। পিতা ত তাঁহার "আশালতার" ফল পর্য্যন্ত দেখিয়া গেলেন না। পিতার চরণে একটি তৃণ ও কখন উপহার দিতে পারি নাই। মাতার চরণেও দুদিন বই পারিলাম না। এ জীবন কাহার জন্য বহিলাম! একথা এই জীবনে প্রতিদিন প্রতিকার্য্যে মর্ম্মে পড়িয়াছে,—এবং এরূপে দরদর ধারায় অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়া গিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ইহার কোনও উত্তর পাইলাম না। সেই বজ্রবাহী টেলিগ্রাম খানি বুকের নীচে চাপিয়া রাখিয়া সমস্ত অপরাহ্ণ, সমস্ত রাত্রি, শয্যায় পড়িয়া কি করিতেছিলাম জানিতে পারি নাই। মাতাকে সুখী করিব, এই আশায় পিতৃশোক সহিয়া রহিয়াছিলাম। এই আশার আলোক সেই নিবিড় তিমির কথঞ্চিৎ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিলাম। আজ অকস্মাৎ সকল আলোক নিবিয়া গেল। হৃদয়ের সকল উৎসাহ নিবিয়া গেল। মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে সংসার আমার চক্ষে যেরূপ ছিল, সেরূপ রহিল না। আর সেরূপ হইল না। আমি যেরূপ ছিলাম, আর সেরূপ হইলাম না। সেই নিরাশা সাগরে ডুবিতে ডুবিতে একটী মাত্র তৃণ অবলম্বন করিয়া ভাসিতে চাহিতেছিলাম। এ জীবন কাহার জন্য বহিব? অনাথ শিশু ভ্রাতা ভগ্নীর জন্য বহিব, পিতৃব্যপত্নীর ও পিতৃব্যভ্রাতার জন্য বহিব, সর্ব্বশেষ—পত্নীর জন্য বহিব। এই কর্ত্তব্যে ভর করিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। কিন্তু সেই ভগ্নহৃদয় জোড়া লাগিল না, প্রাণে সেই উৎসাহ, মনে সেই আনন্দ আর থাকিল না। সে দিন সংসারের প্রতি, অর্থের প্রতি হৃদয়ে যে ঔদাসীন্য সঞ্চারিত হইল, তাহা আর অপনীত হইল না। সেই দিন হৃদয়ে যে অভাব অনুভব করিলাম, তাহা আর পূরিল না। যেই স্নেহ-

তৃষ্ণা, প্রেম পিপাসা জ্বলিয়া উঠিল, তাহা আর পরিতৃপ্ত হইল না। কতরূপ প্রেম অনুভব করিয়াছি, কতরূপ প্রেমপুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিয়াছি, কিন্তু কই সেই পিপাসা মিটিলনা। পরিবারস্থের প্রেম বল, পত্নীর প্রেম বল, পুত্রের প্রেম বল, সকলেই স্বার্থের গন্ধ রহিয়াছে। এই জীবনের অপরাহ্নে বুঝিয়াছি একমাত্র নিস্বার্থ-প্রেম পিতা মাতার। আমি যৌবনের আরম্ভে এই নিস্বার্থ প্রেম হইতে বঞ্চিত হইয়াছি বলিয়া আমার প্রেমের পিপাসা মিটে নাই। ভগবান! তুমি প্রেমময়। তুমি মিটাইবে কি?

যশোহরে থাকাতে এ মহা শোকে যে শান্তি পাইয়াছিলাম তাহা আর কোথায়ও পাইতাম না। যেই মাতৃবিয়োগের সংবাদ প্রচারিত হইল, বন্ধুগণ সকলেই আসিলেন এবং দুই এক জন করিয়া, দুই চারি দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কত রূপে আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। একটুক স্থির হইলে হেডমাষ্টার বাবু জোর করিয়া তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রী আমাকে শিশুটীর মত বুকে লইয়া গলদশ্রু নয়নে বলিলেন—"কে বলিল তোমার মা মরিয়াছে। এই যে আমি তোমার মা কাছে রহিয়াছি।" আমি তাঁহার বক্ষে মাথা রাখিয়া বড় কাঁদিলাম। এ কয়দিন তেমন কাঁদিতে পারি নাই। তাঁহাদের পুত্রকন্যাগুলি পর্য্যন্ত কাঁদিতে লাগিল। হেডমাষ্টার বাবু কাঁদিয়া অধীর হইলেন। সেস্থান হইতে অন্যতম ডেপুটী দুর্গাদাস বাবু তাঁহার বাটীতে লইয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রী তখন পর্য্যন্ত আমার সাক্ষাতে বাহির হইতেন না। তিনিও বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনিও আমার মা। আমি এক মা হারাইয়া দুই মা পাইলাম।

"খৃষ্ট মাসের" বন্ধ প্রায় উপস্থিত। দুর্গাদাস বাবুর একটি পুত্রের ওলাউঠা হইল। তাহার অনুমান আট বৎসর বয়স। ন দিবা ন রাত্রি

আমরা তাহার সেবা শুশ্রূষায় লাগিয়া রহিলাম.। নয় দিন এরূপে কাটিয়া গেল। শিশুটী যেন জীবনের জন্য যুদ্ধ করিতেছিল। আজ খৃষ্টমাসের বন্ধ। আমার এখনও কাচা গলায়। ধুতি চাদর পরিয়া আফিস করিতেছি। সন্ধ্যার সময় দুর্গাদাসবাবুর বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম শিশুটি সে অবস্থায় আছে। তাঁহার একটি মহরার তাহার বড়ই যত্ন করিতেছিল। সে আমাকে চুপে চুপে বলিল যে আজ রাত্রি রক্ষা পাইবে না। শীঘ্র হবিষ্য করিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করিল। আমি ফিরিয়া যাইতেছি এমন সময় দেখি হেডমাষ্টার বাবু আরো দুই একটি বন্ধ উপলক্ষে আগত বন্ধুর সঙ্গে অন্য এক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী ডিনার খাইতে যাইতেছেন। আমি তাঁহাকে উক্ত মহরারের আশঙ্কার কথা বলিয়া নিমন্ত্রণে যাইতে নিষেধ করিলাম। তিনি উহা উড়াইয়া দিয়া বলিলেন "আমার স্ত্রী বলিয়াছে সে ছোঁড়ার আরো ১৫ দিনে কিছু হইবে না।" তিনি এরূপ সকল কথায় তাঁহার স্ত্রীর authority হাজির করিতেন! আমি তখন একটুক গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "খৃষ্টমাসও আবার ফিরিবে, ডিনারও ঢের জুটিবে। কিন্তু দুর্গাদাস বাবুর এ পুত্র আর ফিরিবেনা। আপনি নিজে পিতা, আমি আপনাকে অধিক আর কি বলিব?" তিনি গাড়িতে পার্শ্বস্থিত বন্ধু দুটীকে বলিলেন—"না বেটা বড় শক্ত কথা বলিয়াছে। আমি যাইব না। তোমরা যাও।" তিনি পদব্রজে আমার সঙ্গে চলিলেন। দুর্গাদাস বাবুর বাটীতে পঁহুছিয়া দেখি, বাড়ী নীরব। পরিবারস্থ সকলে নয় দিবসের চিন্তায় ও রাত্রি জাগরণে অবসন্ন ও নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। কেবল এক পার্শ্বের এক কক্ষে মৃত্যুর ক্রোড়ে সেই শিশুটী এবং পার্শ্বে বসিয়া সেই মোহরারটী। আমারা যাইবামাত্র সে বলিল—"আর বড় বিলম্ব নাই।" হেডমাষ্টার বাবু শিশুটীর পার্শ্বে আড় হইয়া ডান হাতের পাতায় তাঁহার মাথা রাখিয়া

বসিলেন, এবং বাম হস্তে তাঁহার ঘড়িটী লইয়া দেখিতে লাগিলেন। পার্শ্বে মিট্ মিট্ করিয়া একটা দ্বীপ জ্বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে শিশুর মৃত্যু লক্ষণ সকল দেখা যাইতে লাগিল। আমি পার্শ্বে প্রতি মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। জীবনে এরূপ দৃশ্য পূর্ব্বে আর দেখি নাই। পিতৃব্যের ও পিতামহীর দেহত্যাগের সময় শোকে এত অভিভূত ছিলাম, তাহা এরূপ স্থিরচিত্তে দেখিতে পারি নাই। পা দুখানি হইতে ক্রমে ক্রমে প্রাণ কিরূপে উর্দ্ধদিকে সরিয়া আসিতেছিল, কিরূপে ক্রমে ক্রমে শরীরের অধোভাগ জড়ত্বে পরিণত হইতেছিল আমি স্থির নয়নে দেখিতেছিলাম। গৃহ নীরব, যেন জনমানব নাই। কক্ষ নীরব, আমাদের তিন জনের যেন নিশ্বাস পর্য্যন্ত পড়িতে-ছিলনা। ক্রমে ক্রমে প্রাণ সর্ব্বাঙ্গ হইতে মস্তকে সরিয়া আসিল। তখন সেই নয়ন ঘূর্ণন, সেই মুখ ভঙ্গী—যাহা একবার দেখিলে জীবনে বিস্মৃত হওয়া যায় না—প্রকটিত হইল। মুহূর্ত্তেকে সেই ভঙ্গী অবিচল হইল,—কি যেন শরীর হইতে অদৃশ্য ভাবে চলিয়া গেল—সকলই ফুরাইল। হেডমাষ্টার বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। আমাকে গৃহের বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত ক রলেন। রাত্রি তখন দশটা। কেমন এক মলিন জ্যোৎস্না নীরবে গম্ভীর ভাবে বাহিরে পড়িয়া আছে। আমাদের হৃদয়ের মত তাহাতেও কি যেন এক শোকছায়া পড়িয়াছে। গৃহের সম্মুখস্থ ঝাউ সারি সেই নীরব প্রাঙ্গণে কি যেন এক শোকগীত গাইতেছে। তাহার ছায়ায় দাঁড়াইয়া হেডমাষ্টার বাবু আমাকে বলিলেন—"তুমি কি বল? আমি বলি, কাহাকেও না উঠাইয়া আমরা শব শ্মশানে লইয়া যাই। ইহাদিগকে জাগাইলে কেবল একটা অনর্থ করিবে মাত্র।" আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না। আমি বলিলাম যে যখনই তাঁহারা জাগিবেন সেই অনর্থ ত করিবেনই।

অথচ শিশুটিকে একবার এ জীবনের মত শেষ দেখা না দেখিলে তাঁহারা আরও শোকাতুর হইবেন অতএব একবার দেখাইয়া লওয়া ভাল। তখন হেডমাষ্টার বাবুও আমার পরামর্শ ভাল মনে করিলেন।· আমরা শিশুটিকে বাহির করিয়া আনিয়া একটী ঝাউবৃক্ষের তলায় রাখিয়া তাহার পিতৃদেবকে জাগাইতে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। আমি এক হাত ধরিলাম, ও হেডমাষ্টার বাবু আর এক হাত ধরিলেন, এবং আস্তে আস্তে কানের কাছে মুখ দিয়া ডাকিলেন। তিনি—"কি সব ফুরাইয়াছে বুঝি!"—বলিয়া তাড়িত-চালিত-বৎ শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। কক্ষ অন্ধকার। হেডমাষ্টার বাবু কোনও উত্তর দিলেন না। আমি কেবল আস্তে আস্তে রুদ্যমান কণ্ঠে বলিলাম—"আপনি বাহিরে আসুন।" তিনি বলিলেন,—"তুই কাঁদিস্ না। আমার হাত তোমরা ছাড়িয়া দেও—আমি কিরূপ ব্যবহার করিব তোমরা দেখ। আমি পাগল নহি। আমাদের কর্ত্তব্য যাহা করিয়াছি। ইহার উপর মানুষ কি করিতে পারে!" তাঁহার কণ্ঠ স্থির। আমরা হাত ছাড়িয়া দিলাম। তিনি বাহিরে আসিলেন। সেই ঝাউতলায় শায়িত মৃত স্নেহ পুতুলের মুখ মলিন চন্দ্রালোকে একবার নয়ন ভরিয়া দেখিলেন। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। একবার নয়নের বিগলিত অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। হেডমাষ্টার বাবু বলিলেন—"আর ইহাদের জাগাইয়া কায নাই। আমরা ইহাকে লইয়া যাই।" তিনি স্থির কণ্ঠে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"নবীন! তুই কি বলিস্?" আমি বলিলাম তাহাদিগকে না দেখাইয়া লইয়া যাওয়া আমি ভাল বিবেচনা করি না। তিনি বলিলেন তাঁহারও সেই মত। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে যেই ডাকিলেন, একটা ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ধরিয়া রাখিলেন। শিশুর এক মাসী ইহাকে পুষিয়াছিলেন।

তিনি একেবারে বৎসহারা গাভীর মত ছুটিলেন। আমার সাধ্য হইল না যে তাঁহাকে ধরিয়া রাখি। তিনি আমাকে শুদ্ধ লইয়া ছুটিয়া সেই ক্ষুদ্র শবের উপর গিয়া উন্মাদিনীর মত পড়িলেন। প্রেম-মন্দাকিনী বঙ্গ বিধবা ভিন্ন এমন নিস্বার্থ প্রেম দেখাইতে, এমন পরের পুত্রের মাতা হইতে, বুঝি জগতে অন্য কোনও রমণী পারে না।

শেষে ডেপুটি বাবু নিজে আসিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। তখন হেডমাষ্টার বাবু শব লইয়া শ্মশানে চলিলেন, এবং আমাকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। ডেপুটি বাবু বলিলেন,—"না, সে ছেলে মানুষ গিয়া কি করিবে? তাহাকে আমার কাছে রাখিয়া যাও।" তিনি এই বলিয়া আমাকে বুকে জড়াইয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সমস্ত রাত্র আমাকে পিতার মত বুকে লইয়া তাঁহার স্ত্রী ও শালীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন শুষ্ক, কণ্ঠ স্থির। কেবল এক একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন। এক একবার আমাকে বুকে দৃঢ়রূপে আঁটিয়া ধরিতেছিলেন। শোকের এরূপ ধীর মূর্ত্তি আমি স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না। আমার 'কুরুক্ষেত্রে' বুঝি সুভদ্রার শোকের ছবি আঁকিতে পারিতাম না। শোকের রাত্রি প্রভাত হইল। শ্মশান হইতে হেডমাষ্টার বাবু ফিরিয়া আসিয়া শোকগ্রস্ত পিতাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন। সেখানে সমস্ত বন্ধু সমবেত হইলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন। তিনি শান্ত, স্থির, অবিচল। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে বলিলেন—"স্ত্রীলোক দুটী বাড়িতে পড়িয়া রহিল। তুমি সেখানে যাও। স্ত্রী তোমাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মত জানেন। তুমি কোনরূপ সঙ্কোচ করিও না।" আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গেলাম। তাহার

বয়স তখন অনুমান দশ বৎসর। আমি মাতার চরণে প্রণত হইলে তিনি আমাকে মায়ের মত জড়াইয়া ধরিয়া পার্শ্বে বসাইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"তুমি মা হারা হইয়াছ। আমি এক পুত্র হারাইলাম; তুমি আজ হইতে আমার আর এক পুত্র।" সদ্য শোকাতুরা মাতার এই অপার্থিব স্নেহে আমার সদ্য মাতৃশোকবিধুর হৃদয়ে কি অমৃত উচ্ছ্বাসই সঞ্চারিত হইল। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। এই স্নেহ ভক্তি বিনিময়ে তিনি যেন তাঁহার পুত্রশোকে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন। আমিও যেন মাতৃশোকে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইলাম। তাহার পর দশ দিন বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় গিয়া যেখানে এক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম সেখানে ভাগীরথী তীরে মাতার শ্রাদ্ধ করিলাম। কে বলিল পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধের উপকরণ অর্থ? পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধের উপকরণ—অশ্রুজল! কে বলিল শ্রাদ্ধের কাল বৎসরে কেবল একদিন? পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধের কাল—প্রতিদিন!

নবীন গৃহস্থ।

যশোহরে আসিয়াই স্ত্রী আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার উক্ত পিতৃব্যগণের মধ্যে কেহ কেহ আমার সরলা মাতাকে বুঝাইয়া দিলেন যে স্ত্রী আমার কাছে আসিলে আমি আর তাঁহাদের খবর লইব না, ও তাঁহাদের প্রতিপালনের জন্য টাকা পাঠাইব না। মাতা তাহাই বুঝিলেন, এবং বহুপত্র লেখার পর প্রতিজ্ঞা করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমি বউকে পাঠাইব না। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি সেখানে বিবাহ কর।" বলা বাহুল্য উক্ত জনৈক পিতৃব্য এ পত্রের প্রণেতা। তখন স্ত্রী আনিবার আশাত্যাগ করিলাম। প্রথম যৌবন, উচ্চপদ, রক্তউগ্র, হৃদয় কবিত্বময়। বহুদিন যাবৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলাম। আমার পিতৃব্য মহাশয়েরা কৈশোর হইতে আমার প্রতি যে অস্ত্ররাশি সৎ কি অসদভিপ্রায়ে, নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের সকল অস্ত্র হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলাম। এই অস্ত্রটি আমার পক্ষে মারাত্মক হইল। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ," বলবান ইন্দ্রিয়ের গতি রোধ করা প্রকৃতই "বয়োরিব সুদুষ্কর।" ইহা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলাম। ইহার দুই মাস পরে আমার সরলা স্নেহপ্রতিমা মাতা চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে চারিটি শিশু ভাই ও একটি শিশু ভগ্নী ও দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা পত্নী। আমার মাতার অপেক্ষা আমার খুড়ী—আমি তাঁহাকে "যাদু" বলিয়া ডাকি—অধিক বুদ্ধিমতী। তিনি লিখিলেন—"আমি বউকে লইয়া তোমার কাছে আসিতে চাহি।" স্ত্রীও সেরূপ পত্র লিখিলেন। যে স্ত্রীকে আনিবার জন্য এত লালায়িত ছিলাম, আজ তাহাকে আনা সম্বন্ধে ঘোরতর চিন্তায় পড়িলাম। মা নাই। স্ত্রীকে আনিতে গেলে সকলকে

আনিতে হয়। নিরাশ্রয়া বিধবা, তাঁহার এক শিশুপুত্র রমেশ, ও পত্নী, বাড়ীর অভিভাবক। ইহারা কি প্রকারে কতকগুলি শিশু লইয়া বাড়ী থাকিবে। ভাই একটিরও পড়ার সময় হইয়াছে। সকলকে আনাও বহুব্যয়সাধ্য। হাতে কিছুই নাই। তাহার উপর নৌকায় আঠার দিনের পথ। বড়ই চিন্তিত হইলাম। কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ওভার-সিয়ার বাবুর বাসায় প্রায় নিত্য নাচ, প্রায় নিত্য নিমন্ত্রণ। এ অবস্থায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া এক সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে নাচ দেখিতেছি। একটি নর্ত্তকী নাচিতেছে। আর একটি বসিয়া আছে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাকে আজ এত চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন?" সে কথাটা এমন করুণকণ্ঠে বলিল যে তাহাতে আমার প্রাণ স্পর্শ করিল। আমি বলিলাম আমি সত্যসত্যই বড় চিন্তিত হইয়াছি। সে আবার সে রূপ সরল সস্নেহভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের চিন্তা আমাকে বলিবেন কি?" আমি একটুক ঈষৎ হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু সে জিদ করিতে লাগিল। তখন তাহাকে কথাটা খুলিয়া বলিলাম:

সে। আপনি কি স্থির করিয়াছেন?

আমি। কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।

সে। আপনার স্ত্রীকে আনিতে হইবে। আপনি তাঁহাকে আসিতে লিখুন।

আমি। হাতে টাকা নাই।

সে। কত টাকার প্রয়োজন?

আমি। অন্ততঃ দু'শ টাকা।

সে। যদি কিছু মনে না করেন, আমি কাল দু'শ টাকার নোট পাঠাইয়া দিব আপনি সুবিধা মতে উহা শোধ করিবেন।

আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে

আমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল—"আমি বুঝিতেছি আপনি আমার মত পতিতার মুখে এ কথা শুনিয়া অবাক হইয়াছেন। কিন্তু পতিতা হইলেও আমি মানুষ। আপনার এই প্রথম বয়স, উচ্চপদ। সমস্ত যশোহরে আপনার রূপগুণের প্রশংসা ধরে না। আপনি বহুদিন এরূপ ভাবে থাকিতে পারিবেন না। শেষে বড় কষ্ট পাইবেন। সে এই কথাগুলি এমন সরল ভাবে, এমন করুণকণ্ঠে, এমন কাতরতার সহিত বলিল যে কথা গুলি আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—"ইহারাই কি পতিতা?" আমি বলিলাম—"তোমাদের মধ্যে যে এরূপ সহৃদয়তা আছে আমি বিশ্বাস করিতাম না। আমি শীঘ্রই বেতন পাইব। টাকা ধার করিবার প্রয়োজন হইবে না।" পরদিন প্রাতে আমার ভৃত্য একখানি পত্র আনিয়া হাতে দিল। দেখিলাম তাহারই নামীয় পত্র এবং তাহাতে দু'শ টাকার নোট। আমার চক্ষে একবিন্দু জল আসিল। আমি আবার ভাবিলাম—"ইহারাই কি পতিতা?" বলা বাহুল্য তাহার লোকের দ্বারাই নোট ফিরাইয়া পাঠাইলাম।

তাহার আর একটি আচরণের কথা বলিব। হেড্‌মাষ্টার বাবু আপনার শিশু পুত্রদের সঙ্গে বগি হাঁকাইয়া কোনও ডেপুটী বাবুর বাড়ী যাইতেছেন। এই পতিতার বাড়ীর সম্মুখে মোড় ফিরিতে গাড়ী উল্টাইয়া রাস্তার নীচে পড়িয়া গেল। পিতা ও পুত্রেরা সকলেই আঘাত পাইলেন। সে তৎক্ষণাৎ নক্ষত্রবেগে আপনার মাতা ও ভৃত্যগণকে লইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার ছেলেগুলিকে বাড়ীতে আনিয়া তাঁহাদের সুশ্রূষা করিতে লাগিল এবং ডাক্তার আনিতে লোক পাঠাইল। ডাক্তার আসিয়া আহত স্থানে পটি ও ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি দিলে তাঁহারা সুস্থ হইয়া অন্য গাড়ীতে বাড়ী গেলেন। হেড্‌মাষ্টার বাবু পূর্ব্বে ব্রাহ্মভাবে মনরো সাহেবের দ্বারা কতরূপে ইহাদের নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার

এ আচরণে তিনি এত প্রীত হইলেন, যে তিনি তাহাকে সেই দিন হইতে তাঁহার কন্যার মত জানিতেন, এবং যখন তখন তাহার বাড়ীতে যাইতেন। কেবল একটি মাত্র নিয়ম ছিল। তিনি উপস্থিত হইলেই, তাহাকে তাহার বৈঠকের চাদর খানি বদলাইয়া দিতে হইত। তিনি তাহার গীত শুনিতেন, পড়া শুনিতেন, তাহাকে পড়াইতেন, সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার "ব্রাহ্ম ভ্রাতারা" তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইলেন, কারণ তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি। একদিন ভ্রাতাদের এক 'ডেপুটেশন' উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি পরিষ্কার জবাব দিলেন— "আমি আমার মেয়েকে ছাড়িতে পারি তথাপি তাহাকে অস্নেহ করিতে পারি না। তোমাদের আমাদের তুলনায় সে দেবী।

সুখ দুঃখ যেরূপ সংসার নীতি, পতন উত্থান, পাপপুণ্যও বুঝি সেইরূপ। দুঃখ ভোগ না করিলে মানুষ যেরূপ পূর্ণ মাত্রায় সুখ ভোগ করিতে পারে না, পাপে পতিত না হইলে, পাপের সংস্পর্শে না আসিলেও বুঝি মানুষ পুণ্যের মাহাত্ম্য পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অনেক সময়ে দুঃখের খনিতে যে সুখ রত্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়—পত্নী-প্রেম, অপত্যস্নেহ, পবিত্রতা, চিত্তপ্রসন্নতা—তাহা সুখের খনিতে বিরল। তদ্রূপ পাপের খনিতে কদাচিৎ যে সকল অমূল্য রত্ন দেখিতে পাওয়া যায়, পুণ্যের খনিতে তাহার তুলনার স্থান অতি অল্প। যাহাকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করি, নাসিকা কুঞ্চিত করি, তাহার অবস্থায় পড়িয়া কয়জন পুণ্যবান থাকিতে পারি? তাই বুঝি ভগবানের এক মধুর নাম—পতিতপাবন। তাই খৃষ্ট বলিয়াছেন, মেষরক্ষক তাহার মেষপাল ফেলিয়া তাহার পথহারা মেষটির অন্বেষণ করে। যিনি পাপীকে ঘৃণা করেন, তাহার কাছ হইতে শত ক্রোশ দূরে থাকেন, আমি তাঁহার কাছ হইতে সহস্র ক্রোশ দূরে থাকিতে ইচ্ছা করি। ঐ করুণাময় মেষপালক আমার দেবতা।

পরের মাসের বেতনের টাকা হইতে দেড়শত টাকা দিয়া আমার দেশীয় ভৃত্যটিকে বাড়ী পাঠাইলাম। নৌকা পথে আঠার দিনে পরিবারবর্গ নীলগঞ্জে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন বলিয়া ভৃত্য রাত্রি দশটার সময়ে সংবাদ আনিল। আমার বাসা হইতে সেই স্থান প্রায় পাঁচ মাইল। গাড়ী লইয়া আমি তাঁহাদিগকে আনিতে গেলাম। মাঘ কি ফাল্গুন মাস। নৌকায় পঁহুছিয়া যাদুর বুকে মাথা রাখিয়া অনাথ শিশুগুলিকে বুকে লইয়া, আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলাম। আমার মাতৃপিতৃ-শোক আজ উথলিয়া উঠিল। শিশুগুলি আমাকে দেখিয়া আনন্দে লাফাইয়া অঙ্কে ও বুকে পড়িল। আবার তখনই আমার রোদন দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় দুটার সময় অবোধ শিশুদের মুখে মাতার মৃত্যুর, বাড়ীর অবস্থার, পথের কষ্টের ও দুঃখের কথা সে আধ আধ অমৃতপূর্ণ ভাষায় শুনিতে শুনিতে বাসায় পঁহুছিলাম। কিন্তু তাহাদের এত আনন্দেও আমার হৃদয়ে একটি আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিল না। পিতৃ-মাতৃ-হীন এই শিশুগুলি কি বাঁচিবে? আমি কি ইহাদের মানুষ করিতে, সুখী করিতে পারিব? এরূপে কত আশঙ্কাই মনে উঠিতেছিল, এবং কি যেন এক অজ্ঞাত ছায়ায় আমার হৃদয় ছাইয়া রাখিল। অনেক সময়ে ভাবী অমঙ্গল এরূপে মানুষের হৃদয়ে বহুপূর্ব্বে ছায়াপাত করে।

প্রাতঃকালে পাল্কি লইয়া দুর্গাদাস বাবুর এক শিশু পুত্র ও দাসী আসিয়া উপস্থিত। শিশু আমার কোলে উঠিয়া গলা জড়াইয়া বলিল—"দাদা! বউকে লইতে মা পাল্কি পাঠাইয়াছেন।" আমি বলিলাম—"দুদিন যাক্। তোদের বাড়ী যাইবে না ত কোথায় যাইবে?" সে বলিল—"না, দাদা! তা হ'বে না। বউ আজই যাবে।" কতরূপ আবদার করিতে লাগিল। চাকরাণী স্ত্রীকে স্নানের স্থানে

জোর করিয়া টানিয়া লইয়া তাঁহার অন্নপ্রাশনের সময় হইতে যে মলিনতা শরীরে সঞ্চিত হইয়াছে—তাহা ঘষিয়া মাজিয়া ইতিমধ্যে অপনয়ন করিবার জন্য একটা মহা ব্যায়াম আরম্ভ করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে ওই রাস্তা হইতে—"কি হে!—বাবু হে!—কি কচ্চো হে! বউ এসেছে না কি হে!"—বলিতে বলিতে দুর্গাদাস বাবু স্বয়ং বগি হইতে নামিয়া আমার গৃহাভিমুখে আসিতেছেন। আমি ছুটিয়া গেলে, আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"কই বউ গিয়াছে?"

উ। না!

প্র। কেন?

উ। এই গুদমজাত মাল, আঠার দিনে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। যদিও আপনার চাকরাণী ইতিমধ্যেই গাত্র-ময়লা ধুইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা যে মাসেকের মধ্যে স্রোতহীন ভৈরব নদের জলে পরিষ্কৃত হইবে, সে সম্বন্ধে আমার গুরুতর সন্দেহ আছে। অতএব একটুক গুদামের গন্ধ যাক্, পরণের কাপড়খানি পর্য্যন্ত নাই, দু'দিন পরে যাইবে।

তিনি। তোমার বাপু! চিরকাল পাকামি। আমার বাড়ী যাইবে, তাহাতে আবার কাপড়ের ভাবনা উপস্থিত। তোর মা বসিয়া রহিয়াছে। বউকে পাঠাইয়া দিয়া চল্। তোরও সেখানে খাইতে হইবে।

আমার মহাশঙ্কট উপস্থিত হইল। আমি আবার একটুক প্রতিবাদ করিলাম। বলিলাম—"এখন গেলে আপনারা কথা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিবেন না। এ অপূর্ব্ব জীব লইয়া গিয়া করিবেন কি?"

তিনি আর আমার সঙ্গে কথাটি না কহিয়া একেবারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"কই নবীনের খুড়ী কোথায়, বাহির হইয়া

এস। আমি নবীনের খুড়া, বউকে লইতে আসিয়াছি।” ‘যাদু’ও ঘরের মধ্য হইতে ভৃত্যটির দ্বারা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—“বউ আঠার দিন পথের কষ্ট পাইয়া আসিয়াছে। ছেলে মানুষ। দুদিন পরে যাইবে।” তখন ডেপুটী বাবু এত স্নেহ ঢালিয়া দিয়া জিদ করিতে লাগিলেন যে ‘যাদু’ গলিয়া গেলেন। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—“তিনি এত আদর করিতেছেন, এত জিদ করিতেছেন। আর কি হইবে! বউ যাক্।” সত্য সত্যই পরিধানের কাপড়খানি, তাহার সামান্য গহনাগুলি পর্য্যন্ত আমার পিতৃব্যগণ দুই কিস্তিতে জমিদারি রক্ষার নাম দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। দুই হাতে দুইগাছি শঙ্খ মাত্র আমার অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। দুর্গাদাস বাবু আবার সভ্যতায় শীর্ষস্থানীয় লোক। এরূপ লোকের বাটীতে এ অবস্থায় এই অপূর্ব্ব নবাগত জীবটিকে কি প্রকারে পাঠাইব! আমি ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ আমার মস্তিষ্কের আর এই গুরুতর কার্য্য করিতে হইল না। দুর্গদাস বাবু সটান গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহের এক কোণাস্থিত একটা ময়লা কাপড়বেষ্টিত মৃৎপিণ্ডবিশেষ দুই হাতে তুলিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে একেবারে শিবিকায় পূরিয়া দিলেন, এবং বাহকগণ তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনিতে ক্রোশব্যবধান মুখরিত করিয়া যাত্রা করিল। আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিয়াছি। গ্রীবা নিষ্পীড়নে আমার মোহ ভঙ্গ হইলে, বুঝিলাম তিনি আমাকে গলাটি ধরিয়া ঠেলিয়া উচ্চ হাসিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহার গাড়ীর দিকে লইয়া চলিয়াছেন। আমি আবার একটুক লঘুভাবে প্রতিবাদ করিলাম—“আর আমাকে কেন? আমি না গেলেও ইনি আজ আমার মুণ্ডটি পাত করিয়া আসিতে পারিবেন।” এ প্রতিবাদও নিষ্ফল হইল। গাড়ী ছুটিল। আমি যেন আমার বধ্য-ভূমির দিকে চলিলাম। এতদিন

যশোহরে আমি একটা আদর্শ পুরুষ ছিলাম্। বুঝিলাম আজ আমি একটা হাস্যাস্পদ জীব হইতে চলিলাম।

বাড়ী পঁহুছিবার কিছুক্ষণ পরে দুর্গদাস বাবু আমাকে টানিয়া গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। বলিলেন—"দেখ দেখি?" কাহাকে দেখিব? এক পার্শ্বে মা, অন্য পার্শ্বে দেশ হইতে নবাগতা তাঁহার কন্যা, আর মধ্যে উটি কে? তাঁহারা ইতিমধ্যেই তাহার সাজসজ্জার এত রূপান্তর ঘটাই-য়াছেন, তাহাকে এরূপ সুন্দর বসন ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন, যে আমার সহধর্ম্মিণীকে আমারই চিনিবার সাধ্য ছিল না। ডেপুটি বাবু হাসিয়া আকুল। মা বলিলেন—"নবীন! অনর্থক বউয়ের নিন্দা করি-য়াছ। বউ বেশ কথা কহিতে পারে। বেশ বউ!" ঘাম দিয়া আমার জ্বর ছাড়িল। আমি হাত দিয়া দেখিলাম যে আমার নাসিকা কর্ণের কোনও রূপ ব্যতিক্রম হয় নাই। কি সুখে, কি আনন্দে, একটা দিন সেখানে কাটাইলাম। রাত্রিতে আবার সস্ত্রীক বগি হাঁকাইয়া বাড়ী আসিলাম। তাহা না করিলে দুর্গদাস বাবু ছাড়েন না। তাঁহারা দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন, আর আমি ঘোমটা সমাচ্ছন্না জীবটাকে লইয়া লজ্জায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় গাড়ী ছাড়িলাম।

যশোহরে আমোদ ও বন্ধুতা।

যশোহরে পৌঁছিয়াই স্থানীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহারা সকলেই বড় আদরে গ্রহণ করিলেন। স্মরণ হয় পৌঁছিবার পর দিনই নব প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাবতারের আসনে বিরাজ করিতেছি। এমন সময় যশোহর স্কুলের হেডমাষ্টার বাবুর একখানি পত্র পাইলাম। পত্র খানিতে এই কয়টী কথা ইংরাজিতে লিখিত ছিল,—"আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। আমার একজন বন্ধু জানিতে চাহিয়াছেন আপনি কি (Education Gazette) "এডুকেশন গেজেটে" প্রকাশিত "শ্রীনঃ" স্বাক্ষরিত কবিতাদির লেখক?" আমি উত্তরে লিখিলাম যে আমাকে লজ্জার সহিত উক্ত অভিযোগে দোষী স্বীকার করিতে হইতেছে। তাহার কিঞ্চিৎ পরেই তাঁহার কাছ হইতে একখানি নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম। অপরাহ্লে তাঁহার অনুরোধমতে স্কুলগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি স্কুলগৃহের একাংশে বাস করিতেন। গৃহটি একটী সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত, এবং তাঁহার অবস্থিতি কালে উহা যশোহরের একটি আনন্দধাম ছিল। তিনি দেখিতে একটি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, অতিশয় বলিষ্ঠ এবং তেজস্বী সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মূর্ত্তিখানি দেখিলেই শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা করিত। কথা সরল, হাসি সরল, হৃদয় সরল, তিনি সর্ব্ব প্রকারে একটি সরলতার ও স্নেহশীলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। কি সঙ্গীতে, কি সাহিত্যে, কি সাহসে, কি সুরাপানে, তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে এমন লোক আমি দেখি নাই। শরীরে এত বল ছিল যে আমার মত দুজন যুবক দুদিকে তাঁহার গোঁপে ধরিয়া ঝুলিয়া থাকিলেও তিনি মস্তক ঈষৎমাত্রও অবনত করিতেন না এবং বাহুর আঘাতে গৃহের খুঁটী সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিতেন।

এক এক দিন জিদ করিয়া বন্ধুদের বাসায় এরূপ খাইতেন যে সে পরিবারস্থ সকলকে উপবাসে রাখিতেন। তিনি সর্ব্বপ্রকারে ইংরাজীতে যাহাকে good fellow বলে তাহার একটি খাঁটি আদর্শ ছিলেন। তিনি সঙ্গীত, সাহিত্য, এবং সুরা, এ তিন সকার ভিন্ন একটি দিনও থাকিতে পারিতেন না। আমি স্কুলে উপস্থিত হইলে একজন ভদ্র লোক আমাকে স্কুলের Library (লাইব্রেরীতে) লইয়া গেলেন। সেখানে উক্ত বাবু ও আর একটি ক্ষুদ্র ঘটোৎকচাকৃতি মহাপুরুষ বসিয়াছিলেন,—দীর্ঘ, স্থূল, বলিষ্ঠ, কৃষ্ণকায়। অনাবৃত শরীরে বসিয়া একখানি সেকেলে পুঁথির পাত উল্টাইতেছিলেন। ইনি একজন খ্যাতনামা Assistant Executive Engineer। আমি কক্ষে প্রবেশ করিলে কিছুক্ষণ যাবৎ স্থিরনয়নে তাঁহারা দুজনে যেন আমার ক্ষুদ্র শরীরখানি আপাদমস্তক অধ্যয়ন করিলেন। তার পর এনজিনিয়ার বাবুর সঙ্গে এরূপ আলাপ হইল।

তিনি। এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত "চট্টগ্রামের সৌভাগ্য" কবিতাটি কি আপনার লেখা ?

আমি সলজ্জ ভাবে উত্তর করিলাম—"হাঁ"।

তিনি। আমি ঐ কবিতাটী পড়িয়া এডুকেশন গেজেটের গ্রাহক হইয়াছি এবং সেই অবধি আপনার কবিতাগুলি বড় আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকি। আপনার কবিতায় কিরূপ একটা নূতন শক্তি ও নূতন রাগিণী আছে যাহা এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গলা কবিতায় দেখি নাই।" আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি। "আপনি সেই কবিতাটি আওড়াইতে পারেন কি ?"

আমি। "না, উহা আমার মুখস্থ নাই।"

তিনি। আমার উহা মুখস্থ আছে। একটি স্থান আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে।

"বিষময়ী সুরা সখে! কি বলিব হায়!
ভীষণ প্রবাহ প্রায়, দিন দিন বেড়ে যায়,
বিদারিয়া জন্মভূমি বিস্তারিয়া কায়।
তটস্থ শৈলের মত কত পরিবার,
সবান্ধবে প'ড়ে তাহে হ'লো ছারখার।"

কি সুন্দর উপমা! আপনার বাড়ী কি পদ্মার সন্নিকটে?

আমি। কৈ ভূগোলে ত সেরূপ বলে না। হেডমাষ্টার বাবু উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন—"বেশ উত্তর হইয়াছে। চট্টগ্রাম যে পদ্মার পারে নহে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কি সে জ্ঞানটুকুও নাই?"

তিনি। বটে? আমার ভুল হইয়াছে। আমি ভাবিয়াছিলাম পদ্মাতীরে বাসা না হইলে এরূপ উপমা মনে আসিতে পারে না।

তাহার পর হেড মাষ্টার বাবু আমাকে কক্ষান্তরে ডাকিয়া লইয়া আমার আহার্য্য এবং পানীয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কূট প্রশ্ন করিলেন এবং অনুকূল উত্তর পাইয়া সেখান হইতে মহা আনন্দের সহিত এনজিনিয়ার বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন—"Bravo! এ আমাদের বৈদ্যের ছেলে, বাবা! জিজ্ঞাসা করাই বৃথা।" তখন মহা আনন্দের সহিত তাঁহার "এস্রায়" বাজিয়া উঠিল, এবং সঙ্গীতে, সাহিত্যালাপে, পান-আহারে একটি সন্ধ্যা অভূতপূর্ব্ব আনন্দে কাটাইলাম।

দিবসের প্রভাতের ন্যায় সাংসারিক জীবনের প্রভাতও বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর, বড়ই সুখদ। আজ জীবনের অপরাহ্নে সেই প্রভাত কত সুন্দর, কত মধুর, কত সুখদ! বোধ হইতেছে ঠিক যেন শীতল ও নির্ম্মল কিরণদীপ্ত, চারু কুসুমে সুশোভিত, চারু সৌরভে এবং মৃদুল মলয় সমীরণে ব্যজনিত বসন্ত প্রভাত। আমার সৌভাগ্যক্রমে যশোহরে সেই সময়ে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিলেন, দোষে গুণে

তাঁহাদের তুলনীয় ব্যক্তি আমি আর দেখি নাই। ডেপুটি কালেক্টর পণ্ডিত-প্রবর বিদ্যারত্নকে দেখিলে আমার যেন শান্ত অনন্ত সমুদ্র মনে হইত—তেমনিই বিদ্যারত্নে পরিপূর্ণ, অথচ তেমনিই তরল ও সরলহৃদয়। অন্যতর ডেপুটি কালেক্টর দুর্গাদাস বাবু যদিও উচ্চ অঙ্গের ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন না, কিন্তু যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধিজীবী, তেমন তেজস্বী, তেমন জগৎ তুচ্ছকারী, স্বাধীনচেতা অথচ তেমন শিশুনিভ সরল ও স্নেহশীল লোক আমি আর দেখি নাই। যশোহর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার বাবু কি শক্তিধর সুপুরুষ, কি সহৃদয়, কি সঙ্গীত সাহিত্য ও আমোদপ্রিয়ই ছিলেন। সঙ্গীতে ও সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। ফেরিফণ্ড ওভার-সিয়ার বাবু যেন একটি সুখপ্রিয় ননীর পুতুল। তাঁহার অকাতর দান, অবাধিত দ্বার, আমোদপূর্ণ গৃহ। অপরাহ্ণে তাঁহার গৃহদ্বার দিয়া তাঁহার কোনও বন্ধুর চলিয়া যাইবার সাধ্য ছিল না। তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লওয়া হইত। অপরাহ্ণে এইরূপ বন্ধু গ্রেপ্তার জন্য তিনি রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। যখনই গৃহে যাইবে, দেখিতে পাইবে যে বন্ধুদের আপিসের পোযাক ছাড়াইবার জন্য কোঁচান কাপড়, প্রথম শ্রেণীর আহার্য্য ও পেয় সারি সারি প্রস্তুত এবং তাঁহার বৈঠকখানা সঙ্গীতে ও আনন্দে দিবারাত্রি মুখরিত। পুলিশ ইনস্পেক্টার একজন চতুর পুলিশ-কর্ম্মচারী, এবং সমাজ-বন্ধনকারী সুরসিক। আমি ইঁহাদের সকলেরই বিশেষ স্নেহের পাত্র হইলাম। আমি এমন স্নেহ, এ জীবনে আর বড় পাই নাই। ওভারসিয়ার ও পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার আমার দাদা হইলেন। অবশিষ্ট তিনজনকে আমি পিতৃব্যের মত শ্রদ্ধা করিতাম। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে আমরা এই কয় জন আমাদের কাহারও না কাহারও বাসায় সমবেত হইতাম, এবং প্রায় অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও নানা প্রকার আমোদে কাটাইতাম।

এই আমোদ সাগরে সময়ে সময়ে মহা ঝড় ও উৎকট তরঙ্গও উঠিত। তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব। যশোহরে দুই এক মাস অবস্থিতির পর এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসা বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। সন্ধ্যা হইতে সকলেই সমবেত হইয়াছিলাম এবং সঙ্গীত তরঙ্গে সুরাদেবী নৃত্য করিতেছিলেন। আমি একটি বৃহৎ রজতনির্ম্মিত বাঁশী (flute) বাজাইতেছিলাম। গোপাঙ্গনারা বাঁশের বাঁশীতে মজিয়াছিলেন, অতএব রজত বাঁশীতে কি আর এক জন শিক্ষিত পুরুষ মুগ্ধ হইবে না। এঞ্জিনিয়ার বাবু পারিতোষিকস্বরূপ দেবীকে কাচাধারে সজ্জিত করিয়া আমাকে উপহার দিলেন। দেবীর পাত্রপ্লাবী রূপ দেখিয়া আমি ভীত হইলাম। বলিলাম দেবীর এ পরিমাণ কৃপাভাজন হইলে আমাকে আর বাঁশী বাজাইতে হইবে না। তাঁহার এত প্রেম আমি সহ্য করিতে পারিব না। তিনি তখন কোপে ভ্রূকুটি কুটিলানন হইয়া পাত্র রাখিয়া দিলেন। হেডমাষ্টার বাবু আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে আমি তাঁহার বড়ই অপমান করিলাম। আমি বড় ভীত হইলাম। বিশেষতঃ এঞ্জিনিয়ার বাবু উত্তেজিত হইলে তাঁহার সেই ক্ষুদ্র শৈলবৎ কৃষ্ণ করপদ্ম দুটি, শুনিয়াছিলাম অতি সহজে তাঁহার বন্ধুবর্গের কণ্ঠে পৃষ্ঠে সঞ্চালিত হইত। আমি পাত্রস্থ দেবীকে বরণ মাত্র করিলাম। কিন্তু উহাতেই আমার মাত্রাধিক্য ঘটিল, আমি দেবীর একজন বড় ক্ষুদ্র সেবক ছিলাম। তখন গীতে বাদ্যে এবং গল্পে ও কবিতাবৃত্তিতে মজলিস গরম হইয়াছে। কে কাহাকে চায়! আমি ফাঁক দেখিয়া সরিয়া পড়িলাম, এবং বিদ্যারত্নের পুত্র কুঞ্জের কক্ষে গিয়া বিছানা লইলাম।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। আমার দেশীয় ভৃত্যটি আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, যে এঞ্জিনিয়ার বাবু আহারের পর হেড মাষ্টার ও ওভার-

সিয়ার বাবু সহ আমার বাসায় গিয়া তাহাকে ও ব্রাহ্মণটিকে প্রহার করিয়াছেন, এবং ঘরের জিনিস পত্র সব উঠানস্থ করিয়াছেন। তখনও আমার পরিবার যশোহরে আসেন নাই। ভৃত্যদের অপরাধ তাহারা বলিয়াছে, আমি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাড়ী হইতে ফিরি নাই। জিনিস পত্রের অপরাধ কি তাহা আমি এখন যাবৎ বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় তাহারা উক্ত প্রশ্নের কোনও উত্তরই দেয় নাই। আমি বাসায় গিয়া কি করিব? তাহারা মার খাইয়াছে। গেলে সেই অনাহার্য্য জিনিসটা হয়ত আমাকেও খাইতে হইবে। অতএব "discretion better part of valour" মনে করিয়া ভৃত্যটিকে সেখানে শুইয়া থাকিতে বলিলাম। কিছুক্ষণ পরে হেডমাষ্টার বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে সটান বিছানা হইতে যষ্টির মত তুলিয়া ফেলিলেন, এবং চিলে যেরূপ পায়রার বাচ্চা লইয়া যায় সেরূপ ভাবে একেবারে উঠানে লইয়া ফেলিলেন। অতি সুন্দর শারদীয় চন্দ্রালোক। এঞ্জিনিয়ার বাবু আমাকে দেখিয়াই বলিলেন,—"ছেলেটির কি নেশাই হইয়াছে! কেমন সুন্দর টেরিটি, আর কাঁধে কেমন কোঁচান চাদর খানি! আর আমাদের!"—বাস্তবিকই তাঁহার বৃহৎ উদরে বেল্ট বাঁধা বলিয়া কেবল ধুতি খানি আছে। তাঁহার বিরাট দেহে পিরান চাদর কিছুই নাই। আছে কেবল স্কন্ধে বিশ্বত্রাসকর তাঁহার ভীম যষ্টিটি। ঠিক ফাঁসি কাষ্ঠের দিকে খুনীর অপরাধীকে যেরূপ লইয়া যায়, তাঁহারা সেইরূপ আমাকে বেষ্টন করিয়া লইয়া চলিলেন। এমন সময়ে পশ্চাৎ দিক হইতে প্রহারিত রোরুদ্যমান সেই পাচক ব্রাহ্মণ ঠাকুর উপস্থিত। সে এক একবার বলিতেছে—"মহাশয়! দেখুন দেখি, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসায় ছিলেন কি না? আমি ফুলের মুখুটি বিষ্ণুদেবের সন্তান। আপনি আমাকে মারলেন।" তখনি এঞ্জিনিয়ার বাবুর, ভীমযষ্টি সঞ্চালন

পূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ ধাবন, এবং তাহার সচীৎকার কিয়দ্দূর পলায়ন। এই বীর-করুণ প্রহসন বহুবার পথে অভিনীত হইবার পর আমার বাসা বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ভৃত্যগণ সকলেই পলাতক। আমার সাধের উপকরণাদি, প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি যাইতেছে। তখন ত্রিমূর্ত্তি বসিয়া সুরাদেবীর আর এক বিভূতি (বোতল) নিঃশেষ করিতে লাগিলেন, এবং বাহিরের ঘরে রোরুদ্যমান বিষ্ণুঠাকুরের সন্তানটিকে তাহার উচ্চ বংশ স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার হৃদয়ের আবেগ আরও বাড়াইতে লাগিলেন। এরূপে রাত্রি প্রভাত করিয়া ত্রিমূর্ত্তি বিজয়া করিলেন। বলা বাহুল্য যে হেডমাষ্টার বাবুর গম্ভীর উপদেশ মতে আমাকে এঞ্জিনিয়ার বাবুর কাছে ভৃত্য ও উপকরণাদির অশিষ্টাচারের জন্য ক্ষমা চাইতে হইয়াছিল। আমি অবসন্ন হৃদয়ে শয়ন করিলাম। বেলা ৮টার সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সম্মুখে "ফুলের মুখুটি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান" দণ্ডায়মান। হস্তে শঙ্খও নহে, চক্রও নহে, পদ্মও নহে। দরখাস্তরূপী এক গদা। তাহাতে এঞ্জিনিয়ার বাবু আসামী। আমি এবং নিমন্ত্রিত উচ্চপদবীস্থ সকলেই সাক্ষী। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিলে তিনি আমাকে এক দিনের জন্য অভয় দিলেন। এক দিন নালিস করিবেন না বলিলেন। এঞ্জিনিয়ার বাবু ও ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণের দ্বারা কোনও রূপে ব্রাহ্মণের ক্রোধ যদি হোমিওপ্যাথি মতে উপশমিত হয়, মনে করিয়া তাঁহার কাছে খবর পাঠাইলাম। শুনিলাম, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। মহা বিপদ! সকলেই মহাচিন্তিত হইলেন। এমন সময় বিপদভঞ্জন কৃপা করিলেন। বিদ্যারত্ন 'বাগের হাট' বদলি হইলেন। আমি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তানটিকে, সে বিদ্যারত্নের স্বদেশী ও বড় স্নেহের পাত্র বলিয়া বুঝাইয়া ভজাইয়া, অতিরিক্ত বেতনের প্রলোভনে ফেলিয়া তাঁহার সহযাত্রী করিলাম। তাহাকে বুঝাইলাম ফৌজ-

দারি নালিসের তামাদি নাই। যদি ইতিমধ্যে এঞ্জিনিয়ার বাবু সে প্রহার ও বিদ্রূপ প্রতিহার না করেন তবে সে পরেও নালিস করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। আর একদিন ওভারসিয়ার দাদার বাড়ী নিমন্ত্রণ। নৃত্যগীতের তরঙ্গে আমোদ উথলিয়া পড়িতেছে! এমন সময় আর একজন পূর্ত্ত-বিভাগীয় প্রভু—এ ডিপার্টমেণ্টে রত্নাকর—চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"বাবা! নাড়ী বসিয়া গিয়াছে।" নৃত্যগীত থামিয়া গেল। সকলেই দেখিলাম যে তিনি নাড়ী ধরিয়া বসিয়া আছেন, আর কাঁদিয়া বলিতেছেন, তাঁহার স্ত্রীপুত্রের কি উপায় হইবে। বলা বাহুল্য যে তিনি সুরাসুন্দরীর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার ডিপার্টমেণ্টের নামই—D. P. W.—Department of Prostitute and Wine. কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে তাঁহার নাড়ী সুরাপ্রবাহে সতেজ চলিতেছে, তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্কের যদিও কিঞ্চিৎ বিপ্লব ঘটাইয়াছে, তাঁহার পরিবারবর্গের অনাথ হইবার আশঙ্কা নাই। তিনি যতক্ষণ সজ্ঞান ছিলেন, ততক্ষণ এক একবার—"বাবা! নাড়ী বসিয়া গিয়াছে"—বলিয়া থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিলেন। আহার করিতে অনেক রাত্রি হইল। আমি ওভারসিয়ার দাদার কাছে শুইয়া রহিলাম। ইন্স্পেক্টার দাদাও আমাদের সঙ্গে শুইলেন। অতি প্রত্যূষে কপাটে আঘাত শুনিয়া আমি উঠিয়া কপাট খুলিয়া দেখি গামছা পরিহিত ইন্সপেক্টার দাদা! ঠিক যেন মড়া পোড়াইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, রাত্রি শেষে কিঞ্চিৎ শৈত্যাধিক্য অনুভব করিয়া জাগ্রত হইয়া দেখিলেন যে তিনি মাতৃগর্ভ হইতে যেরূপ বস্ত্রহীন ভাবে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় একটি বড়ই অস্থানে পড়িয়া

আছেন। বহু অন্বেষণে একখানি গামছামাত্র পাইয়া অশ্লীলতা নিবারণী সভার হস্ত হইতে কোনও রূপে অব্যাহতি লাভ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। নিদ্রিত বন্ধুমণ্ডলী জাগ্রত হইয়া তাঁহার সেই মূর্ত্তি দেখিলেন আর একটা হাসির তুফান ছুটিল। আমাদের পার্শ্বস্থ শয্যা হইতে তাঁহার সেই অপ্রীতিকর স্থানে কিরূপে যে নৈশ অভিযান ঘটিয়াছিল, তাহা এখন পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহাও একপ্রকার যোগের ফল—মস্তিষ্কের সহিত মদিরার যোগ। সেই D. P. W. মহাশয় বলিলেন—"আমার নাড়ী উড়িয়া গিয়াছিল। তুমি বাবা! সশীরর উড়িয়া গিয়াছিলে। আমার নাড়ী হরণ; আর তোমার বস্ত্র হরণ।" তৃতীয় দৃষ্টান্ত। সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। লিক-লিক করিয়া শরতের শেষে একটুক বাতাস বহিতেছে। আমি হেড্-মাষ্টার বাবুর বৈঠক কক্ষে তাঁহার পুত্র কন্যা-বেষ্টিত হইয়া, একটি ক্যাম্প শয্যায় অর্দ্ধশায়িত। তাহাদের জিদ সে রাত্রি আমাকে আহার না করিয়া যাইতে দিবে না। মারও সেই জিদ। ক্রমে কিঞ্চিৎ বৃষ্টি আরম্ভ হইল, বাতাস বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমিও শিশুদের সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িলাম। অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। হেড্মাষ্টার বাবু আমার কানের কাছে মুখ দিয়া বলিতেছেন—"বিধু ও বিধুর বউ আসিয়াছে, উঠ।" তিনি মনে করিতেছিলেন যে কথাটা তিনি চুপে চুপে বলিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সেই মদিরা-জড়িত ধীর কণ্ঠে আমার কান ফাটিয়া যাইতেছিল। আমার রজত বাঁশিটি তাঁহার করে, তাঁহার অন্য কর আমার দক্ষিণ কর্ণে। আমাকে কক্ষান্তরে টানিয়া লইলেন। দেখিলাম, বিধু ও তাহার রোহিণী উভয়ে সুরা-কবলিত। বিধু একজন উচ্চপদস্থ লোক। রোহিণী আমাকে দেখিয়াই সেই সুরার উচ্ছ্বাসে বলিলেন—"বা! দিব্বি ছেলেটি! আমার কোলে এস!" আমার বিশ্বাস যে আমার কোলে বসিবার বয়স

অতীত হইয়াছে। আমি মহাবিপদে পড়িলাম। হেড্‌মাষ্টার বাবু আমাকে এক অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তাহার কাছে বসাইয়া দিলেন, এবং হুকুম করিলেন--"বাজা বেটা!" বিধুনী—হেডমাষ্টার বাবু তাহাকে এনাম দিয়াছিলেন—একহস্তে আমার গলা জড়াইয়া, আর হস্তে মুখ ধরিয়া বলিলেন—"বা! বড় সুন্দর ছেলে! বাজাও দেখি!" আমি সেই অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় বাঁশিতে যথাসাধ্য ফুঁ দিলাম। হেড্‌মাষ্টার বাবু এস্রাজ লইলেন, এবং বিধু তাঁহার অপূর্ব্ব সানুনাসিক স্বরে গান ধরিলেন।' কিন্তু অধিকক্ষণ এই অপূর্ব্ব বাদ্য গীত হইতে পারিল না। তখন ঝড় বহিতে আরম্ভ হইল। ঝড়ের আঘাতে জানালা সার্শি শব্দিত হইতে লাগিল। মা ঝটিকা মূর্ত্তি ধরিয়া এসময়ে এরূপ মূর্ত্তি দ্বয়কে উপস্থিত করার জন্য কিছু মিষ্ট সম্ভাষণ করিলে, হেড্‌মাষ্টার বাবু বলিলেন—"গোবিন্দ! কুচ্‌পরওয়া নাই।" তাঁহার স্ত্রীর নাম গোবিন্দময়ী। কিন্তু তখন আর বিধুর, কি বিধু-মুখীর চলিবার শক্তি নাই। হেড্‌মাষ্টার বাবুর অপরিমিত বল। তিনি সেই স্থূলকায় মাংসপিণ্ড দুটিকে দুই হাতে জড়াইয়া ঝটিকার প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। হনুমান এক গন্ধমাদন বহন করিয়াছিলেন। ইনি বহন করিলেন দুটী। মা ইতিমধ্যে আমাকে আহার করাইয়া বাড়ী পাঠাইবার যোগাড় করিতেছেন। তখন প্রকৃত সাইক্লোন আরম্ভ হইয়াছে। হেডমাষ্টার বাবু, ফিরিয়া আসিয়া, "কুচ্‌পরওয়া নাই" বলিয়া যে একখানি তক্তপোষের উপর শুইলেন, অমনি ঘোর নিদ্রায় নিমজ্জিত হইলেন। আমি একখান বৃহৎ কম্বলে জড়িত হইয়া ভল্লুকরূপ ধারণ করিয়া যাত্রা করিলাম। সঙ্গে হেডমাষ্টার বাবুর বিশ্বস্ত বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী ভৃত্য সুকলাল। প্রথম ঝট্‌কায় তাহার লণ্ঠন নিবিয়া গেল। নিরেট সূচীভেদ্য অন্ধকার। মুষলধারে বৃষ্টি। মহা ঝট্‌কাবেগে কোথায় বা বৃক্ষ, কোথায় বা বৃক্ষডাল

ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মুহুর্মুহু তাণ্ডব প্রকৃতির অট্টহাসির মত বিদ্যুৎ নয়নে ধাঁধাঁ লাগাইয়া সেই ভীষণ দৃশ্য দেখাইতেছে এবং ভীতি বর্দ্ধিত করিতেছে। ঝড়বেগে চলিবার শক্তি নাই। দুজনে মাটিতে পড়িয়া এক একবার হামাগুড়ি দিয়া এবং মাতালের মত রাস্তায় এপাশ ওপাশ করিয়া এবং রাস্তার পার্শ্বস্থিত ঘাস স্পর্শ করিয়া রাস্তা চিনিয়া চলিতে লাগিলাম। সেই অর্দ্ধমাইল রাস্তা যাইতে দুই ঘণ্টা লাগিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময় বাড়ী পঁহুছিয়া দেখিলাম, খুড়ীমা, বালিকা পত্নী ও শিশু ভ্রাতা ভগ্নীদের লইয়া কাঁদিতেছে। প্রভুভক্ত সুখলাল আমাকে রাখিয়া প্রভু পরিবারের জন্য চিন্তিত হইয়া ফিরিল। দেখিতে দেখিতে আমার তিন-খানি পর্ণকুটীর ধরাশায়ী হইল। যে ইষ্টকনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহটিতে সকলে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহার চুণ আস্তর ভিতরে বাহিরে ঝটিকাঘাতে খসিয়া পড়িতে লাগিল। শিশু ভাইভগ্নী গুলি আমাকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি মাত্র এক অভিভাবক। আমার বয়স ২২ বৎসর। ভয়ে কাচারির দিকে তাহাদিগকে লইয়া ছুটিলাম। কিন্তু গৃহের বাহির হইয়া তাড়িতালোকে দেখিলাম বৃহৎ বৃক্ষ সকল পড়িয়া পথ বন্ধ হইয়াছে। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সেই গৃহে ফিরিয়া আসিলাম এবং ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি, পরদিন বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, ঝড় সমান ভাবে বহিয়া ক্ষান্ত হইল। হেডমাষ্টার বাবু অমনি এক বাঁশের লাঠি ও সুখলাল সমভিব্যাহারে আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে বহু গৃহহীন পরিবার ইতিমধ্যে জড় হইয়াছে। আমার বালিকা স্ত্রী পর্য্যন্ত রন্ধন কার্য্যে নিয়োজিতা হইলেন। আমরা স্কুলের সম্মুখের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বসিয়া আমোদে গা ঢালিয়া দিলাম। একবন্ধু গাইলেন—

'এমন কালরূপ নাই সংসারের মধ্যে অন্য,
নাই আর এমন বাঁকা নয়ন, আমার বাঁকা সখা ভিন্ন।'

রাত্রির ঝড়কে কালরূপ মনে করিয়া সকলে হাসিতে লাগিলাম। সে বিপদের পর সে আমোদ কত সুখকর।

এমন সময়ে অন্যতর ডেপুটী বাবু আমাদের খবর লইবার জন্য তাঁহার ক্ষুদ্র অশ্বারোহণে উপস্থিত হইলেন এবং সকলকে নিরাপদ দেখিয়া সেই আমোদে গা ঢালিয়া দিলেন। দুই এক পাত্র চলিবার পর হেডমাষ্টার বাবু কথায় কথায় বলিলেন তাঁহার ভাইয়ের মত এমন ডেপুটি আর নাই। উক্ত ডেপুটি বাবু তখন রাণাঘাটে। অন্যতর ডেপুটি বাবু হাসিয়া বলিলেন—"এক স্থানে কায করিলে বুঝিতাম তিনি কেমন ডেপুটি।" তখন আর এক ঝড় উঠিল। হেডমাষ্টার বাবু আস্তিন গুটাইয়া বলিলেন "কি আমার রক্তের প্রতি অবমাননা।" ডেপুটি বাবুও আস্তিন গুটাইয়া বলিলেন "কি তোমার বাড়ীতে আসিয়াছি বলিয়া আমার এ অপমান।" আমি দেখিলাম বেগতিক। সাইক্লোনে যাহা ঘটে নাই এই ঝড়ে তাহা ঘটিবে। তখন একটুক সরিয়া গিয়া মাকে খবর দিয়া মহাব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া ডেপুটি বাবুকে বলিলাম —"মা ডাকিতেছেন, শীঘ্র আসুন। কার অসুখ হইয়াছে।" হেডমাষ্টার বাবু ব্যস্ত হইয়া গিয়া যেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, মা একদিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, আমি বাহির দিকে কপাট বন্ধ করিলাম। হেডমাষ্টার বাবু পিঞ্জরবদ্ধ সিংহের মত চীৎকার করিয়া আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া ডেপুটি বাবুকে তাঁহার অশ্বে আরূঢ় করিয়া দিলে তিনি বলিলেন—"তোমার ভালবাসা বুঝিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা হেডমাষ্টারকে বেশী ভাল বাস।" আমার ভালবাসার তারতম্য লইয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই এরূপ বিরোধ হইত, আজ তাহা স্মরণ করিতে চক্ষে জল আসিতেছে। শেষে হেডমাষ্টার বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোরে ও তোর বাপকে যদি এক কবরে

দিতে পারি তবে আমার এ দুঃখ যাইবে!" এই সৎপ্রতিজ্ঞা করিয়া অশ্ব ছাড়িলেন। পরদিন সন্ধ্যার সময়ে আমি হেডমাষ্টার বাবুকে লইয়া তাঁহার বাড়ী গেলাম। হেডমাষ্টার বাবু নীচে হইতে বলিলেন—"কিগো! * * * * বাড়ী আছ?" ডেপুটি বাবু দ্বিতল হইতে বলিলেন—"কে ও? তুমি?" ছুটিয়া নামিয়া আসিলেন। দুজনের মধ্যে যেন কিছুই হয় নাই। আমোদে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল। এবং সেখানেই আমাদের আহার হইল। সরল শিশুবৎ দেব-হৃদয়সম্পন্ন উভয় আজ স্বর্গে। আজ দেশে সে লোকও নাই, সেই আনন্দও নাই।

আমাদের একটা সাধারণ সমিতি ছিল, কেবল আমোদ প্রমোদের জন্য। ইহাতে যশোহরের উচ্চপদস্থ সকলেই ছিলেন। তাহার আবার নানারূপ শাখা সমিতি ছিল। একটা সঙ্গীতের শাখা সমিতি ইহাতে হেড মাষ্টার বাবু প্রেসিডেণ্ট। ওভারসিয়ার, ইন্‌স্পেক্টার, ম্যানেজার ক্ষেত্র বাবু, সভ্য। শোষোক্ত বাবু বলহরি নামক এক জমীদারের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই হেডমাষ্টার বাবু বলিয়া উঠিতেন—"বল হরি!" আর তাঁহার কণ্ঠ থামিলে, ওভারসিয়ার ও ইন্‌সপেক্টার বলিয়া উঠিত—"ইয়া!" সেই হাস্যকর দৃশ্য যেন এখনও আমি চক্ষে দেখিতেছি এবং সেই হাস্যকর কলধ্বনি যেন এখনও শুনিতেছি। ইনি একজন বেশ সুগায়ক ছিলেন। দুর্গাদাস বাবু সঙ্গীতের উপর বড় একখানি রাজি ছিলেন না। গান বাজনা আরম্ভ হইলে বিরক্ত হইয়া বলিতেন—"সমস্ত দিন খাটিয়া আসিয়া কোথায় একটুক গল্প সল্প করিব, আর তোমরা এই পেঁজ ভেঁজ আরম্ভ করিলে।" ম্যানেজার ক্ষেত্র বাবুর দাড়ি গোঁপ কামান ছিল। তিনি তাঁহাকে এক দিন বলিলেন—"ওই কামানো মুখের গান আর ভাল লাগেনা।" ক্ষেত্র বাবুও কম পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন—"ব্রাহ্মণীত নিদেঁড়ে নিগোঁপে

মজা বুঝেন নাই। তাহা হইলে মাহাত্ম্য বুঝিতেন।” দুর্গাদাস বাবু গল্প শাখা সমিতির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি গল্প করিতে বড় ভাল বাসিতেন। সেই হুঁকা হস্তে গল্পে নিরত তেজস্বী মূর্ত্তিটি যেন আমি এখনও দেখিতেছি। তদ্ভিন্ন আর একটি সাহিত্য-শাখা সমিতি ছিল। ইহার আমি, উকিল মাধব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এবং জগদ্বন্ধু ভদ্র, স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, সদস্য ছিলাম। হেড মাষ্টার বাবুর তিন সমিতিতেই সমান অধিকার। কি সঙ্গীতে, কি গল্পে, কি সাহিত্যে, কিছুতেই তিনি পশ্চাৎপদ নহেন। এই সমিতি হইতেই বিখ্যাত ‘ছুছুন্দরী বধকাব্য’ প্রকাশিত হয়। উহার লেখক জগদ্বন্ধু। মেঘনাদ বধ কাব্যের এমন উৎকৃষ্ট বিদ্রূপ (Parody) আর বঙ্গভাষায় নাই। উহা ‘অমৃত বাজারে’ প্রকাশিত হইয়া সমস্ত দেশকে এমনকি স্বয়ং মাইকেলকে পর্য্যস্ত হাসাইয়াছিল। তাহার প্রথম কয়েক লাইন স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

“ক্রহন বাহন সাধু অনুগ্রহানিয়া,
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে; দেও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলে চল্যে শকুন্ত দুর্জ্জয়
—পললাশী, বজ্রনখ,—আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুছুন্দরী সতীরে হানিলা!
কেমনে কাঁপিলা ধনী নখর-প্রহারে,
যাধঃপতি বোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।”

অতএব আমরা এই ঘোরতর আমোদের মধ্যেও কায ভুলিয়া ছিলাম না। এই সমিতিতেই আমার ‘পলাশির যুদ্ধ’ অঙ্কুরিত হয়। সে কথা স্থানান্তরে বলিব। যশোহর জীবনের দু’ একটী আমোদের পরিচয় দিয়াছি। যশোহরে বন্ধুতার দুই একটা উদাহরণ দিব।

শরৎ কাল। পূজার বন্ধ। হেডমাষ্টার বাবু তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে রাণাঘাটে গিয়াছেন। সন্ধ্যার সময়ে আমরা সংবাদ পাইলাম তাঁহার তৃতীয় পুত্র গোপাল গুরুতর রূপে জ্বর রোগে পীড়িত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ সমস্ত বন্ধু সমাজ স্কুল গৃহে সমবেত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, রোগীর অবস্থা ভাল নহে। তাহাকে সমস্ত রাত্রি দেখিতে হইবে। ডাক্তার সাহেব আসিয়াও তাহাই বলিলেন। এরাত্রি শিশু রক্ষা পাইবে কিনা তাঁহার সন্দেহ। পালা করিয়া সকলে আহার করিয়া আসিয়া সমবেত হইলাম। কিন্তু বাড়ীতে হেডমাষ্টার বাবুর স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ অভিভাবক নাই। ছেলেকে কে সময় মতে ঔষধ খাওয়ায় এবং তাহার অবস্থার খবর আনে! বন্ধুবর্গ পরামর্শ করিয়া হেডমাষ্টার বাবুর স্ত্রীর কাছে এ কথা বলিয়া পাঠাইলেন এবং আমাকে রোগীর কক্ষে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া রোগীর সুশ্রুষা করার অভিপ্রায় প্রাকাশ করিলেন। তিনি প্রতি উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন—"নবীন আমার মতির অপেক্ষা বড় বেশী বড় নহে। সে আমার পুত্রের মত। তাহার সাক্ষাতে আমার বাহির হইতে কোনও আপত্তি নাই।" এ জীবনে আমি প্রথম রোগীর সুশ্রুষায় নিযুক্ত হইলাম, এবং তিনি আমাকে পুত্র বলিয়াছেন, আমিও তাঁহাকে মা বলিতে লাগিলাম। মা কয়েক রাত্রি জাগিয়াছিলেন, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ কি হেডমাষ্টার বাবুর, কি দুর্গাদাস বাবুর, ছোট ছেলে মেয়েদের আমি বড় প্রিয় পাত্র ছিলাম। আমাকে শয্যার পার্শ্বে পাইয়া গোপালের বড় আনন্দ। সে আপনি তাহার মাকে বলিল—"মা! তুমি গিয়া ঘুমাও। দাদা আমার কাছে থাকিবে।" আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহাকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ খাওয়াইলাম ও তাহার খবর সময়ে সময়ে গিয়া বন্ধুদিগকে বলিতে লাগিলাম। সকলেই এক এক চেয়ার লইয়া নানা ভাবে বসিয়া

জাগ্রত নিদ্রিত ভাবে রাত্রি কাটাইতেছেন। অথচ কেহই হেডমাষ্টার বাবুর কোনও রূপ আত্মীয়, এমন কি পদ্মার এ পারের লোকও, নহেন। রাত্রি পাঁচটার সময়ে আবার ডাক্তার সাহেব আসিলেন। গোপালকে বলিলেন—"গোপাল! ক্যাছা হায়।" গোপালের আট বৎসর আন্দাজ বয়স হইলেও সে বড় বীর পুরুষ। হেডমাষ্টার বাবু তাহাকে একটা পাথরের পুতুলের মত পা দুখানি ধরিয়া সটান সোজা মস্তকের উপর তুলিয়া ফেলিয়া দিতেন। গোপাল সোজা মাটিতে পড়িয়া বাহুতে তাল ঠুকিয়া চলিয়া যাইত। গোপাল উত্তর দিল—"আচ্ছা হায়, সাহেব।" সাহেব একটুক হাসিলেন এবং বিশেষরূপে তাহার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"অপেক্ষাকৃত ভাল। বেশ সবল শিশু। আর ভয় নাই।" এ সংবাদে বন্ধু মহলে একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল। সকলে বাড়ী চলিয়া গেলাম।

গোপাল ক্রমে আরও ভাল হইল। টেলিগ্রাম পাইয়া হেডমাষ্টার বাবু অপরাহ্নে উপস্থিত হইলেন। আমি আফিসের পর গিয়া দেখি তিনি ইতিমধ্যেই বেশ 'তয়ের' হইয়াছেন। আমি যাইবামাত্র আমাকে বুকে লইয়া তাঁহার স্ত্রীর কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন—"দেখ গোবিন্দ! এ বেটা সত্যসত্যই কোনও জন্মে আমাদের পুত্র ছিল। ঠিক এয়েছ। একটু লর্কা মাঙ্‌তা হায়।" আমার শরীরে যেন অমৃত সিঞ্চিত হইল। রাত্রি জাগরণের সমস্ত ক্লান্তি শরীর হইতে অপনীত হইল।

বিদায়।

"যা যায়, তা যায় সাথে! বড়ই মধুর!" এরূপে মনের আনন্দে, জীবনের সেই প্রথম উচ্ছ্বাসে, বন্ধুগণের অপরিমিত স্নেহে, কিশোরী ভার্য্যার নব অনুরাগে, দিন কাটিয়া যাইতেছে, দিন এমন সুখে এ জীবনে আর কখনও কাটে নাই। আমি পিতৃ-বিয়োগে যে মহা-ঝটিকা-সঙ্কুল অকূল সাগরে পতিত হইয়াছিলাম, তাহা পার হইয়া কি যেন এক সুখের তীরে, কি যেন এক জ্যোৎস্না-স্নাত সুবাসিত কুসুম-কাননে, কুসুমাবৃত সুখ-শয্যায় শায়িত হইয়া, কি যেন এক সুখ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যে হৃদয় বিপদ-মেঘসমাচ্ছন্ন ছিল, আজ তাহাতে একটি সামান্য চিন্তার ছায়াও ছিল না। হৃদয়ে কি এক সুখজ্যোৎস্নায় কি এক আনন্দ প্রবাহিনী বহিয়া যাইতেছিল। আমি যেন একটী কিশোর বিহঙ্গের মত কি যেন এক জ্যোৎস্না-প্লাবিত সুখের আকাশে বেড়াইতেছিলাম। প্রতিদিন রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত এক বাসায় না এক বাসায় বন্ধুগণ সমবেত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন। আমার আদর কত! প্রত্যেক শনিবার কি প্রত্যেক রবিবার কোনও বাসায় না কোন বাসায় সকলের সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ। রবিবার প্রাতে সস্ত্রীক সমবেত হইতাম। সমস্ত প্রাতঃকালটা কি আনন্দে, কি বাঁশি এস্রাজের সুমধুর কণ্ঠমিশ্রিত সঙ্গীততরঙ্গে কাটিয়া যাইত। দ্বিপ্রহর সময়ে সকলে মিলিয়া সমীপস্থ নদে, কি সরোবরে সন্তরণ করিয়া স্নান করিতাম। সে সন্তরণের তরঙ্গের সঙ্গে কি আনন্দের তরঙ্গ ছুটিত। আমার নানাবিধ সন্তরণপটুতা দেখিয়া বন্ধু ও বন্ধুপত্নীগণ কতই প্রশংসা কতই তামাসা করিতেন। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা এরূপ জলক্রীড়ার পর, আহার ক্রীড়া আরম্ভ হইত। সেও প্রায় দুই তিন ঘণ্টাব্যাপী। তাহার পর অনেক

বড় বড় ভোজ উদরস্থ করিয়াছি, কিন্তু তেমন আনন্দ, তেমন তৃপ্তি, যেন আর কখনও পাই নাই। তাহার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম। আবার সন্ধ্যার ছায়াগম হইতে না হইতেই নানাবিধ যন্ত্র বাজিয়া উঠিত এবং রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আর এক পালা আমোদে ও আহারে কাটাইয়া সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিতাম। দিন যে কিরূপে কাটিতেছিল জানিতেও পারি নাই।

জুন মাসের প্রথমে একদিন কাছারিতে বসিয়া আছি। কালেক্টার তলব দিলেন। তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র বলিলেন যে, মাগুরার সবডিভিসনাল অফিসার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাকে তৎক্ষণাৎ মাগুরা যাইতে হইবে। তিনি আদেশ আফিসে পাঠাইয়াছেন। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে আমি পাইব। যে সুখ-পক্ষী আকাশে বাসন্তী জ্যোৎস্নায় বিহার করিতেছিল সে যেন একেবারে ভূতলে পতিত হইল। আমি কথাটি না কহিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। হৃদয়ে যেন কি এক গুরুতর আঘাত পাইলাম। বেদনা সম্বরণ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—"আমি কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছি মোটে এগার মাস। কেমন করিয়া একটা সবডিভিসনের কায চালাইব?" তিনি. বলিলেন—"ভয় নাই। পীড়িত জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আপাততঃ সেখানেই থাকিবেন। যখন যাহা কিছু বুঝিতে না পার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই হইবে। আমার বিশ্বাস তুমি বেশ কাজ করিতে পারিবে।" তখন বুঝিলাম, আর প্রতিবাদ করিয়া ফল নাই। ধীরপদে—মস্তকে যেন পর্ব্বত চাপা পড়িয়াছে—আমার এজলাসে ফিরিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যেই কাচারিতে একটা তোল-পাড় পড়িয়া গিয়াছে। আমলা, মোক্তার, অর্থী প্রত্যর্থীতে আমার কক্ষ পূর্ণ হইয়া গেল। সকলে আমি স্থানান্তরিত হওয়ায় দুঃখ, কিন্তু এত অল্পবয়সে সবডিভিসনের ভার পাওয়াতে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল

এবং গুণ কীর্ত্তনে কক্ষ পরিপূর্ণ হইল। দুর্গাদাস বাবু ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"কি শুনিতেছি, কথাটা কি সত্য?" উত্তর শুনিয়া তাঁহার চক্ষু সজল হইল। তিনি আমাকে বুকে জড়াইয়া লইয়া তাঁহার এজলাসে লইয়া গেলেন এবং লোক সরাইয়া দিয়া কত স্নেহের কথা, কত উপদেশের কথা সজলনয়নে বলিলেন। দাবানলবৎ সংবাদ যশোহর ছড়াইয়া পড়িয়াছে;—উহা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া বন্ধুদের পত্র আসিতে লাগিল। সেদিন দুর্গাদাস বাবু আর কোন কর্ম্ম করিলেন না। হেডমাষ্টার বাবু, ওভারসিয়ার এবং ইন্‌সপেক্টার কিছুক্ষণ পরে ছুটিয়া আসিলেন। সকলের মুখ বিষণ্ণ, চক্ষু সজল। হৃদয়ে যেন কি এক আঘাত পাইয়াছেন। আমার মাগুরা যাইবার নৌকা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সকলে আমার বাসায় আসিলেন। পরিবারবর্গ ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়াছেন। বৃদ্ধ আরদালী আগে আসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। সমস্ত বাসা নিরানন্দ। চট্টগ্রাম হইতে একবার পরিবারেরা এতদুর আসিয়াছে আবার এতগুলি অনাথ শিশু লইয়া এই প্রেমাস্পদ দেবতুল্য বন্ধুগণ ছাড়িয়া কোথায় এক অজ্ঞাত স্থানে যাইতে হইবে। আমি নীরবে সজলনয়নে বসিয়া আছি। বন্ধুরা তাহাদিগকে সান্ত্বনার কথা বলিতেছেন ও এক একবার কাঁদিয়া ফেলিতেছেন। শেষে আমাকে লইয়া সকলে হেডমাষ্টার বাবুর বাসায় গেলেন। তাঁহার পত্নী দেখিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন। আমার পরিবারস্থ সকলকে আনাইয়া লইলেন এবং সকলে সেখানে আহার করিয়া রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর বাড়ী ফিরিলাম। পর দিন প্রাতে ওভারসিয়ার দাদার বাসায় এবং রাত্রিতে দুর্গাদাস বাবুর বাসায় খাইয়া মাগুরা যাত্রা করিব স্থির হইয়াছে। সন্ধ্যার সময়ে হেডমাষ্টার বাবুর সঙ্গে বাসায় বাসায় বিদায় লইতে আসিলাম। সেই করুণ বিদায় যখনই স্মরণ

হয়, তখনই আমার নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া উঠে। হেডমাষ্টার বাবুর স্ত্রী আমাকে বুকে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিয়াছি, আমি তাঁহাকে ও দুর্গাদাস বাবুর স্ত্রীকে মা বলিতাম। তিনি বলিতে লাগিলেন—"তুমি যত দিন ছিলে আমার কোনও ভয় ছিল না। সমস্ত রাত্রি বাড়ী না আসিলেও আমি ভাবিতাম, তুমি সঙ্গে আছ, পাগলটিকে যেমন করিয়াই হউক, বাড়ী আনিয়া পৌঁছাইবে। আজ হইতে দুদণ্ড বাহিরে থাকিলে, আমাকে ভয়ে অস্থির থাকিতে হইবে।" তিনি কত আশীর্ব্বাদ করিলেন, কত স্নেহের কথা বলিলেন। হেডমাষ্টার বাবু পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া অন্যান্য বন্ধুদের বাসায় গেলাম। সর্ব্বত্র সেরূপ অশ্রুবিসর্জ্জন। সর্ব্বশেষ দুর্গাদাস বাবুর বাসায় গেলাম। তিনি দেখিয়াই বলিলেন—"তুই বিদায় লইতে আসিয়াছিস্, এ কথা মনে করিতেও যেন কষ্ট বোধ হইতেছে। আমি যশোহরে এই আট বৎসর আছি, ইহার মধ্যে কত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়াছে, গিয়াছে, তাহারা কেহই তোমার মত এত অল্পবয়স্ক ছিল না। তথাপি সকলের কাছে, এরূপ প্রশংসা ও এরূপ আদর কেহই পাইতে পারে নাই। কেহও স্থানান্তরিত হইলে দেশশুদ্ধ লোক এরূপ দুঃখ করে নাই। কি কাছারীতে, কি পথে পথে, যেখানে সেখানে এই দুই দিন কেবল তোমার রূপ গুণ ও চরিত্রের প্রশংসা এবং তোমার বদলীতে দুঃখ শুনিতেছি।" তিনি সে রাত্রিতেও আহার না করাইয়া ছাড়িলেন না। শেষ বিদায়ের সময় তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর সেই স্নেহপূর্ণ রোদন ও অজস্র স্নেহ বরিষণ আমি এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

হেডমাষ্টার বাবু ও ইহাঁর ছেলেরাও কাঁদিয়া আকুল। "দাদা! তুমি কেন যাইবে? তুমি যাইবে না বল।"—এই কথা ভিন্ন তাহাদের আর মুখে কথা নাই। যাহারা নিতান্ত শিশু উভয় বাড়ীতে আমাকে

এরূপে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, যে তাহাদিগকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া, তাহাদের হাত ছাড়াইয়া আসা, অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। যখন তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া হইল, তাহাদের সে রোদনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমি বহুদুর পর্য্যন্ত তাহাদের রোদন শুনিতে শুনিতে, রোদন করিয়া তাহাদের সেই স্নেহ মুখগুলি দেখিতে দেখিতে চলিয়া আসিয়াছিলাম। এই শিশুদের সস্নেহ রোদন, আমার হৃদয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাতর করিয়াছিল। তাহারা আমাকে পাইলে যেন হাতে স্বর্গ পাইত। যেখানে যে অবস্থায় হউক না কেন, মাতৃকোল হইতে পর্য্যন্ত, আমাকে দেখিলে ছুটিয়া আসিত এবং যতক্ষণ থাকিতাম, ততক্ষণ আমাকে বেড়িয়া আমার অঙ্কে ও অঙ্গে অঙ্গে লাগিয়া বসিয়া কত আব্দার করিত ও সেই সরল ভাষায় কত কথা কহিত। জানি না কি শুভক্ষণে আমি যশোহরে গিয়াছিলাম। হেড-মাষ্টার বাবু প্রায়ই তাঁর স্ত্রীকে বলিতেন—"গোবিন্দ ঠিক এয়েছ। একটু লর্কা মাঙ্‌তা।" তিনি ও দুর্গাদাস বাবু সেই বাইশ বৎসরের যুবককে শিশুটির মত কোলে লইয়া বসিতেন, এবং আদরে মুখচুম্বন করিতেন। *এমন কি পথ দিয়া চলিতে লোকে কত আদরের ও প্রশংসার কথা কহিত। আমি স্বকর্ণে কাহাকে কাহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে—"ছেলে হয়ত যেন এমন ছেলে হয়। যেমন রূপ, তেমন গুণ, তেমন* চরিত্র।" দুর্গাদাস বাবুর বাসায় সে দিন যাইতে, এমন কি রাত্রিতে সেখান হইতে ফিরিবার সময়েও, লোকে পথে পথে আমার এরূপ সমালোচনা করিতেছিল, এবং দলে দলে ঘেরিয়া কত আদরের ও প্রশংসার কথাই বলিতেছিল! দুই একজন সম্বন্ধে হেডমাষ্টার বাবু বলিতে-ছিলেন—"বেটা বিশ্ব নিন্দুক। যখন এও তোর প্রশংসা করিতেছে, তখন এ যশোহরে মন্দ বলিবার আর কেহ নাই। তুই বাহাদুর ছেলে।"

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর সময়ে বাসায় ফিরিয়া দেখি নৌকা প্রস্তুত। পরিবারগণ আমার অপেক্ষা করিতেছেন এবং সেই রাত্রিতেও হেডমাষ্টার বাবুর স্ত্রী ও ছেলেরা আসিয়াছে। নৌকায় উঠিবার সময় একটা রোদনের রোল পড়িয়া গেল। পরিবারস্থ সকলে নৌকায় উঠিলে হেডমাষ্টার বাবু আমাকে এরূপ দৃঢ়ভাবে বক্ষে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন যেন আমাকে তাঁহার বক্ষের ভিতর, সেই সরল স্নেহস্বর্গের ভিতর, জীবনের মত রাখিয়া দিবেন। আমার মুখ তাঁহার বক্ষে, আমার অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভিজিতেছে। তাঁহার দৃষ্টি আকাশের দিকে; তাঁহার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভিজিতেছে। বহুক্ষণ এভাবে উভয়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম। লোকেরা রাত্রি বেশী হইতেছে বলিলে, তিনি বলিলেন—"যাও।" কথাটা যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া বাহির হইল। আমি তাঁহাদের দুজনের পদধূলি লইয়া, শিশুগুলির মুখ চুম্বন করিয়া নৌকায় উঠিলাম। তাঁহাদের সরোদন আশীর্ব্বাদ শুনিতে শুনিতে নৌকা খুলিল। যতদূর নৌকা দেখা গেল, দেখিলাম স্বচ্ছ অন্ধকারে নৈশ আকাশ তলে, প্রতিমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া তাঁহারা আমাদের নৌকার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। ক্রমে তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন। ক্রমে যশোহর অদৃশ্য হইল। আমার কর্ম্মজীবনের প্রথম ও উজ্জ্বল সুখদ অঙ্ক শেষ হইল। আমার জীবনেরও প্রথম ও প্রধান সুখপূর্ণ অঙ্ক স্বপ্নবৎ ফুরাইল। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা রাজকর্ম্মে পরিভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু এমন সামাজিক সুখ, এত অকৃত্রিম ভালবাসা, এত অপত্যবৎ স্নেহ আর কোথায়ও পাই নাই। মাগুরা অবস্থিতি কালে, পরীক্ষা দিতে আর একবার যশোহরে আসিয়া এই স্নেহ-পারাবার সকলকে আর একবার দেখিয়াছিলাম। বহুবৎসর পরে হেডমাষ্টার ও দুর্গাদাস বাবুকে দেখিয়াছিলাম। আর একবার—উভয়ের শেষ

শয্যায়! ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে দুর্গাদাস বাবু কুমিল্লায় বদলী হইলে চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করিতে আমি তাঁহাকে ফেণী হইতে লিখি। ফেণী চন্দ্রনাথের পথে। তিনি লিখিলেন—"তুমি আসিয়া পুত্রের মত, সঙ্গে করিয়া লইয়া যদি চন্দ্রনাথ দর্শন করাও, তবে দেখিব। না হয় নহে।" এই পুণ্য আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, কারণ ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি কুমিল্লা ত্যাগ করেন। এই জীবনে আর যাহাদিগকে দেখিয়াছি, তাহারা যদি মানব হয়, ইঁহারা দুজনেই নরদেব। ইঁহাদের চরণারবিন্দ-সমীপস্থ হইবার যোগ্য লোকও আর আমি দেখি নাই। আর যে দেখিব সে আশাও করি না।

স্মরণ হয়, দুই দিনে মাগুরায় পৌঁছি। দুই দিন ভৈরব বক্ষে, তরীগর্ভে ভাসিতে ভাসিতে অশ্রুজলে যশোহর হইতে বিদায় লইয়া, একটী কবিতা লিখি। উহা অমৃত বাজারের দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মাগুরায় পৌঁছিয়া পত্র লিখিলে, দুর্গাদাস বাবু তদুত্তরে আমাকে লেখেন —"তোমার পত্রখানি পৌঁছিলে ছেলেদের মধ্যে একটা মারামারি কাড়া-কাড়ি পড়িয়া যায়। আমরা স্ত্রীপুরুষ সজলনয়নে হাসিতে হাসিতে সে দৃশ্য দেখিতেছিলাম। শেষে আ——(তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র) সকলকে পরাজয় করিয়া তোমার পত্র আনিয়া আমার হাতে দিল।" আমার দুই মা এখনও দুই দেবীরূপে ধরায় অধিষ্ঠিতা আছেন। উভয়ে পুণ্যগর্ভা। উভয়ের পুত্রগণ প্রতিষ্ঠান্বিত। দুর্গাদাস বাবুর পুত্রেরা আজ দেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। পূর্ব্ব স্মৃতিতে গলদশ্রুনয়নে শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তাঁহাদের দীর্ঘজীবী ও অজস্র সুখে সুখী করুন! যশোহরের সকল বন্ধুই আজ স্বর্গে। কেবল আমিই তাঁহাদের স্নেহ স্মৃতিতে, অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতে এ পৃথিবীতে আছি।

মাগুরা।

মাগুরা বড় সুন্দর ও সুখের স্থান। সুবিস্তৃতা সুপ্রসন্নসলিলা নবগঙ্গা নদীতীরে মাগুরা অবস্থিত। তীরপ্রান্তস্থিত একটি বৃহৎ সুরম্য অট্টালিকা সবডিভিসনাল অফিসরের আবাস-গৃহ। চারিদিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণে মনোহর পুষ্পোদ্যান। উদ্যানের এক প্রবেশ-দ্বার হইতে শ্রেণীবদ্ধ সেগুণ বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন একটি রাজপথ নির্গত হইয়া চক্রাকারে তিন মাইল ব্যবধান বেষ্টন করিয়া উদ্যানের বিপরীত দিকে নদীতীরের দ্বারে আসিয়া মিলিয়াছিল। ইদানীং ইহার এই অংশ নদীতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অট্টালিকাটিও নদীগর্ভে নিমজ্জিত-প্রায় অবস্থায় ছিল। ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়দের একটা দুর্গোৎসব। বৎসর বৎসর রাশি রাশি টাকা নদীগ্রাস হইতে গৃহটি রক্ষা করিবার নামে তাঁহাদের বিপুল উদরে যাইতেছিল। গৃহটিও প্রভুদের নির্ম্মিত সবডিভিসনাল গৃহ অপেক্ষা অনেক বড়, কারণ উহা একজন নীলকরের কুঠী ছিল। সেই কারণেই ইহার এত শোভা সৌন্দর্য্য। সব ডিঃ অফিসার ইংরাজ সিবিলিয়ান। তিনি কোনও অকথ্য রোগে শয্যাশায়ী। যদিও আমি সব ডিঃ অফিসরের যাবতীয় কর্ম্ম করিতেছিলাম, তথাপি এই গৃহে থাকা আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। আমি কিঞ্চিৎ দূরে একটি উপনদী-তীরে বাসা ভাড়া লইলাম। তাহাতে চারিখানি খড়ের ঘর। কিছুদিন পরে খুড়ী বাড়ী চলিয়া গেলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে রাখিতে পারিলাম না। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পুত্র রমেশ ও আমার ছোট ভ্রাতা ও ভগিনী চলিয়া গেল। কেবল জ্যেষ্ঠ দুই ভাইকে, হরকুমার ও প্রাণকুমার, বয়স দশ ও আট বৎসর, তাঁহার অঙ্ক হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া রাখি, কারণ তাহাদের পড়ার সময় উপস্থিত। তাহাদের

আর্ত্তনাদ, বালিকা স্ত্রীর রোদন—তিনিও খুড়ীর সঙ্গে যাইবেন,—সেই দৃশ্য আমি জীবনে ভুলি নাই। হরকুমার এরূপ ছট্‌ফট্‌ আরম্ভ করিল যে আমি ক্রোধে নহে, পিতৃমাতৃশোকে অধীর হইয়া তাহাকে বড়ই মারিলাম। তথাপি খুড়ীর মন ফিরিল না। তিনি এই দৃশ্যের মধ্যে নৌকা খুলিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমি পিতৃমাতৃহীন শিশু দুটিকে বুকে লইয়া সমস্ত রাত্রি কাঁদিলাম। শয্যার এক পার্শ্বে পড়িয়া স্ত্রীও তাহাই করিলেন। কিন্তু প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য শক্তি! পরদিন প্রভাত হইতে শিশু দুটি বেশ মনের আনন্দে খেলিতে লাগিল। আর একটিবার খুড়ীর নামও করিল না। কে যেন রাত্রিতে তাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয় হইতে তাঁহার ছায়া পর্য্যন্ত মুছিয়াছিল। আমি হরকুমারের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলাম, কারণ খুড়ী তাহাকে প্রসূত হইবার পর হইতেই পুষিয়াছিলেন। স্ত্রীরও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। কোথায় রাত্রিতে ভাবিতেছিলাম কাল হইতে আমার আহারই জুটিবে না। প্রভাতে উঠিয়া দেখি ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা আমার মাতার শিক্ষার ফলে প্রাচীনা গৃহিণীর মত সুচারুরূপে গৃহকার্য্য করিতেছে। ভগবান এরূপেই মানুষকে আপন অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলেন। এ সময়ে তিনি আমাদের অকস্মাৎ একটি আশ্রয় জোটাইয়া দিলেন। সমুদ্রে ভাসমান ব্যক্তির এরূপে তৃণও আশ্রয় হইয়া থাকে। মহিমের পূর্ব্ববঙ্গের মাণিকগঞ্জের এলাকায় বাড়ী। মাগুরায় তাহার এক মিঠাইয়ের দোকান ছিল। সে আমাদের জলখাবার জোগাইত। সে হঠাৎ এক দিন আমাকে আসিয়া বলিল যে তাহার বড় সাধ হইয়াছে সে আমার চাকর হইয়া থাকিবে। তাহার দোকান ছাড়িয়া দিবে। আমি শুনিয়া আনন্দে অধীর। কারণ দেশস্থ যে ব্রাহ্মণ ও চাকরটি ছিল, তাহারাও খুড়ীর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে আমার

আরদালি করিয়া রাখিলাম। সে দিন হইতে সে আমাদের অভিভাবকের মত হইয়া আমার সমস্ত সংসারের ভার লইল। একা পাঁচজন চাকরের কাজ করিতে লাগিল এবং আমার একজন পরম আত্মীয়ের মত আমাদের যত্ন করিতে লাগিল। তাহাকে না পাইলে যে আমরা কি করিতাম জানি না। শুধু আমার বয়স তেইশ বৎসর এবং স্ত্রীর বয়স তের তাহা নহে, আমরা ঘর গৃহস্থের কিছুই জানিতাম না। কেবল মহিমকে পাওয়াতেই আমরা মাগুরা জীবন বড় সুখে কাটাইলাম। টাকা পয়সা সকলই তাহার হাতে। আমরা কেবল আমোদ করিয়া দিন কাটাইতাম মাত্র। মাগুরাতে সে সময় শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ মুন্সেফ, গঙ্গাধর ঘোষ পুলিস ইন্স্পেক্টার এবং পীতাম্বর দাস নেটিভ ডাক্তার। শেষোক্ত দুজনেই পূর্ব্ববঙ্গবাসী। গিরীশ, গঙ্গাধর উভয়েরই বয়স প্রায় ত্রিশ। গিরীশ নিরীহ ভালমানুষ। উভয়ে শান্ত, স্থির, গম্ভীর, এবং সহৃদয়। আর ডাক্তার বাবুটি একটি অপূর্ব্ব জীব। 'পিকুইক' (Pickwick) সম্প্রদায়ে স্থান পাইবার যোগ্য। বয়স পঞ্চাশের বহু উর্দ্ধে। মিষ্টভাষী, সুরসিক, এবং একটি পাকা ইয়ার। তাঁহার সেই শ্বেত পেণ্ট-চাপকান মণ্ডিত, শ্বেত কেশরাশি শোভিত, কৌতুক হাসি যুক্ত মূর্ত্তিটী আমি কখনও না হাসিয়া দেখিতে পারিতাম না। আর তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ!—উহা লিখিতে হইলে হাস্যরসে 'পিকুইক পেপারকে'ও পরাভূত করিতে পারে। তাঁহার সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা সেকেলে উচ্চারণযুক্ত ইংরাজি, আর এক অপূর্ব্ব জিনিস। গিরীশ, গঙ্গাধর মদ স্পর্শ করিতেন না। তাঁহাদের বাড়ী নিমন্ত্রণে ডাক্তার বেচারি বড়ই বিপদে পড়িত। তিনি তাঁহাদিগকে অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিয়া বুঝাইতেন যে—'তোমরা আপনি না খাও, ক্ষতি নাই। কিন্তু পরকে যখন নিমন্ত্রণ কর, তখন অতিথি

সৎকার না করাটি কি অধর্ম্ম নহে।” যখন দেখিলেন যে এই দুইটি জীব কোনও মতে ধর্ম্ম উপদেশ গ্রহণ করিল না, তখন নাচার হইয়া তাহাদের বাসায় নিমন্ত্রিত হইলে আপনার বন্দোবস্তটা আপনি করিয়া তাঁহাদের অতিথিধর্ম্মটা রক্ষা করিতেন। যেই খাওয়ার জায়গা প্রস্তুত বলিয়া চাকর খবর দিত, অমনি ডাক্তার বাবু অপূর্ব্ব মুখভঙ্গী করিয়া গলা সান দিয়া, সেই কৌতুক হাসি হাসিয়া আমাকে বলিতেন—“ডেপুটি বাবু! তবে আমি একটুক প্রস্রাব করিয়া আসি।” তখন একদিকে সরিয়া গিয়া পকেট হইতে একটা ঔষধের শিশি বাহির করিয়া ঢুক করিয়া দ্রব পদার্থ টুক গলাধঃকরণ করিতেন, এবং আবার গলা সান দিতে দিতে, ও পাকা গোঁপে তা দিতে দিতে, হাস্যমুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেন—“আর কিছু না। একটুক “কান্ত্রি (Country)”। আমিও নিত্য একটুক ‘বাণ্ডিল’ (Brandy) সেবা করি না বলিয়া তিনি দুঃখ করিতেন। বলিতেন—“যশোর জ্বর জারির জায়গা, ড্যাম্প (“Damp”), নিত্য একটুক ‘বাণ্ডিল’ না খাওয়াটা ভাল নহে। কারণ আপনি ত আর “কান্ত্রি” খাইবেন না।” একদিন তাঁহার বড় আনন্দ হইয়াছিল। আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। আমি আর ডাক্তার বাবু একটুক একটুক ‘বাণ্ডিল’ সেবন করিতেছি এবং আমোদের ও হাসির তুফান ছুটাইতেছি। গিরীশের গৌর মুখে কেমন একটা চিরবিষণ্ণতা মাখা ছিল। জানিনা কেন হঠাৎ গিরীশ বলিল—“নবীন! যদি তোমার মত মদ খাইতে পারিতাম, আমিও মদ খাইতাম। ভয় পাছে, তোমার মত ইহাকে ইচ্ছাধীন রাখিতে না পারি।”

আমি। সে কি গিরীশ? তোমার কেন এ সাধ হইল, বল দেখি?

গি। আমার জীবনটা বড় নিরানন্দ। আমার বোধ হয় আমি যদি একটুক মদ খাইতে পারিতাম, তাহা হইলে মনে একটুক স্ফূর্ত্তি হইত।

আমি। সে কি গিরীশ! তোমার ত নিরানন্দ অনুভব করিবার কোনও কারণ নাই। তুমি নিজে রূপে গুণে চরিত্রে একটি দেবতা বিশেষ। তোমার অসামান্যা রূপবতী ও আনন্দময়ী ভার্য্যা। সন্তান গুলি যেন সোণার পুতুল। তোমার আবার নিরানন্দ কিসের? মদের স্ফূর্ত্তি কতক্ষণ? তোমার আর মদ খাইয়া কায নাই।

গি। তাহা ঠিক। তুমি কখনই বা মদ খাও, আর কিই বা খাও? কিন্তু তোমার মুখ সর্ব্বদা প্রসন্ন, হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। তোমাকে দেখিলে আমার হিংসা হয়।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আর আমাকে দেখিলে হয় না? উনি দিন রাত্রি হাসেন, আমোদ করেন। আর আমি কি আপনার মত মলিন মুখ করিয়া বসিয়া থাকি? মুন্‌সেফ বাবু! আপনি ঐ ছেলে মানুষের কথা শুনিবেন না। আমি ডাক্তার এবং প্রাচীন। আপনি আমার কথা শুনুন। আপনি একটুক একটুক মদ ধরুন। দেখিবেন আপনি আমার মত আমোদ ও ইয়ার্কি করিতে পারিবেন।" ডাক্তার বাবু কথাগুলি এরূপ হাস্যকর গম্ভীরভাবে বলিলেন যে যে গিরীশ কদাচিৎ ঈষৎ হাসি মাত্র হাসিত, সে ত আজ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

যশোহরের সেই সামাজিক সুখ হইতে আসিয়া মাগুরায় এরূপ বন্ধু না পাইলে আমার মাগুরা জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিত। ইঁহাদের আদরে এখনও জীবন একটি আনন্দ স্রোতের মত কল কল স্বরে বহিতে লাগিল। প্রাতঃকালটা একটি ভালমানুষ বৃদ্ধ মৌলবীকে লইয়া পারস্য ভাষার বর্ণাবলীর সেই বিকৃত কণ্ঠ উচ্চারণে কাটাইতাম। সমস্ত দিনটা কার্য্যাধিক্য নিবন্ধন—তখন বাকি খাজনার মোকদ্দমাও ডেপুটিদের ঘাড়ে ছিল—নিশ্বাস ফেলিবার সময় পাইতাম না। মাগুরার মত এত বড় একটা সবডিভিসনের কায একজন নবযুবক ও এক বছরের ডেপুটীর

দ্বারা নির্ব্বাহিত হওয়া বড় সহজ নহে। কারণ জইণ্ট সাহেবের শয্যা হইতে উঠিবার শক্তিও ছিল না। এরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। তাঁহার যখন অন্যত্র যাইবার অবস্থা হইল, তিনি আমাকে এক দিন বলিলেন—“আপনাকে আমি আর উৎপীড়িত করিতে চাহি না। আমি ছুটীর দরখাস্ত করিতেছি। আপনি এ অল্প বয়সে যেরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন, আমি বিস্মিত হইয়াছি। আপনিই সম্ভবতঃ সবডিভিসনের পূর্ণভার পাইবেন।” আমি বলিলাম আমার কোনও কষ্ট হইতেছে না। তিনি যতদিন ভাল না হন আমি এরূপ ভাবে কায চালাইতে পারিব। তিনি ছুটী লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে মিঃ উইলিয়ম মেকেনেলি ক্রে, জইণ্ট মেজিষ্ট্রেট আসিলেন। আমি এমন গরীব সদাশয় সিবিলিয়ান দেখি নাই। আমরা তাঁহাকে ফকির ভাবিতাম। আমাকে তিনি ঠিক একটি বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন। সিবিলিয়ান প্রভুদের আফিস কক্ষ অতিক্রম করা এবং আফিসের কায কর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা ভিন্ন অন্য বিষয় আলাপ করা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তাঁহাদের আফিস কক্ষে সকালে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া চলিয়া আসিতে হয়। বড় বেশী আলাপ করিলেন ত একটুক বাতাসের সমালোচনা করিলেন। ইনি আমাকে প্রায়ই সন্ধ্যার পর যাইতে বলিতেন। তিনি তাঁহার শয়ন কক্ষে দিবসের শ্রমে ক্লান্ত হইয়া একখানি চারপায়ায় শায়িত হইয়া আমার সঙ্গে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নানাবিধ বিষয়ে আলাপ করিতেন। একদিন বলিলেন যে তাঁহার কিছুই নাই। তিনি ছুটী লইয়া একবার বিলাত যাইবেন মনে করিয়াছেন, কিন্তু যাতায়াতের ব্যয়ের জন্য চিন্তিত হইয়াছেন। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম তিনি একটি মাত্র প্রাণী। তাঁহার টাকা কি হইতেছে? তিনি বলিলেন ‘বেহারা’ সকলই খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। বাস্তবিক

তাই। তাহাকে দেখিলে আমরা না হাসিয়া থাকিতে পারিতাম না। তাহার জরু আছে, গরু আছে, ঘোড়া আছে, দাস দাসী আছে। সে হাতার এক দিকে ঘেরিয়া লইয়াছে। বাজার করিতে যাইবার সময় সে অশ্বারোহণে ভিন্ন ও সঙ্গে দুই এক জন ভৃত্য ছাড়া যাইত না। সেই উৎকলীয় মূর্ত্তিখানি কত বেশ ভূষায় সজ্জিত হইত। সে রোজ তাহার পোষাক পরিবর্ত্তন করিত। অথচ গরীব ক্লের এক সুট বই পোষাক আমরা দেখি নাই। গরীবের সর্ব্বস্ব এই বেহারা চুরি করিত। তিনি বলিতেন তিনি তাহা জানেন। তবে ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি সে তাঁহার সঙ্গে আছে। তাই কিছুই বলেন না। শুধু এই তস্কর বিশ্বাস-ঘাতক বেহারার উপরই তাঁহার দয়া ছিল এমন নহে। তাঁহার দয়া সর্ব্বত্র সমান। এমন কি অধীনস্থ এক জন কেরাণী পর্য্যন্ত, পীড়িত হইলে, তিনি দেখিতে আসিতেন। তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে কত সান্ত্বনার কথা বলিতেন। সময়ে সময়ে অর্থ সাহায্য পর্য্যন্ত করিতেন। এক দিন সন্ধ্যার সময়ে ভয়ানক ঝড় আসিতেছে। আমি গিরীশের বাসায় যাইতে পথ হইতে ফিরিয়া আসিতেছি। দেখি ফকিরের মত সেই পোষাকে সাহেব একা পদব্রজে চলিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন তাঁহার কেরাণি শ্যামাচরণের জ্বর হইয়াছে। তাহাকে দেখিতে যাইতেছেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম যে ভয়ানক ঝড় আসিতেছে। তিনি তাহার বাসায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে ভিজিয়া যাইবেন। তিনি বলিলেন—"তাতে আর কি? তবে আমি তাহার বাসা চিনি না।" আমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া চলিলাম। সেখানে পহুঁছিবা মাত্র খুব একটা ঝড় বৃষ্টি আসিল। তিনি সমস্ত সন্ধ্যাটা সেখানে বসিয়া কত কথা কহিলেন, তাহাকে কত সান্ত্বনা দিলেন। হায় এ সকল দেবহৃদয় সিবিলিয়ান কোথায় গেল?

মাগুরা-জীবন।

মাগুরা অবস্থিতি কালে আমাকে একবার একমাসের জন্য দ্বিতীয় কর্ম্মচারীস্বরূপ নড়াইল যাইতে হইয়াছিল। নড়াইল, বিখ্যাত জমিদার রতন রায়ের লীলাভূমি। এখানে সবডিভিসন গৃহ দ্বিতল, নদীতীরে অবস্থিত। দৃশ্যটি নয়নানন্দকর। আমি প্রথমতঃ বাবুদের একখানি সুন্দর "ভাউলে" নৌকায় জলচরভাবে কিছুদিন থাকি। রতন রায় ও তাঁহার বংশধরগণের কত উপাখ্যান লোক মুখে শুনিলাম। তখন বংশের এক শাখার অধিনায়ক চন্দ্র বাবু। অন্য শাখার নায়ক একজন অদ্ভুত লোক। ভ্রাতা রতন রায়ের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কেবল লাঠির জোরে ইনি জমিদারীর অংশ দখল করিয়া এখন কিঞ্চিৎ দূরে নদীতীরে এক সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মান করিয়া তাহাতে বাস করিতেছিলেন। ইনি মাতা সরস্বতীর বড় ধার ধারিতেন না, এবং শিষ্টাচারের ছায়াও কখন তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। সহজ কথায় বলিতে গেলে ইনি একজন সরল প্রকৃতির নিরক্ষর লাঠিয়াল। আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করিলে সকলে আমাকে বারণ করিলেন। তাহার কারণ তিনি শিষ্টাচার বহির্ভূত কিছু একটা বেয়াড়া কথা বলিয়া ফেলিবেন। তাঁহারা গোটাদুই গল্প যাহা তাঁহার সম্বন্ধে বলিলেন তাহাতে বাস্তবিক উপরোক্ত আশঙ্কা অমূলক বোধ হইল না।

তাঁহার পুত্রের গৃহ শিক্ষক বলিলেন যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার সময়ে উক্ত মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁহার এইরূপ আলাপ হইয়াছিল।

প্র। তুমি কত বেতন চাও?

উ। কুড়ি টাকা।

প্র। হল্লারে হল্লা! কু—ড়ি—টা—কা! গুরুঠাকুরের মাহিয়ানা

কু—ড়ি—টা—কা! আমি যদিও লেখা পড়া শিখি নাই, গুরুঠাকুরের মাহিয়ানা ত পাঁচশিকা দেরটাকার বেশী শুনি নাই। একে—বারে কু—ড়ি—টা—কা! তুমি আমাকে কেটে ফেল্লেও কুড়িটাকা আমি দিব না।"

তাঁহার যেই কথা সেই কাজ। অগত্যা তাঁহার জিদ রক্ষা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শিক্ষক বলিলেন—"তবে আপনার যাহা অভিরুচি। আমি ত আর বাঙ্গালা পড়াইব না; কলাপাতে লেখাইব না। তাহা হইলে পাঁচ শিকা দেড়টাকায় চলিত। কিন্তু আমাকে ইংরাজি পড়াইতে হইবে। অতি পরিশ্রম করিতে হইবে। বিশেষতঃ আপনি দুটাকা না দিলে আর কে দিবে?" শেষে অনেক শিষ্টাচার বহির্ভূত অকথ্য বাগ্‌-বিতণ্ডার পর একটা বেতন স্থির হইলে পর তিনি বলিলেন—"কিন্তু আমার পোলারে তিনটা কথা শিখাইতে পারিবে না।

১। আমাদের দেব দেবী মূর্ত্তিগুলি মাটী ও খড়ের পুতুল। ২। আমি মরিয়া গেলে "মরা গরু আর ঘাস খায় না" বলিয়া আমার শ্রাদ্ধ না করা। ৩। আর আমার পুর্ব্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছে পৃথিবী তিনকুনে, তুমি গোল বলিয়া শিক্ষা দিবা না। তুমি এই তিনকথা যদি স্বীকার কর তবে তোমাকে রাখিব।" শিক্ষক তাহাই স্বীকার করিলেন। শিক্ষক যদিও ছাত্রকে নিয়মিতরূপে ভূগোল শিক্ষা দিতেছিলেন, কিন্তু তাহার পিতা উপরোক্ত তিন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে কিরূপ সদুত্তর দিতে হইবে তাহা তালিম দিয়া রাখিয়াছিলেন। জমিদার মহাশয় মধ্যে মধ্যে তাহার পরীক্ষা লইতেন।—

প্র। কহ দিনি আমাদের দেব দেবীগুলিন কি?

উ। দেব দেবী মাটী খড় নহে।

প্র। মরা গরু ঘাঁস খায় কিনা?

উ। খায়।

প্র। পৃথিবী কিরূপ?

উ। তিন কুনে।

পূজ্যপাদ ভূদেব বাবু তাঁহার ডেপুটি ইনস্পেক্টার সহ নড়াইলে স্কুল পরিদর্শনে আসিয়া উক্ত বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন। সেই দীর্ঘ-গৌর দেবমূর্ত্তিবৎ ভূদেববাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্র। কেডা ও?

উ। আমি শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

প্র। কর কি?

উ। স্কুল ইন্স্পেক্টার।

প্র। কও কি, বুঝলাম না।

উ। আমি স্কুল পরিদর্শন করিয়া থাকি।

প্র। গুরু গিরি কর?

ভূদেব বাবু দেখিলেন, বেগতিক। বলিলেন—"এক প্রকার তাহাই।"

প্র। বেতন কত?

উ। ৭০০ শত টাকা।

জমিদার মহাশয় বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"আরে বাপ্‌রে! হেদিকে ত জুত্‌ আছে। গুরুগিরি কর‍্যা হাতশ টাকা ব্যেতন খাও। আরে বহ্‌ বহ্‌।" তাঁহারা বসিলে ডেপুটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর তুমি কর কি?" তিনি আর পুঁথি না বাড়াইয়া বলিলেন—"আমিও ইঁহার অধীনে গুরুগিরি করি।"

প্র। তোমার বেতন কত।

উ। ১৫০ শত টাকা।

তিনি আর এক চীৎকার করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন—"আরে! তুমিও ত কম পাত্র নহ। তুমিও গুরুগিরি কর্য়া ১৫০ টাকা বেতন খাও! হে দিকে ত কুভ জুত। আরে তোমরা দুজনেই বড় লোক। বহ্! বহ্!"

তাহার পর অভিনয়টা কিরূপে শেষ হইয়াছিল তাহা জনরব অবগত নহে।

শুনিলাম দু একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস অফিসারও তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া এরূপ অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। অতএব আমি তাঁহার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিলাম।

একদিন তরীপার্শ্বস্থ বাবুদের বাগানে সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে বেড়াইতেছি। একটা বৃহৎকায় ঐরাবত-বংশধরের পৃষ্ঠে কয়েকজন লোক বাগানে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহাদের একজন হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া—"হেরি নবীন তাপসরূপ নয়ন ভুলিল"—গাইতে গাইতে নামিলেন। উপরোক্ত শিক্ষক মহাশয় বলিলেন—"ছোট কালী বাবু।" আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলাম। সকলে উদ্যানবাটীতে বসিলাম। সঙ্গে তাঁহার বেতনভোগী গায়ক ছিলেন। তিনি সান্ধ্য গগন উচ্চকণ্ঠে প্লাবিত ও মুখরিত করিয়া গাইতে লাগিলেন। আমি এমন উচ্চ ও ব্যাপক মধুর কণ্ঠ কখনও শুনি নাই। বাজার ও কাছারী যদিও সেখান হইতে প্রায় আধ মাইল ব্যবধান, তথাপি সেখান হইতে কণ্ঠস্বর শুনিয়া পালে পালে লোক ছুটিয়া আসিল। এই অবধি কালী-চরণ বাবুর সঙ্গে বেশ এক টুক বন্ধুতা হইল। 'বেশ একটুক' বলিবার অর্থ এই যে হাকিমদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে বন্ধুতা করিতে নাই। যশোহরের রাজা বরদাকণ্ঠের পুত্র কুমার জ্ঞানদা কণ্ঠের সঙ্গে আমি কিঞ্চিৎ বন্ধুভাবে মিশিতাম বলিয়া ডেপুটি মহলে

আমাকে ভর্ৎসনা করিতেন। হেডমাষ্টার মহাশয় বলিতেন—"বাবাজি! এই ত আরম্ভ। আর কিছু দিন পরে তোমাকেও আমার দাদার মত একটা বৃহৎ পশু হইতে হইবে।" আমি মধ্যে মধ্যে কালীচরণ বাবুর বাড়ী যাইতাম এবং তিনিও মধ্যে মধ্যে বাগান বাড়ীতে আসিতেন। তিনি আমার জলচরত্ব ঘুচাইয়া অবশিষ্টকাল তাঁহাদের বাগান বাটিতে আমাকে অতিযত্নে ও আদরে রাখিয়াছিলেন। কালীচরণ বাবুর স্নেহে নড়াইলে একটী মাস বড় সুখে কাটাইয়া মাগুরা ফিরিলাম। তাহার কিছুদিন পরে আবার সাত দিনের জন্য ঝিনাইদহের সবডিভিসনাল অফিসার হইয়া যাইতে হইয়াছিল। যশোহরের পুলিস ইন্‌স্পেক্টার গোপাল দাদা এখানে বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে সবডিভিসন গৃহে থাকিতে না দিয়া তাঁহার সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। এই সাত দিন আবার সেই যশোহরের বন্ধুতার সুখে ও আমোদে কাটাইয়া মাগুরা ফিরিলাম।

অকস্মাৎ খবর আসিল ক্লে সাহেব আলিপুর বদলি হইয়াছেন। আমাদের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনিও বড় অনিচ্ছায় চলিয়া গেলেন। তিনি আমার হাতে সবডিভিসনের ভার রাখিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন যে আমাকে স্থায়ী ভার দেওয়ার জন্য তিনি বিশেষ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়াছেন, আমি নিশ্চয়ই স্থায়ী হইব। কিন্তু তাহা হইল না। কিছুদিন পর আর এক ইংরাজ সিবিলিয়ান মিঃ হার্লি জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ভারপ্রাপ্ত হইয়া আসিলেন। "অমৃত বাজার" পত্রিকা আমার মাগুরার কাজকর্ম্মের ও লোকপ্রিয়তার অত্যুক্তি প্রশংসা করিয়া আমাকে ভার না দেওয়ার দরুণ গবর্ণমেণ্টকে তীব্র আক্রমণ করিলেন। লোকপ্রিয়তার একটী গল্প এখানে বলিব। একটী অতিশয় সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জমিদার কোনও নীল-কুঠির দেওয়ান

ছিলেন। একটী নীল মোকদ্দমায় তিনি আমার সমক্ষে বিবাদি হইয়া আসেন। আমি তাঁহার তিন মাস কারাবাসের ও গুরুতর অর্থদণ্ডের আদেশ করি। অপরাধের তুলনায় অতি লঘুদণ্ড। তখনই আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র কাছারীতে একটা কান্নার রোল পড়িয়া গেল। তাঁহার পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও আত্মীয়াদিতে কাছারী পূর্ণ ছিল। সকলে হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমিও চক্ষের জল রুমালে মুছিতে মুছিতে কাছারী হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলাম। এই প্রথম একজন সম্ভ্রান্ত লোক আমার হাতে দণ্ডিত হইল। আমি এত ব্যথিত হইয়াছিলাম, যে কয়েকদিন যাবৎ আমার হৃদয় বিষাদে ডুবিয়া গিয়াছিল। আমার ভালরূপে আহার নিদ্রা হইত না। পরদিন প্রাতে দেখি অন্যান্য ইতর কয়েদীর সঙ্গে ব্রাহ্মণের দ্বারাও কোথা হইতে বাঁশ বহন করিয়া আনান হইতেছে। দেখিয়া আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি সঙ্গের পাপিষ্ঠ ওয়ার্ডারকে গালি দিতে লাগিলাম। সে বলিল ডাক্তার বাবুর হুকুম। ব্রাহ্মণ সজল করুণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ধর্ম্মাবতার! আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট দয়া করিয়াছেন। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী ও সুখী করুন। আর আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।" তখন সবডিভি-সনের ভার আমার হস্তে। আমি ক্রোধে অধীর হইয়া জেলখানায় গিয়া ডাক্তার বাবুকে ভর্ৎসনা করিলাম। তিনি বলিলেন, তিনি কি করিবেন, তাঁহাকে "রুল" মতে কার্য্য করিতে হইবে। আসল কথা তিনি দক্ষিণাটা যেরূপ অতিরিক্ত মাত্রায় চাহিয়াছিলেন, তাহা পান নাই। তাহা আদায় করিবার জন্য ব্রাহ্মণকে এরূপ অপমান করিতেছেন। তিনি সতেজে আমাকে "রুল" দেখাইলেন। তখন ক্রোধ ত্যাগ করিয়া আমি তাঁহাকে বন্ধুভাবে বলিলাম, যে, আমার অনুরোধ ব্রাহ্মণ যশোর জেলে

যাইবার পুর্ব্বে যে কয়দিন জেলে থাকেন যেন তাঁহার দ্বারা কোনও কর্ম্ম করান না হয়। তিনি তখন আমার ভর্ৎসনার প্রতিশোধ দিয়া আমাকে মুরুব্বিয়ানা করিয়া দীর্ঘ উপদেশ দিয়া বলিলেন যে আমি কয়েদীদের প্রতি এরূপ দয়া প্রকাশ করিলে বিপদগ্রস্ত হইব। আমি সে দিন প্রথম বুঝিলাম যে আমাদের "ধর্ম্মাধিকরণের" ছায়া যে মাড়ায় তাহার দয়া, ধর্ম্ম সকলই লুপ্ত হয়। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ আসিয়া পৌছিলে আমি বলিলাম,—"আপনি "রায়ের" নকল পাইয়াছেন কি? শীঘ্র আপীল করুন। আপনি খালাস পাইবেন।" তিনি সেরূপ সজলনয়নে বলিলেন—"না ধর্ম্মাবতার! আমার সে আশা নাই। এমন সদাশয়, দয়ার্দ্র এবং সর্ব্বজনপ্রশংসিত বিচারক যখন আমার দণ্ড করিয়াছেন, তাহা কখনও রহিত হইবে না। এবার আমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

আমি আবার অশ্রু মুছিতে মুছিতে গৃহে আসিলাম। তিন মাস পরে একদিন কাচারির জনতার মধ্য হইতে সেই ব্রাহ্মণ আমাকে দুহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই হইয়াছে। আপীলে আপনার হুকুম রহিত হয় নাই। আমি এই খালাস হইয়া বাড়ী যাইবার সময়ে একবার আপনাকে না দেখিয়া যাইতে পারিলাম না। আপনি কোনও দুঃখ করিবেন না। আমি পাপিষ্ঠ নীলকরের চাকরীতে অনেক মহাপাতক করিয়াছি। এতদিনে, আপনার দণ্ডে নহে, আপনার দয়াতে, আমার জ্ঞান চৈতন্য হইয়াছে। আমি পাপীকে আপনি উদ্ধার করিয়াছেন। আমার এতদিনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আমি বাড়ী পঁহুছিয়াই কাশী যাত্রা করিব। যত দিন বাঁচি তীর্থ-ধামে বসিয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিব।" আমি কাছারিতে অধোবদনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলাম। কাছারিতে কেহই শুষ্কনয়নে ছিলেন না। সকলেই আমার বিচারের যোগ্যতাতীত প্রশংসা

করিতেছিলেন। কিন্তু, তাহাতে আমি মর্ম্মাহত হইতেছিলাম। এই ব্রাহ্মণকে আমি নরকে পাঠাইয়াছিলাম। এ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদার নরক ভোগ করিতেছিলেন, অথচ যে নরাধম নীলকরের জন্য ব্রাহ্মণ এ অপরাধ করিয়াছিলেন, সে পরমানন্দে তাহার অট্টালিকাতে বসিয়া পানাহার করিতেছিল। ইহাই কি বিচার! সে দিন হইতে ইংরাজ-রাজ্যের বিচার ও শাসন প্রণালীর উপর আমি আরও হতশ্রদ্ধ হইতে লাগিলাম।

তালখড়ি গ্রামের ভট্টাচার্য্যেরা মাগুরার বিখ্যাত জমিদার ও পণ্ডিত বংশ। তাঁহাদের মাগুরার বাসাবাটী আমার বাসার পার্শ্বে। তাঁহাদের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও বিষয়ী লোক ছিলেন। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে মাগুরা আসিতেন। কিন্তু কথনও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন না। উপরোক্ত ঘটনার পরদিন, তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বলিলেন—"কাল আমি আপনার কাছারিতে কোনও কার্য্য উপলক্ষে উপস্থিত ছিলাম। যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, এ জীবনে ভুলিব না। আমি এতদিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই। কিন্তু কাল যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহার পর আর সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার বয়স পঞ্চাশ বৎসর। কিঞ্চিৎ বিষয় আছে। অনেক মোকদ্দমা করিয়াছি ও দেখিয়াছি। অনেক বিচারকও দেখিয়াছি। কিন্তু উভয় পক্ষ বিচারে সন্তুষ্ট, এমন দৃষ্টান্ত দেখি নাই। কোনও বিচারকের উপর দণ্ডিত ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয় না। কিন্তু কাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা শুনিয়া ও আপনার ভাব দেখিয়া কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে নাই। এরূপ দয়ার সহিত শাসন কেহ কথনও দেখে নাই, শুনে নাই।"

এ অবধি তিনি আমার সঙ্গে বরাবর সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্যের ও অন্যান্য বিষয়ের আলাপে বহুক্ষণ কাটিয়া যাইত। একদিন বলিলেন—"আপনাকে দেখিলে আমার শ্রীকৃষ্ণকে মনে হয়। যেন তেমনি সুন্দর, তেমনি কিশোর, তেমনিই আয়ত নয়ন, তেমনিই মনোহর রূপ। ব্রজগোপীরা একদিন যশোদার কাছে এই বলিয়া নালিশ করিলেন যে কৃষ্ণ বড় দুরন্ত বালক। তাহার উপদ্রবে তাঁহাদের ব্রজবাস করা কঠিন হইয়াছে। যশোদা বলিলেন—"সে কি! কৃষ্ণ আমার এমন সুশীল, ননীর পুতুল! সে কি, বাছা, কোনওরূপ অত্যাচার করিতে পারে?" আপনাকেও গৃহে দেখিলে আপনার এই সুশীল, সদাশয় মূর্ত্তি, আপনার এ অমায়িক ভাব, এই বিনয়, এই মধুর আলাপে—আমার সন্দেহ হয় যে এ বালকটি কি আবার সেই বিচার আসনে বসিয়া এই সবডিভিসন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন করিতেছে? অথচ, লোকের কাছে এত প্রিয় যে লোকের মুখে প্রশংসা ধরে না। কেবল আপনাকে দেখিবার জন্য কাছারিতে কত লোক আসে। সকলের মনে যেন নন্দ যশোদার মত এক অপূর্ব্ব বাৎসল্য ভাবের উদয় হয়।"

"অমৃত বাজারের" প্রবন্ধের কথা শুনিয়া নবাগত জইণ্ট হার্লি চটিয়া গেল—"কি! আমি গোরাচাঁদ যে আসনে অধিষ্ঠিত তাহা একজন গোরাচাঁদকে দেয় নাই বলিয়া এত কটূক্তি!" কিন্তু "অমৃত বাজার" তাহার ক্রোধ শরজালের লক্ষ্যের বাহিরে, অতএব শরজাল অস্বাভাবিক গতি অবলম্বন করিয়া আমি গরীবের মস্তকে পড়িতে লাগিল। বঙ্কিম বাবুর সেই ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার ও তাহার পেয়াদার প্রহসন অভিনীত হইতে আরম্ভ হইল। ডেপুটি পোঃ মাঃ বাবু মনে করিতেন, তিনি পেয়াদার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সে মনে করিত এতই বা কি? তাঁহার বেতন ১৫৲, তাহার ৭৲ টাকা। অতএব সে তাঁহার প্রত্যেক কথার

সেই ৺ টাকা হিসাবে উত্তর দিত। সেরূপ জইণ্ট সাহেব মনে করিতেন, তিনি আমার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা এবং সেরূপ ভাষায় আমার উপর হুকুম জারি করিতেন। আমি মনে করিতাম, তিনি "জইণ্ট" (সহযোগী) ম্যাজিষ্ট্রেট, আমিও ডেপুটি (প্রতিনিধি) ম্যাজিষ্ট্রেট, কমই বা কি? তাহাতে আবার এই মাত্র কলেজ হইতে ইংরাজি শিক্ষার ও সভ্যতার উগ্রতা অতিরিক্ত মাত্রায় মস্তকে বোঝাই করিয়া আনিয়াছি। প্রথমে অফিসিয়াল ভাবে, পরে ডেমি-অফিসিয়াল ভাবে, যুদ্ধ চলিল। তাহার পর, প্রত্যহ আমার বিরুদ্ধে অবাধ্যতার জন্য, তাঁহার বিরুদ্ধে অশিষ্টাচারের জন্য, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বার্টন সাহেবের কাছে উভয়পক্ষে নালিশ উপস্থিত হইতে লাগিল। এখনকার দিন হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ আমার অজ্ঞাতে Confidential অর্থাৎ গুপ্তাস্ত্র ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের দ্বারা আমার ডেপুটি লীলা শেষ করাইতেন। কিন্তু বাঙ্গালী বিদ্বেষের তখনও সূত্রপাত হয় নাই। মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড চলিয়া গিয়াছেন। তখন মিঃ বার্টন ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি স্বয়ং মাগুরা আসিয়া আমাকে ডাকাইলেন। তিনি মধ্যে বসিয়া ও আমাদের দুজনকে টেবিলের দুই পার্শ্বে বসাইয়া, উভয়কে মধুরভাবে ভর্ৎসনা করিলেন—"তোমরা দুজনই উচ্চপদস্থ, তোমাদের এরূপ ঝগড়া করা উচিত নহে। তোমরা দুজনে একবার আমার সাক্ষাতে করমর্দ্দন কর।" বোধ হয় তিনি মিঃ জইণ্টকে পূর্ব্বে তালিম দিয়া রাখিয়াছিলেন। "আমার আপত্তি নাই"—বলিয়া উঠিয়া তিনি টেবিলের উপর দিয়া আমার দিকে কর প্রসারণ করিলেন। আমিও উঠিয়া তাহাই করিলাম। করে করে—নীলমণি ও কাঁচা সোণা—মিলিত ও মর্দ্দিত হইল। এই যুগলমিলনের পর মিঃ বার্টন প্রসন্নমুখে উভয়ের শাণিত নালিশ পত্রগুলি সহস্রখণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ছিন্নপত্রাধারে বিসর্জ্জন করিলেন।

তাহার কিছুদিন পরে আমার উপর পশ্চিমের সাহাবাদ (আরা) জেলার ভবুয়া সবডিভিসনের ভারার্পণের আদেশ গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইল। যশোহরে যেরূপ হইয়াছিল, মাগুরাতেও তাহাই হইল। চারিদিক হইতে আমার উপর সহানুভূতির ধারা বহিতে লাগিল। তবে এত অল্প বয়সে সবডিভিসনের ভার পাইলাম বলিয়া সকলের আনন্দ। বাসায় বাসায় বিজয়ার নিমন্ত্রণের ধুম পড়িয়া গেল। মাগুরা ত্যাগ করিবার দিন জইণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় হইতে গেলাম। তিনি খুব সাদর অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি পান করেন কি?" উত্তর—"সময়ে, সময়ে, এবং যৎকিঞ্চিৎ।" প্রশ্ন—"আপনি আমার সঙ্গে একটা parting peg (বিদায়ের গ্লাশ) পান করিবেন কি?" উত্তর—"আপত্তি নাই।" তখন তারস্বরে—"পেগ লাও" বলিয়া আদেশ প্রচারিত হইল। সোডা সম্বলিত 'পেগ' প্রস্তুত হইল এবং উভয়ের স্বাস্থ্যবাচন পূর্ব্বক গৃহীত হইলে, তিনি আমার কার্য্যদক্ষতার বহুতর প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি আপনাকে একটি কথা উপদেশ দিতে চাহি।" উত্তর—"আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব।" উপদেশ—"আপনি প্রথম এই অল্প বয়সে সবডিভিসনের ভার পাইলেন। আপনি যে দক্ষতার সহিত উহা চালাইবেন, তাহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে একটী কথা মনে রাখিবেন, পশ্চিম বাঙ্গালাদেশ নহে। সেখানকার লোক বড়ই তেজস্বী। আপনি যদি সেখানে এরূপ তেজের সহিত কায করেন, তবে বিপদগ্রস্ত হইবেন। অতএব তেজ একটুক হ্রস্ব করিয়া অতি সাবধানে কার্য্য করিবেন। এত তেজ ভাল নহে।" আমি একটুক ঈষৎ হাসিয়া তাঁহাকে এই উপদেশের জন্য ধন্যবাদ দিলাম। বুঝিলাম যে তিনি সেই পত্র যুদ্ধ ভুলিতে পারেন নাই।

রাত্রিতে আহার করিয়া মাগুরা পরিত্যাগ করিতেছি। নদীতীরে বন্ধুগণ, আর আমি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাঁহাদিগকে একে একে আলিঙ্গন করিতোছ। সকলে কাঁদিতেছি। ডাক্তার বাবু বলিলেন—তিনি ত্রিশ কি কত বৎসর মাগুরায় আছেন। কাহাকেও বিদায় দিতে তিনি এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করেন নাই। আজ তাঁহার দর দর অশ্রুধারা পড়িতেছিল। আমি গিরিশ হইতে এক শত টাকা ধার করিয়া পথের খরচের জন্য লইয়াছি। হাতে কিছু ছিল না। গিরিশ বহুক্ষণ আমাকে বক্ষে আঁটিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে আমার মুখ সিক্ত করিয়া বলিল—"আমি তোমাকে আমার কনিষ্ঠ সহোদরের মত জানি। তোমাকে একটী উপদেশ দিব। এরূপে হাত শূন্য করিয়া বিদেশে এ সকল শিশু ও পরিবার সঙ্গে থাকিও না।" হায়! গিরিশ! আমি আজ পর্য্যন্ত তোমার সেই স্নেহগর্ভ উপদেশ পালন করিতে পারিলাম না। শ্রীভগবান আমার মত যাহাকে সংসারে জড়িত করেন, ও বহু পোষ্যের ভার যাহার স্কন্ধে দেন, সে বুঝি পারে না। পিতা পারেন নাই, পুত্র পারিবে কেন? নৌকায় উঠিলাম। তীরস্থিত ও তরীস্থিত রোদনের মধ্যে নৌকা খুলিল। তীরস্থিত বন্ধুগণ ও লোকমণ্ডলী অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। আমার জীবনের আর এক সুখদ অঙ্ক শেষ হইল।

বিপরীত ঘটকালি।

বিবাহ ঘটাইবার ঘটকালির কথা সকলে জানেন, কিন্তু ভরসা করি বিবাহ ভাঙ্গাইবার ঘটকালির কথা কেহ কখন শুনেন নাই। আমাকে মাগুরা অবস্থিতিকালে এরূপ একটা বিপরীত ঘটকালি করিতে হইয়াছিল। আমার কোনও বন্ধুর ছোট ভাই কিঞ্চিৎ উদ্ধত-স্বভাবসম্পন্ন ও সরলপ্রকৃতি ছিল। সে কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। যাহাকে যাহা খুসি তাহার মুখের উপর বলিয়া দিত। তাহাকে এজন্য আমরা 'পাগলা' বলিয়া ডাকিতাম। কলিকাতায় তাহার পাঠাবস্থায় বন্ধুবর কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া যান। সে অভিভাবকশূন্য অবস্থায় কলিকাতায় থাকে। সে সময়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতাপ বিদ্যাসাগরী ভাষায় 'অপ্রতিহত'। দেশশুদ্ধ ছেলেরা চোক বুঁজিয়া বসিয়া টেয়া-পাখীর মত গম্ভীর ভাবে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' প্রভৃতি জ্যেষ্ঠতাতত্ব সূচক বুলি আওড়াইত। সম্প্রতি আবার একদল ব্রাহ্ম বাঙ্গালীর অন্তঃপুর-দ্বারে স্ত্রী স্বাধীনতার তোপ দাগিতেছিলেন। গুরুগম্ভীর প্রকৃতির, পূজনীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবম্বিধ 'কুসংস্কার' ধ্বংস করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে প্রথমে কেশব বাবু তাঁহার দল ছাড়িয়া আসিয়া নূতন দল সৃষ্টি করেন। কিন্তু কেশব বাবুও সম্পূর্ণরূপে অন্তঃপুর তোপে উড়াইয়া দিতে ও ব্রাহ্মিকাদিগকে অনাবৃতা স্ত্রী স্বাধীনতা দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে উপরোক্ত আর একটি দল সৃষ্টির সূত্রপাত হইতেছিল। উহাই এখন 'সাধারণ' দল নামে খ্যাত। তখন এদলের সধবা, অধবা এবং বিধবা ব্রাহ্মিকাগণ পর্দ্দার বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রহ্মচিন্তা হি কেবলং' ছেলেদের মুণ্ড নামক গোলাকার পদার্থটা অতিরিক্ত ব্রহ্মচিন্তায় হউক কি ব্রাহ্মিকা চিন্তায়ই হউক, ঘুরাইতে আরম্ভ

করিয়াছিল। আমাদের এ পাগলটাকে এই দলের ব্রাহ্ম একজন ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিলেন। সে পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া এই ব্রহ্ম চিন্তায় ও ব্রাহ্মিকা চিন্তায় নিমজ্জিত হইয়াছিল। তাহার ভ্রাতা তাহাকে অনেক প্রকারে শাসন করিতে চেষ্টা করিলেন। সে তাঁহার কর্তৃত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া বসিল। তিনি তাহাকে বুঝাইলেন যে তাহার পিতা কথনও তাহাকে এরূপ অধবাকে সধবা করিতে দিবেন না। সে বলিল যে এরূপ বিষয়ে পিতার কর্তৃত্ব মানিয়া সে কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে পারে না। তখন বন্ধুবর 'ভারত-উদ্ধার' অনিবার্য্য দেখিয়া এবং নিরুপায় হইয়া আমার কাছে পত্র লিখিলেন। আমি পাগলটার হৃদয় জানিতাম। আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে তাঁহার কোনও ভয় নাই। আমি পাগলটাকে 'ব্রাহ্মরোগ' হইতে উদ্ধার করিব। তখন কলিকাতায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ধুয়া উঠিতেছিল। আমিও স্থির করিলাম যে চিকিৎসাটা সেই নূতন হোমিওপ্যাথিক মতে করিতে হইবে। আমি ব্রাহ্মভাবে বিভোর হইয়া 'কুসংস্কার রাক্ষস বধ কাব্যের' ও 'ব্রাহ্মিকালাভ প্রহসনের' প্রথম সর্গ রচনা করিয়া তাহাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিলাম। তাহাকে এ পর্য্যন্ত বলিলাম—"মা ভৈ! বিবাহ হইয়া গেলে আর তোমার কুসংস্কারাপন্ন ভ্রাতা ও পিতা কি করিবেন? তখন তাঁহারা আপনিই পথে আসিবেন। বিশেষতঃ তোমার ভ্রাতা আমার যেরূপ বন্ধু। আমি আর তুমি দুজনে কোমর বাঁধিয়া এই মহৎ কার্য্যটা করিয়া ফেলিলে আমাদের দুজনকে আর তাঁহারা ফেলিতে পারিবেন না।" পাগলা জানিত যে আমি বড় রোখাল—আমার যেই কথা, সেই কায। আমার সেই অপূর্ব্ব বিবাহ উপাখ্যানও সম্যকরূপে জানিত। আমিও স্বাধীন ইচ্ছা খাটাইয়া বিবাহ করিয়াছি। সে আনন্দে অধীর হইয়া গেল। আমি তাহাকে যাওয়া আসিতে লিখিয়াছিলাম, যেন দুজনে

পরামর্শ করিয়া এই 'সম্মুখ সমরের' একটা Strategy (কৌশল) স্থির করিতে পারি। কলিকাতা হইতে মাগুরা আসা তখন একটা ক্ষুদ্র সেতু-বন্ধনের কষ্টসাধ্য হইলেও সে তৎক্ষণাৎ মাগুরায় চলিয়া আসিল। তখনই আমি সেই ব্রাহ্মমহাশয়কে পত্র লিখিয়া একেবারে বিবাহের প্রস্তাব করিলাম। তিনি তাহাতে আনন্দের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিলেন। পাগলার আনন্দের ত কথাই নাই। আমিও আনন্দে তাহার অপেক্ষা অধিক অধীর হইলাম,—এবার কুসংস্কার রাক্ষস বা রাক্ষসীর আর রক্ষা নাই। পাপীয়সী নিশ্চয় হত হইবে। 'মেঘনাদ বধের' হনুমান পর্য্যন্ত প্রমীলার পীনপয়োধরা বিপুলনিতম্বা রাক্ষসী দাসীর মল্লযুদ্ধের আবাহনের কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন; কাপুরুষ রামচন্দ্রের ত কথাই নাই। কিন্তু আমরা ভারতব্যাপী অসাগর নিতম্ব ও হিমাদ্রি-পীনপয়োধরা কুসংস্কার রাক্ষসীকে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলাম। পাগল তখন আমাকে এই যুদ্ধে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। 'বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা'—ইহা কুসংস্কারের ঘরবাড়ী হিন্দুশাস্ত্রের কথা। আর সভ্য ইংরাজ কবির কথা—'বীর ভোগ্যা বরাঙ্গনা'—None but the brave deserve the fair। সভা ঈশ্বর এখন শাস্ত্রের অপেক্ষা সভ্য ইংরাজ কবির কথা বেশী মনে করেন। তিনি আমাদের অনুকূল হইলেন। ঠিক এই সময়ে আমি মাগুরা হইতে ভবুয়া বদলি হইলাম। ভবুয়ায় পহুঁছিবার জন্য যে কয়টা দিন সময় পাওয়া যাইবে, তাহা কলিকাতায় কাটাইয়া সেই যুদ্ধটা শেষ করিয়া যাইব স্থির করিলাম। কলিকাতায় অবস্থিতি কালে বিবাহের অন্যান্য বিষয় স্থির করিয়া যাহাতে 'শুভস্য শীঘ্রং' হয় তাহাই করিলে হইবে। জলপথে মাগুরা হইতে কুষ্টিয়া আসিয়া পঁহুছিলে আমাদের জন্য বাড়ী

স্থির করিবার জন্য পাগলা আগে কলিকাতায় চলিয়া গেল। আমরা কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া পরের একটা ট্রেণে আসিলাম। সে আমাদিগকে শেয়ালদহ হইতে বাসা বাড়ীতে লইয়া যাইবার সময়ে বলিল যে সেই ব্রাহ্মের বাড়ীতে আমাদের পরদিন নিমন্ত্রণ হইয়াছে। কথাটা সে বড় সন্তোষের সহিত বলিল না। সে "অসভ্য! অসভ্য!"—করিতেছিল। আমি বলিলাম—"কি হইয়াছে?" সে বলিল—"ভারি অসভ্য! নিমন্ত্রণ করিবার সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—নবীনবাবুর স্ত্রী কলিকাতার ভাষা বলিতে পারেন ত? না হয় ব্রাহ্মিকারা হাসিবে। আমি বলিয়াছি—তোমার স্ত্রী ও কন্যা অপেক্ষা তিনি ভাল কথা বলেন।" আমি বলিলাম—"ভাবী-শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে এ আলাপটা ভাল হয় নাই।" আমিও আমার স্ত্রী পরস্পরের দিকে চাহিয়া একটুক হাসিলাম। আমি যে কি গভীর খেলা খেলিতেছি স্ত্রী জানিতেন। দেখিলাম পাগলা কিঞ্চিৎ চটিয়াছে। ঔষধ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি জানিতাম যে অনেক ব্রাহ্মমহাশয়ের ব্রহ্মজ্ঞান যত দূরই হউক না কেন, শিষ্টাচার জ্ঞানটা বড় অল্প। তাঁহাদের মধ্যে আবার ভাবী শ্বশুর মহাশয়টি একজন বিখ্যাত শিষ্টাচার-মূর্খ। আমার উহাই ভরসা ছিল। কারণ অশিষ্টাচার পাগলার একেবারে অসহ্য ছিল। সে বলিল—"মিষ্টার সেন, তুমি এ অসভ্যের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে কি?" আমি বলিলাম—"সে কি কথা! অবশ্য আমরা যাইব। বাপ অসভ্য হউক, মেয়ের দোষ কি?" পরদিন যথা সময়ে বেলা চারটার সময়ে সে আমাদিগকে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রথে লইয়া তাঁহার আবাসগৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। আমিও তাহার পশ্চাতে গাড়ী হইতে উঠিয়া গেলাম। গাড়ীতে রহিল আমার শিশুভাই হরকুমার ও কিশোরী ভার্য্যা। সে মনে করিয়াছিল যে ভাবী শাশুড়ী কি তাঁহার কন্যারা আসিয়া

স্ত্রীকে গাড়ী হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু স্ত্রী গাড়ীতে প্রায় পনর মিনিট বিরাজ করিবার পর একজন চাকরাণী মাত্র আসিয়া সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিল। সে চটিয়া লাল হইল। তাহার পর স্ত্রী প্রায় দুই ঘণ্টা কাল একটা প্রকাণ্ড হলের কোণায় ভূতলে একাকিনী বসিয়া রহিলেন। কেহ আসিয়া একটিবার জিজ্ঞাসাও করিল না। পাগল ক্রোধে অধীর হইয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ভাবী শ্বশুর পরিবারবর্গের প্রতি বিজি বিজি বকিতেছিল। আমি ব্রাহ্ম মহাশয়ের কাছে স্বতন্ত্র কক্ষে বসিয়া এদৃশ্য দেখিতেছি, আর ভাবিতেছি পাগলার "ব্রাহ্মরোগ" ছাড়িবার আর বড় বাকি নাই। তাহার পর ব্রাহ্ম মহাশয় আমার স্ত্রীকে কেশব বাবুর সমাজে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার কন্যাকে আদেশ দিলেন। আমিও উঠিয়া 'হলে' গিয়া দাঁড়াইলাম। ব্রাহ্মবালা একবার এ ঘর, একবার সে ঘর করিতেছেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহার জননী আসিয়া বলিলেন—"তুমি মোজা খুঁজিয়া পাইবে না। আজ মোজা ছাড়া যাও।" কিন্তু তাঁহার কক্ষ-ভ্রমণ তথাপি শেষ হইল না। আবার কিছুক্ষণ পরে জননী আসিয়া বলিলেন—"তুমি সঙ্গীতের বহি খুঁজিতে আর দেরি করিও না। সমাজে অন্য কাহারও বহি দেখিও।" তখন তিনি নীরবে কক্ষ হইতে বহির্দ্দিকে চলিলেন। আমরা ভাব বুঝিয়া পশ্চাৎ চলিলাম। গাড়ীতে উঠিয়া আমি ও স্ত্রী বাজি রাখিলাম—দেখি কে আগে উহাঁর সঙ্গে কথা কহিতে পারে। কিন্তু উভয়ের সকল চেষ্টা বিফল হইল। তিনি গাড়ীর পার্শ্বের দিকে ওই যে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন, আর সেই মুখ আমরা পৌত্তলিকের দিকে ফিরাইলেন না।

যাহা হউক স্ত্রীরই জয় হইল। তাঁহারা উভয়ে কেশব বাবুর ব্রাহ্মসমাজের প্রমীলার পুরে প্রবেশ করিলেন। উপাসনা শেষ হইয়া

গেল, কিন্তু কই সেই পুরী হইতে স্ত্রী আর আসেন না। আমি সেই পাগলাকে হাসিয়া বলিলাম—"বুঝি তোমার "ডলসিনিয়া" আমার গোঁড়া হিন্দু স্ত্রীকেও ভজাইলেন।" কিছুক্ষণ পরে আমার শিশু ভাই হরকুমার গিয়া তাঁহাদের দুজনকে ডাকিয়া আনিল। স্ত্রী বলিলেন তাঁহারই জয় হইয়াছে। কিন্তু জয়ের দরুণ তিনি কিছু বিপদে পড়িয়াছিলেন। ব্রাহ্মবালা—তাঁহার বয়স তখন আমার স্ত্রী হইতে কম নহে—সেই ব্রাহ্মিকাপুরে প্রবেশ করিয়াই স্ত্রীকে গম্ভীরভাবে উপদেশ করেন—"এখানে কাহারও সঙ্গে কথা কহিবেন না।" এই তাঁহার প্রথমকথা। ইহাতেই স্ত্রীর জয়। কিন্তু—"কথা কহিও না"—ইহার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা আর হইতে পারে না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে। স্ত্রীলোক দু চার সহস্র 'ওঁ তৎসৎ' গলাধঃকরণ করিলেও সেই 'ৎ' যুগলের মত স্বর হীন হইতে পারে না। কেশব বাবুর বক্তৃতা মাথায় থাকুক, যেই স্ত্রী প্রবেশ করিয়াছেন অমনি ব্রাহ্মিকাদের মধ্যে সমালোচনা আরম্ভ হইল। এটি কে? কোথা হইতে আসিল?—একেত কখনও দেখি নাই!—ইত্যাদি পুরাতত্ত্বের গবেষণাব্যঞ্জক প্রশ্নরাশি তাঁহার প্রতি চারিদিক হইতে শরজালের মত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। স্ত্রী মহাশয়ারও ঘোরতর কণ্ঠ কণ্ডূয়ন উপস্থিত। কিন্তু কি করিবেন? তিনি কাহারও সঙ্গে কথা না কহিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। অতএব তিনি নয়ন মুদিয়া নীরবে গম্ভীর ভাবে একদিকে কেশব বাবুর, ও অন্যদিকে ব্রাহ্মিকাদিগের, বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু যেই উপাসনা শেষ হইল, অমনি ব্রাহ্মিকারা নিরাকার ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমার সাকার পত্নীকে একেবারে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিলেন। স্ত্রী বলিলেন সেই সপ্তরথী বৃন্দের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ শেষ করিয়া আসিতে

বিলম্ব হইল। বেগতিক দেখিয়া তাঁহার 'গাইড' অৰ্দ্ধপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণয়ী এই গল্পও শুনিলেন, এবং "beast, beast" (পশু, পশু) বলিতে বলিতে গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল। তিনি আর প্রণয়িনীর গৃহ পর্য্যন্তও আমাদের সঙ্গে গেলেন না।

তাহার পর দিন ব্রাহ্ম মহাশয় তাঁহার কন্যাগণকে আমাদের বাসায় রাখিয়া আমাকে লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গেলেন। সার জর্জ ক্যাম্বেল উচ্চ শিক্ষা বৃক্ষটির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন বলিয়া সেদিন টাউনহলে 'রাক্ষসী সভা' হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সভায় কেন যান নাই জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"আমি ত রাক্ষস নহি। 'রাক্ষসী সভায়' যাইব কেন?" তাহা লইয়া অনেক ঠাট্টা তামাসা করিয়া বলিলেন—"এই পোড়া শিক্ষা এই দেশ হইতে উঠিয়া গেলেই ভাল হয়। আমি আমার গ্রামে একটি স্কুল খুলিয়াছি। আর তাহার ফলে আমি দেশত্যাগী হইয়াছি। চাষা ভুষার ছেলেরা পর্য্যন্ত যে দু পাত ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিল, আর তার পৈতৃক ব্যবসা ছাড়িল। তাহাদের ভাল কাপড় চাহি, জুতা চাহি, মোজা চাহি, মাথায় টেরিটি পর্য্যন্ত চাহি। এখন আমার বাড়ী যাইবার যো নাই। গেলেই কেহ বলে—"দাদা ঠাকুর? তুমি কি করিলে? ছেলেটি একবার ক্ষেতের দিকে ফিরিয়াও চাহে না। আমার আর্ধা জমির চাষ হইল না। খাইব কি? ইহারও বাবুয়ানার খরচই কোথা হইতে যোগাইব?" কেহ বলে—"আমার গরুগুলি মারা গেল। ছেলেটি তাহাদের কাছে একবারও যায় না। চরান দূরে থাকুক। আমার উপায় কি হইবে?" আমি যেমন পাপ করিয়াছি, আমার তেমন প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। আমি আর পাড়াগাঁয়ে

স্কুলের নাম মাত্র করিবু না। এ দেশ তেমন নহে যে লেখা পড়া শিখিয়া আপন আপন ব্যবসা ভাল করিয়া করিবে। এ লক্ষ্মীছাড়া ছেলেগুলা দুপাত ইংরাজি পড়িলেই আপনার পৈতৃক ব্যবসা ছাড়িয়া দেয়; আপনার পিতামাতাকে পর্য্যন্ত ঘৃণা করে।” কথাগুলি শুনিয়াছি আজ কত বৎসর। কিন্তু এখনও সে কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজিতেছে। তিনি এই শিক্ষা বিভ্রাটের আরম্ভে যাহা দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন আজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। আজ চাষা, ধোপা, নাপিত, জেলে, হাড়ি সকলের ছেলেই লেখা পড়া শিখিতেছে। লক্ষ্য—পেয়াদাগিরি ও কনেষ্টবলি। এই শিক্ষার পরিণাম কি ভগবানই জানেন।

ফিরিয়া আসিবার সময়ে ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করি। তিনি বলিলেন তিনিত পূর্ব্বেই লিখিয়াছেন তাঁহার ইহাতে অমত নাই। তিনি পূর্ব্বে এই কন্যাকে আমার দাদা অখিল বাবুকে, চন্দ্রকুমারকে, সর্ব্বশেষ আমাকে, বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহার ত মত হইবারই কথা। আমি বলিলাম—“তবে বিবাহটা পাত্রের বি. এ. পরীক্ষার পূর্ব্বে হইবে না পরে হইবে?”. তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—“অবশ্য পরে। শুধু তাহা নহে। তাহার বি. এ. পাশ করিতে হইবে। তাহা না হইলে বিয়ে হইবেই না।” তাঁহার যেরূপ উদ্ধতস্বভাব, বলাবাহুল্য যে ওরূপ উত্তর প্রত্যাশা করিয়াই আমি কথাটি উপস্থিত করিয়াছিলাম। আমি একটুক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—“এ কথাটা তাহাকে বলিব কি?” উত্তর—“অবশ্য বলিবে।” যথেষ্ট। বুঝিলাম এ কথা শুনিলেই পাগলাটা ক্ষেপিয়া উঠিবে।

তাহাই হইল। তিনি আমাকে আমার বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহার মেয়েদের লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি পাগলকে সুন্দর একটা গৌর-চন্দ্রিকা দিয়া বলিলাম—“খুব পরিশ্রম করিয়া পড়। বি. এ. পাশ

করিতে না পারিলে তিনি তোমাকে মেয়ে দিবেন না।" বারুদ স্তূপে যেন অগ্নি পড়িল, সে একেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া ইংরাজিতে বলিল—"কি! মিষ্টর সেন! সে কি তোমাকে এ কথা বলিয়াছে?" আমি অতি মিষ্টভাবে একটুক ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—"শুধু বলিয়াছেন, তাহা নহে। এ কথা তোমাকে বলিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। অতএব শীঘ্র বি. এ. পাশ করিবার চেষ্টা কর। **None but the B. A. deserves the fair'!**"

সে। বটে! আমাকে এরূপ অপমান করিয়াছে? আমি তাহার মেয়ে বিবাহ করিব না।

আমি। সে কি কথা! তাহা কখনও হইতে পারে না। তাঁহার কাছে আমি এত পত্র লিখিয়াছি, মুখেও এত বলিয়াছি।

সে। আমি তাহার মেয়ে বিবাহ করিব না।

আমি। আমাকে এরূপ অপ্রস্তুত করা কি তোমার উচিত?

সে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে আমি যদি তাহার মেয়ের আর নাম করি, তবে আমি মানুষ নহি। আমি পশু!

তখন আমি ও স্ত্রী ঠাট্টা করিয়া যত জিদ করিয়া বলিতে লাগিলাম যে তাহাকে এ বিবাহ করিতেই হইবে, ততই তাহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হইল। তখন আমি চন্দ্র কুমারের কাছে এ বিবাহ ভঙ্গের ঘটকালির কৃতার্থতার সম্বাদ প্রেরণ করিলাম।

—o—

ভবুয়া।

কলিকাতায় আসিয়া এই ঘটকালির সঙ্গে বড় একটি উৎপাতে পড়িয়াছিলাম। আমাকে মাগুরার ভার না দিয়া, জুইণ্টের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছি বলিয়া, দণ্ডস্বরূপ আমাকে বদলি করা হইয়াছে—"অমৃত বাজার পত্রিকা" এই মর্ম্মে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিয়া প্রকাশ করেন। সেই তীব্র প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণদাস বাবু "হিন্দু পেট্রিয়টে" গবর্ণমেণ্টকে আমার বদলির জন্য এক শাণিত অস্ত্র ত্যাগ করেন। আমি কর্ম্ম বিভাগের হেড এসিষ্টাণ্ট রাজেন্দ্র বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি আমাকে মহা ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—"তুমি কেমন নির্ব্বোধ! তুমি 'হিন্দু পেট্রিয়টে' গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছ। সেক্রেটারি রিভার্স টম্‌সন্‌ আমাকে ডাকিয়া লইয়া সে দিন বলিলেন—'নবীন এখনও ছেলে মানুষ। আমি তাহাকে ভবুয়ার মত একটি স্বাস্থ্যকর সবডিভিসনের ভার দিয়াছি' তথাপি সে আমাকে এই দেখ 'পেট্রিয়টে' গালি দিয়াছে।" আমি বলিলাম—"আমি উক্ত প্রবন্ধের কোনও খবরই রাখি না। স্থানান্তরিত অবস্থায় 'পেট্রিয়ট' আমি এখনও পাই নাই। সে প্রবন্ধটি দেখিও নাই।" তিনি তখন আমাকে তাঁহার কাগজ হইতে উহা দেখাইলেন। দেখিলাম 'পেট্রিয়ট' আমার মাগুরার কার্য্যের গুণগান করিয়া এরূপ কর্ম্মচারীকে দণ্ডস্বরূপ ভবুয়া বদলি করা হইয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। আমি পড়িয়া বলিলাম যে আমি ইহার কিছুই জানি না। রাজেন্দ্র বাবু বলিলেন—"তোমার এ কথা টম্‌সন্‌ বিশ্বাস করিবেন না।" তুমি তাঁহার সঙ্গে, সাবধান, দেখা করিও না। 'পেট্রিয়টে' ইহার একটা

প্রতিবাদ প্রকাশ করিবার জন্য কৃষ্ণদাস বাবুর কাছে যাও।" আমি তাঁহার কাছে গিয়া অদ্যোপান্ত বলিলাম। তিনি বলিলেন—"সে কি? আমি এই প্রবন্ধ "অমৃত বাজারের" উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম স্থানীয় বিষয়ের সংবাদে 'পত্রিকার' ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, কি প্রতিবাদ ছাপিতে হইবে, তুমি লিখিয়া দাও।" আমি লিখিয়া দিলাম যে 'পেট্রিয়ট' শুনিয়া সুখী হইয়াছেন যে একজন যুবক দুবৎসরের কর্ম্মচারীকে গবর্ণমেণ্ট ভবুয়ার মত স্বাস্থ্যকর সব ডিভিসনের ভার দিয়া বরং অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভ্রান্তি বশতঃ তিনি গবর্ণমেণ্টকে তজ্জন্য দোষারোপ করিয়াছিলেন। 'পেট্রিয়টের' পরের সংখ্যায় উহা যথাকালে ও যথাস্থানে ছাপা হইল। রাজেন্দ্র বাবু আমাকে ভবুয়ায় লিখিয়া পাঠাইলেন যে টমসন্ সাহেব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাহার প্রমাণও পরে পাইয়াছিলাম। হায়! সে দিন, আর এ দিন! এখন সংবাদ পত্রের এ রাজসম্মান স্বপ্নের বিষয়।

যশোহর বাঙ্গালার দক্ষিণ সীমায়, এবং ভবুয়া বেহারের পশ্চিম সীমায়। রাত্রিতে যাত্রীর (Passenger) গাড়ীতে যাত্রা করিয়া পর দিন অপরাহ্ণ চারটার সময়ে গিয়া 'ঝমনিয়া' ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। সেখানে পুলিস এক পাল্কি ও নিকটবর্ত্তী নীলকুঠির একখানি টমটম্ সহ উপস্থিত ছিল। আমরা সন্ধ্যার সময়ে আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 'দুর্গাবতী' পুলিস ষ্টেশনে পঁহুছিয়া আহার করিলাম "দাল আউর রুটী"—এই প্রথম,—এবং রাত্রি সেখানে কাটাইলাম। কথা ছিল ভবুয়া হইতে আমাদের জন্য স্বতন্ত্র পাল্কি বেহারা আসিবে। রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু কই কিছুই আসিল না। তখন দারগা স্ত্রীর জন্য এক পাল্কি ও শিশু ভ্রাতা হরকুমার প্রাণকুমারের জন্য একটা খাটুলির বহুকষ্টে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমার জন্য উপস্থিত হইল এক 'এক্কা'।

আমি তাহাতে চড়িব কি, তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইলাম। স্মরণ হয় পঞ্চানন্দে কি অন্য একখানি কাগজে কবিতায় ইহার একটা জীবন্ত বর্ণনা পড়িয়ছিলাম। দুই কাষ্ঠের চক্র, তাহার উপর বংশের মঞ্চ, তাহার উপর ঠাকুরের খাটের মত চারি বংশ দণ্ডে এক বিচিত্র চন্দ্রাতপ। কড়ির মালাতে ও রক্ত, পীত, নীল বস্ত্রখণ্ডে চন্দ্রাতপ ও দণ্ড সজ্জিত। উক্ত আভরণে ক্ষুদ্র টাট্টুটিও ভূষিত। তাহার গ্রীবাদেশে ক্ষুদ্র ঘণ্টা, এবং চক্রের সঙ্গে করতাল সংযোজিত। মঞ্চখানি ১॥০ × ১॥০ হাত অনুমান পরিমিত। তাহার অগ্রভাগ উচ্চ এবং পশ্চাৎ ভাগ ক্রমশঃ নীচ। অগ্রভাগে নানাবিধ রজকসংসর্গহীন বিচিত্র মলিন বসনে সজ্জিত একাওয়ালার বা সারথীর স্থান। তাহার সেই দীর্ঘ শ্বশ্রু ও ঘর্ম্মাবৃত কৃষ্ণাঙ্গ। সে যে জন্মাবধি "আপোনারায়ণের" কৃপালাভ করিয়াছিল এমন বোধ হইল না। আমাকে তাহার পশ্চাতে তাহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিয়া, আমার সম্মুখ অঙ্গ উর্দ্ধ এবং পশ্চাৎ অঙ্গ ক্রমে নিম্নতর অবস্থাপন্ন করিয়া অর্থাৎ একরূপ অর্দ্ধ চিত হইয়া বসিতে হইল। আমি বসিয়াই একবার সেই আসন সুখ অনুভব করিয়া নামিয়া পড়িলাম। বলিলাম ইহাতে আমি যাইতে পারিব না। দারোগা সাহেব বলিলেন— "হুজুর! আপ বহুত জলদি আউর বড়ি মজেমে যায়েঙ্গে।" কি করিব! উপায়ান্তর নাই। আর ভাগ্যে যাহা থাকে বলিয়া আবার উঠিয়া পড়িলাম। দুর্গাবতী স্থানটি বড়ই সুন্দর। শীর্ণশরীরা গভীরা দুর্গাবতী নদী। তাহার এক পারে সুন্দর ইষ্টক নির্ম্মিত থানা গৃহ। অপর পারে একখানি সুন্দর পূর্ত্তবিভাগের বাঙ্গালা ও একটি ক্ষুদ্র বাজার। নদীবক্ষে লৌহনির্ম্মিত দিল্লি ট্রাঙ্ক রোডের এক সুন্দর সেতু। আমি এমন সুন্দর রাজপথ দেখি নাই। রাস্তার পিঠ যেন ঠিক নখের মত। মধ্যভাগ উচ্চ এবং দুইদিকে ক্রমশঃ নীচ হইয়া গিয়াছে। প্রস্তরের দ্বারা এরূপ

ভাবে দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে যে সমস্ত পথটি যেন একটি বিশাল দীর্ঘ প্রস্তর বোধ হয়। দুই পার্শ্বে আম্র, অশ্বত্থাদি মহীরুহ সকলের শ্রেণীবদ্ধ ঘনসন্নিবেশ। স্থানে স্থানে অমৃতনিভ বারিপূর্ণ 'ইন্দারা' ও যাত্রী বাসের জন্য 'সরাই'। প্রত্যূষে উঠিয়া স্থানটি দেখিয়া বোধ হইল কি যেন পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, একটি নূতন জগতে আসিয়াছি। বঙ্গদেশের সঙ্গে কিছুরই প্রাকৃতিক সাদৃশ্য নাই। মনে বড়ই আনন্দ হইল। শিশু ভাই দুটির ও স্ত্রীর আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু যেই 'একা' চলিতে আরম্ভ করিল মুহূর্ত্তেকে আমার আনন্দ ফুরাইল। কাংস্য করতালি বাজিয়া উঠিল। পৌরানিক রথের জিমুতনির্ঘোষ যে কি ছিল, কেন হইত, তখন বুঝিলাম। সেই সঙ্গীতের সঙ্গে রথ গাড়ীতে আমি উর্দ্ধপদে একবার চিৎ, একবার উপর, একবার এপাশ, একবার ওপাশ করিতে-ছিলাম। আসনের চারি দিকে দড়ির জাল আছে। তাহা না হইলে প্রথম যাত্রাতেই ডিগবাজি খাইয়া সেই পাকা রাস্তায় পড়িয়া মানবলীলা সেখানে শেষ হইত। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা—সময়ে সময়ে সারথি একাওয়ালা মহাশয় আমার কোলের উপর আসিয়া পড়িয়া আমাকে তাঁহার শ্রী-অঙ্গের আলিঙ্গন সুখে ও সৌরভে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। বহির্জ্জগতের এ বিপ্লব যদিও সহিতে পারিতাম, অন্তর্জ্জগ-তের বিপ্লব আর সহিতে পারিলাম না। আমার বোধ হইল যেন আমার নাড়ী ও অন্ত্র সকল ছিঁড়িয়া গিয়া একটা তোলপাড় করিতেছে। অতএব কয়েক পদ গিয়াই আমি "ত্রাহি! ত্রাহি!" করিতে লাগিলাম। পৌরাণিক কপিধ্বজ ও গরুড়ধ্বজ মাথায় থাকুন, আমি বলিলাম আমি ক্ষুদ্র নর, আমার পৈত্রিক অস্ত্রী তন্ত্রী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমি হাঁটিয়া যাইব। তাহাই করিলাম। কিন্তু বেশী দূর হাঁটিতে হইল না। কিছু দূর গেলেই ভবুয়া হইতে পাল্কি তিনখানি ও বেহারা লইয়া রক্তউষ্ণীশধারী পুলিস

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গাবতী হইতে স্মরণ হয় আট মাইল মোহনিয়া চটি। ঝমনিয়া হইতে যেই শাখা পথটি আসিয়া ট্রাঙ্করোডে লাগিয়াছে, তাহা পাকা। মোহনিয়া হইতে যেই শাখা পথ ভবুয়া পর্য্যন্ত নয় মাইল গিয়াছে তাহা কাঁচা। যদিও তখন বর্ষার আরম্ভ, তখনই উহার অবস্থা ভয়ানক। আমরা যাহা হউক দ্বিপ্রহর সময় গিয়া সবডিভিসন বাঙ্গলায় উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে মহিম ও দেশীয় পাচক ব্রাহ্মণ মাত্র ছিল। তাহারা এক্কাওয়ালাদের প্রতি নানাবিধ অভিধান বহির্ভূত সম্বন্ধ ও শিষ্টাচার করিতে করিতে অধিকাংশ পথ হাটিয়া আসিল। চারিদিকে বিস্তীর্ণ সমতল শস্য ক্ষেত্র। মাতা বসুন্ধরা নানাবিধ শস্যের শ্যামল আবরণে প্রাতঃ সূর্য্যকরে হাসিতেছেন। মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনের কেন্দ্রস্থলে ইষ্টক নির্ম্মিত খাপরা আবৃত এবং প্রস্তর স্তম্ভসারিতে শোভিত সবডিভিসন আবাসগৃহ। তাহার প্রায় সম্মুখেই তদ্রূপ আফিস গৃহ। আবাস গৃহে কেবল দুটি কক্ষ, দুটি সজ্জাকক্ষ, দুটি অবগাহন কক্ষ, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দুই বারাণ্ডা। প্রাঙ্গণের চারিসীমায় বাবলার সারি! তাহাতে বসিয়া নীলকণ্ঠ এবং একপ্রকারের ঘু-ঘু-ক্রীড়া করিতেছে ও ডাকিতেছে। তদ্ভিন্ন সকলই নীরব, নির্জ্জন। কোথায়ও জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। হাতার উত্তর দিকে জেল, পশ্চিমদিকে পুলিস ইন্‌স্পেক্টার লোনি সাহেবের গৃহ, দক্ষিণদিকে বৃক্ষ-বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র দেবালয়। দুই মাইল ব্যবধানে ভবুয়ার বাজার ও গ্রাম। এই ব্যবধানের মধ্যে কেবল মাত্র এক ইঁদারা, এক মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয়, এবং ডাক্তারখানা। উভয় মৃন্ময় এবং শ্রী-হীণ। কোথায়ও বাঙ্গালীর নাম মাত্র নাই। বাঙ্গালা ভাষার নাম মাত্র নাই। রাজকার্য্যের ভাষা উর্দ্দু এবং স্থানীয় ভাষা ভোজপুরী বা গোঁয়ারি।

গৃহ ও চারিদিকের দৃশ্যাবলী পরিদর্শন করিলাম। পশ্চাতের বারাণ্ডা

হইতে অতিদূরে এক দীর্ঘ শৈলমালা নীলাকাশে দীর্ঘ নীলতর মেঘবৎ দেখিয়া মাতৃভূমিকে মনে পড়িল এবং নয়ন ও প্রান যেন জুড়াইল। সেই বারাণ্ডায় বসিয়া সেই শৈলমালার দিকে চাহিয়া, একজন আরদালীর কাছে উপরোক্ত বিবরণ সকল জ্ঞাত হইলাম। কি যেন একটা অজ্ঞাত বিষাদে ও অবসাদে হৃদয় ডুবিয়া যাইতেছিল। অনেক সময়ে মানবের হৃদয়ে এরূপে ভাবী অমঙ্গলের ছায়া পড়িয়া থাকে। আমার জীবনে অনেক বার এরূপ পড়িয়াছে। শিশু ভাই দুটি চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের বড় আনন্দ। কিন্তু সেই আনন্দ দেখিয়াও যেন আমার চক্ষু সজল হইতেছিল। কেবল মনে উদয় হইতেছিল—আমি এই পিতৃ-মাতৃ-হীণ শিশু দুটিকে কোথায় হইতে কোথায় আনিলাম! একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া একটি খাটিয়ার উপর পড়িয়া রহিয়াছি, এমন সময় বাহির হইতে একজন আরদালী ডাকিয়া বলিল—"মুন্সি গোকুল চাঁদ সরকারকে ওয়াস্তে ডালি ভেজ দিয়ে হেঁ।" ব্যাপার খানা কি, কিছুই বুঝিলাম না। উঠিয়া বাহিরে গেলাম। দেখি নানা রূপ রুটি, পুরী, দাল, তরকারি, মাংস—মৎস্য এ অঞ্চলে পাওয়া যায় না—ও আচার,—অদৃশ্যপূর্ব্ব খাদ্য। বুঝিলাম ডালির অর্থ কি? তারপরের সমস্যা হইল আরও বিষম। বাঙ্গলায় সরকার বলিতে গবর্ণমেণ্ট অথবা কবিদলে সরকারকে বুঝায় জানিতাম। গবর্ণমেন্টের জন্য এই ডালি শুনিলাম। এখন ইহা আমি কি করিব? ইহা কি ট্রেজারিতে রাখিতে হইবে? না বেচিয়া মূল্য মাত্র ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে? কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? ঘটিরামের মত আরদালি খুড়ার কাছেই 'রেফার' (জিজ্ঞাসা) করিয়া কি পঁহুছিয়াই আপনার অজ্ঞতার পরিচয় দিব? তাহাত হইবে না। কিঞ্চিৎপর সবইন্‌স্পেক্টার, ও মুসলমান নেটিব ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত।

তাঁহাদের কেহই ইংরাজি জানেন না। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলাম—“এসকল কি করিতে হইবে?” তাঁহারা বলিলেন—“কেন? হুজুর কি ইহা গ্রহণ করিবেন না? তাহা হইলে মুন্সিজীর বড় অপমান হইবে। সকল হাকিমই তাঁহার ডালি লইয়া থাকেন।” তখন বুঝিলাম ‘হুজুর’ যাহা ‘সরকার’ও তাহা। শুধু বুঝিলাম তাহা নহে, মুন্সিজীর কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ হইলাম। পথশ্রমে ও পূর্ব্ব রাত্রিতে বেহারের প্রথম জলপানে সকলে ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলাম। তখন আদেশমতে ভৃত্য মহিম ডালি তুলিয়া লইল। গৌরবর্ণ, খর্ব্বাকার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি যেন ছুটি ক্ষুদ্র সতেজ চক্ষুতে ভাসিতেছে; পরিধানে চোস্ত সাদা পায়জামা, তাহার উপর হিন্দুস্থানীধরণের সাদা চাপকান, মস্তকে ঢাকাই বুটাদার সাড়ীর এক প্রকাণ্ড পাগড়ি, তাহার প্রান্তভাগ পৃষ্ঠদেশে ঢুলিতেছে, পাদুকা কুঞ্চিতাগ্র ‘দিল্লী নাগরা’—মুন্সী গোকুলচাঁদ আসিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলাপ করিয়া বিদায় দিলাম। আমি কখনও পশ্চিম অঞ্চলে পদার্পন করি নাই শুনিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“এত অল্প বয়সে আপনি অবাধে এরূপ বিশুদ্ধ উচ্চারণসংযুক্ত হিন্দি বলিতে কি প্রকারে শিখিলেন? যদু বাবু কি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী হাকিমেরা বহুদিন থাকিয়াও ত এরূপ সুন্দর হিন্দি বলিতে পারিতেন না।” আমার উত্তর—“আমার জন্মস্থানের সকলেই হিন্দি ভাল বলিতে পারেন।” ফলতঃই পশ্চিম বঙ্গবাসী আমাদিগকে বাঙ্গাল বলুন, সচরাচর তাঁহাদের হিন্দি বাঙ্গালের বাঙ্গালা অপেক্ষাও হাস্যকর। দেখিতে দেখিতে এ সুখ্যাতি সবডিভিসনময় ছাড়াইয়া পড়িল; তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া আমি জঠরানল নির্ব্বান করিতে লাগিলাম। তাহার পর সে দিনই ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভবুয়ার কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম।

—c—

প্রথম সবডিভিসনাল অফিসারি।

প্রকৃত প্রস্তাবে ভবুয়াই আমার প্রথম সবডিভিসন। আর ভবুয়ার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর প্রথম কার্য্য—সমাজ সংস্কারকগণ, একবার জয় জয়কার করুন—'জেনানার' প্রাচীর ধ্বংশ। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী, বাবু যদুনাথ বসু বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে বি. এ. দিয়াছিলেন। তাঁহারা দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ.। তাহা হউক, কিন্তু তিনি 'স্বাধীন জেনানার' কি সৌন্দর্য্যের বড় পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হইল না। শাসারামের সবডিভিসনাল অফিসারের কাছে চার্জ রাখিয়া আমি আসিবার পূর্ব্বে তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সবডিভিসন গৃহের দুইদিকে এক অতি কুৎসিত মৃৎ প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া যে এক দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা তখনও দণ্ডায়মান ছিল। তিনি কলিকাতাবাসী; অতএব কয়েদীর মত চারি প্রাচীরের মধ্যে বাস করা তাঁহার অভ্যস্ত। কিন্তু আমরা 'পাড়াগেঁয়ে', আমাদের নিশ্বাস পড়িতেছিল না। তদ্ভিন্ন এই কদাকার প্রাচীর আমার আশৈশব প্রাকৃতিক শোভামৃতে পালিত চক্ষু দুটির পক্ষে বড়ই পীড়াদায়ক হইল। ভবুয়ায় রসিক কি ঐতিহাসিক কেহই ছিলেন না। তাহা না হইলে চীন দেশীয় প্রাচীরের পর যদুবাবুর এই প্রাচীর পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বর্ণিত হইত। যাহা হউক আমি 'হরকুলেশের' (Hercules) মত এই মহা প্রাচীর ধ্বংশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ভবুয়ায় একটা ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। ডাক্তার, দারোগা, গোকুলচাঁদ, ও আমলা, মোক্তারগণ সকলেই ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"আপনি করিতেছেন কি? যদুবাবু অনেক টাকা ব্যয় করিয়া এই কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে স্ত্রীলোকেরা একেবারে 'বেপর্দ্দা'

হইয়া পড়িবে।” আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম যে বহুবচন সংস্কার কিছুই আমার সঙ্গে নাই। আমার একটি কিশোরী ক্ষুদ্র ভার্য্যা। তাঁহার পর্দ্দার জন্য এত বড় মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রাচীরের আবশ্যক নাই। তাঁহার পর্দ্দার জন্য আমি অন্য ব্যবস্থা করিব। তাঁহারা ঘাড় নাড়িয়া ও মুখ মলিন করিয়া বলিলেন—“সরকারকি যেয়েছা মর্জ্জি।” তাঁহাদের ভাবে বোধ হইল যে আমি একটা বড় গর্হিত কার্য্য করিতেছি বলিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন। কিন্তু যখন সেই বৃহৎ প্রাচীর ধ্বংশিত হইয়া গৃহের দুটি দিক আলোকময় ও বাতাসময় হইল, এবং সেই আলোকে ও বাতাসে বাঁশের চিক ও কাপড়ের পর্দ্দা দুলিতে লাগিল, তখন তাঁহারা বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—“হাঁ। ইয়ে বহুত আচ্ছা হুয়া।”

গৃহের পশ্চাৎ ভাগে পুষ্পোদ্যান। তাহার পশ্চাতে একটি সুন্দর ইঁদারা। বংশ শ্রেণীর দ্বারা ইহার চতুর্দ্দিকেও যদু বাবু আর এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা উর্দ্ধে প্রায় পনর কুড়ি হাত। কলিকাতার তৃতীয় শ্রেণীর ছক্কর গাড়ীর ঘোড়ার মত বংশরাশির দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বড় একখানি সমতা ছিল না। এমন একটা কুৎসিত বেড়া আমি কখনও দেখি নাই। তাহার প্রয়োজন—স্থূলাঙ্গ যদুবাবুর স্থূলাঙ্গিনী কখনও কখনও সেই ইন্দারার পার্শ্বস্থিত ‘হাওজে’ অবগাহন করিতে যাইতেন। এই বেড়া ধ্বংশ করিবার সময়ে আবার পূর্ব্বমত আর এক আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু ধ্বংশ কার্য্য শেষ করিয়া যখন আমি একটি সুন্দর ছোট বেড়া দিয়া তাহাতে নানাবিধ পুষ্পলতা তুলিয়া দিলাম, এবং ইন্দারার চতুষ্পার্শ্বস্থ বহুদিন সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি পরিষ্কৃত করিয়া সেখানে গোলাপ ইত্যাদি সুগন্ধ পুষ্পবৃক্ষ সকল কেয়ারি করিয়া বেড়ার ভিতর দিকে রোপণ করিলাম, তখন আর এক বাহবা পড়িয়া গেল, এবং কত লোক দেখিতে আসিতে লাগিল। এই কুকবনস্থ ‘হাওজে’ পতিপত্নী

অবগাহন করিয়া এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে একটি স্বর্গ সুখ ভোগ করিতাম।

পুলিস ইন্‌স্পেক্টার লোনি সাহেবের সঙ্গে অতি সহজেই পরিচয় হইল। তিনি "আইরিশম্যান"। যদিও লেখা পড়া ও পুলিসের কার্য্য কিছুই জানিতেন না, তথাপি বড় ভাল লোক। তাঁহার এক ঘটোৎকচ-রূপিণী ভার্য্যা ছিলেন। একটি প্রকাণ্ড উদর সংযুক্ত ধবলগিরি সন্নিভ মাংসরাশি। তাঁহাদের একটি কন্যা 'এভিলিনা' (Evelina); নামটি যেমন মধুর দেখিতেও তেমনি সুন্দরী। শান্ত, স্থিরা, হাস্যময়ী, চতুরা, নবযুবতী। তদ্ভিন্ন আর দুটি শিশু পুত্র। দুই পরিবারের মধ্যে প্রথম দিনই আলাপ পরিচয় ও শীঘ্রই আত্মীয়তা হইল। এভিলিনা প্রায় প্রত্যহই, কি পূর্ব্বাহ্নে কি অপরাহ্নে, আমাদের গৃহে আসিত। স্ত্রীপুরুষ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটাইতাম। সাহেব আমাকে অশ্বারোহণ শিক্ষা দিলেন। তাহাতে আমি এত ক্ষেপিয়া গেলাম যে মাসে মাসে নূতন ঘোড়া কিনিতাম। কোথায়ও একটা ভাল ঘোড়া আছে শুনিলে তাহা যেরূপে হউক হস্তগত করিতাম। সবডিভিসনের প্রভু, ইচ্ছা অপ্রতিহত। কোনও জমিদারের ঘোড়া আমার পছন্দ হইয়াছে বলিয়া কেহ একটুক ইঙ্গিত জানাইলে, ঘোড়ার অধিকারী আপনি পাঠাইয়া দিতেন। প্রত্যহ সায়াহ্নে কখন বা সাহেবের সঙ্গে, কখনও বা এভিলিনার সঙ্গে, অশ্বারোহণে বেড়াইতে বাহির হইতাম। দুজনে বহুদূর বেগে অশ্ব ছুটাইয়া গিয়া বহুক্ষণ ধীরে ধীরে সান্ধ্য ছায়া সমাচ্ছন্ন দুই পার্শ্বস্থ শস্য ক্ষেত্র, ও সুদূর আকাশপটে চিত্রিত শেখর মালা দেখিতে দেখিতে অশ্ব চালাইতাম, এবং প্রাণ খুলিয়া কত গল্প করিতাম। জ্যোৎস্না রাত্রি হইলে সে ভ্রমণ কি মনোহরই বোধ হইত। চারিদিকে প্রকৃতি কি শোভার ভাণ্ডারই খুলিয়া দিতেন।

কখনও বা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বল্‌গা সহিসের হাতে দিয়া দুজনে কোন বৃক্ষ মূলে, কখনও বা পার্ব্বত্য নদ নদীতীরে জ্যোৎস্নায় বসিয়া প্রাণের উচ্ছ্বাসভরা কত কথা কহিতাম। এভিলিনার আনন্দের মধ্যে কেমন একটি প্রচ্ছন্ন নিরানন্দ ছায়া ছিল। সে সাহেবের স্ত্রীর প্রথম স্বামীর কন্যা। তাহার পিতা পরলোকগত। তাহার মাতা বড় ভাল লোক ছিলেন না। তিনি এমন পুরুষ প্রকৃতির ও সংসারজ্ঞ ছিলেন যে লোকে তাঁহাকেই ইন্‌স্পেক্টার বলিত। ফলতঃ তিনি অনেক পরিমাণে তাঁহার স্বামীকে চালাইয়া লইতেন। তিনি এভিলিনার বড় একটা যত্ন করিতেন না। বর্ত্তমান স্বামীর ঔরসজাত পুত্রদিগকে সর্ব্বস্ব মনে করিতেন। আমি কোমল নবতৃণের শ্যামল শয্যায় নদনদী তীরে শুইয়া পার্শ্বস্থিতা বালিকার, কি ধীরগামী অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া পার্শ্বস্থিতা অশ্বারোহিণীর, কত দুঃখের কথা শুনিতাম, তাহাকে সুখের আশা দিতাম, কত সান্ত্বনার কথা বলিতাম। স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বড় বন্ধুতা হইয়াছিল। অনেক সময়ে আমি কাচারি চলিয়া গেলেই সে বাসায় আসিয়া জুটিত। এবং রাত্রি নয়টা দশটা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে হাতাহাতি ছোটাছুটি করিত এবং হাসির ও আমোদের তরঙ্গে গৃহ মুখরিত হইত। অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যা এরূপে সুখে যাইত। প্রাতঃকালটা উর্দ্দু পড়িয়া কাটাইতাম। মাগুরা হইতে উচ্চতর ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিয়া সকল বিষয়ে প্রথমবারেই উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। কেবল, উর্দ্দুতে এক মার্কের জন্য পরীক্ষক প্রভুরা 'ফেল' করিয়া দিয়াছিলেন। যদিও যদু বাবু শুনিয়াছিলাম, সমস্তদিন এবং রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত কাচারিতে থাকিতেন, আমার প্রথম কয়েকদিন ভিন্ন দুই তিন ঘণ্টার অধিক থাকিতে হয় নাই। তাহার কারণ তিনি অনর্থক কায সৃষ্টি করিতেন, এবং ডাল পালা বাড়াইতেন। যত প্রকারের দেওয়ানি বিবাদ ছলে কৌশলে গ্রহণ করিয়া অপরিমিত কার্য্য বৃদ্ধি

করিয়াছিলেন। কেবল তাহা নহে, লোকেরও সর্ব্বনাশ করিতেছিলেন। তাঁহার মত ফর্কা সেরেস্তা একটা সাড়ে আঠার ভাজার ডালা। তাহাতে নাই, এমন কিছুই নাই। আমি ক্রমে ক্রমে ডালাখানি নিঃশেষ করিলাম। ইহাতে চারিদিকে আমার জয় জয়কার পড়িয়া গেল, এবং সুবিচার প্রশংসার ত সীমাই নাই।

ফলতঃ লোকেরা সেই 'লর্কা হাকিমকে' একটা ছোট খাট কৃষ্ণ বিষ্ণু করিয়া তুলিল। শুধু তাহা নহে, সকলেই কেমন একটা সস্নেহ ব্যবহার করিতে লাগিল। দলে দলে মফঃস্বল হইতে জমিদারগণ চিত্রিত হস্তী ও অশ্বে আরোহণ করিয়া 'মোলাকাত' করিতে আসিতে লাগিলেন। অল্প দিন হইল ভবুয়াতে সবডিভিসন খুলিয়াছিল। লোকেরা এখনও সরলপ্রকৃতি ছিল। ধর্ম্মাধিকরণ ও ধর্ম্মাবতার এখনও তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান বড় বেশী নষ্ট করিতে পারেন নাই। তাহাদের সরল ও সস্নেহ ব্যবহারে আমার সময়ে সময়ে বড়ই আনন্দ হইত। জমীদার দেখা করিতে আসিয়াছেন। রুমালে বাঁধা এক পুঁটলি উৎকৃষ্ট জিনারা, কি অন্য প্রকারের শস্য আমার টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন—"হুজুরকে ওয়াস্তে হামারা ক্ষেতছে থোড়া আচ্ছা জিনারা লে আয়ে হেঁ।" আমি অনেক উৎকৃষ্ট ডালি ইহার পর পাইয়াছি, কিন্তু এমন আনন্দ কখনও পাই নাই। ইন্‌কম টেক্‌স করিতে কোনও জমিদার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছি, অমনি জমিদার বাহির হইয়া আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইলেন। মাথায় সেই হিন্দুস্থানী ধরণের মুণ্ডিত-তালুকা-মধ্য বাবরিছাটা চুল, পরিধান মালকোচামারা গেরুয়া রঙ্গের ধুতি, গায়ে সামান্য আঙ্গরখা। চিনিবার যো নাই। কারণ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে ইঁহারা বহুমূল্য বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া যাইতেন। আমি বিস্মিত

হইয়া চাহিয়া রহিয়াছি দেখিয়া বলিলেন—"হাম মেঘনারায়ণ সিং।" আমি প্রতিসম্ভাষণ করিলে অমনি ঘোড়া হইতে নামিতে জিদ করিলেন। বলিলেন—"সে কি! আপনি আমার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন। আমার বাড়ীতে একটুক বসিয়া আমার পুত্রকন্যাদিগকে দেখিয়া যাইবেন না?" আমি চিরদিন ছেলেপুলে বড় ভালবাসি। এ প্রলোভন এবং ইঁহাদিগের বাড়ীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখিবার সাধ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কেহ কেহ বা আমাকে শিশুটির মত জড়াইয়া ধরিয়া ঘোড়ার উপর হইতে বলপূর্ব্বক হাসিয়া হাসিয়া নামাইয়া লইতেন। সেই হাসি কত সরল, কত শীতল। আত্মীয়-হীন বিদেশে কত প্রীতিপ্রদ। একখানি খাটিয়ার উপর উৎকৃষ্ট কাশ্মীরী শাল পাতিয়া আমাকে বসান হইত। জমিদারের পুত্র, পৌত্র, কন্যা, দৌহিত্র সকলকে ডাকান হইত, এবং তাহাদের জনে জনে পরিচয় দেওয়া হইত। আমি শিশুদের আমার অঙ্কে ও পার্শ্বে বসাইতাম, এবং তাহাদের সঙ্গে সস্নেহে আলাপ করিতাম। বিদেশে এই শিশু সংসর্গ কি সুখের! তাহার পর নানারূপ কাবুলি মেওয়া, এবং দুধের সরবত উপস্থিত হইত। কিছুক্ষণ এরূপে নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিয়া ও বিশ্রাম করিয়া চলিয়া আসিবার সময়ে জমীদার ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন এমন কি শিশুগণ পর্য্যন্ত, আমার অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বাহির পর্য্যন্ত আসিত। বিদায়ের সময়ে শিশুদের সেই "সেলাম সাহেব" অভিবাদন, ও ক্ষুদ্র হস্তের সেলাম পাইয়া আমি সস্নেহে প্রতিসেলাম করিয়া হাসিতে হাসিতে অশ্ব ছাড়িয়া দিতাম। যতদূর দেখা যায় তাহারা আমার দিকে চাহিয়া থাকিত।

এইরূপে বড় আদরে ও আনন্দে দিন কাটিতেছে। এমন সময় ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের বক্সার বদলির খবর আসিল। দুটি পরিবারের

প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগিল। বক্সার যদিও ভবুয়া অপেক্ষা অনেক ভাল স্থান, তথাপি তাঁহারা যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেন। আমার দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বদলি রহিত করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ করাইলেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট লিখিলেন যে বক্সারে একজন ইউরোপীয়ান অফিসারের বিশেষ প্রয়োজন। কাযেই তাঁহাদের চলিয়া যাইতে হইল। তাঁহারা বড় কাঁদিলেন ও আমরা বড় কাঁদিলাম। বলিয়াছি সাহেব 'আইরিশম্যান'। কিন্তু মানব হৃদয় যে এক; দেশ ভেদে, অবস্থা ভেদে, জাতি ভেদেও যে তাহার স্বাভাবিক গতি রোধ করিতে পারে না, এই আমি প্রথম বুঝিলাম। 'এভিলিনা' স্ত্রীর গলা জড়াইয়া কাঁদিল, এবং সাশ্রুনয়নে আমার কাছে একখানি বহি আমার হস্তলিপি-সহ নিদর্শন চাহিল। আমি একখানি 'বাইবেলে' তাহার নাম লিখিয়া উপহার দিলাম। এ জীবনে আর তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। কিছুদিন তাহারা বড় স্নেহমাখা পত্র লিখিয়াছিল। তাহার পর আর তাহাদের কোনও খবর পাই নাই। মনুষ্য জীবন এমনিই অনিত্য মেঘ চন্দ্রালোকময়!

ভ্রাতৃশোক।

যেই অজ্ঞাত বিষাদের ছায়া যাহা এই পরিবারের সম্মিলনে কথঞ্চিৎ অপসারিত হইয়াছিল তাহাদের স্থানান্তরের সহিত যেন আবার ভাসিয়া উঠিল। স্ত্রী ও ছেলেরা শুনিয়াছিল যে সবডিভিসন গৃহ ও হাতা পূর্ব্বে একটি সমাধিস্থান ছিল। তাহাতে সকলের মনে এমন একটা ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল যে রাত্রিতে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে পর্য্যন্ত কেহ একা যাইতে ভয় করিত। তাহার উপর ভৃত্যগণ পাঁচরকম রূপকথাও তুলিয়াছিল। তাহারাও ভয়ে রাত্রিতে জড়সড় থাকিত। একদিকে এক মাইলের মধ্যে, এবং তিনদিকে দু এক ক্রোশের মধ্যেও জনপ্রাণী না থাকাতে, রত্রিতে সে নির্জ্জনতা ভয়াবহ বোধ হইত। এমন কি কাচারির তিন চারি ঘণ্টা সময় ভিন্ন আর চতুর্দ্দিকে মানুষের সাড়া-শব্দ বড় পাওয়া যাইত না। অতি দূরে দিনে কেবল ক্ষেত্রে কার্য্যরত কৃষকদের বিরল মূর্ত্তি নয়নগোচর হইত।

আমার কনিষ্ঠ হরকুমারের বয়স তখন অনুমান দশ বৎসর, তৎকনিষ্ঠ প্রাণকুমারের আট বৎসর। ভবুয়াতে একটি উর্দ্দু মধ্যইংরাজি হীনাবস্থার স্কুল মাত্র ছিল। অতএব তাহাদের বিদ্যাভ্যাসের কোনও রূপ সুবিধা নাই দেখিয়া আমি তাহাদিগকে দেশে পাঠাইব স্থির করিলাম। কিন্তু হরকুমার কিছুতেই দেশে যাইবে না। যে খুড়ীমা তাহাদিগকে পুষিয়াছিলেন, যাঁহাকে সে মা বলিয়া ডাকিত এবং যাঁহাকে ভিন্ন এই শিশুরা অন্য মা যে কেহ ছিল জানিত না, যাঁহার সঙ্গে বাড়ী যাইবার জন্য সে এতদূর আর্ত্তনাদ করিয়াছিল যে আমি তাহাকে ক্ষোভে, দুঃখে—কারণ 'যাদু' আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই শিশুদের ফেলিয়া যাইতেছিলেন—কত প্রহার করিয়াছিলাম, গলা টিপিয়া মারিয়া

ফেলিতে চাহিয়াছিলাম,—শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা, সে আজ তাঁহার কাছে যাইতে স্বীকার হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার নাম মাত্র শুনিতে পারিত না। তাহার ক্ষুদ্র শিশুহৃদয় খুড়ীর ব্যবহারে কিরূপ একটা গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল। বাড়ী যাওয়ার কথা বলিলে সে চটিয়া লাল হইত, স্ত্রীকে কত গালি দিত। এমন কি আমি শুনিতাম বারাণ্ডায় বসিয়া কত শোকের ও ক্রোধের ছন্দে পিতৃমাতৃহীন তাহাদিগকে কাছে না রাখিয়া দূরে পাঠাইতেছি বলিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিত। তাহার যত বড় চক্ষু, তত বড় অশ্রুর ফোঁটা ক্রোধারক্ত নেত্র হইতে ফেলিত। সে বড় কোপনস্বভাব ছিল। একদিন টেবিল, চেয়ার, পালঙ্ক, কাপড় ও বহি ইত্যাদির এক দীর্ঘ ফর্দ্দ সে দশ বৎসরের শিশু নিজে প্রস্তুত করিয়া আমার হাতে দিল। মুক্তার মত সুন্দর বাঙ্গালা লেখা। আমি একটুক হাসিয়া বলিলাম—"এ ফর্দ্দ কি জন্য করিয়াছিস্?" দৃঢ় উত্তর—"আমাকে এ সকল জিনিষ কিনিয়া দিতে হইবে; আমি হরকুমার বাবুদের বাসায় এক কামরা ভাড়া করিয়া কলিকাতায় পড়িব। বড় দাদা! আমি বাড়ী যাইব না।" আমি বলিলাম—"প্রাণকুমারের পড়ার কি হইবে? তাহাকেও তুই সঙ্গে রাখিতে পারিবি?" সে সেরূপ দৃঢ়স্বরে বলিল—"ওই বেকুবটাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেও।" প্রাণকুমার স্ত্রীর গলা জড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার সেই সুন্দর সুগোল মুখের বিশাল চক্ষু দুটি আরও বিস্তৃত করিয়া বলিল—"উঁ"! আমি বাড়ী যাইব না।" আমি সেই তেজস্বী অনাথ শিশু মূর্ত্তিটি বুকে লইয়া পিতামাতার শোকে কাঁদিলাম। তাহাকে অনেক বুঝাইলাম যে আমার কাছে থাকিলে যখন লেখা পড়ার সুবিধা হইতেছে না, তখন বাড়ী যাওয়া ভাল। সে শিশু, কলিকাতায় কেমন করিয়া থাকিবে! আমরাই বা তাহাকে একাকী কিরূপে রাখিব? কিন্তু সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের কি বল! সে কিছুতেই তাহা শুনিবে না। সে

বলিল, কেন, হরকুমার বাবু কলিকাতায় আছেন। তাহাকে একখানি ঘর সাজাইয়া দিলে সে বেশ সেখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিবে, এবং মাগুরার মত বরাবর প্রথম পারিতোষিক লইবে। আমি অগত্যা বলিলাম—"আচ্ছা, হরকুমার বাবুকে আসিতে লিখিব। তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা করিতে হয় করিব।" মনে মনে ভাবিলাম—হরকুমার কলিকাতায় থাকা অসুবিধা বলিলে সে বাড়ী যাইতে স্বীকার হইবে। হরকুমারের সঙ্গে শীতের বন্ধে বাড়ী পাঠাইব। কিন্তু সে যেন আমার মন বুঝিয়া, যেন ভবিষ্যৎ গণিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"বড় দাদা! আমি কিন্তু বাড়ী যাইব না।" শিশুর মনে কি ভবিষ্যৎ ছায়া পড়ে? তাহার কথা ঠিক হইল। সে বাড়ী গেল না।

কিছুদিন পরে তাহার, প্রাণকুমারের ও স্ত্রীর ভয়ানক জ্বর হইল। এক কক্ষে স্ত্রী এক খাটিয়ায়, দুই শিশু অন্য কক্ষে দুই খাটিয়ায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে। দেখিবার লোক মাত্র আমি। ভৃত্য মহিম সেই দুই মাইল ব্যবধানে বাজারে একবার গেলে অর্দ্ধেক দিন যাইতে কাটিয়া যায়। একজন ইংরাজি অনভিজ্ঞ নেটিব ডাক্তার মাত্র ভরসা, তাঁহাতে ঔষধাদি কিছুই নাই। কেবল 'সব জেলের' জন্য নাম মাত্র যাহা আছে। সে কি দিয়াই বা চিকিৎসা করিবে? তাহার ঔষধে দুদিনে কিছুই কাহারও উপশম হইল না। ইতিমধ্যেই পূজার বন্ধে যখন কাশী গিয়াছিলাম, সেখানে স্ত্রীর জ্বর হইলে ৺ বাবু লোকনাথ মৈত্র হোমিও-প্যাথি মতে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আসিবার সময়ে আমাকে জ্বর ইত্যাদি সামান্য সামান্য রোগের জন্য তিনি কিছু ঔষধ দিয়াছিলেন। আমি তিন গ্লাসে 'একোনাইট' কয়েক ফোঁটা জলে দিয়া তিন জনের কাছে রাখিয়া দিলাম, এবং এ ঘর সে ঘর করিতে লাগিলাম। ডাক্তার বলিয়াছিল সামান্য জ্বর, কোনও রূপ জটিলতা নাই। একোনাইটেই

দুদিনে ভাল হইবে। অতএব আমিও বড় চিন্তিত হই নাই। হরকুমারকে একমাত্রা ঔষধ দুপরের সময়ে খাওয়াইয়া গ্লাস তাহার খাটিয়ার নীচে ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিলাম। বলিলাম দুঘণ্টা পর এক ঢোক খাইতে হইবে। তিন চারি মাত্রা ঔষধ রহিল। সে বলিল—"হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ত? আমি উহার খাওয়ার নিয়ম জানি। ঘড়ি দেখিয়া দুঘণ্টা পরে পরে খাইব। আপনি বউঠাকুরাণীর কাছে যান। তাঁহার বড় বেশী জ্বর হইয়াছে।" তাহার মনে কোনও ভয় নাই। বুক সেই তেজ ও সাহসে ভরা। সে স্ত্রীর জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। স্ত্রীর বাস্তবিক জ্বর বড় বেশী হইয়াছিল। তিনি ভয়ানক ছট্ ফট্ করিতেছিলেন। আমি তাঁহার কাছে বসিয়া একখানি বহি পড়িতেছিলাম। সে দিন রবিবার কি অন্য কোনও বন্ধ ছিল। আফিস ছিল না। সমস্ত হাতায় এক আরদালি ভিন্ন অপর লোক কেহই নাই। আমি বহি পড়িতে চেষ্টা করিলাম। পরিলাম না। যদি ইহাদের রোগ বৃদ্ধি হয়, কি করিব ভাবিতেছিলাম। দুঘণ্টা পরে উঠিয়া স্ত্রীকে ও প্রাণকুমারকে ঔষধ খাওয়াইয়া হরকুমারের কক্ষে গেলাম। সে তখন বড় ছট্‌ফট্ এবং এপাশ ওপাশ করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুই ঔষধ খাইয়াছিস্ কি?" সে আমার মুখের দিকে কি এক দীন ভাবে চাহিয়া হাতে কি ঈষারা করিল। আমি কিছু বুঝিলাম না। দুইবার, তিনবার জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছুই উত্তর দিল না। কেবল ছট্‌ফট্ করিতেছে, আর এক একবার মুখের দিকে চাহিতেছে। তখন খাটিয়ার নীচে হইতে গ্লাসের ঢাকা ফেলিয়া দেখিলাম তাহাতে ঔষধ মাত্র নাই। আমি বলিলাম—"ঔষধ কি হইল? তুই কি সকল ঔষধ একেবারে খাইয়া ফেলিয়াছিস্।" আমি মাথা কুটিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে কিছুই বলিতেছে না। কেবল সেরূপ ছট্‌ফট্ করিতেছে। আমার তখন

ভয় হইল। আমি চীৎকার ছাড়িয়া মহিমকে ডাকিলাম। সে ছুটিয়া আসিল। সে বলিল—"কেবল দুষ্টামি করিতেছে। এখনই আমার কাছে জল চাহিয়াছে। আমি দিই নাই বলিয়া, জিদ করিয়া সমস্ত ঔষধ বোধ হয় খাইয়াছে। আরও জল খাইবার জন্য এ দুষ্টামি করিতেছে।" বাস্তবিক সে বড় দুষ্ট ছিল। অনেক সময়ে নানা প্রকারের ছল করিত। মহিম হাসিয়া বলিল—"কি দুষ্ট! জল খাবি?" শিশু কোনও উত্তর দিল না। কেবল শয্যায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল এবং এক প্রকার হৃদয়বিদারক যাতনাব্যঞ্জক শব্দ করিতেছিল। তাহার চক্ষু দুটি যেন রক্তজবার মত হইয়াছে। উহাদের কিরূপ বিস্তৃত অস্বাভাবিক লক্ষ্যহীন দৃষ্টি! "হরকুমার! কেন এমন করিতেছিস্"—বলিয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া তাহার খাটিয়ার পার্শ্বে জানুর উপর পড়িয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম। তখন তাহার আর বাহ্যজ্ঞান নাই। আরদালি ডাক্তারকে ডাকিতে ছুটিল। স্ত্রী ও প্রাণকুমার আমার কান্না শুনিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া আসিয়া পড়িলেন। মহিম বলিল—"আপনারা খামোকা এরূপ অস্থির হইতেছেন। এ কেবল জলের জন্য এ দুষ্টামি করিতেছে।" সে ছুটিয়া গিয়া জল আনিল। মুখে জল ঢালিয়া দিল। জল বাহিরে পড়িয়া গেল। তাহার জলের পিপাসা এ জীবনে আর মিটিল না। ক্রমে তাহার ছটফটি বাড়িতে লাগিল, যন্ত্রণা আরও বেশী হইল, চক্ষু আরও বিস্তৃত হইল! আমার বুকে সে যে কি করিতেছিল, আজও মনে হইলে সে বুক ফাটিতে চাহে। স্ত্রীও উন্মাদিনীর মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। মহিম বলিল—"তাহার যে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। আপনারা সরিয়া যান।" সে আমাকে টানিয়া ফেলিয়া দিল। তখন তাহার মুখও গম্ভীর হইল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিল।

তাহার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরমুখে নীরব রহিল। বলিল—"এই মাত্র এগারটার সময়ে আমি দেখিয়া গিয়াছি। হঠাৎ এরূপ অবস্থা যে কেমন করিয়া হইল বুঝিতে পারিতেছি না।" সে যে তিন চার মাত্রা একোনাইট্ খাইয়াছে তাহা বলিলাম। ডাক্তার বলিল হোমিও-প্যাথিক ঔষধ একশিশি খাইলেও কোনও রূপ অনিষ্ট হয় না! ডাক্তার মহিমকে কি বলিল। মহিম কাঁদিতে কাঁদিতে শিশুকে কোলে করিয়া বারাণ্ডায় লইয়া গিয়া কোলে লইয়া বসিল। তখন বেলা পাঁচটা। এতক্ষণে ভবুয়ার বস্তিতে খবর গিয়াছিল। হাতা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। আমলা, মোক্তার, পুলিশ, জমিদার ছুটিয়া আসিল। দাই ও পাচক ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল! আমি এ জীবনের জন্য জীবনপ্রতিম স্নেহের ফুলটিকে বুকে লইলাম। সে চলিয়া গেল। আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া মহিম তাহাকে আমার বুক হইতে এ জীবনের জন্য কাড়িয়া লইয়া গেল। আমার আর মনে নাই। সন্ধ্যার পর দেখিলাম চারি দিক অন্ধকার,—গৃহ অন্ধকার। স্ত্রী ও প্রাণকুমার তখন ও ক্লান্তস্বরে গৃহের মধ্যে কাঁদিতেছেন। আমার চারিদিকে ভদ্রলোকগণ নীরবে শোকার্ত্তভাবে বসিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন। গোকুলচাঁদ আমার মাথা তাঁহার অঙ্কে রাখিয়া বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন—"ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহা ঘটিয়াছে। বিদেশ। এখানে আপনার আত্মীয় আত্মীয়া কেহ নাই। আপনি এরূপ অধীর হইলে চলিবে কেন? আপনি এই অল্প বয়সে একটি সবডিভিসন শাসন করিতেছেন। আমি আপনাকে অধিক কি বলিব? আপনি মাতাজীর কাছে যান। আপনি পুরুষ, তিনি স্ত্রীলোক।" আমার শোচনীয় অবস্থা, আমার কর্ত্তব্য,—তাহার এইকয়টি কথায় হৃদয়ে অঙ্কিত হইল। আমি কেবল একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিলাম—

"তাহাকে কি করিলেন? আমি সেখানে যাইব।" গোকুলচাঁদ বলিলেন যে তিনি সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমি সেখানে গেলে আরও অধিক অস্থির হইব মাত্র। আমার প্রাণে সে দৃশ্য সহিবে না। তাঁহারা আমাকে যাইতে দিবেন না। তখন বিধাতার এই সদ্য বজ্র সম্বরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। গৃহে—না আমার জীবন্ত শ্মশানে প্রবেশ করিলাম। বুকের মধ্যে যেন সেই সুকুমার শিশুর চিতার আগুন জ্বলিতেছিল। সে আগুন যেন এখনও নিবে নাই। কিন্তু তাহার উপর পাষাণ চাপাইয়া শিশু প্রাণকুমারকে বুকে লইয়া সমস্ত রাত্রি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিলাম। মহিম রাত্রি নয়টার সময়ে ফিরিয়া আসিল। আমার জীবনের প্রথম আশা ফুরাইল; স্নেহ মন্দিরের প্রথম কক্ষ বিচূর্ণিত হইল। সে বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইত। অন্যথা আমারই আকৃতি, আমার প্রকৃতি। আমার মানসিক শক্তি, আমার তেজস্বিতা, এমন কি আমার বিলাসপ্রিয়তা পর্য্যন্ত সকলই তাহার ছিল। সে যেরূপ কলিকাতায় কক্ষ সাজাইয়া থাকিতে চাহিয়াছিল, আমিও শৈশবে সেরূপ আমার কক্ষ সাজাইয়া রাখিতাম। কিন্তু আমি শিশুর সেই সাধ মিটাইতে পারিলাম না। সে বুঝিয়াছিল যে আমি মনে মনে তাহাকে বাড়ী পাঠাইব স্থির করিয়াছিলাম, তাই কি সে এরূপে চলিয়া গেল? খুড়ী তাহার স্নেহ পর্য্যন্ত কাটাইয়া, তাহাকে ফেলিয়া মাগুরা হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই কি সে একেবারে সেই চিরপ্রেমধামে আমার প্রেমময়ী জননীর কাছে, প্রেমস্বর্গ জনকের কাছে চলিয়া গেল? তাহাকে জীবনে আমি সেই একদিন মারিয়াছিলাম, গলা টিপিয়া খুন করিতে চাহিয়াছিলাম—তাই কি চলিয়া গেল? এ স্মৃতি হৃদয়ে মুহুর্মুহু বিষদন্ত বসাইতে লাগিল। কিন্তু আমি তাহাও ত অস্নেহে করি নাই। খুড়ীর নিষ্ঠুরতায় পিতৃ-মাতৃ-

শোকে বিহ্বল হইয়া করিয়াছিলাম। এরূপ কতকথা মনে পড়িতে লাগিল। আমার জীবনের প্রথম আশা তাহার উপর—একমাত্র তাহারই উপর—স্থাপিত করিয়াছিলাম। প্রাণকুমার তখনই এক প্রকার সরল ও নির্ব্বোধ ছিল। আর দুটির আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া বড় যে ভাল ছেলে হইবে বলিয়া বোধ হইত না। কিন্তু তাহার মানসিক শক্তি আমার অপেক্ষাও যেন প্রখরা ছিল। স্মরণশক্তি আমার অপেক্ষাও প্রখরতরা ছিল। সমস্ত দিন খেলিয়া বেড়াইত, ও আমার মত দুষ্টামি করিত। অল্পক্ষণ মাত্র সন্ধ্যা ও সকালে পড়িত। কোনও গৃহ শিক্ষকও ছিল না। তথাপি মাগুরাতে পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়েই প্রথম পারিতোষিক পাইয়াছিল। সমস্ত বিষয়ে সে প্রথম হইয়াছিল। যশোহরে তাহার হাতের লেখা দেখিয়া আমার মনে যে আশা হইয়াছিল, এই পরীক্ষার ফলে তাহা বর্দ্ধিত ও স্থায়ী হইয়াছিল। আমার ভরসায় ও সাহসে বুক ভরিয়া গিয়াছিল। আমার পরে এ শিশু নিশ্চয় এ পরিবারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। অতএব আমার মনে কিছুমাত্র ভবিষ্যৎ চিন্তা ছিল না। যাহা উপার্জ্জন করিতেছিলাম, তাহাই উড়াইতেছিলাম। আমি যৌবনের সেই প্রথম উচ্ছ্বাসে যেন একটি বিহঙ্গের মত নির্ম্মল মধুরালোকে পূর্ণ সুখের নীলাকাশে কল্পনার পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতেছিলাম। অকস্মাৎ চক্ষুর আড়ালে বিনা মেঘে আমার উপর এই বজ্রপাত হইল। আমি আকাশ হইতে ভূতলে পড়িলাম। আমার সকল আশা ভরসা ফুরাইল।

তাহার উপর মনে একটা দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই তিন চারি মাত্রা ঔষধ খাওয়াতে কি এরূপ হইল? আমিই কি তাহার অকাল মৃত্যু ঘটাইলাম? এই মনস্তাপে আমার হৃদয়ে অনিবার বৃশ্চিকদংশন হইতেছিল। লোকনাথবাবুর কাছে সকল অবস্থা বিবৃত করিয়া

পত্র লিখিলাম। উত্তর পাইলাম আমার সন্দেহ অমূলক। ডাক্তার যাহা বলিয়াছিল তিনিও তাহাই লিখিলেন। ঐরূপ এক শিশি ঔষধ খাইলেও এরূপ কোনও অনিষ্ট হইবার কথা নহে। তখন এই মনস্তাপানল নিবিল; হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি পাইলাম।

তখন আমার বয়স চব্বিশ বৎসর এবং স্ত্রীর চৌদ্দ বৎসর। সঙ্গে একটি আট বৎসরের শিশু এবং দেশীয় একটি ব্রাহ্মণ বালক। আর দেশীয় কেহ সঙ্গে নাই। ভবুয়া বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের অধিকারের পশ্চিম প্রান্ত। তাহার পর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধিকার। মধ্যে কর্ম্মনাশা নদী। আর চট্টগ্রাম বাঙ্গালার অধিকারের পূর্ব্ব-প্রান্ত। অবস্থা ভাবিয়া বুকে পাষাণ চাপা দিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিলাম। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম। যখন হৃদয়ের আবেগ সে পাষাণকে ঠেলিয়া ফেলিত, তখন অশ্বে ছুটিয়া গিয়া অশ্ববল্‌গা বাহুতে জড়াইয়া "শূরানদীর" তীরে, সেইক্ষুদ্র শ্মশানের পার্শ্বে, সেই নির্জ্জন অশ্বথ মূলে, ধরাতলে বুক রাখিয়া বহুক্ষণ সায়াহ্ন গগনতলে শিশুটির মত আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতাম। উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে অশ্রু মুছিয়া স্থির শান্তভাবে গৃহে ফিরিয়া আসিতাম, স্ত্রী যেন শোকচিহ্ন মাত্র দেখিতে না পান। ইহাপেক্ষাও কঠিনতর পরীক্ষা সম্মুখে ছিল বলিয়াই বোধ হয় ভগবান আমাকে এরূপে আত্মসম্বরণে দীক্ষিত করিলেন।

উচ্চতর পরীক্ষা।

এই দারুণ শোক বুকে চাপিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে আবার ডিপার্টমেণ্টাল উচ্চতর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। মাগুরা হইতে যশোহরে গিয়া পূর্ব্ব পরীক্ষার ছয় মাস পরে এই পরীক্ষা দিয়াছিলাম। যশোহরে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। উর্দ্দুতে কেবল এক মার্কের জন্য পরীক্ষক প্রভুগণ আমাকে ধরাশায়ী করিয়াছিলেন। তথাপি বার্টন্ সাহেব আমার পরীক্ষার ফল দেখিয়া লিখিয়াছিলেন যে আমি যেন তজ্জন্য দুঃখিত না হই। কারণ কর্ম্মে প্রবেশ করিয়া নয় মাসের মধ্যে উভয় পরীক্ষা, কেবল উর্দ্দু ভিন্ন, উত্তীর্ণ হওয়া সামান্য প্রশংসার কথা নহে। অতএব ভবুয়া আসিয়া আবার সে অপূর্ব্ব ভাষায় অপূর্ব্ব কণ্ঠবিকৃতিপূর্ণ বর্ণমালাসংযুক্ত প্রেতলোকের গল্পপূর্ণ অপূর্ব্ব গ্রন্থাদি ও মোকদ্দমার কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এখানে আদালতের ভাষাই তখন উর্দ্দু ছিল। শিক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা হইল। উর্দ্দুতে সমস্ত পুলিস রিপোর্ট আমি নিজে পড়িতাম। এবং নিজে তাহাতে উর্দ্দুতে হুকুম লিখিতে এবং স্থানীয় ভদ্রলোকদের কাছে পত্রাদিও উর্দ্দুতে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে আমি তাহাদের চক্ষে একটী ক্ষুদ্র অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন হইলাম। এই শোকের অল্প দিন পরেই পরীক্ষার সময় আসিল। পরীক্ষা দিতে আমাকে আরা যাইতে হইবে। সেই প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্যে, সেই সমাধি-ভূমিস্থ গৃহে, রোগ ও শোকগ্রস্ত একটী বালিকা স্ত্রী ও শিশু ভ্রাতাটিকে কিরূপে রাখিয়া যাইব? তাই চন্দ্রকুমারের ভাই হরকুমারকে কলিকাতা হইতে আসিতে পত্র লিখিলাম। তাহার পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমি আরা চলিয়া গেলাম।

পরীক্ষা হইতেছে জজ লাউইস্ সাহেবের ঘরে। কয়েকজন ইংরাজ ও আমি একমাত্র বঙ্গচন্দ্র পরীক্ষিত শ্রেণীতে উপস্থিত। আমাকে কেবল উর্দ্দুর পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। প্রশ্নের কাগজ হাতে আসিল। আমি উত্তর লিখিতেছি। পেনের কলমে ও ইংরাজী কালিতে উর্দ্দু লিখিতে সুবিধা হয় না। তাই ওয়াস্তির কলম এবং এক বৃহৎ হিন্দুস্থানী 'দস্তান' লইয়া গিয়াছি। মসৃণ অমল ধবলা ফুলিস্‌কেপ্ কাগজে লেখনী বামবাহিনী হইয়া চলিতেছে, আর অমল ধবলমূর্ত্তি জজ সাহেব আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছেন। তিনি তাঁহার অমলা ধবলা অর্দ্ধাঙ্গিনীকে ডাকিয়া আনিলেন, এবং উভয়ে আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আমার লেখা দেখিতে লাগিলেন। কৌতূহল আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া জজ-মহিলা বাঁশরীবিনিন্দিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু! তুমি কি মুন্‌সি?" কানে অমৃতবর্ষণ হইল বটে, কিন্তু প্রশ্ন কিছু বুঝিলাম না। আমি মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলাম। তখন জজ নিজে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি বেহারের লোক?" উত্তর—"না, মহাশয়! আমি বাঙ্গালী!" তখন মেম সাহেব মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন—"বাবু! এমন সুন্দর উর্দ্দু লিখিতে কেমন করিয়া শিখিলে? তুমি যে ঠিক একজন মুন্সির মত লিখিতেছ।" আমি মুখ-ভঙ্গীতে এবং তাঁহার প্রতি ঈষৎ হাস্যে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া নিরুত্তর রহিলাম। জজ বলিলেন—"আপনি বোধ হয় অনেক দিন বেহারে আছেন?" উত্তর—"অনুমান চারি মাস।" তিনি বিস্মিত হইলেন, এবং আমার উর্দ্দু অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া মেমসাহেব বলিলেন—"বাবু! তুমি নিশ্চয়ই পাস হইবে।" আমি তাঁহাকে এই শুভ কামনার জন্য ধন্যবাদ দিলাম। তখন জজ বলিলেন—"ইহাঁরা ত

কিছুই পড়িতে পারিতেছেন্ না। বড় খারাপ লেখা। আপনি পড়িতে পারিয়াছেন কি ?" বাস্তবিকই বিষম ব্যাপার। একে উর্দ্দু, একটা 'নোক্তা', এ দিক সে দিক হইলেই মহাবিভ্রাট। তাহাতে টানা হাতের লেখা। তাহার উপর আবার টানা লেখা হইতে 'লিথো' করিয়া প্রশ্নের কাগজ ছাপা হইয়াছে। এবং আমাদের তাহা ইংরাজী অক্ষরে লিখিতে (transliterate) করিতে হইতেছে। হাতের লেখার 'নোক্তা' যাহা ছিল তাহাও 'লিথোতে' উঠে নাই। চারিদিকে পরীক্ষিত সাহেব মণ্ডলী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। কেহ বা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি বলিলাম আমি দুইটী স্থান ভিন্ন আর সকল পড়িতে পারিয়াছি। একটী একজন এপ্রেণ্টেসের দরখাস্ত, এবং অন্যটী একজন মৃত ব্যক্তির পুলিসের 'ছরত্ হাল' বা শরীরের অবস্থা বর্ণনা। জজ সাহেব তাঁহার একজন আমলাকে কাছারী হইতে ডাকাইলেন ; এবং বারণ্ডায় প্রশ্নের কাগজ তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—"জোর্‌সে পড়ো।" উদ্দেশ্য যেন আমরা শুনিতে পাই। আমলা মহাশয় একজন 'পশ্চিমে কায়েত' ; চূড়ান্ত ফাজিল। সে মনে করিল সাহেব আর ছাই ভস্ম কি বুঝিবে। তাহার যাহা খুসি পড়িয়া গেল। সাহেব ঘরে আসিয়া বলিলেন—"এখন তুমি সেই দুই স্থান ঠিক করিতে পারিয়াছ ?" আমি বলিলাম—"না। এ ব্যক্তি সেই দুই স্থান ছাড়া আরও স্থানে স্থানে ভুল পড়িয়াছে।" সে আমার উপর চটিয়া লাল হইল। যে যে স্থানে সে ভুল পড়িয়াছিল আমি ধরিয়া দিলে সে মাথা চুল্‌কাইয়া 'খয়ের! খয়ের!'—ঠিক ঠিক—বলিল। সাহেব মহলে একটা হাসি পড়িয়া গেল। জজ সাহেব আমার পিট চাপড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর আমি যেই দুই স্থান পড়িতে পারি নাই, সেই দুই স্থানে সে যাহা পড়িয়াছে তাহাতে কোনও অর্থ হয় না বলিলে সে আমার উপর আরও চটিয়া গেল। বলিল—

"আপনি বাঙ্গালী হইয়া এরূপ বলিলে কি করিব ?" আমি বলিলাম—"তুমি অর্থ বুঝাইয়া দেও।" তখন সে বড় মুস্কিলে পড়িল। খানিকটা—"কেয়া বদ্‌খৎ! কেয়া বদ্‌খৎ!"—কি খারাপ লেখা! কি খারাপ লেখা!—করিয়া এবং লেখক ও তাহার কন্যার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ঘটাইয়া বলিল—"খয়ের! আপ্ যো ফরমায়ে হেঁ, ঐ ঠিক হায়! সায়েদ্ আউর দোছরা কুচ্ হোগা।" আবার সাহেবরা উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন। হাসির রগড় শুনিয়া মেম সাহেব ছুটিয়া আসিয়া তাহাতে যোগদান করিলেন এবং Brave boy! Brave boy!—বাহাদুর ছেলে! বাহাদুর ছেলে!—বলিয়া আমাকে বাহবা দিতে লাগিলেন। আমলা মহাশয় আরও খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। জজ সাহেব বলিলেন—"সে দুই স্থানের জন্য কিছু আসিবে যাইবে না। আমি পরীক্ষকদিগের কাছে আমার রিপোর্টে এই হাস্যকর উপাখ্যান লিখিয়া পাঠাইব। তাঁহাদের এরূপ প্রশ্ন দেওয়া বড় অন্যায়।" ডেপুটীর দল আমার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। শুনিয়াছি তাহার পর বৎসর হইতে আর ঐরূপ উর্দ্দু লেখা দেওয়া বন্ধ হইয়াছে। উত্তর কাগজ আমি যথাসময়ে জজ সাহেবের হাতে দিলে তিনি উর্দ্দু হইতে ইংরাজী ভাষান্তর ও অনুবাদ ভাগ পড়িলেন এবং নিশ্চয় পাস হইব বলিলেন। আমি জয়পতাকা মাথায় বাঁধিয়া সুহৃদ্বর অন্য এক ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের আবাসে ফিরিলাম। জজ সাহেব প্রশ্নের কাগজ কাছারীতে গিয়া অন্য আমলার দ্বারা পড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং আমার উর্দ্দু ভাষা জ্ঞানের গল্প করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে এই গল্প আরা ছড়াইয়া পড়িল।

তাহা শুনিয়া পরদিন প্রাতে কালেক্টারির সেরেস্তাদার বাবু হরিহরচরণ আসিয়া উপস্থিত। মধ্যম বয়স্ক, অতি সুন্দর পুরুষ। যেন এক টুক্‌রা মার্জ্জিত হীরকখণ্ড। তিনি বেহারী। আরা জেলায় তাঁহার

অসামান্য প্রতিপত্তি। তিনি বলিলেন, যে ভবুয়ার লোকের মুখে আমার এত অল্প বয়স এবং এরূপ প্রশংসা শুনিয়াছেন যে তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কি যে শুভক্ষণে সাক্ষাৎ হইল, তিনি আমাকে লইয়া ক্ষেপিয়া গেলেন। সেই রাত্রিতে তাঁহার বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ হইল। সন্ধ্যার পর তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। এমন সুন্দর সজ্জিত বাড়ী আমি তখন যাবৎ দেখি নাই। তাঁহার দুটি পুত্র। পুত্র ত নহে দুধে। বড়টির নাম, স্মরণ হয়, লালবাবু। তাহার বয়স বৎসর চৌদ্দ পনর এবং তাহার কনিষ্ঠটির বয়স নয় দশ বৎসর। তাহারা দুই ভাই আমাকে পাইয়া বসিল। আমি চিরদিন ছেলেদের ভালবাসি। আমিও তাহাদের পাইয়া বড় সুখী হইলাম। আহারের ইংরাজি মতে ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা কয়েকটি নিমন্ত্রিত বাঙ্গালী খাইতে বসিলাম। ছেলে দুটি আমার দুপাশে চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাবু হরিহরচরণ একখানি চেয়ার লইয়া আমার পার্শ্বে বসিলেন। তাঁহারা ইংরাজি আহার স্পর্শ করেন না। আমার বড়ই কষ্ট বোধ হইল। আমি বলিলাম—"আপনি তবে এরূপ আহারের বন্দোবস্ত করিলেন কেন? আমি আপনার ও ছেলে দুটির সঙ্গে বসিয়া খাইতে পারিলে বড় সুখী হইতাম। আমার কিছুই ভাল বোধ হইতেছে না।" তিনি বলিলেন—"আমি ত আপনার মনের ভাব যে এরূপ তাহা জানিতাম না। বাঙ্গালী বাবুরা এরূপ আহার ভাল বাসেন, তাই এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি। ছেলেদের প্রতি আপনার যেরূপ আদর দেখিতেছি, ও আপনাকে পাইয়া তাহারা যেরূপ ক্ষেপিয়াছে, আপনার কথা শুনিয়া আমারও বড় দুঃখ হইতেছে।" তাঁহার ছোটছেলে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"বাবা! বাবু ইহার পর আবার আমাদের সঙ্গে খাইবেন।" সকলে তাহার এই সরল স্নেহের কথা শুনিয়া হাসিয়া

উঠিলেন। আহারের পর আবার সুসজ্জিত বৈঠকখানা কক্ষে (Drawing room) গেলাম। আমরা চারিদিকে কৌচে ও কুসনযুক্ত সুকোমল মকমল চেয়ারে বসিলাম। মধ্যস্থলে আরার বিখ্যাত ‘ওকাওয়ালি’ (বাইজি) বসিয়া গাইতে লাগিলেন। মধ্যম-যৌবনা, বিস্তৃত-বিলাস-বিলোল-নয়না, ছায়াচ্ছন্ন-জ্যোৎস্না-বরণা, সুগোল ফুল্ল তন্বী, গৈরিক বর্ণের বসনে সেই তরঙ্গায়িত চারু দেহলতা আবৃত করিয়া অস্ফুট, দর্শনীয় ও অনুভবনীয়, কি সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যই বিকীর্ণ করিতেছিল। সেই উদাসিনী বেশে, সেই উদাসীন নয়নে, সুগোল মুখচন্দ্রের সুগোল সুগঠিত সুন্দর ললাটের উপর তুই এক গুচ্ছ মসৃণ কেশ অযত্নে দোলাইয়া ফুল্লনীলাকমল সদৃশ আরক্ত করকমল সঞ্চালিত করিয়া, সে গাইতেছে “যেয়ছা যোগিনী কা সামান ফিরো।” তাহার কখন উভয় চক্ষে অশ্রু-ধারা। কখন বা একচক্ষে অশ্রু, একচক্ষে হাসি। কখন বা উভয় ভ্রূ, কখন বা একের পর অন্য ভ্রূলতা ক্ষুদ্র সর্পশিশুর মত সঙ্কুলিত ও প্রকম্পিত হইতেছে। আমরা চিত্রার্পিতের মত নীরব নিশ্চল ভাবে বসিয়া তাহার সেই অতুলনীয় রূপের অনন্ত আন্দোলন ও বিস্ফুরণ দেখিতেছি, এবং অতৃপ্তপ্রাণে তাহার সেই সঙ্গীত সুধা পান করিতেছি। কেবল মধ্যে মধ্যে আমি পার্শ্বস্থিত লালবাবুকে গানের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। সে কোন পদের অর্থ বলিতে পারিতেছিল, কোনও পদ ‘ঠেট হিন্দি’ বলিয়া বলিতে পারিতেছিল না। রজনী দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত এই সঙ্গীত মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করিয়া আমি আত্মহারা হইয়া বন্ধু ডেপুটি বাবুর সঙ্গে তাঁহার গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আমি এমন সঙ্গীত ইতিপূর্ব্বে আর শুনি নাই। আমি অবশিষ্ট রাত্রিও স্বপ্নে সেই সঙ্গীত শুনিলাম।

পরদিন প্রাতে আমি আটটার টেণে আরা হইতে বাঁকিপুরে কমিশনার

দর্শনে যাইব। প্রস্তুত হইয়াছি, এমন সময়ে বাবু হরিহর চরণ আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন, যে তাঁহার ছেলে দুটি কাঁদাকাটি করিতেছে। তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীরও নিতান্ত ইচ্ছা আমি প্রাতে তাঁহার ছেলে দুটির সঙ্গে আহার করিয়া অপরাহ্নের ট্রেণে বাঁকিপুর যাইব। কিন্তু আমার সময় নাই। কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার, ও সোনপুরের মেলা দেখিবার জন্য, ম্যাজিষ্ট্রেট ডয়েলি সাহেব কেবল আর একদিনের ছুটি দিয়াছেন। তিনি বলিলেন তিনি নিজে গিয়া আর একদিনের ছুটি লইয়া আসিবেন। কিন্তু সবডিভিসনে কেহ নাই। যদি ম্যাজিষ্ট্রেট ছুটি না দেন। শেষে অগত্যা তিনি বলিলেন, তাঁহার বাড়ী হইয়া, ছেলেদের আর একটিবার দেখাইয়া আমাকে ষ্টেশনে তাঁহার গাড়ীতে করিয়া পঁহুছাইয়া দিবেন। ট্রেণ হারাইবার আশঙ্কায় তাহাতেও আমি ছলছল নেত্রে অসম্মত হইলাম। ছেলেদের স্নেহে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত আর্দ্র হইয়াছিল। তাহাদের আর একটিবার দেখিতে আমার হৃদয়ও আকুল হইয়াছিল। শেষে ছেলেদের ষ্টেশনে যাইতে সংবাদ দিয়া তিনি আমাকে তাঁহার টম্‌টমে তুলিয়া লইয়া ষ্টেশনে চলিলেন। তিনি কত আদরের, কত প্রশংসার কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি বিশ বৎসর চাকরি করিতেছেন, কিন্তু কোনও বাঙ্গালী কি কোনও কর্ম্মচারীকে এরূপে সকলের প্রিয় হইতে দেখেন নাই। আমাকে দেখিয়া তিনি এই লোকপ্রিয়তায় বিস্মিত হন নাই। কিন্তু কোন্ পথে, কোথায় যাইতেছি? নক্ষত্রবেগে তাঁহার ঘোড়া ছুটিয়াছে, কিন্তু ষ্টেশন কই? আমি বলিলাম, আমার সে দিন আসিতে ত এত বিলম্ব হয় নাই। এপথেও যেন আমি আসি নাই। তিনি বলিলেন, সহরের দৃশ্যাবলী দেখাইবার জন্য তিনি আমাকে অন্য পথে লইতেছেন। ভয় নাই, ঠিক সময়ে ষ্টেশন পঁহুছিব। তিনি নানা উদ্যান অট্টালিকা

দেখাইয়া আমাকে ষ্টেশনে লইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, ট্রেণ ছাড়ে ছাড়ে। আমি ছুটিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। আরদালি পূর্ব্বে গিয়া টিকিট করিয়াছিল। তাঁহার মুখ বিষণ্ণ হইল। তিনি বলিলেন—"ট্রেণ একটুক দেরীতে আসিয়াছে তা না হইলে ট্রেণ পাইতেন না। আমি ইচ্ছা করিয়া দেরী করিয়া আনিয়াছিলাম।" ট্রেণ ছাড়িল, এমন সময় তাঁহার পুত্র ছুটি আসিল। পিতা-পুত্র তিন জন সজলনয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে করিতে যতদূর দেখা যায় চাহিয়া রহিলাম। তাঁহারা অদৃশ্য হইলে আমি অশ্রু মুছিয়া অবসন্ন ও বিষণ্ণ হৃদয়ে বসিয়া পড়িলাম। তাঁহাদিগকে এ জীবনে কখনও আর দেখি-নাই, অথচ সেই কয় ঘণ্টার পরিচয়ে তাঁহারা আমার হৃদয়ে চিরপরিচিত পরম আত্মীয়ের মত অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? কাহারও সঙ্গে বহুকাল সাক্ষাতেও কোনওরূপ আত্মীয়তা হয় না, আর কাহারও সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই এইরূপ চির আত্মীয়তা হয়, আবার কাহারও প্রতি প্রথম দর্শনেই কিরূপ একটা অশ্রদ্ধা জন্মে, ইহার অর্থ কি? ইহা কি শুধুই শরীরস্থ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল, না জন্মান্তরীণ প্রীতি অপ্রীতির ফল? আমার বিশ্বাস—উভয়।

গাড়ীতে অশ্রুমোচন করিয়া এবম্বিধ বিষয় চিন্তা করিতেছি, অন্যদিক হইতে একজন ভদ্রমূর্ত্তি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"আরায় কি আপনার বাড়ী? আপনি কি আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া কোনও দূর দেশে যাইতেছেন?" আমি বলিলাম—না। তিনি বিশেষ কৌতুহল প্রকাশ করাতে আমি সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, আমার হৃদয় অযথা কোমল। আমি ভবুয়ার সব ডিঃ অফিসার শুনিয়াই তিনি আমার নাম বলিলেন ও 'এডুকেশন গেজেটে' আমার কবিতা

পড়িয়াছেন বলিলেন। আমি প্রথম মনে করিলাম, লোকটি মিশনারি। কিন্তু তিনি যেরূপ ভাবে আমাদের অফিসিয়াল বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন, তাহা কোনও মিশনারির জানিবার কথা নহে। আমাদের সামাজিক বিষয়ে, সাহিত্য বিষয়ে, বেশভূষা বিষয়েও অনেক আলাপ ও তর্ক বিতর্ক করিলেন। আমার পরিচ্ছদের ও ব্যবহারের অনেক প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন যে আরার কলেক্টার ডয়েলি সাহেব আমার উপযুক্ত প্রশংসাই তাঁহার কাছে করিয়াছিলেন। আমি কয়েকবার তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে বাঙ্গালীর এই একটি গুরুতর দোষ—তাহারা বড় কুতূহলপরবশ—Inquisitive। আমি বলিলাম—"আপনি আমার বাড়ীঘর জন্মবৃত্তান্ত পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আর আমি আপনার পরিচয় মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়া কি অপরাধী হইলাম?" তিনি হাসিতে লাগিলেন। ট্রেণ বাঁকিপুরে পঁহুছিলে তিনি আমার সঙ্গে পথটা বড় সুখে কাটাইয়াছেন বলিয়া বিদায় দিলেন, এবং বলিলেন, যে আমি সোনপুরের মেলাতে না গেলে কমিশনর Jenkins সাহেবের সাক্ষাৎ পাইব না। তিনি কেমন করিয়া জানিলেন—তিনি কোথায় যাইতেছেন—জিজ্ঞাসা করিলেও বলিলেন, বাঙ্গালী বড় Inquisitive। কিছুদিন পরে তিনি চট্টগ্রামে গিয়া একজন বন্ধুর কাছে এ গল্প করেন। বন্ধুর কাছে জানিলাম তিনি Mr. Grimley। তখন স্কুল ইন্স্পেক্টার ছিলেন। পরে 'বোর্ডের' মেম্বর হইয়াছিলেন।

আমি বাস্তবিক Jenkins সাহেবকে বাঁকিপুরে পাইলাম না। গঙ্গা পার হইয়া সোনপুরে গেলাম। সোনপুর একমাস যাবৎ পশ্চিম অঞ্চলের প্রভুদের বিলাসক্ষেত্র হইয়া থাকে। সেখানেও তিনি দর্শন দিলেন না। আমি চক্ষুর নিমিষে সেই শত শত শ্বেতাঙ্গের শোভনীয় ক্রোটনটব্ সজ্জিত, শিবির সজ্জিত, সহস্র সহস্র তুরঙ্গ বারণ সমাবৃত,

মহামেলা!ক্ষেত্র দর্শন করিয়া ভবুয়া ফিরিলাম। শুনিয়াছি ভারতে এত বড় মেলা আর নাই।

ভবুয়া আসিয়া সেই উর্দ্দুর কাগজ আমলাদিগকে পড়িতে দিলাম। তাহারা বহুদিন পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া এবং লেখক ও পরীক্ষককে "ছছুরা" সাব্যস্ত করিয়া শেষে একরূপ পাঠ স্থির করিল। এপ্রেণ্টিসের দরখাস্তের অপাঠ্য স্থানে লেখাছিল—"ফাক্‌কা পর ফাক্‌কাছে বমকজান বাকি হায়।" অর্থ বলিলেন—অনাহারের উপর অনাহারে কিঞ্চিৎ জীবন মাত্র অবশিষ্ট আছে। আর পুলিস 'ছরৎহালের' অপাঠ্যস্থান স্থির করিলেন —"পাঞ্জরাকে হাড্ডি নেকালা হায়।" অর্থ—পার্শ্বের হাড় বাহির হইয়াছে। যাহা হউক কিছুদিন পরে গেজেটে দেখিলাম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। এতদিন পরে এই তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়সে পরীক্ষার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

—o—

সেরগড়।

আরা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই শীতের প্রারম্ভে মফঃস্বলে নির্গত হইলাম। অক্টোবর শেষ না হইতেই এ অঞ্চলে শীতের আবির্ভাব হয়। স্ত্রী, কনিষ্ঠ শিশু ভ্রাতা প্রাণকুমার সঙ্গে শিবিরে চলিল। ভ্রাতৃপ্রতিম হরকুমারও কলিকাতায় ফিরিয়া না গিয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। জীবনের এই প্রথম শিবিরবাস বড়ই নূতন, বড়ই আনন্দদায়ক বোধ হইল। এ একপ্রকার সম্ভ্রান্ত বেদিয়া জীবন। একখানি Hill tent পশ্চিমের সুন্দর সুবিস্তৃত আম্রবাগানের কেন্দ্রস্থলে ঘননিবিড় আম্রছায়ায় সংস্থাপিত। কারণ এখনও দুপরের সময় রৌদ্রের বেশ একটুক উত্তাপ হইয়া থাকে। তাহার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে একটী ‘রাউটি’ এবং এই ব্যবধানের উভয় পার্শ্বে জনৈক জমিদার হইতে ধার করা কাপড়ের পর্দ্দা। মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। আমি সস্ত্রীক ক্ষুদ্র শিবিরটীতে এবং আর সকলে রাউটিতে থাকিত। ইহার কিঞ্চিৎ দূরে আর একটী শিবিরে কাছারি হইত, এবং এখানে স্থানীয় জমিদারবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম। স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার সময়ে আবাস-শিবির প্রাতে মহাদেবের মত বৃষভবাহনে চলিয়া যাইত। অন্ত উপায়ে যাইবার পন্থাভাব। আহারের পর রাউটি লইয়া পরিবারবর্গ চলিয়া যাইতেন। আমি কাচারির পর অশ্বারোহণে চলিয়া গেলে দ্বিতীয় শিবির আমার পশ্চাতে যাইত। এরূপে সমস্ত সবডিভিসন চারিমাস কাল পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। বেহার অঞ্চল এ সময় অতীব মনোহরা শ্রী ধারণ করিয়া থাকে। যতদূর দেখা যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুষ্ক প্রান্তর নির্ম্মল নীল শীতাকাশের নীচে দিগন্তব্যাপী এবং নানাবিধ হৈমন্তিক শস্ত-ক্ষেত্রে বিচিত্রিত ও পরিশোভিত। স্থানে স্থানে অহিফেন ক্ষেত্রে মনোহর শ্বেত

রক্ত কুসুমরাশি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহার যে কি শোভা, না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে সুরোপিত ও সুরক্ষিত আম্রবন। তদ্ভিন্ন আর কোথায়ও বৃক্ষের চিহ্ন মাত্র নাই। আম্রকাননের অনতিদূরে গ্রাম। গ্রামে গৃহের উপর গৃহ, তাহার উপর গৃহ। গৃহাবলী মৃন্ময়; পুরু প্রাচীরের উপর খাপরা ও খড়। দেখিতে অতি কদর্য্য। গ্রামের প্রান্তভাগে জমিদারের ইষ্টকালয়। তাহারও সন্মুখদিক মাত্র ইষ্টক, পশ্চাৎভাগ কর্দ্দম-নির্ম্মিত। দীন কুটীর-মালার পার্শ্বে এই অট্টালিকা এক অপূর্ব্ব তুলনাব্যঞ্জক। দরিদ্রতার মধ্যে যেন কি এক ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব। যেখানে জমিদারের 'মোকামের' অভাব, অর্থাৎ স্থানীয় জমিদার নাই, সেখানে সামান্য একটুক প্রাঙ্গণযুক্ত জমিদারের কাচারি আছে, গ্রামের কোনও স্থানে একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত 'ইন্দারা' এবং তাহার পার্শ্বে একটী বিশাল-ছায় পিপ্পল তরু। গ্রাম-খানি একটী ক্ষুদ্র জগৎ। ইহাতে গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় সকলই আছে। সূত্রধর আছে, কর্ম্মকার আছে. চর্ম্মকার আছে, ধোপা, নাপিত, কুমার, কাচারিতে জল তুলিবার কাঁধু, এবং 'চামাইন' (ধাত্রী) পর্য্যন্ত আছে। এমন কি প্রত্যেক গ্রামে এক একটি 'ডাইন' (ডাকিনী) পর্য্যন্ত আছে। কাহারও ছেলে মারা গেলে তাহারই কার্য্য বলিয়া স্থিরী-কৃত হয়, ও তজ্জন্য তাহাকে সময়ে সময়ে বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হয়। প্রত্যেক গ্রামে জমিদারের বাড়ীতে কি কাচারিতে পাটোয়ারি আছে। এই ব্যক্তি গ্রামের প্রজাদের কর আদায় করিয়া, জমিদার যে যেখানে আছেন, তাঁহার অংশ তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দেয়। গ্রামগুলি সুন্দর দরিদ্রতাপূর্ণ শান্তির ছবি। দেখিলে Elphinstone তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে গ্রাম্যসমিতির চিত্র দিয়াছেন তাহা মনে হয়। আমি যে সময়ে দেখিয়াছি তখনও তাহারা পূর্ণমাত্রায় ইংরাজি সভ্যতা শিক্ষা করে

নাই। সমস্ত সবডিভিসনে একজনও ইংরাজি জানিত না। একটী মুন্সেফও ছিল না। ফৌজদারী কোর্টেও সামান্য মোকদ্দমা মাত্র। তাহাও বড় বেশী হইত না। গ্রামের প্রাচীনেরা পিপ্পল ছায়ায় বসিয়া গ্রামের সকল বিবাদ মিটাইয়া দিত। কিন্তু দেশ যেমন পরিষ্কার গ্রামগুলি তেমনই কদর্য্য। তাহার মধ্য দিয়া একটি কি দুইটি ক্ষুদ্র অপরিসর গ্রাম্য-পথ চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে দুই পার্শ্ব হইতে গৃহের পয়ঃনালী আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রামের চারিদিকে কদর্য্যতার একশেষ। অনেক গ্রামে প্রবেশ করিতেই নাসিকা পীড়িত হইয়া উঠিত। ফলতঃ দেশ যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জল যেমন নির্ম্মল, গ্রামগুলি তেমনিই নরক বিশেষ। সমস্ত প্রাতঃকাল ও অপরাহ্ন অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমনে ও পরিদর্শনে কাটাইতাম। সেই অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে শীতকালে অশ্ব সঞ্চালন যে কি প্রীতি ও স্বাস্থ্যপ্রদ তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বোধ হইত যেন সমস্ত দেহে কি এক সঞ্জীবনী সুধা সঞ্চালিত হইত। ভবুয়ার এলেকায় ১৪ মাইল পর্ব্বত। শুনিয়াছি তাহার উপরে উঠিলে ঠিক যেন সমতল ক্ষেত্র। আমি সেই পার্ব্বত্য দেশ ভিন্ন আর সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলাম। পর্ব্বতভূমি পরের বৎসর দর্শনের জন্য রাখিয়াছিলাম। মানুষের গণনা; সকল সময়ে সফল হয় না। যে সকল স্থান দেখিয়াছিলাম, সর্ব্বস্থানে জমিদার ও প্রজাবর্গের যে অপরি-সীম আদর পাইয়াছিলাম, চইনপুরের সেই প্রাচীন গগনস্পর্শী সমাধি গৃহ, ভগবান পুরের ও যোধপুরের সেই পার্ব্বত্য-শোভা, যোধপুরের সেই সুন্দর শৈলশ্রেণী ও তাহার পাদমূলস্থ আম্রবনে আমাদের মনোহর শিবির সন্নিবেশ, শৈলসুতা নীলনির্ম্মলসলিলা দুর্গাবতী ও কর্ম্মনাশা নদী নদ তীরে সন্ধ্যায় ও জ্যোৎস্নায় প্রথম জীবনের শিবির বিহার, আমার হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ভবুয়া উপরিভাগের একটী সীমান্ত স্থানে

একদিন সন্ধ্যার সময়ে শিবিরে পঁহুছিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলাম, স্ত্রী পূর্ব্বেই শিবিরে পঁহুছিয়াছিলেন, এবং উপস্থিত পুলিশ কর্ম্মচারীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলাম। গ্রামের জমিদার একটী স্ত্রীলোক। তিনি "বহুরিয়া" বলিয়া পরিচিত। তিনি বধূ অবস্থায়ই শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীহীনা হইয়া জমিদারির ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ একটি প্রকাণ্ড নানাবিধ খাদ্যের ডালি লইয়া উপস্থিত ছিলেন। সমবেত সকলেই এই রমণীরত্নের প্রশংসা করিতেছিলেন। শিবির সমীপবর্ত্তী স্থানে দেখিবার যোগ্য কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, নিকটে কিছুই নাই। তবে সেখান হইতে দশ মাইল ব্যবধানে সসারাম উপবিভাগের অন্তর্গত "সেরগড়" স্থানটী দেখিবার যোগ্য। কিন্তু পথ নাই, জঙ্গল কাটিয়া পথ করিয়া স্থানটী দেখিতে পারা যায়, তাঁহারা কেহই দেখেন নাই। তবে যাহা শুনিয়াছেন তাহা আমাকে বলিলেন। আমি স্থানটি দেখিবার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিলে, তাঁহারা বলিলেন, যে তাঁহারা তথায় যাইবার বন্দোবস্ত করিবেন।

শীতকাল, নীলনির্ম্মল পূর্ব্বাকাশে উষার তপ্ত কাঞ্চনাভা উন্মেষিত হইতেছে, এমন সময়ে পুলিশ কর্ম্মচারী ও 'বহুরিয়ার' প্রধান-কর্ম্মচারী একটী হস্তী ও বহুতর লোকজন সমভিব্যাহারে উপস্থিত। আমি বলিয়াছি যে, ভবুয়ার সাধারণ লোক আমাকে কিরূপ একটা অপত্যস্নেহের ভাবে দেখিত। আমি সেই বয়সে শাসন কার্য্য কিছুই জানিতাম না বলিলেই হয়। শিশু যেরূপ ধূলা লইয়া খেলা করে, আমিও যেন তাহাই করিতাম। তথাপি লোকের মুখে প্রশংসা ধরিত না। যেখানে যাইতেছি, সেখানে লোকে আমাকে হৃদয়ের সহিত আদর দেখাইতেছে। 'বহুরিয়ার' কর্ম্মচারী বলিলেন যে আমি ছেলে মানুষ এরূপ দুর্গম স্থানে যাইব শুনিয়া 'বহুরিয়া' বড় চিন্তিতা হইয়াছেন,

এবং আমাকে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। যদি নিতান্ত তাঁহার বাধা ঠেলিয়া আমি যাই, তবে যেন তিনি যে সকল লোক পাঠাইয়াছেন তাহাদিগকে সঙ্গে লওয়া হয়। রমণীহৃদয় ভিন্ন এমন আদর কোথায় সম্ভব? আমার চক্ষে জল আসিল। আমি দেখিলাম প্রকাণ্ড লাঠি, বড়সা, বল্লম, তরবারি এবং পুরাতন আগ্নেয়াস্ত্র হস্তে একটী ক্ষুদ্র সৈন্য উপস্থিত। ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইলে আমাকেও দাক্ষিণাত্য যাত্রী একটী ক্ষুদ্র আরঙ্গজেব হইতে হইবে। পুলিশ কর্ম্মচারীও বলিল, যে এত লোক সঙ্গে লইবার কিছুই প্রয়োজন নাই। লইলে বরং অসুবিধা হইবে। আমি বলিলাম যে এস্থানে শিবিরে আসা পর্য্যন্ত 'বহুরিয়া' আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেছেন, মাতাও পুত্রের প্রতি তাহার অধিক স্নেহ করিতে পারে না, অতএব তাঁহার কথা আমি অবহেলা করিতে পারি না। তবে "সেরগড়" দেখিবার আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। তাঁহার আশীর্ব্বাদে কোনও বিঘ্ন হইবে না। শেষে কর্ম্মচারী মহাশয় বলিলেন, যে অন্ততঃ তাঁহাকে আমার সঙ্গে যাইতে 'বহুরিয়া' বিশেষ আদেশ করিয়াছেন। অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলাম। তিনি, আমি ও পুলিশ কর্ম্মচারী একটি সুন্দর সুসজ্জিত ক্ষুদ্র হস্তী-পৃষ্ঠে যাত্রা করিলাম। আমি এত হস্তী দেখিয়াছি কিন্তু এমন সুন্দর ছোট হাতী দেখি নাই। একটী বৃহৎ 'ওয়েলার' অপেক্ষা বড় বেশী বড় হইবে না। শুনিলাম হাতীটি এ অঞ্চলের হস্তীদিগের মধ্যে 'রায় বাহাদুর' বিশেষ। পশ্চিম অঞ্চল-বাসীরা ঘোড়ার কদম চাল বড়ই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কিন্তু হাতীর কদম চাল যে সম্ভবে আমার বিশ্বাস ছিল না। এই হাতীটি কদম চালের জন্য প্রসিদ্ধ। ঐরাবত দেবরাজের বাহন হউক, কিন্তু এমন অসুখকর বাহন আর কিছুই হইত পারে না। কিন্তু এই হাতীটি এমন সুন্দর কদমে পা ফেলিয়া দ্রুত বেগে চলিল, যে এক অপূর্ব্ব

আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। কিছুদূর গেলেই জঙ্গলে উপস্থিত হইলাম। তখন পশ্চাৎ হইতে সকুঠারকর পরশুরামগণ আমাদের অগ্রবর্ত্তী হইলে উহারা জঙ্গল কাটিয়া পথ করিয়া দিয়া আগে আগে চলিল, হস্তীও ডাল ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিল। এরূপে আমরা জনমানবশূন্য বনপথে চলিলাম। স্থানে স্থানে বন-ঘুঘুর গম্ভীর কণ্ঠ, বন-কুক্কুটের পঞ্চম ধ্বনি, গো-মহিষের কণ্ঠ-লগ্ন বংশ-ঘণ্টা, রাখালগণের উচ্চ সম্ভাষণ ও গীত, সেই নির্জ্জনতা বক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছিল। কোথায় বা হরিণকণ্ঠে শিখরমালা প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং শার্দ্দুলের ভূস্তণে হৃৎকম্প উপস্থিত করিতেছে। আমাদের তিনজনের হস্তস্থিত আগ্নেয়াস্ত্রে তখন অজ্ঞাতসারে হাত পড়িতেছে। কিন্তু অগ্রবর্ত্তী কুঠারধারী বন-কাঠুরিয়াগণ তাহাতে কর্ণ-পাতও করিতেছে না। নির্ভয়ে স্বস্ব কার্য্য করিয়া বন আলোড়িত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমরা ক্রমে 'সেরগড়' পর্ব্বতের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। একটি এরূপ বিস্তৃত পথ সুকৌশলে গিরি-অঙ্গ কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে যে আমরা অনায়াসে হস্তীর পৃষ্ঠে গিরিশেখরে উত্তীর্ণ হইলাম। সেরগড় একটি মনোহর পার্ব্বত্য-দুর্গ। শিখরের প্রান্তভাগে যেখানে যেখানে শত্রুর আরোহণ করিবার সম্ভাবনা, সেখানে দুর্গপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। শিখরের মধ্যস্থলে কলিকাতার চকমিলন বাড়ীর মত অতি বিস্তৃত রাজপ্রসাদ। তাহার প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি সুরঙ্গ। সুন্দর সুনির্ম্মিত সোপানাবলীর দ্বারা সুরঙ্গ পথে অবতীর্ণ হইয়া যাহা দেখিলাম তাহা আর ভুলিবার নহে। উপরে যেরূপ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, গিরি-গর্ভেও উপরিস্থ প্রাসাদের নিম্নে সেরূপ একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণের চারি পার্শ্বে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে সুরঙ্গ পথে তাহাতে সুন্দর আলোক প্রবেশ করিতেছিল, এবং গৃহাবলী পরিষ্কার দেখা যাইতে-

ছিল। পাঠান মোগলদিগের প্রবল সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অপূর্ব্ব গিরিগর্ভস্থ অট্টালিকার অমল ধবল বর্ণ, এবং বিচিত্র ফলপুষ্প পল্লবে চিত্রিত লতার রং পর্য্যন্ত এই সাতশত বর্ষে মলিন হয় নাই। উপরিস্থ অট্টালিকার ছাদে উঠিয়া চারিদিকে দেখিলাম—কি মনোহর শোভা। মাতৃ-ভূমি ত্যাগ করিয়া এমন শোভা আর দেখি নাই। সেরগড়ের চারিদিকে প্রথম বিস্তৃত অরণ্য শোভা, তাহার পর গ্রামাবলী ও নানাবর্ণের শস্য-শোভিত অনন্ত অসংখ্য প্রান্তর। স্থানে স্থানে ক্ষীণ-কলেবরা পার্ব্বত্য নদী ও নদ শ্বেত পুষ্পহারের মত পূর্ব্বাহ্নের সূর্য্যকরে শোভা পাইতেছে। প্রান্তরচারী গো-মহিষাদি যেন নানা বর্ণের ক্ষুদ্র প্রান্তরজাত পুষ্পের মত বোধ হইতেছে। বহুক্ষণ নয়ন ভরিয়া এই শোভা দেখিয়া আমরা সেরগড় হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

আমাদের পথ প্রদর্শক ও পরিষ্কারক পরশুরামগণ বলিলেন যে অনতিদূরে এক গিরিগর্ভে একটি প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ আছেন। ভারত-বর্ষের 'নওনাথের' অর্থাৎ সোমনাথ, শম্ভুনাথ, চন্দ্রনাথ, আদিনাথ, বৈদ্যনাথ প্রভৃতির মধ্যে ইনি নবম নাথ। আমি লিঙ্গের নামটি এখন ভুলিয়া গিয়াছি। সেখানে ফাল্গুন মাসে একটি মেলা হইয়া থাকে। আমি নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে সঙ্গীগণ কিঞ্চিৎ আপত্তি করিয়া সে পথে প্রত্যাবর্ত্তন করা স্থির করিলেন। আমরা অরণ্য পূর্ব্ববৎ ভেদ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে সেই তীর্থে উপস্থিত হইলাম। একটি শৈল-শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। তাহার পাদমূলে একস্থানে গিরিঅঙ্গে একটি সুরঙ্গ। তাহার প্রবেশ স্থান পাথরের দ্বারা বাঁধান এবং পাথরের সোপানে সজ্জিত। সোপানের একপার্শ্বে একটি সন্ন্যাসী এই মহা অরণ্যের মধ্যে বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা কিঞ্চিৎ আলাপ করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে সঙ্গী কনেষ্টবলগণ গো-মহিষ-চারক আহিরগণ হইতে

একটা মশাল ও কিঞ্চিৎ ঘৃত দধি ও দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিল। আমরা সেই মশালের সাহায্যে সেই শৈল-সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলাম। অতি ভয়ানক স্থান। সুড়ঙ্গটি মনুষ্য কৃত নহে। তিন চার হাত উর্দ্ধ এবং তিন চার হাত আয়ত। উপর হইতে স্থানে স্থানে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। পথ শিলাখণ্ডময় ও পিচ্ছল। উভয় পার্শ্বে নানা অবয়বে খণ্ড খণ্ড শিলা ভীম অঙ্গ বহির্গত করিয়া রহিয়াছে। একবার পা টলিলে পার্শ্বস্থ কি পদতলস্থ শিলায় জীবলীলা শেষ হইবে। সঙ্গী কনেষ্টবলগণ উচ্চৈস্বরে "হর! হর! বম্! বম্!" বলিয়া শ্রীভগবানের নাম করিতেছে, আর সকলে সেই মশালের আলোকে অতি সাবধানে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছি। সুরঙ্গটি একটি বৃহৎ মুষিক-বিবর বলিলেও হয়। ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেক সঙ্কট স্থল পার হইয়া, শিলারূপী অনেক দেব দেবী ও 'ভয়রো'—ভৈরব—দর্শন করিয়া, অবশেষে সেই নবম-নাথের কাছে উপস্থিত হইলাম। বিবরের মধ্যস্থলে অনুমান দুই হাত উচ্চ এক খণ্ড লিঙ্গাকৃতি শৈল খণ্ড। যেন গিরিবক্ষ হইতে একটি শৈল-বিম্ব উঠিয়াছে। উপর হইতে অবিরল জলবিন্দু তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে পড়িতেছে, এবং এরূপ অজস্র জলবিন্দুপাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ও উপরিস্থ সুরঙ্গ শৈলজটায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। দেখিতে অপূর্ব্ব শোভা। কনেষ্টবলগণ নবম নাথের জটা শ্রেণীর উপর দধি দুগ্ধের ধারা ঢালিতে লাগিল, এবং বন-পুষ্প বর্ষণ করিয়া আনন্দে 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনিতে বিবর বিদীর্ণ করিতে লাগিল। একে এই ঘুর্ণাবর্ত্ত বিবরের এই দূর স্থানে বাতাস প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই, তাহাতে মশালের আগুনে স্থানটি এরূপ গরম হইয়া উঠিল যে পশ্চিমের সেই দারুণ অস্থিভেদী মাঘমাসের শীতেও আমাদের সর্ব্বশরীরে স্বেদধারা বহিতে লাগিল। নয়ন ভরিয়া নবমনাথকে দর্শন করিয়া আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

যখন বিবর হইতে বহির্গত হইলাম তখন ঠিক যেন একটা অগ্নিপরীক্ষা শেষ হইল। আমার সমস্ত পরিচ্ছদ এরূপ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে যে ঠিক যেন স্নান করিয়াছি। কিছুক্ষণ বিবর মুখে বসিয়া প্রচুর বিশ্রাম ও খাদ্য যাহা 'বহুরিয়া' সঙ্গে দিয়া ছিলেন তাহা উদরস্থ করিয়া আমরা অন্য পথে শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সমস্ত পথ পর্ব্বতময়, প্রাকৃতিক শোভার রঙ্গভূমি। অপরাহ্ন ও সান্ধ্য ছায়ায় সেই গিরিপাদ মূলে, কখন বা গিরিপৃষ্ঠে, শৈলনির্ঝরিনী-তীর-বাহী পথে, হস্তীপৃষ্ঠে পর্য্যটনে নব-যৌবনোচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজিও যেন হৃদয়ে জাগিয়া রহিয়াছে। রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময়ে শিবিরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম শিবিরে কিশোরী পত্নী ও পার্শ্বস্থ অট্টালিকায় 'বহুরিয়া' চিন্তান্বিতা হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার লোক প্রতি মুহূর্ত্ত আসিয়া সংবাদ লইতেছিল। তিনি সমস্তদিন অনাহারে আমার নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তনের আহ্নিকে বসিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতেছিলেন। রাত্রি হওয়াতে তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সপ্তাহ কাল এখানে অবস্থিতি করিয়া 'বহুরিয়ার' অপর্য্যাপ্ত স্নেহ ভোগ করিয়া স্থানান্তরে চলিলাম। 'বহুরিয়ার' একটি মাত্র স্ত্রীর সমবয়স্কা কন্যা ছিল। তিনি মাতৃহৃদয় শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দেশের ও বংশের নিয়মানুসারে আমার শিবিরে আসা সাধ্যাতীত। অথচ তিনি স্ত্রীকে দেখিতে বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দাসীগণ সমস্ত দিন শিবিরে যাতায়াত করিত এবং তাঁহার স্বহস্তের কতই খাদ্য আনিত। কিন্তু আমি এমনিই অঙ্গদের সিংহাসনা-রূঢ় যে আমলাগণ বলিলেন স্ত্রী 'বহুরিয়ার' বাড়ীতে গেলে হাকিমি সম্মানের বহির্ভূত কার্য্য হইবে। আমরা যখন চলিয়া আসি শুনিলাম তিনি বাতায়নে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। তিনি বলিয়া

পাঠাইলেন স্ত্রীর পাল্কি তাঁহার দেউড়ির সম্মুখে একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য লইলে তিনি তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কন্যার শোক ভুলিবেন। হাকিমত্ব অতল সলিলে ডুবুক্! আমি আর থাকিতে পারিলাম না। স্ত্রীর পাল্কি সেখানে পাঠাইলাম। তিনি মাতার মত স্ত্রীকে বুকে লইয়া কি একটা বহুমূল্য উপহার দিয়াছিলেন। স্ত্রী তাহা লইলেন না। তিনি কাঁদিতেছিলেন। আমরাও তাঁহার স্নেহরাজ্য হইতে শুষ্কচক্ষে আসিতে পারি নাই।

রোটাসগড় বা রুহিদাসগড়।

ভবুয়া উপ-বিভাগে জেহানাবাদ নামক একটি গ্রাম দিল্লী রাজপথের উপর অবস্থিত। তাহার সন্নিকটে রাজপথ পার্শ্বে সৈনিক দিগের শিবির সন্নিবেশের জন্য একটি বিস্তীর্ণ ও পরিষ্কৃত আম্রকানন আছে। এই কাননে শিবিরে থাকিবার সময় শুনিলাম যে সেখান হইতে পঁচিশ মাইল ব্যবধানে সাসারাম উপ-বিভাগের রাজধানী পুরাতন সাসারাম। সেখান হইতে আরও পঁচিশ মাইল ব্যবধানে ইতিহাসখ্যাত 'রুহিদাসগড়' বা 'রোটাসগড়'। উভয় স্থান দেখিতে বড়ই কৌতূহল হইল। ঘোড়ার ডাক বসাইয়া আহারের পর যাত্রা করিলাম, এবং অপরাহ্নে সাসারামের পুলিস ইন্‌সপেক্টারের বাড়ীতে উপনীত হইলাম। তাঁহার একখানি খাটিয়ার উপর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া আবার অশ্বপৃষ্ঠে নগরদর্শনে বহির্ভূত হইলাম। সাসারাম ঐতিহাসিক পুরাতন নগর। মুসলমান সাম্রাজ্যে ইহা এ অঞ্চলের রাজধানী ছিল, এবং মুসলমান ইতিহাসের নানা স্থানে ইহার ছায়া পড়িয়াছে। পুরাতন নগরের মত রাজপথ অতি সঙ্কীর্ণ এবং নগর অপরিষ্কার। এক সময়ে ইহার বেশ উন্নত অবস্থা ছিল। অতীত গৌরবের চিহ্ন নগরের স্থানে স্থানে শোকপূর্ণ সাক্ষীর স্বরূপ রহিয়াছে। সাসারাম সম্রাট হুমায়ুন-পরাভবী এবং মোগল সাম্রাজ্য বিপ্লাবী সের-সাহার সমাধিস্থান বলিয়া খ্যাত। একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। তাহার কেন্দ্রস্থলে চারিদিকে সলিলরাশি বেষ্টিত একটি সুচারু সপ্রাঙ্গন সমাধি-ভবন। একটি দীর্ঘ সেতুর দ্বারা উহা তীরের সহিত যেন শৃঙ্খলিত রহিয়াছে। সমাধির চারিদিকে অনতিবিস্তৃত প্রস্তরাবৃত প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের চারিদিকে নীল নির্ম্মল সলিলরাশি; তাহার চারিদিকে শ্যামল তৃণাবৃত অনতিপ্রশস্ত প্রান্তর ভূমি; তাহার চারিদিকে চতুষ্কোণ সমন্বিত দীর্ঘিকার

প্রাচীরবৎ উচ্চ পাড়। পাড়ের উপরে স্থানে স্থানে পুরাতন কামান। শুনিলাম সিপাহী-বিপ্লবের সময়েও উহা দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই বিদ্রোহের সময়ে এ অঞ্চলে দুইমাস যাবত ইংরাজ-রাজত্ব তিরোহিত হইয়া বীর প্রবর কুমার সিংহের রাজ্য প্রচলিত হইয়াছিল। তাঁহার কারখানার নির্ম্মিত বন্দুক ও বিচারাদালতের ফরমুলাদি আমি দেখিয়াছি। এখন যাবৎ এ অঞ্চল কুমার সিংহের বীরত্বের উপাখ্যানে কললায়িত। কত গ্রাম্য কবিতা ও গীত এখনও কথিত ও গীত হইতেছে। কুমার সিংহের বাসস্থান জগদীশপুর এই আরা জেলায়। এই সমাধি ভবনের প্রাঙ্গণে ও প্রান্তরে বেড়াইতে বেড়াইতে সান্ধ্যছায়ায় স্তম্ভিত হৃদয়ে সঙ্গীদের কণ্ঠে তাঁহার কত বীর্য্য গাথাই শুনিলাম। তিনি রাজদ্রোহী ও ভ্রান্ত হউন, তিনি একজন প্রতিভাশালী বীরপুরুষ ছিলেন। গল্প শুনিয়াছি তিনি প্রথম বিদ্রোহে যোগ দেন না। আরার ম্যাজিষ্ট্রেট কি জন্ত তাঁহাকে 'তলব্' দেন। তিনি অপমান ভয়ে তাহা গ্রাহ্য করেন না। পরে যখন দেখিলেন যে আর না যাইয়া রক্ষা নাই, তখন একখানি চারপায়া সহ একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের খাসকামরায় গিয়া উপস্থিত হন। তিনি জানিতেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বসিতে আসন দিবেন না এবং দিলেও তাঁহার সেই বীর-দেহ ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে সন্নিবিষ্ট হইবার নহে। উপস্থিত হইয়াই ম্যাজিষ্ট্রেটের টেবিলের পার্শ্বে তাঁহার চারপায়া স্থাপন করিতে আদেশ দিলেন, এবং তদুপরে আসীন হইয়া বলিলেন—"আপনি আমাকে কেন বারম্বার ডাকিতেছেন?" তাঁহার ব্যবহার, সেই বৃহৎ চারপায়া, তাহাতে বিনা অনুমতিতে উপবেশন, এবং এই প্রশ্ন। জেলার মহাপ্রভুর শ্বেতমুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"তুমি জান যে আমি তোমাকে ইচ্ছা করিলে এখনই ত্রিশ বেত্রাঘাতে দণ্ডিত করিতে পারি?" আর না। জতুস্তূপে অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইল। কুমার সিংহ

ব্যাঘ্রবৎ বামহস্তে তাঁহার গ্রীবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে চেয়ার হইতে উঠাইয়া বলিলেন—"তব্ তিস বেৎ গিণ লেও!"—তবে ত্রিশ বেত গণিয়া লও। হস্তের প্রকাণ্ড বেত্রের দ্বারা এক দুই করিয়া ত্রিশ বেত্রাঘাত গণিয়া প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই সময়ে বিদ্রোহীরা তাঁহার কাছে সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইল। তখন তিনি অতিবৃদ্ধ। ক্রোধান্ধ বীরপুরুষ বলিলেন—"কেন তোমরা আর ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আস নাই? তথাপি এই বৃদ্ধবয়সে এই শালা ইংরাজদিগকে ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব কি তাহা দেখাইব।" তাহার পর তিনি অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া এ অঞ্চল হইতে কিছুকালের জন্য ইংরাজ রাজত্ব ভারতের মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত করেন। শুনিয়াছি শেষে সিপাইদিগের স্বেচ্ছাচারিতায় পরাভূত হইয়া যখন শত্রু সমক্ষে গঙ্গা পার হইতে থাকেন, তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত শত্রুর গুলিতে গুরুতররূপে ক্ষত হয়। সেই হস্ত কাটিয়া ফেলিবার জন্য তিনি একজন সৈনিককে আদেশ করেন। সে এ নির্দ্দয় কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হইলে বামহস্তে তরবারি লইয়া দক্ষিণ হস্ত অম্লান মুখে কাটিয়া ফেলেন। শুনিয়াছি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সার চার্লস্ ট্রেভিলিয়ান বলিয়াছিলেন—"বৃটিশ সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য যে কুমার সিংহের বয়স ত্রিশ বৎসর কম ছিল না।"

সাসারাম দর্শন করিয়া, কুমার সিংহের বীরত্বের উপাখ্যান শুনিতে শুনিতে সেই পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার মহাশয়ের বাড়ীতে রাত্রিতে দালরুটি আহার করিয়া আমরা রোটাসগড় অভিমুখে সেই অপূর্ব্ব যান একায় যাত্রা করি। তাহার সঙ্গীত নিনাদে পরিতৃপ্ত, এবং তাহার আন্দোলনে সর্ব্বাঙ্গ ব্যথিত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করি। একটুক তন্দ্রা আসিলে হয়ত স্থূলকায় ইন্‌স্‌পেক্টার মহাশয় আমার অঙ্কের উপর পড়িয়া আমাকে আপ্যায়িত করিতেছেন, না হয় আমি তাঁহার অঙ্কের উপর পড়িয়া তাঁহার

তৈলাক্ত অঙ্গের ও বসনের স্পর্শে ও সৌরভে, কৃতার্থ হইতেছি। এরূপ সুখ সম্ভোগে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রদোষ সময়ে আমরা রোটাস-গড়ের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। শীত কালের শিশিরাচ্ছন্ন রোটাস-শৈল, এবং পাদমূলস্থ শোণনদ কি সুন্দরই দেখাইতেছিল! আমরা কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সরবত পান করিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে আরম্ভ করি। আমি পার্ব্বতী মাতার সন্তান। শৈশব হইতে পর্ব্বতারোহণ আমার অভ্যস্ত ও আনন্দ। বহুদিন পরে ভবুয়ার স্থানে স্থানে পর্ব্বতারোহণে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। কিন্তু কাহারও পৌষমাস, কাহারও বা সর্ব্বনাশ। ইন্‌স্‌পেক্টার মহাশয় একে স্থূলকায়, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে উৎপীড়িত। তাহাতে আবার কখনও পর্ব্বতারোহণ করেন নাই। মাঘ-মাসের শীতেও তিনি গলদঘর্ম্ম, এবং তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাসে একটা ক্ষুদ্র ঝটিকা বহিতেছিল। তিনি বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত। আমি খানিক্ দুর উঠিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করি, তিনি আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলে ও শ্বাস প্রশ্বাসের ঝড় কিঞ্চিৎ থামিলে আবার উঠিতে আরম্ভ করি। এরূপে গিরিপার্শ্ব বহিয়া একটি সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কটাপন্ন পথে আরোহণ করি। শুনিলাম আর একটি বক্র এরূপ বিস্তৃত ও সহজ পথ আছে যে তাহাতে হাতী, গাড়ী, ঘোড়া পর্য্যন্ত অনায়াসে উঠিতে পারে। আমরা প্রায় নয়টার সময়ে শৃঙ্গ প্রান্তস্থ প্রথম তোরণে উপস্থিত হইলাম। যেখানে যেখানে শৃঙ্গে উঠিবার সম্ভাবনা আছে সেখানে উচ্চ ও দৃঢ় তোরণ কৌশলে প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য পর্ব্বত প্রস্তরময়। প্রথম তোরণ পার হইয়া কিঞ্চিৎ দুর গিয়া দুর্গপ্রাচীরের তোরণে প্রবেশ করিলাম। এই প্রাচীরের দ্বারা একটি বিস্তৃত পর্ব্বত সানু পরিবেষ্টিত হইয়াছে। দুই দিকে স্মরণ হয় কেবল দুইটি মাত্র তোরণ বা প্রবেশ দ্বার। দ্বার অতিক্রম করিলে সুন্দর ও সুবিন্যস্ত উদ্যানের

কেয়ারি সকল দেখা যাইতে ছিল। প্রান্তরের কেন্দ্রস্থলে যুগল সরোবর। নির্ম্মল সলিল টল টল করিতেছে। এত উচ্চ শৈল পর্ব্বতশিরে যে সরোবর হইতে পারে আমার বিশ্বাস ছিল না। সরোবর তীরে বিচিত্র প্রস্তরময়ী রাজপুরী। স্মরণ হয় প্রায় সর্ব্বত্র দ্বিতল, কোথায় বা ত্রিতল। তড়াগ সলিলে পুরী প্রতিবিম্বিত হইয়া পরস্পরে পরস্পরের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। বাপী জলে জলজ কুসুম সকল ফুটিয়া রহিয়াছে, এবং জলচর পক্ষীগণ ক্রীড়া করিতেছে। শুনিলাম শরৎকালে পদ্ম ফুটিলে সরসী-যুগলের নিরূপম শোভা হইয়া থাকে। রুহিদাস পত্নী এই পদ্মফুলে বসিয়া অবগাহন ও জলক্রীড়া করিতেন। তিনি এরূপ লঘুভার সুন্দরী, সতী ও পুণ্যবতী ছিলেন যে তাঁহার ভারে পদ্মফুল পর্য্যন্ত নামিত না। রাজপুরীতে ছোট বড় এত কক্ষ যে তাহা সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না। এখনও কক্ষ সকল পরিষ্কৃত ও সুরক্ষিত। কোনও কক্ষে কপাট নাই। কখনও যে ছিল তাহাও বোধ হয় না। প্রস্তরের দেয়াল, প্রস্তরের ছাদ, প্রস্তরের চৌকাট। বোধ হয় সে চৌকাটে বহুমূল্য বসনের পুরু পর্দ্দা ঝুলান থাকিত। কেবল একটি কক্ষে ইংরাজ কপাট লাগাইয়া, উহা সামান্য উপকরণে 'রোটাস' যাত্রীর বিশ্রামের জন্য সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। দুর্গসানু এত বিস্তৃত যে এখনও তাহার উপর পার্ব্বত্য জাতি বিশেষের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। সেখান হইতে ইন্‌স্‌পেক্টার দুগ্ধ আনাইয়া লইলেন। তিনি আমাদের মধ্যাহ্ণ আহারের জন্য রুটি হালুয়া ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমরা সরোবরের নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিয়া অতিশয় তৃপ্তির সহিত জঠরানল নির্ব্বাণ করিলাম, এবং বেলা তিনটা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিয়া পর্ব্বত হইতে নিতান্ত অনিচ্ছায় অবতরণ করিতে লাগিলাম। স্থানটি এত সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ যে ছাড়িয়া আসিতে ইচ্ছা করিতেছিল না।

রাজপুরীর ছাদ হইতে চারিদিকে যেই বন ও গ্রাম্য শোভা, ততোধিক শোণ নদের ধবল বালুকাধারে সেই নীলমণিহার শোভা দেখিয়াছিলাম, তাহা অবর্ণনীয়! আমরা প্রদোষ সময়ে অবতীর্ণ হইয়া গিরিমূলস্থ পুলিস আউটপোষ্টে রাত্রির আহার নির্ব্বাহ করিয়া সাঁসারাম ফিরিলাম। আবার সেই একা, সেই কৌতুক পথবাহন, এবং সেই অনিদ্রা। প্রাতে সাসারাম পঁহুছিয়া আমি তখনই আবার অশ্বারোহণে আমার শিবিরে ফিরিলাম। দুইদিনে একশত মাইল পথ অশ্বপৃষ্ঠে ও একাপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া আসিলাম বলিয়া আমলা, মোক্তার মহলে আমার একটা বাহাদুরির তরঙ্গ ছুটিল। প্রশংসা আর তাহাদের মুখে ধরে না। আমি এই অল্পদিনে এক জন "বহুত্ আচ্ছা সোয়ারের" সনন্দ প্রাপ্ত হইলাম!

—o—

নবীন কবি—অবকাশরঞ্জিনী।

"মন্দঃ কবি যশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।"

আমি যশোহরে সংসার জীবনে প্রবেশ করিবার কিছুদিন পরে স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র যশোহরে আসিলেন। দীনবন্ধুর তখন বঙ্গসাহিত্যে একাধিপত্য। বঙ্কিম বাবুর কেবল 'দুর্গেশ নন্দিনী' মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। দীনবন্ধুর নাটক সকল উগ্র হাস্যরসাত্মক হইলেও তাঁহার আলাপ ততোধিক উগ্র হাস্যোদ্দীপক ছিল। তাঁহার কাছে আধঘণ্টা বসিলে পার্শ্বব্যথা উপস্থিত হইত। তিনি আসিতেছেন, এসংবাদে যেন যশোহরে একটা আনন্দধ্বনি উঠিয়াছিল। একদিন আমি আফিস হইতে অপরাহ্নে গৃহে ফিরিয়া আসিলে, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এক ভৃত্য আসিয়া বলিল—"দীনবন্ধু বাবু আসিয়াছেন। কর্ত্তা আপনাকে এখনই যাইতে বলিয়াছেন।" আমি শুনিবামাত্রই আগ্রহের সহিত দীনবন্ধু দর্শনে ছুটিলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলে দেখিলাম, দীনবন্ধু বাবুর শ্যামবর্ণ, স্থূল দেহ, মধ্যমাকৃতি, চক্ষু ক্ষুদ্র কোটরস্থ, কিন্তু তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ সম্পন্ন। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি। তাঁহার কথা শুনিয়া লোকে হাসিয়া গড়াগড়ি দিত কিন্তু তিনি নিজে কদাচিৎ হাসিতেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"এযে একেবারে ছেলে মানুষ!" তিনি করমর্দ্দনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলে আমি তাহা গ্রহণ না করিয়া ভক্তি ভরে তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। বিদ্যারত্ন একটু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন —"কেমন দীনবন্ধু!" দীনবন্ধু বলিলেন—"এরূপ না হইলে, এত অল্প বয়সে এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে লোকের কাছে এত সুখ্যাতি হইবে কেন! বনগাঁয়ের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহিম বাবুর মুখে পর্য্যন্ত ইহার

প্রশংসা ধরে না।" তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার সঙ্গে মহিম বাবুর আলাপ আছে কি?" আমি বলিলাম—"না।" তিনি বলিলেন—"তোমাকে একবার দেখিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা। যশোহরের জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কুইন সাহেব তাঁহার কাছে তোমার বড় প্রশংসা করিয়াছেন।" দেখিতে দেখিতে হেড মাষ্টার বাবু ও এঃ এঞ্জিনিয়ার বাবু আসিয়া জুটিলেন। তিনিও সে সময়ে পরিদর্শনে যশোহরে আসিয়াছিলেন। সাহিত্য বিষয়ের আলাপে সন্ধ্যা হইল। এন্‌জিনিয়ার বাবু আমাকে কবিতার হস্তলিপি বহিখানি আনিতে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে আমি বাসায় গিয়া তাহা আনিলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসা ও আমার বাসা প্রায় পাশাপাশি ছিল।

পাঠক এন্‌জিনিয়ার বাবু; পড়িতে লাগিলেন আমার "পিতৃহীন যুবক" কবিতাটী। তাঁহার মত এমন সুন্দর বাঙ্গালা কবিতা পড়িতে আমি কখনও শুনি নাই। তিনি এরূপ ধীরে ধীরে তাঁহার অপূর্ব্ব আবৃত্তির দ্বারা প্রত্যেক শব্দ সজীব করিয়া পড়িতে লাগিলেন যে কবিতাটী শেষ করিতে প্রায় তিন ঘণ্টা অতীত হইল। সন্ধ্যা হইতে তিন ঘণ্টা কাল বিদ্যারত্ন, হেডমাষ্টার এবং দীনবন্ধু বাবু মন্ত্রমুগ্ধ মত শুনিতেছিলেন। কেহ একটী কথা কহেন নাই। আবৃত্তি শেষ হইল। তখনও সকলে নীরব। ভৃত্য আসিয়া বলিল—আহার প্রস্তুত। সকলে নীরবে উঠিলেন, নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখে কি যেন এক গাম্ভীর্য্য; হৃদয়ে কি যেন উচ্ছ্বাস, কি যেন বিষাদ। তাঁহারা কিরূপ যেন আত্মহারা। এই নীরবতা আমার পক্ষে অসহনীয় হইল। কিছুক্ষণ পরে এন্‌জিনিয়ার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবিতাটি কেমন লাগিল?" বিদ্যারত্ন বলিলেন—"কেমন লাগিল আর কি বলিব?—আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে আমি নবীনকে এতদিনে

চিনিলাম।” দীনবন্ধু বলিলেন—“এই প্রথম বয়স। কল্পনা যেন ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। ডালপালা ছাটিয়া ফেলিলে একটী অপূর্ব্ব কবিতা হইবে। হস্তলিপিটি আমি লইয়া যাইব।” এন্‌জিনিয়ার বাবু অমনি বলিলেন—“দীনবন্ধু! এ তোমার মুরুব্বিয়ানা কথা হইল। আমি ইহার একটী অক্ষরও বাদ দিতে দিব না।” হেডমাষ্টার বাবু প্রতিবাদটা আরও এক ডিগ্রি চড়াইয়া বলিলেন—“কচুপোড়া খাও! সাধে কলকত্তিয়ার সঙ্গে বাঙ্গালের পটে না। ছোঁড়া যদি ইহার একটি অক্ষরও পরিবর্ত্তন করে, আমি ঠেঙ্গাইয়া তাহার হাড় গুঁড়া করিয়া দিব।” দুর্গাদাস বাবু তখন কিছুই বলিলেন না। আহারের পর বাড়ী যাইবার সময় বলিলেন—“নবীন! আমি কবিতা টবিতা বাপু বুঝি না তাই কিছু বলি নাই। কিন্তু কবিতাটা শুনিয়া আমার প্রাণ কেমন আকুল হইয়াছে। তুই একবার আমার বুকে আয়।” আমাকে পুত্রবৎ বুকে লইয়া শির চুম্বন করিলেন। আমার চক্ষু সজল হইল। এঞ্জিনিয়ার বাবু নিজ ব্যয়ে বহিখানি নকল করাইয়া রাখিয়া দীনবন্ধু বাবুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

আমি যশোহর আসিবার সময়ে ‘পিতৃহীন যুবক’ কবিতাটি ‘এডুকেশন গেজেটে’ ছাপিবার জন্য প্যারী বাবুকে দিয়া আসি। কথা ছিল তিনি সম্যক কবিতাটি দুই সংখ্যায় ছাপিবেন। কিন্তু তিনি আটটি দশটি শ্লোক মাত্র এক এক সংখ্যায় ছাপিতে লাগিলেন। দুই সংখ্যায় এরূপ ছাপা হইলে প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পূজনীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদিন এম, এ শ্রেণীতে পড়াইবার সময়ে এই কবিতাটির লেখক কে, কেহ জানেন কি না, এম, এ, শ্রেণীর ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন চন্দ্রকুমার আমার নাম করিলে তিনি চন্দ্রকুমারকে আমার কাছে লিখিয়া পাঠাইতে

বলেন যে এমন সুন্দর কবিতাটিকে এরূপ খণ্ড খণ্ড করিয়া না ছাপাইয়া যেন একখানি বই করিয়া ছাপান হয়। তাহা না হইলে কবিতাটার সৌন্দর্য্য ও রস পাঠকের অনুভূত হইবে না। তিনি না 'ক কবিতাটির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন। একদিকে চন্দ্রকুমারের এ পত্র পাইলাম। অন্যদিকে দীনবন্ধু বাবুও হস্তলিপির সমস্ত কবিতার বড় প্রশংসা করিয়া উহা পুস্তকাকারে ছাপাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি এপর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন যে কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান কার্ত্তিকবাবু গলদশ্রুনয়নে কবিতা গুলির প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইদানীং 'এডুকেশন গেজেটে' যশোহর হইতে যে কয়েক কবিতা পাঠাইয়াছিলাম, তদানীন্তন সম্পাদক স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাহাদের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া উপদেশ-পূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি সেই সঙ্গে স্কুলের পাঠোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া একখানি বহি ছাপিতে অনুরোধ করেন এবং উহা স্কুলের পাঠ্য পুস্তক করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি লেখেন যে ইহাতে স্বদেশীয় সাহিত্যের ও বালক বালিকার উপকার হইবে এমন নহে, আমিও কিছু অর্থ পাইব। কিন্তু তখন নব যৌবন; কলেজ হইতে বাহির হইয়া এতবড় রাজপদ পাইয়াছি; তাহাতে চারিদিকে আবার কবিত্বের এত প্রশংসা; একেবারে অঙ্গদের সিংহাসনে আসীন; আমাকে পায় কে? কপালে অনেক দুঃখ ছিল। মনে করিলাম—কি! এত বড় লোক হইয়া ও কবি হইয়া কি কাক বিড়ালের উপর কবিতা লিখিতে যাইব? ভূদেব বাবুর কাছে তীব্র ভাষায় অস্বীকার করিয়া পত্র লিখিলাম। ভূদেব বাবু বোধ হয় পত্র খানি পাইয়া হাসিয়াছিলেন। পিতা গল্প করিতেন দুই ফকির সিরাজদ্দৌলার কাছে ভিক্ষা করিতে যাইত। একজন বলিত—"দে দেলাবে, সিরাজদ্দৌলা দেলাবে।" "দেবে ত সিরাজদ্দৌলা দেবে।" অন্যজন বলিত—

"দে দেলাবে, মৌল্লা দেলাবে।"—"দেবে ত ঈশ্বর দেবে।" সিরাজদ্দৌলা একটা কুমড়াতে সোণা ভরিয়া উহা প্রথমোক্ত ফকিরকে দিলেন, এবং একটি কুমড়ামাত্র শেষোক্তকে দিলেন। পথে প্রথমোক্ত দেখিল যে তাহার কুমড়াটি বড় ভারি। সে স্থির করিল তাহারটী কাঁচা ও দ্বিতীয় ফকিরেরটী পাকা, তাই হালকা। সে বলিল—"ভাই আমার কুমড়াটি তুমি লও এবং তোমারটা আমাকে দাও।" দ্বিতীয় ফকির বলিল—"দুটাই কুমড়া, ঈশ্বর দিয়াছেন। তোমার যেটা খুসি লও।" পরদিন তাহারা আবার নগরের কাছে উপস্থিত হইল এবং পূর্ব্ববৎ একজন বলিল—"দে দেলাবে, সিরাজদ্দৌলা দেলাবে।" অপরটি বলিল—"দে দেলাবে, মৌল্লা দেলাবে।" কুমড়া দুটি কেমন সিরাজদ্দৌলা জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমোক্ত ফকির বলিল—"সিরাজদ্দৌলার অতুল মহিমা, এমন কুমড়া কখনও খাই নাই।" দ্বিতীয় ফকির বলিল—"সোভানাল্লা! আল্লার অতুল মহিমা। কুমড়াটা সোণা-পূর্ণ ছিল।" তখন সিরাজদ্দৌলা বলিলেন—"নাহি দেনেছে মৌল্লা, কেয়া দেগা সিরাজদ্দৌল্লা।"—ঈশ্বর না দিলে সিরাজদৌলা কি দিবেন? বোধ হয় ভূদেব বাবু এরূপ মনে করিয়া থাকিবেন। যাহাকে বিশ্বদেব দিবেন না, তাহাকে ভূদেব কিরূপে দিবেন? পাঠ্য পুস্তকের দ্বারা যে এক একজন দোতালা তেতালা বাড়ী কলিকাতায় করিতে পারে, তখন জানিতাম না। ভূদেব বাবু তখন শিক্ষা বিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি যাচিয়া এই কুবেরের ভাণ্ডার আমাকে দিতে চাহিলেন, আমি লইলাম না। যদি তাঁহার অনুরোধ পালন করিতাম, তবে এই দীর্ঘ দাসত্বে নিষ্পেষিত না হইয়া শিক্ষা বিভাগের পালিত কুটুম্ব দলের মধ্যে আমিও একজন শিশুমুণ্ডমালী মহাপ্রভু হইয়া বসিতে পারিতাম। পিতার গল্পটি এ জীবনে অনেক বার মনে পড়িয়াছে।

যাহা হউক এত প্রশংসায় হিমানিসমাবৃত স্বয়ং হিমাচলই স্থির থাকিতে পারিতেন না। একটি নবযুবকের কথা কি? দীনবন্ধুবাবু হস্তলিপি-খানি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে দিয়াছিলেন। তিনি উহা একেবারে তাঁহার 'সংস্কৃতপ্রেসে' ছাপিতে দিলেন। আমি এরূপে "মন্দঃ কবি যশঃ প্রার্থী" হইয়া লৌহ কবলে, অমরত্বের বা উপহাসের জন্য প্রথম নিপতিত হইলাম।

ভবুয়া হইতে একবার কাশীর বুড়ামঙ্গলের মেলা দেখিতে যাই। এই মেলা দোলের পরবর্ত্তী মঙ্গলবারে হইয়া থাকে। ভবুয়ার লোকেরা ইহার বড়ই গল্প করিত। কলিকাতার বর্ত্তমান রঙ্গভূমির রসিক চূড়ামণি এবং প্রহসনের খনি শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসুর সঙ্গে সেইবার কাশীতে লোকনাথ বাবুর বাড়ীতে সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের এক বয়স, একই প্রকৃতি, একই প্রাণের গতি। প্রথম পরিচয়েই উভয়ের হৃদয় সলিলে সলিলের মত মিলিয়া মিশিয়া গেল। তাহার পর যদিও এ জীবনে উভয়ের অল্পই সাক্ষাৎ হইয়াছে তথাপি অমৃতের বন্ধুতা আমার এ জীবন সন্ধ্যায়ও 'অমৃত ও মদিরা'। আমরা একটা দল বাঁধিয়া বুড়া-মঙ্গলের মেলা দেখিতে সন্ধ্যার পর গঙ্গার তীরে আসিলাম। মরি মরি কি মনোহর দৃশ্য! শত শত তরণী, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কি একত্র গ্রথিত; পুষ্পে, পল্লবে, পতাকায় ও নানা বর্ণের আলোকে খচিত, ও সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া ভাগীরথী গর্ভে ধীরে মন্থরে ভাসিতেছে। বিশ ত্রিশ খান নৌকা একত্র করিয়া বিজয় নগরের মহারাজার ও কাশীর মহারাজার—কাশী বাসীরা ইঁহাকে কাশীনরেশ বলে—বিহার-তরী সজ্জিত হইয়াছে। আমরা প্রথম বিজয় নগরের মহারাজার তরীতে উঠিলাম। তখন বিরাট পর্ব্বের অভিনয় হইতেছিল। অতি কদর্য্য অভিনয়; কিছুই ভাল লাগিল না। বিশেষতঃ রিওয়ার মহারাজা শুভাগমন

করিলে তাঁহার মোসাহেবদের মন্ত্রণায় আমাদিগকে চম্পট দিতে হইল। তখন কাশী নরেশের তরী হইতে কাশীর বিখ্যাত গায়িকা ময়নার কলকণ্ঠ তীরস্থিত দর্শক শ্রেণীর কর্ণে পর্য্যন্ত অমৃত বর্ষণ করিতেছে। আমরা এই তরীতে উঠিলাম; এবং তাহার অতুলনীয় কণ্ঠ প্রাণ ভরিয়া শুনিলাম। এমন আর শুনি নাই। গৃহে ফিরিবার সময়ে অমৃত প্রমুখ বন্ধুগণ 'বুড়ামঙ্গল' সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিতে আমাকে বারম্বার অনুরোধ করিলেন। প্রাতে আমি আবার শিবিরে ফিরিলাম।

সে দিন বড় বাতাস বহিতে লাগিল। কাচারির তাঁবুতে কাজকর্ম্ম করা অসাধ্য হইল। বিশেষতঃ রাত্রি জাগরণে কার্য্যেও বড় প্রবৃত্তি হইল না। কাচারি বন্ধ করিয়া আমার আবাস শিবিরে গেলাম। কিন্তু নিদ্রা হইল না। দিবানিদ্রা অভ্যাস নাই। রাত্রির সেই দৃশ্য নয়নে ভাসিতেছিল। বন্ধুদের অনুরোধও কর্ণে বাজিতেছিল। তখন এক টুকরা কাগজ লইয়া রাত্রি জাগরণের অনিবার্য্য ফল, হাই তুলিতে তুলিতে 'বুড়ামঙ্গল' কবিতাটি লিখিলাম, এবং সন্ধ্যার ট্রেণে কাশী ফিরিয়া গিয়া সেই কবিতাটি বন্ধুদিগকে শুনাইলাম। তাঁহারা এত প্রীত হইলেন যে লোকনাথ বাবু সেই সন্ধ্যায় আমাকে কত জায়গায় লইয়া গেলেন, এবং কবিতাটি আবৃত্তি করাইলেন। উহা আমার মুখস্থ হইয়া গেল। "কবি বচন সুধা" নামক পত্রের সম্পাদক কাশীর খ্যাতনামা হরিশ্চন্দ্র উহা শুনিয়া এতদূর ক্ষেপিয়া গেলেন, যে তিনি উহা তখনই লিখিয়া লইলেন, এবং শুনিয়াছিলাম তাহার হিন্দি অনুবাদ তাঁহার পত্রের পরের সংখ্যায় ছাপিয়াছিলেন।

'নিরাশ প্রণয়', 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনীর' প্রায় সমস্ত অংশ, এবং 'মুমূর্ষু শয্যায় বাঙ্গালী যুবক' ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে যশোহরে লিখিত হয়। 'শশাঙ্ক দূত' মাগুরায়, এবং 'ডিউক অব এডিনবরার প্রতি' নড়াইলে

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, এবং 'হৃদয় উচ্ছ্বাস' ভবুয়াতে (মফঃস্বল যাইবার সময় হস্তী পৃষ্ঠে), 'বুড়ামঙ্গল' এবং 'কি লিখিব' ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভবুয়াতে রচিত হয়। শেষ তিন স্থানের লিখিত কবিতাও উক্ত পুস্তকের সহিত ছাপিবার জন্য সংস্কৃত প্রেসে প্রেরিত হয়। বোধ হয় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ভবুয়া থাকিতে, উক্ত পুস্তক "অবকাশ রঞ্জিনী" নামে প্রকাশিত হয়। ইহার অবশিষ্ট কবিতা কলিকাতায় পঠদ্দশায় রচিত হইয়াছিল। "অবকাশ রঞ্জিনীর" প্রথম ভাগের সমস্ত কবিতাই আমার আঠার হইতে তেইশ বৎসর বয়সের মধ্যে লিখিত। পিতার পক্ষে প্রথম সন্তানের এবং গ্রন্থকারের পক্ষে প্রথম গ্রন্থের, মুখ দর্শন একই সমান। কিন্তু সন্তান প্রসূত হইলেই যেমন এ শিশু বাঁচিবে কি না পিতার মনে একটা আশঙ্কা হয়, গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেও প্রথম আনন্দের পর সেরূপ উহার প্রতিপত্তি সম্বন্ধে আশঙ্কা গ্রন্থকারের মনে উদয় হয়। তবে আমাকে বহুদিন এ আশঙ্কায় থাকিতে হয় নাই! "অবকাশ রঞ্জিনী" প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পরেই নানা দিক হইতে তাহার প্রশংসাসূচক পত্র পাইতে লাগিলাম। একজন প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী লেখেন যে তাঁহারা কয়েকজন বন্ধু একত্র হইয়া কাব্যখানি পাঠ করেন এবং সকলে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে "এ মধু মধুসূদনের না হইয়া যায় না। তিনিই কোনও কারণে নাম না দিয়া ইহা ছাপিয়াছেন।" কাব্যে কাব্যকারের নাম ছিল না। কিন্তু পরে সহপাঠী শুনিলেন যে এ "নবীন মধু নবীন কবির।" তাই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। বলা বাহুল্য আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। সে সময় বাঙ্গলায় মাসিক পত্র কিম্বা 'এডুকেশন গেজেট' ছাড়া ভাল সাপ্তাহিক পত্রও ছিল না। কিছুকাল পরে বঙ্কিম বাবু 'বঙ্গদর্শন' খুলিয়া বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করেন।

বঙ্গদর্শনে "অবকাশরঞ্জিনী"ই বোধ হয় প্রথম স্বতন্ত্র সমালোচনার সম্মান লাভ করে। সে সমালোচনাও স্বয়ং বঙ্কিম বাবুর রচিত। তখন আমি তাঁহার কাছে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত।

"অবকাশ রঞ্জিনী" সম্বন্ধে দুটি কথা বোধ হয় আমি বলিতে পারি। প্রথমতঃ আমি 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খণ্ড কবিতা বঙ্গভাষায় ছিল না। মধুস্থদনের "বীরাঙ্গনা" ও "ব্রজাঙ্গনায়" খণ্ড কবিতা থাকিলেও তাহারা এক বিষয়ে। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী স্মরণ হয়, আমার 'এডুকেশনে' লিখিতে আরম্ভ করিবার পরে প্রকাশিত হয়। তাহাও সমস্ত এক ছন্দে। এ সম্বন্ধে এক মাত্র পথ প্রদর্শক 'প্রভাকর'। তবে 'প্রভাকর'ও কাব্যাকারে প্রকাশিত হয় নাই। হেম বাবু, স্মরণ হয়, তখনও খণ্ড কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। আমি 'প্রভাকরের' অনুকরণে শৈশব হইতে এরূপ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, "অবকাশরঞ্জিনী" বোধ হয় বঙ্গভাষায় এরূপ ভাবের প্রথম খণ্ডকাব্য। দ্বিতীয়তঃ আমি "এডুকেশন গেজেটে" লিখিবার পূর্ব্বে স্মরণ হয় স্বদেশ-প্রেমের নামগন্ধ বাংলার কাব্যে কি কবিতায় ছিল না। হেম বাবুর "ভারতসঙ্গীত" আমার স্বদেশপ্রেমব্যঞ্জক বহু কবিতা প্রকাশের পরে প্রকাশিত হয়। এই নূতন সুর এমনই একটা নূতন উচ্ছ্বাস সকলের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়াছিল, যে যশোহরের বন্ধুরা আমার কোনও কোনও কবিতা মুখস্থ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা আওড়াইতেন। তাহার একটি কবিতা—

"ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর
কেন পড়িলাম ? আহা ! কেন পাইলাম
আপনার পরিচয় ?

কেন দেখিলাম? আহা! কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর?"

এ কবিতাটি বন্ধুরা মুহুর্মুহু আবৃত্তি করিতেন। এ স্বদেশ-প্রেম কলেজে অধ্যয়ন সময়ে আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়, এবং যশোহরে শিশির বাবুর সংস্পর্শে আসিয়া উহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বোধ হয় শিশির বাবু গদ্যে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' এবং আমি পদ্যে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রথম স্বদেশের দুরবস্থায় অশ্রুবর্ষণ করি। চত্বারিংশ বৎসর পরে সেই স্বদেশ-প্রেমের ক্ষুদ্র নির্ঝর-ধারা কলনাদিনী ভাগীরথীরূপে কর্জ্জন ঐরাবতকে উড়াইয়া ছুটিয়াছে। এত দিনে আমরা প্রকৃতরূপে মা পতিত পাবনীর দর্শন পাইয়াছি। মা তুই সগরবংশের ধ্বংসপ্রাপ্ত ষাট হাজার সন্তানকে উদ্ধার করিয়াছিলি। আজ মা মহাভারত সাগর বেষ্টিত সগরবংশের তোর ত্রিশকোটী অধঃপতিত সন্তানকে উদ্ধার করিয়া তোর পতিত পাবনী নাম সার্থক কর মা।

ভবুয়া ত্যাগ।

নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া শিবির জীবন শেষ করিয়া শীত অন্তে দোলের সময়ে ভবুয়া ফিরিলাম। পশ্চিমের দারুণ শীত দোল আসিতেই যেন অকস্মাৎ শেষ হইয়া যায়। সেখানে দারুণ শীত শেষ হইবামাত্রই দারুণ গ্রীষ্ম, আবার দারুণ গ্রীষ্ম শেষ হইবামাত্রই দারুণ শীত। অন্য চারি ঋতু নাই বলিলেও চলে। কেবল বর্ষার সময়ে মধ্যে মধ্যে সামান্য বর্ষা হইয়া থাকে মাত্র। তাহাতে পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র নদ নদীতে দুই চারি দিনের জন্য তীব্র স্রোত বহিয়া থাকে, এবং ইহাতেই একদিকে গৃহ পতনে ও অন্য দিকে "ছয়লাভে" (প্লাবনে) ডুবিয়া মানুষ মরিয়া থাকে। আমাদের দেশে যেরূপ বৃষ্টি হয়,—অন্ততঃ আমাদের শৈশবে যেরূপ হইত,—সেরূপ বৃষ্টি হইলে বোধ হয় পশ্চিমাঞ্চল গৃহ শূন্য ও জনশূন্য হইয়া পড়িত।

দোল পশ্চিমের দুর্গোৎসব। 'হোলি' 'হোলি' করিয়া সমস্ত দেশ ক্ষেপিয়া উঠে; এবং তাড়ির স্রোতে নর নারী ভাসিয়া যায়। এ সময়ে দ্বাদশটি ভৃত্য রাখিলেও এক একদিন নিরম্বু উপবাস করিতে হয়, কারণ সকলেই তাড়ির নেশায় অচেতন। পথে, ঘাটে মাঠে, হাটে, বাজারে গৃহে, পর্ব্বত শিখরে, নদী নির্ঝর তীরে, দলে দলে রঞ্জিত বাস পরিহিত, সুরা তাড়ি পানে উন্মত্ত, বিচিত্র পুরুষ পুঙ্গবদিগের অপূর্ব্ব নৃত্য ও গীত। কদাচিৎ নির্ঝর ও ইন্দারার পার্শ্বে ভদ্র মণ্ডলীর 'মোহুয়া' পুষ্পাসব ও তয়ফাওয়ালী লইয়া বসন্তোৎসব। দোলের দিন আমলা, মোক্তার, পুলিস ও জমিদার একদল আমার বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে সসম্প্রদায় এক নর্ত্তকী বা বাইজি। তাঁহারা বলিলেন যে তাঁহারা আমাকে ফাগুয়া না দিয়া ছাড়িবেন না। পাছে সবডিভিসন গৃহের কক্ষ লাল হইয়া যায়,

সেইজন্য তাঁহারা আমাকে বারাণ্ডায় বাহির হইতে বলিলেন। তাঁহাদের তখন সুরা দেবীর কৃপায় যেরূপ অবস্থা, দেখিলাম উপায়ান্তর নাই। আমি বারাণ্ডায় বাহির হইবামাত্র ভীষ্মার্জ্জুনের শরজালের মত অসংখ্য কুঙ্কুম পিণ্ড ও আবির ধারা আমার উপর বর্ষিত হইল। ইহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া ব্রাহ্মণেরা মুখ মস্তক, এবং অন্য জাতীয়েরা পাদপদ্মদ্বয়, আবির কুঙ্কুমে রঞ্জিত করিলেন। বারাণ্ডার দেয়াল ও মেজে রক্তবর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র যুদ্ধ ক্ষেত্রের মূর্ত্তি ধারণ করিল। আমার যে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল—চুল গোঁপ পর্য্যন্ত লাল—তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন যে আমার এরূপ অল্প বয়স ও এমন সুন্দর রূপ যে আমাকে ঠিক "বৃন্দাবনের কানাইর" মত দেখাইতেছিল। তাহার পর বারাণ্ডাতে সতরঞ্চি পাতা হইল, এবং তাহাতে বেলা পাঁচটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত নৃত্য গীত হইল। বাইজি ছাড়া আরও দুই একটি ভদ্র লোক গাইলেন। তাহার মধ্যে দেখিলাম আমার মুসলমান পেস্কার একজন উৎকৃষ্ট গায়ক।

কিন্তু শিবির হইতে সেই শোকের রঙ্গভূমি গৃহে ফিরিয়া আমাদের প্রাণ আবার বিষাদে ডুবিয়া গেল। চারিমাস মফঃস্বল পরিভ্রমণে যে শোক কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছিল তাহা আবার জাগিয়া উঠিল। আবার পূর্ব্বের মত গৃহ ভীতিও উপস্থিত হইল। একা কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে আরও বেশী ভয় হইতে লাগিল। তখন অগত্যা তদানীন্তন সেক্রেটারি সেই টম্‌সন্ সাহেব মহোদয়ের কাছে আমার ভ্রাতৃ-বিয়োগের কথা জানাইয়া স্থানান্তরের প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলাম। তিনি লিখিলেন কটক ও চট্টগ্রামে অফিসারের প্রয়োজন, এবং এই দুই স্থানের মধ্যে কোথায় যাইতে আমি ইচ্ছা করি। আমি লিখিলাম আমি এই শোকগ্রস্ত অবস্থায় কটক যাইতে চাহি না। চট্টগ্রাম আমার জন্মস্থান,

সেখানে যাইতে পারি, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় যাইতে দিবেন না। ইহার অব্যবহিত পরে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডইলি পরিদর্শনে আসিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত অনুগ্রহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহাকে সকল অবস্থা খুলিয়া বলিলে তিনি আমার স্থানান্তরের প্রস্তাব সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি করিলেন, এবং অতীব স্নেহকণ্ঠে আরও কিছু দিন ভবুয়া থাকিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন আমার ভবুয়ার শাসনে কেবল যে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট তাহা নহে, এই অল্প সময়ে আমি অত্যন্ত লোকপ্রিয় (popular) হইয়াছি। আমি বলিলাম যখন সেক্রেটারি এরূপ পত্র লিখিয়াছেন তখন শীঘ্র আমার বদলির আদেশ হইতে পারে। তিনি বলিলেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাকে বদলি করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি ঘোড়া ছাড়িয়া তিন চারি মাইল যাইতে না যাইতে গেজেট আসিলে দেখিলাম আমি চট্টগ্রামে বদলি হইয়াছি। সবডিভিসনে একটি হাহাকার পড়িয়া গেল। আমি তখনই বিনয় করিয়া এ বদলির প্রতিবাদ না করিতে মিঃ ডইলিকে লিখিলাম। তিনি তদুত্তরে আমাকে বিদায় দিয়া লিখিলেন—

"I have been very much pleased with your work generally and am glad to find you are such a zealous officer as you have shown yourself to be by working to the best of your ability both in the interest of Government and for the welfare of the people over whom Government has placed you."

মিঃ ডইলির এই প্রশংসা তাঁহার সহৃদয়তার পরিচায়ক। আমি তখন বালক বলিলেও চলে। তখন আমার বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসর মাত্র। তাহাতে নয় মাস মাত্র ভবুয়াতে ছিলাম। তাহাতে কি কাজ

করা যায়, আর কি কাজই বা জানিতাম। স্মরণ হয় ভবুয়া যাইবার সময়ে মোহনিয়া হইতে ভবুয়া পর্য্যন্ত রাস্তা কাঁচা থাকাতে বর্ষার সময়ে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলাম। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই এ রাস্তাটি পাকা করিবার প্রস্তাব করিলাম। বালকের লেখা। রিপোর্টটা কিছু উগ্র রকমের হইয়াছিল। তাহাতে এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার মহাশয় চটিয়া লাল হইলেন, এবং আমার প্রস্তাবকে বিদ্রূপ করিয়া লিখিলেন, যে এই রাস্তা পাকা করিলে "প্লাম পুডিঙ্গে" যেরূপ প্লাম্ ডুবিয়া যায়, পাকা খোয়াও ইহাতে সেইরূপ ডুবিয়া যাইবে। আমি বিদ্রূপ শুদ্ধ সমেত ফেরত দিলে, তিনি সশরীর ভবুয়া আসিয়া আমার সঙ্গে সন্ধি করিলেন। বলিলেন দোষ তাঁহার নহে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের। তাঁহারা রাস্তার এরূপ শোচনীয় অবস্থার কথা কখনও রিপোর্ট করেন নাই। এই সন্ধির ফলে আমি থাকিতে থাকিতে রাস্তাটি পাকা করিবার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। আমার দ্বিতীয় কার্য্য—বর্ষার সময়ে পাহাড়ে সমস্ত দেশের গরু মহিষ 'আহিরেরা' জিম্মা লয় এবং ইহারা পরস্পরের জিম্মার গরু পরস্পরে চুরি করিয়া লোকের যথেষ্ট ক্ষতি করে। অথচ পাহাড়ে ইহাদের জিম্মায় গরু না পাঠাইয়াও উপায়ান্তর নাই। কারণ পশ্চিমে মাটির কদর্য্য গৃহ সমষ্টির নাম গ্রাম এবং তাহার বাহিরে শস্য ক্ষেত্র। বর্ষার সময় উহা জলে ও ফসলে আবৃত থাকে। অতএব গরু মহিষ চরিবার স্থানাভাব। এই চুরি নিবারণ করিবার জন্য আমি পাহাড়ে উঠিবার কয়েকটি 'ঘাট' বা পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম, এবং তাহাতে পুলিসের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। ইহার ফলে এক দিকে গরুমহিষ চুরি ও তৎসম্বলিত মোকদ্দমা কমিয়া গিয়াছিল, এবং তজ্জন্য ভবুয়া সবডিভিসনের লোকের বড়ই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলাম। আর কি কি করিয়াছিলাম, মনে নাই। বোধ হয়

মিঃ ডইলি এই দুই কার্য্যের প্রতিই তাঁহার পত্রে লক্ষ্য করিয়া আমার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক কার্য্যভার যথা সময়ে পরবর্ত্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে বেলা চারটার সময়ে ভবুয়া রূপ ভ্রাতৃশ্মশান ত্যাগ করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে চলিলাম। বলিয়াছি আমি নয় মাস মাত্র ভবুয়াতে ছিলাম, এবং তখন আমার বয়স তেইশ চব্বিশ মাত্র। কি কাজই বা করিয়াছিলাম, কি কার্য্যই বা জানিতাম। তথাপি সবডি-ভিসনাল অফিসারের হাতা লোকারণ্য। আমি কাশী হইয়া কলিকাতায় যাইব। স্ত্রী অগ্রেই কাশী যাইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছিলেন। চইনপুর নীলকুঠির বাঙ্গালী মেনেজার বিশু বাবু আসিয়াছেন। তাঁহার কুঠিতে রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে সেখান হইতে ঘোড়ার ডাকে ঝমনিয়া যাইয়া কাশী যাইব। পুলিস ইন্‌স্পেক্টার তেজচন্দ্রও সেই কুঠি পর্য্যন্ত যাইয়া আমাকে বিদায় দিবেন। তিন জনে ঘোড়ায় উঠিয়া যাত্রা করিলাম। তাঁহারা আগে, আমি পশ্চাতে। আমাকে বেষ্টন করিয়া ও আমার পশ্চাতে দীর্ঘ স্রোতে সমস্ত ভবুয়াবাসী পদব্রজে সুরানদ তীর পর্য্যন্ত প্রায় দুই মাইল পথ আসিল। তাহাদের সকলেরই চক্ষে জলধারা ও মুখে আমার প্রশংসাধারা। তাহারা সকলে কাঁদিতেছিল। আমিও কাঁদিতেছিলাম। নদীতীরে আসিয়া ভ্রাতৃশ্মশানের কাছে দাঁড়াইয়া বড় কাঁদিলাম। বিশুবাবু ও তেজচন্দ্র বাবু আমাকে শিশুটির মত বুকে জড়াইয়া সেখান হইতে আনিলেন, এবং সান্ত্বনা দিয়া ঘোড়ায় তুলিয়া দিলেন। এখানে ভবুয়াবাসীর কাছে বিদায় লইলাম। নদীতীর রোদন কোলাহলে পূর্ণ হইল। নদী অতিক্রম করিয়া বহুদূর আসিলেও দেখিলাম তাহারা সমবেত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। শেষে দূরতায় ও আসন্ন সান্ধ্যছায়ায় আমি তাহাদের ও তাহারা আমার, দৃষ্টির অন্তর হইল।

তখন ঘোড়া ছাড়িয়া আমরা তিনজনে চলিতে লাগিলাম। বিশুবাবুর ঘোড়াটি একটি খাসি বলিলেও হয়—এত ক্ষুদ্র। তেজচন্দ্রেরও একটা অপূর্ব্ব টাট্টু। তাহাতে তেজচন্দ্র এরূপ দীর্ঘাকৃতি যে তাহার শ্রীচরণ দুখানি প্রায় মাটি স্পর্শ করিয়াছে। দূর হইতে বোধ হইতেছিল যেন তেজচন্দ্র ও বিশুবাবু ঘোড়া আশ্রয় করিয়া হাটিয়া যাইতেছিলেন। আমি একটি কাটিওয়ার বৃহৎ তেজী এবং বিদ্যুদ্বেগা অশ্বপৃষ্ঠে ছিলাম। আমি সেজন্য কিছু পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাদিগকে আগে যাইতে দিয়াছিলাম। তাহা না হইলে তাঁহারা বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহারা একে ভাল অশ্বারোহী ছিলেন না; তাহাতে তেজচন্দ্র কিছু একটা দেখিলেই হঠাৎ ঘোড়া থামাইয়া বিশুবাবুকে দেখাইতে থাকে। আর আমি একেবারে তাহাদের উপর গিয়া পড়ি। বিশেষতঃ তাহাদের উভয়ের ঘোড়া দংশন-পটু। দুজন একটুক কাছাকাছি হইলেই ঘোড়ায় ঘোড়ায় কামড়াকামড়ি করিতে চাহে। আমি এজন্য তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া অগ্রে চলিয়া গেলাম। আমার তেজস্বী উচ্চৈঃশ্রবাকে পশ্চাতে রাখা অসাধ্য হইয়াছিল। সে যেন এরূপ অপূর্ব্ব দুই ঘোটকের পশ্চাতে থাকা অপমান মনে করিতেছিল। এরূপে কিছু দূর গিয়াছি, প্রায় সন্ধ্যা, এমন সময়ে তেজচন্দ্র হঠাৎ ঘোড়া থামাইয়া বলিয়া উঠিল—"দেখ দেখ বিশু বাবু! কেমন সুন্দর সজনে গাছ। এর ডাঁটা লইতে হইবে।" কলিকাতা অঞ্চলের লোক শাক সবজির কাঙ্গাল। যেই তেজচন্দ্রের ঘোড়া থামিয়াছে এবং বিশুবাবুর ঘোড়া তাহার নিকট গিয়াছে, অমনি দুই ঘোড়ার দন্তযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এবং উভয় আরোহী চক্ষুর নিমেষে পড়িয়া গিয়াছেন। ঘোড়া দুটি কামড়াকামড়ি করিতে করিতে উচ্চ হ্রেষারবে সান্ধ্য গগণ বিদীর্ণ করিয়া আমার ঘোড়ার দিকে ছুটিয়াছে। আমি নক্ষত্র-বেগে ঘোড়া ছাড়িলাম।

কিন্তু আমার ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহী, আর সেই দুটা শূন্য-পৃষ্ঠ। কাজেই তাহাদের বেগ অধিক; দেখিলাম আমার ঘোড়ার উপরে প্রায় আসিয়া পড়িল। তখন আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিলাম না। তাহাই করিলাম। আমার ঘোড়া তীরবৎ মাঠের মধ্য দিয়া ভবুয়ার দিকে ছুটিল। অন্য দুই ঘোড়াও তাহার পশ্চাতে ছুটিল। তখন বন্ধু দুই জন যেখানে পড়িয়া আছেন আমি সেদিকে পদব্রজে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। যে সকল লোক পথ দিয়া যাইতেছিল তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইলাম। যাইয়া দেখি দুজনেই পড়িয়া আছেন। বিশু বাবুর দক্ষিণ হস্ত তেজচন্দ্রের ঘোড়ার দন্তে ক্ষত হইয়াছে, রক্ত ছুটিয়াছে; তেজচন্দ্রের বাহিরে কোনও জখম দেখা যাইতেছে না। বিশু বাবু যাতনায় চীৎকার করিতেছেন। নিকটের গ্রাম হইতে একখানি চারপায়া আনাইয়া তাঁহাকে অনতিদূরে একটি সরোবর তীরে লইয়া গেলাম, এবং তাঁহার কোট পিরান ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সেই ভগ্ন ও ক্ষত স্থান বাঁধিয়া জল দিতে লাগিলাম। তিনি প্রায় অজ্ঞান। কিছু পরে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তেজচন্দ্র দুইজন লোকের স্কন্ধে ভর করিয়া উপস্থিত হইলে আমি তাঁহাকে বড়ই বকিতে লাগিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আমি হতভাগার রক্ত বাহির হয় নাই বলিয়া বুঝি অপরাধ হইয়াছে। পা যেন একটা গিয়াছে, তুলিতে পারিতেছি না।"

একখানি খাটুলির জোগাড় করিয়া বিশুবাবুকে তাহাতে উঠাইলাম। কিন্তু তেজচন্দ্রেরও চলিবার শক্তি নাই। খাটুলিও আর পাওয়া যায় না। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে বিশুবাবু আমাদের অভ্যর্থনার জন্য যে বাইজি—এ অঞ্চলে "তয়ফাওয়ালী" বলে—নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি একখানি 'এক্কা' করিয়া উপস্থিত। অনেক ঠাট্টা

তামাসার পর বাইজির পার্শ্বে তেজচন্দ্রকে বসাইয়া দিলাম। ইতিমধ্যে আমার সহিস পথে আমার ঘোড়া পাইয়া ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছে। বিশুবাবুর খাটুলির পার্শ্বে আমার ঘোড়া এবং আমাদের পশ্চাতে একায় তাঁহার সঙ্গিণী সহ তেজচন্দ্র। তাঁহার হস্তে এক ফর্সি, কখনও তিনি তাম্রকূট সেবন করিতেছেন, কখনও তাঁহার সঙ্গিণীকে উহা সেবন করাইতেছেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া বিশুবাবু পর্য্যন্ত আপনার বেদনা ভুলিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার বেদনার দরুণ সকলে ধীরে ধীরে যাইতেছিলাম; অনেক রাত্রিতে চইনপুরের নীলকুঠিতে পঁহুছিলাম। কিছুক্ষণ পরে একায় ভবুয়া হইতে নেটিব ডাক্তার আসিয়া পঁহুছিলেন, এবং আমাদের বিপদের সংবাদ পাইয়া বহুতর লোকও আসিল। সর্ব্বনাশ! নেটিব ডাক্তার বলিলেন বিশুবাবুর হাত দুই তিন খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে (Compound fracture)। অবস্থা বড় গুরুতর; তাঁহাকে কলিকাতায় লইতে হইবে। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কান্নার রোল উঠিল। নাচের জন্য সুসজ্জিত গৃহ আমাদের যেন উপহাস করিতে লাগিল। তাঁহার যন্ত্রণা ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিল। আমাদের আর সেই রাত্রি আহার নিদ্রা হইল না। প্রাতে তাঁহার কলিকাতা যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি অশ্বারোহণে 'ঝমনিয়া ষ্টেসনে' যাইয়া কাশী চলিয়া গেলাম।

কাশীর কথা আমি আর নূতন করিয়া কি লিখিব? কাশী কেই বা না দেখিয়াছেন? কেই বা ব্যাস কাশী হইতে বারানসীর অপূর্ব্ব সোপান-সৌধ-খচিত শোভা দর্শন করিয়া মুগ্ধ না হইয়াছেন? ফাল্গুন মাস। বসন্তকাল। জাহ্নবী স্বচ্ছ নীলমণি মালানিভ প্রসারিতা। আর—

"পড়ি জলনীলে ধবল সৌধ ছবি
অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও!"

ভবুয়া অবস্থানকালে আমি কয়েকবার কাশী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। প্রথমবার গিয়াছিলাম আশ্বিনমাসে। আসিতে ইংরাজের ভদ্রতার এবং বাঙ্গালীর ইতরতার দুইটি জীবন্ত চিত্র দেখিয়াছিলাম। 'ঝমনিয়া' আসিয়া পূজার বন্ধের ভিড় বলিয়া 'রিজার্ভ' পাইলাম না। ইংরাজ ষ্টেসন মাষ্টার স্ত্রীর পাল্কি সঙ্গে করিয়া কক্ষ কক্ষ পরীক্ষা করিয়া কোথায়ও স্থান পাইলেন না। একটি প্রথম শ্রেণীর কক্ষে একজন ইংরাজ এক বেঞ্চে শুইয়া একখানি বহি পড়িতেছেন। ষ্টেসন মাষ্টার এই কক্ষে আমাকে সস্ত্রীক যাইতে পরামর্শ দিলেন। নিরুপায় হইয়া সম্মত হইলাম। স্ত্রীকে কক্ষে উঠিতে দেখিয়া ইংরাজ উঠিয়া তাঁহার বেঞ্চের দূরস্থ কোনায় গিয়া মুখ ফিরাইয়া পড়িতে লাগিলেন। ট্রেণ মোগলসরাই পঁহুছিলে, আমরা যখন নামিলাম, আর আমরা সে কক্ষে ফিরিব না শুনিয়া তিনি কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ শয়ন করিলেন। এতক্ষণ তিনি একটাবারও মুখ ফিরাইয়া দেখেন নাই। সেই ট্রেণে কলিকাতা হইতে কোনও বিশিষ্ট লোক সপরিবারে কাশী যাইতেছিলেন। তাঁহার ও আমার পরিবার মোগলসরাইর একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভের আড়ালে বসিয়া কাশীর ট্রেণের অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় ষ্টেসনের একপাল 'ইয়ার' আসিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া রসিকতার হাট বসাইলেন। ধীরাজ ইহাদের কি তৈলচিত্রই আঁকিয়াছিলেন—

"শালাদের দুষ্মন চেহারা সব দেখ্‌তে পাই।
হাবড়া হ'তে দিল্লী যেতে
আলপাকার চাপকান গায়ে ষ্টেসনে দাঁড়ায়ে ভাই।"

আমরা দূরে দূরে থাকিয়া এ রঙ্গ দেখিতেছি। এখন সময়ে কাশীর ট্রেণ আসিল। ভবয়ার কয়েকজন জমীদার আমাকে দেখিয়া "ডেপুটি-

সাহেব! ডেপুটি সাহেব!" বলিয়া ছুটিয়া সেলাম করিলে, ইয়ারের দল পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চম্পট দিলেন। উক্ত বাবুটি আমাকে বলিলেন—"মহাশয়! আপনি বড় একটা রসভঙ্গের কার্য্য করিলেন।" কিন্তু ইহাতেও অব্যাহতি পাইলাম না। ট্রেণে যে কক্ষে আমাদের পরিবারেরা উঠিলেন, তাহার পার্শ্বের কক্ষে আবার এক ইয়ারের দল দেখা দিলেন। সকলের শিরে সুরাদেবী অধিষ্ঠিতা। এক একবার মুখ বাড়াইয়া কক্ষস্থ রমণীদের প্রতি অপাঙ্গ বিস্ফারিত কটাক্ষক্ষেপ করিতেছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র গান ও রসিকতা চলিতেছে। সঙ্গী বাবু একবার নিষেধ করিলে অভিনয়টা আরও ঘোরাল হইল। তখন আমি 'গার্ড' ডাকিয়া এ অভিনয় দেখাইলাম। স্বদেশীয় ভদ্রলোকের ইতরতা নিবারণ করিতে নালিস করিলাম একটি সামান্য ইংরাজ 'গার্ডের' কাছে! ইহার অপেক্ষা আমাদের আর গৌরবের কথা কি হইতে পারে? সে আসিয়া অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তাহাদিগকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া দিল। অর্দ্ধচন্দ্রের বেগে কেহ কেহ প্লাটফর্ম্মে উপড় হইয়া পড়িলেন। ট্রেণ খুলিল এবং আমরা নির্ব্বিঘ্নে কাশী পঁহুছিলাম।

তখন বাবু লোকনাথ মৈত্র, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, কাশীর একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী। প্রথমবারেই তাঁহার সঙ্গে পরিচিত ও তাঁহার স্নেহভাজন হই। এমন মধুরভাষী ও স্নেহপরায়ণ ব্যক্তি আমি কম দেখিয়াছি। তিনি চিকিৎসা উপলক্ষে আমার স্ত্রীকে দর্শন করেন, এবং মাতৃসম্বোধন করেন। সে অবধি তিনি আমাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। প্রথমবার ভূকৈলাসের রাজার বাড়ীতে,—অতি মনোহর অট্টালিকা,—তাহার পর একবার লোকনাথ বাবুর বাড়ীতে ছিলাম। এবার স্ত্রী 'রাণামহলে' উঠিয়াছিলেন। গৃহটি গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়াছে, এবং যদিও বড় ভাল নহে, ইহার তিন দিকে গঙ্গার শোভা বড় মনোহর।

আমাদের গৃহের নিম্ন হইতে অনেকে মিলিয়া সন্তরণ করিয়া লোকনাথ বাবুর ঘাটে যাইয়া উঠিতাম। কখন বা সে ঘাট হইতে আমাদের গৃহে সন্তরণ করিয়া আসিতাম। স্মরণ হয়, সপ্তাহ কাল কাশীতে ছিলাম, এবং লোকনাথ বাবুর আদরে বড় সুখে কাটাইয়া ছিলাম। নবীন জীবন। সংসার তখন যেন আনন্দ ভবন বলিয়া বোধ হইত। সুখ যেন চারিদিকে উছলিয়া পড়িত। সপ্তাহ পরে কাশীস্থ বন্ধু বান্ধবদের নিকট হইতে সাশ্রুনয়নে বিদায় লইয়া কলিকাতায় আসিলাম, এবং সেখানে দুই এক দিন থাকিয়া চট্টগ্রাম যাত্রা করিলাম।

চট্টগ্রাম।

শ্বেতে কৃষ্ণে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল, বৈশাখি বসন্তানিলে মৃদু আন্দোলিত বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া চট্টগ্রাম পঁহুছিলাম। আত্মীয়বর্গ খুব সমাদরে বাষ্পীয় তরণী হইতে অবতরণ করাইলেন। সমুদ্রগর্ভ হইতে দৃশ্য-চিত্রের মত চট্টগ্রাম নগরের সৌধ-কীরিট-খচিত শোভা সন্দর্শন করিয়া অবধি আমার চক্ষে জলধারা বহিতেছিল। জন্মভূমিতে উচ্চপদস্থ হইয়া আসিতেছি,—কিন্তু আমার জনক জননী কোথায়? যাঁহাদের হৃদয় আজ প্রকৃত আনন্দে অধীর হইত, আজ আমার সেই প্রেমপ্রতিম জনক ও প্রেমপ্রতিমা জননী কোথায়? জন্মভূমি আজ আমার পক্ষে যে মহা শ্মশান! অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে বাষ্পীয়পোত হইতে তরীতে, তরী হইতে তীরে আসিলাম। পৈত্রিক বাসা বাটীর অংশ পর্য্যন্ত পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার ঋণের জন্য বিক্রয় হইয়াছে। পিতৃব্যেরা উহা কিনিয়াছিলেন। তাঁহারা উদারতার সহিত উহা যথামূল্যে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন, এবং সেখানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু স্থানটির উপর আমার চির বিদ্বেষ ছিল। আশৈশব শুনিতেছিলাম উহা একটি অপদেবতার বিহার ভূমি। শৈশবে যে ভীতি হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় তাহা পূর্ণরূপে কখন অপসারিত হয় না। পিতৃব্যগণ প্রায় সকলেই এ বাসাতে ওলাউঠায় অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক এক জনের মৃত্যুর শোকময় দৃশ্য আমার হৃদয়ে চিত্রের মত প্রকটিত রহিয়াছে। এ বাসাতে একটি বংশের অধঃপতন ঘটিয়াছে। স্থানটিও অতি কদর্য্য, ভিজা, সেঁৎসেঁতে। আমি একরাত্রি মাত্র এক পিতৃব্যের বাসা বাটীতে অতিবাহিত করিয়া

বর্ত্তমান নব বিধান সমাজের পশ্চাতে একটি বাসা ভাড়া করিয়া কিছু-দিন সেখানে থাকি। তাহার পর প্রধান মুসলমান জমিদার ফজল আলি খাঁর কুঠি ভাড়া করি।

মিঃ ক্লে (A. St. Clay) তখন চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর। তিনি ও আমি এক ষ্টিমারে আসি। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি আমাকে মফঃস্বল যাইতে আদেশ করেন। আমি পাঁচ মাস ভবুয়াতে মফঃস্বল পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। এ কারণে বিনীতভাবে অব্যাহতির প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু ক্লে সাহেব বিনয়ে বশীভূত হইবার পাত্র নহেন। শুনিয়াছি এক সিভিলিয়ানের ভৃত্য-প্রহার রোগ ছিল। অনেকেরই আছে। আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন একজন ভৃত্য তাঁহাকে প্রতিপ্রহার করিতে আরম্ভ করে। তিনি ঘা কতক খাইয়া বলেন—"বহুত হুয়া, বস্।" তাহার পর ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া ভৃত্যকে পারিতোষিক প্রদান করেন এবং সে দিন হইতে ভৃত্যদের প্রতি শিষ্টাচার অবলম্বন করেন। ক্লে সাহেবও সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি উত্তরে লিখিলেন আমাকে নিশ্চয় মফঃস্বল যাইতে হইবে। আমি অগত্যা যাইতে স্বীকৃত হইয়া তাঁবু চাহিলাম। তাহার উত্তরেও কর্কশ ভাষায় লিখিলেন যে এখানের ডেপুটি কালেক্টরেরা কখনও তাঁবু পায় নাই। আমিও পাইব না। আমিও তখন একটুক স্বর চড়াইয়া লিখিলাম, যে গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে তিনি আমাকে তাঁবু দিতে বাধ্য। অন্য ডেপুটি কালেক্টরেরা প্রায়ই বিদেশী ও পুরাতন সম্প্রদায়ের লোক। তাঁহারা লোকের দেউড়ি ঘরে গিয়া থাকেন। আমি স্বদেশে সেরূপ থাকিতে গেলে আমার পদ-গৌরব ও বংশ-গৌরব রক্ষিত হইবে না। এবার শিমুলস্তূপে অগ্নিক্ষেপ হইল। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া লিখিলেন—"আপনি আমার আদেশ মানিবেন কিনা।

আমি লিখিলাম আমাকে তাঁবু না দিলে আমি মানিব না, এবং তিনি যদি ইচ্ছা করেন আমার পত্র কর্ম্মত্যাগের পত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্টে উভয়ের পত্রাবলী সহ প্রেরণ করিতে পারেন। তখন ক্লে সাহেব বলিলেন—"বহুত হুয়া, বস্।" লিখিলেন—"আপনাকে তাঁবু দেওয়ার জন্য নাজিরকে আদেশ করিয়াছি। আপনার শেষ পত্র খানি অযথা অসম্মানব্যঞ্জক। আপনি উহা প্রত্যাহার করিবেন।" আমি উহা প্রত্যাহার করিলাম। তখন তিনি লিখিলেন—"আপনার এখন মফঃস্বল যাইবার প্রয়োজন নাই।" আফিসময় একটা হাসি পড়িয়া গেল। শিবলাল তেওয়ারি তখন কোর্ট ইন্সপেক্টার, আমার পিতার বন্ধু, ও অতিশয় বিচক্ষণ লোক। তিনি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা বাপ্‌কা বেটা! ক্লে সাহেবকে জব্দ করিতে পারে এমন লোক যে কেহ আছে আমার বিশ্বাস ছিল না। যাহা হউক তুমি সার্টিফিকেট পাইয়াছ ভাল। সাহেব বলিয়াছেন—"He seems to be a firebrand"—"লোকটা একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বোধ হইতেছে।"—এই যে ফেউ ডাকিল, চট্টগ্রামের সকল ফেউ বা সিবিলিয়ান এ ডাক ধরিলেন এবং ক্রমশঃ উহা ব্যাপ্ত হইল। আমার চাকরির শেষ পর্য্যন্ত এ ডাক প্রভুদের মুখে ছিল।

তাহার কিছুদিন পরে আবার আর এক লড়াই (pitched battle) উপস্থিত হইয়া এ খ্যাতি আরও স্থায়ী করিয়া দিল। বলিয়াছি ভবুয়াতে আমি কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ হইয়াছিল। কত ঘোড়া সেখানে কিনিয়াছিলাম ও বেচিয়াছিলাম। শেষে আসিবার সময়ে একটি কাঠিওয়ার ও একটি হিন্দুস্থানী (country bred) ঘোড়া লইয়া আসিয়াছিলাম। প্রথমটির নাম ছিল 'বিদ্যুৎ' (Lightning); দ্বিতীয়টির নাম 'রামলোচন'। উহা রামলোচন নামক একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টার হইতে কিনিয়াছিলাম।

প্রথমটি ধূসরবর্ণ, দ্বিতীয়টি গোল সবজা (কৃষ্ণ গোলাপী)। দুইটি ঘোড়ারই চট্টগ্রামে খুব নাম পড়িয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ প্রথমটি যে দিকে যাইত, দেখিবার জন্য লোক দাঁড়াইয়া যাইত। ঘোড়াটি এমন সুন্দর বঙ্কিম গ্রীবা-ভঙ্গী করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিত, তাহার আকৃতি এত সুন্দর, এবং তাহার এমন বিদ্যুৎগতি, যে উহা প্রকৃতই দেখিবার যোগ্য ছিল। তাহার উপর আবার 'সার্কাসের' ঘোড়ার মত শিক্ষিত ছিল। চক্রে, চারি অঙ্কে, এরূপ সুন্দর চলিত, আদেশমত সম্মুখের দুই পায়ের উপর এমন সুন্দর নৃত্য করিত। নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছে এমন সময়ে আদেশ করিলে সম্মুখের দুই পায়ের উপর বসিয়া পড়িত, এবং আমি মাথার টুপি বা চাবুক ফেলিয়া দিয়া উঠাইয়া লইলে, তৎক্ষণাৎ আবার নক্ষত্রবেগে ছুটিত। আমি হাঁটিয়া যাইতেছি ঘোড়া গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া বুক চাটিতে চাটিতে নৃত্যের মত পা ফেলিয়া আমার পশ্চাতে চলিয়া যাইতেছে। যদি বলিলাম—"যাও বেটা, ঘর্ যাও।" অমনি ছুটিয়া আস্তাবলে গিয়া উপস্থিত হইত। কোথায় বসিয়া আছি, "খাড়া রও বেটা" বলিলে প্রাঙ্গণে গ্রীবা-ভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইয়া বুক চাটিতে থাকিত। এজন্য কখনই সঙ্গে সহিস রাখিতে হইত না। ঘোড়াটির এমন নাম পড়িয়া গিয়াছিল যে স্বয়ং কমিশনার সাহেবের পক্ষ হইতে পাঁচশত টাকাতে উহা ক্রয় করিবার প্রস্তাব আসিয়াছিল।

অন্নদা আমার সম্পর্কে খুড়া, কিন্তু সমবয়স্ক ও পরম বন্ধু। তাহার একটি অতি সুন্দর 'ওয়েলার' ঘুড়ী ছিল। বর্ণ লাল। আমরা দুজনে প্রায় একরূপ পোষাক পরিয়া পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতাম। লোকে বলিত 'মানিকযোড়'। একদিন আফিস হইতে দুজনে এরূপ পাশাপাশি ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছি, ডিস্‌পেন্সারির সম্মুখে রাস্তার কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া ডাক্তার সাহেব 'এলেন'। তখন পুরাতন

ডিস্পেন্সারির পাকা বাড়ী প্রস্তুত হইতেছিল। তিনি দাঁড়াইয়া উহা দেখিতেছিলেন। বেলা প্রায় পাঁচটা। শীতকাল। দুইটি বাঙ্গালী এরূপ দুই সুন্দর অশ্বে এরূপ বীরভাবে চড়িয়া যাইতেছে, আর তিনি তাঁহার পক্ষীরাজ ঘোটকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উহা দেখিয়া থাকিবেন,—এ দৃশ্য কি কখনও গৌরাঙ্গের প্রাণে সহ্য হইতে পারে? আমরা তাঁহার পার্শ্ব দিয়া যাইতেছি, অন্নদা আমার অপর পার্শ্বে, তিনি ছুটিয়া আসিয়া চোক রাঙ্গাইয়া কি বলিয়া একটি ক্ষুদ্র ছড়ি দিয়া আমার ঘোড়ার মুখের উপর আঘাত করিলেন। ঘোড়া লাফাইয়া উঠিয়া তীরবেগে ছুটিল। আমার তেজস্বী ঘোড়া; হাতে চাবুক রাখিবার প্রয়োজন হইত না। অতি কষ্টে ঘোড়া থামাইয়া ফিরিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"What the devil you struck my horse for?" তিনি "You! You!" বলিয়া ছুটিয়া আমার নিকট আসিলে শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের রাসায়নিক আকর্ষণে আমার বুটমণ্ডিত দক্ষিণ পাদপদ্ম সরেকাব তাঁহার বক্ষে উপর্য্যুপরি দুইবার সংশ্লিষ্ট হইল। তিনি বুকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমার ঘোড়া আবার ছুটিয়া গেল। কিছু দূর গিয়া থামাইয়া আমরা দুজনে ফিরিলাম। তিনি তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতেছেন। অনেক লোক জমিয়া গিয়াছে। আমাকে দেখিয়া অগ্নি-মূর্ত্তি হইয়া বলিলেন—"You, you, Nigger, you hit me"—"তুমি, তুমি, ঘৃণিত দেশী লোক, আমাকে আঘাত করিলে?" আমিও তদুপযোগী বাক্যামৃত বর্ষণ করিয়া বলিলাম যে—"তোমার ভাগ্য ভাল আমার হাতে চাবুক নাই। তুমি এ যাত্রা অল্পে অল্পে পার পাইয়া গেলে।" আমি ঘোড়া চড়িয়া চলিয়া আসিলাম।

তিনি প্রথম পুলিসে গিয়া নালিশ করিলেন যে আমি তাঁহাকে "চাবুক

দিয়া” অকারণ মারিয়াছি। কৃষ্ণাঙ্গের পদাঘাত সাদামুখে কেমন করিয়া স্বীকার করিবেন? পুলিস বলিল ‘মারপিট’ পুলিসের গ্রহণীয় অপরাধ নহে। তখন তিনি কমিশনরের ঘরে গেলেন। তাঁহার আদেশ মতে সেখান হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট ক্লে সাহেবের ঘরে গেলেন। সন্ধ্যার সময়ে সেখানে সাহেবদের একটি ‘প্রিভি-কাউন্‌সিল’ বসিল। ক্লে সাহেব বাঘ শীকার করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু বাঘ তাঁহাকে শীকার করিয়াছিল। তিনি ভূমিতলে দাঁড়াইয়া বাঘকে গুলি করেন। তাঁহার লক্ষ্যটি ঠিক ‘পিকউইক সভার’ শীকারসভ্য মহাশয়ের মত ছিল। গুলি বাঘে লাগিল না। বাঘ ছুটিয়া আসিলে, তিনি তাহাকে বন্দুকের বাট দিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করেন। বাঘ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দাঁত বসাইয়া দেয়। উভয়ের মধ্যে এরূপ মল্লযুদ্ধের পর বাঘ চলিয়া যায়। এ ঘটনা হইতে ক্লে সাহেব এ অঞ্চলে ‘বলী কলেক্টর’ উপাধি প্রাপ্ত হন। এ সময়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অকর্ম্মণ্য ছিল। রাত্রি অনুমান দশটার সময়ে তাঁহার বামহস্তের লিখিত এক পত্র পাইলাম—আমি কেন অসাবধানে (rashly) অশ্ব চালাইয়া ডাক্তার সাহেবের উপর গিয়া পড়িয়াছিলাম এবং তাঁহাকে “আক্রমণ” করিয়াছিলাম চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। বুঝিলাম সাহেবদের পরামর্শে স্থির হইয়াছে যে কৃষ্ণাঙ্গ বাঙ্গালীর পদাঘাত দূরে থাকুক, কশাঘাত স্বীকার করাও শ্বেতাঙ্গের পক্ষে ঘোরতর অবমাননার কথা। অতএব অসতর্ক অশ্বচালন (rash driving) ও সাদাসিদা আক্রমণ (assault) বলিলেই পেনেল কোডের ২৪৯ এবং ৩৫২ ধারার অপরাধ হইবে। এ দিকে সহরময় হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে যে আমি ডাক্তার সাহেবকে মারিয়াছি। অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত আমার বাসা লোকপূর্ণ। যুবকেরা বলিতেছেন—“বেশ করিয়াছ।” প্রাচীনেরা বলিতেছেন—“কাযটি ভাল কর নাই।

সাহেবী চক্রান্তে ঘোরতর বিপদে পড়িবে। ফৌজদারিতে শাস্তি দিয়া পদচ্যুত করিবে। ডাক্তার সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।” ইঁহাদের মধ্যে দুই একজন সাহেবদের গুপ্তচর বলিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল।

প্রাতে উঠিয়া আমি এই মর্ম্মে কৈফিয়ৎ দিলাম—“আমি অসতর্ক ভাবে অশ্ব চালাই নাই। যেরূপ সর্ব্বদা চালাইয়া থাকি সেরূপ চালাইয়াছিলাম। ডাক্তার সাহেব অকারণে আমার ঘোড়াকে আঘাত করেন; তিনি জানেন যে এরূপ অবস্থায় ঘোড়াকে সম্মুখ হইতে মুখের উপর আঘাত করিলে আরোহীর জীবনের বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। ঘোড়া আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ লাফাইয়া উঠিয়াছিল আমি দৈবানুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছি। অতএব ডাক্তার সাহেবই অশ্বকে আঘাত করিয়া অশ্বারোহীকে আক্রমণ করিয়াছেন। আমি তজ্জন্য আইনের আশ্রয় অবলম্বন করিব কিনা বিবেচনা করিতেছি।” আবার সাহেবী কাউন্সিল বসিল। হাসিবার কথা—মিউনিসিপাল ওভারসিয়ার রিপোর্ট করিলেন আমি লোকের জীবনবিঘ্নকর বেগে সর্ব্বদা বৃহৎ অশ্ব চালাইয়া থাকি এবং তদ্দ্বারা মিউনিসিপাল রাস্তা নষ্ট করিতেছি! বলা বাহুল্য ইনি চট্টগ্রামী মুসলমান। ক্লে সাহেব কমিশনরের কাছে এক দীর্ঘ রিপোর্ট করিলেন। তাঁহার মর্ম্ম এই—“আমি যে সর্ব্বদা অসতর্কভাবে অশ্ব পরিচালন করিয়া থাকি তাহা মিউনিসিপাল ওভারসিয়ারের রিপোর্ট দ্বারা প্রমাণিত। ঘটনার দিন এরূপ ভাবে অশ্ব চালাইয়া আমি ডাক্তার সাহেবের উপর গিয়া পড়ি এবং তিনি তাঁহার হস্তস্থিত ক্ষুদ্র ছড়ির দ্বারা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাকে আক্রমণ (assault) করি এবং গালি দি। এরূপ ব্যক্তিকে এরূপ উচ্চ রাজপদে রাখা উচিত নহে। অতএব আমাকে পদচ্যুত করিবার জন্য কমিশনর গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট

করিবেন।" সেই গুপ্তচরদের তখন আর আনন্দ হৃদয়ে ধরে না। তাঁহারা অতিশয় বিজ্ঞতার সহিত বলিতে লাগিলেন—"কেমন আমরা বলিয়াছিলাম না যে ক্ষমা না চাহিলে বিপদে পড়িবে? এ বয়সে এত বড় একটি পদ হারান কি সামান্য দুঃখের কথা?" শুধু ইহারা বলিয়া নহে। চট্টগ্রামবাসীর মত এমন পরশ্রীকাতর লোক বুঝি আর ভূভারতে নাই। পরের সুখের তুল্য দুঃখ, এবং পরের দুঃখের তুল্য সুখ, ইহাদের কাছে এমন আর কিছু নাই। আমি এত বড় বিপদ কাটাইয়া এরূপ উচ্চপদস্থ হইয়াছি ইহাতে অনেকরই মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। যদিও ইঁহারা মুখে সহানুভূতি দেখাইতেছিলেন, কিন্তু দেখিলাম আমার পদচ্যুতির সম্ভাবনায় অনেকেই অন্তরে পরম সুখী। এমন কি পরামর্শ করিব এমন একটি লোক পাইতেছিলাম না। যাহা হউক মনে মনে স্থির করিলাম যে, কমিশনরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলাম তাঁহার মুখ ম্লান ও গম্ভীর হইল। কমিশনর সাহেব বড় বিষম তোৎলা ছিলেন। আমি বসিবামাত্র কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"Wha—wha—wha—what—d—d—do you want?"—"তু—তু—তু—মি কি চা—চা—চাহ?"

আমি। ডাক্তার সাহেব এলেনের ব্যাপার সম্বন্ধে আপনি কি করিবেন তাহা জানিতে চাহি।

উ। আমি তোমাকে বলিতে বাধ্য নহি।

আমি। না। তবে আমি আপনাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারী। আপনাদের ভয়ে আমি ডাক্তার এলেনের নামে এ পর্য্যন্ত নালিশ করি নাই। কিন্তু আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। আমি কেবল উচ্চপদস্থ নহি, আমি এ স্থানের উচ্চবংশজ। ফৌজদারীতে নালিশ করিলে আমার আত্মীয়গণ সুবিচার পাইব কি না সন্দেহ করেন।

ডাক্তার এলেন সাহেব আমাকে অযথা আক্রমণ করিয়া আমার যে সম্মানের ক্ষতি করিয়াছেন তজ্জন্য দশ হাজার টাকার ক্ষতি পূরণের দেওয়ানী নালিশ করিতে আমার আত্মীয়গণ জিদ করিতেছেন।

সাহেব বারুদ স্তূপের মত জ্বলিয়া উঠিলেন এবং ক্রোধে অধীর হইয়া দাঁড়াইয়া—ক্রোধে তোৎলামির মাত্রা নব্বই ডিগ্রি বাড়িয়া গেল—বলিলেন—"Y—y—you—s—s—sue D—d—doctor Allen—G—g—g good bye—তু—তু—তুমি ডা—ডা—ডাক্তার এলেনের নামে না—না—নালিশ করিবে! গু—গু—গুড্ বাই।"

তিনি মহাক্রোধের এরূপ অভিনয় করিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। আমি গৃহে ফিরিলাম। সে দিন অপরাহ্নে সংবাদ পাইলাম যে কমিশনর ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টের উপর 'file' (সেরেস্তায় থাকে) বলিয়া আদেশ দিয়াছেন, এবং তাহার পর দিন শুনিলাম ডাক্তার এলেন তারযোগে ছয় মাসের ছুটি লইয়া সেই দিন বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। আজ এরূপ ঘটনা হইলে আমি নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হইতাম এবং পদচ্যুত হইতাম। গবর্ণমেণ্টের কি পরিবর্ত্তন!

এ ব্যাপার ত এরূপে শেষ হইল। কিন্তু ক্লে সাহেবের আক্রোশ তাহাতে থামিল না। তাহার কিছুদিন পরে কোনও জমিদারের গাড়ীতে প্রাতে সদর ঘাট হইতে আসিতেছি। ক্লে সাহেবের তখনই আফিস আরম্ভ হইয়াছে। বর্ম্মাপনির জুড়ী। গাড়ী কিছু বেগে চলিতেছিল। তিনি গবাক্ষ দিয়া দেখিলেন, আর তখনই আমাকে পাকড়াও করিতে কনেষ্টবল একজন ছুটাইলেন। আমি বাঙ্গালী পোষাকে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলাম বলিয়া ক্ষমা চাহিলে তিনি সেই গোঁয়ার গণেশ ভাবে বলিলেন—"My, good man Sir, why were you driving in

that rash mamner—you are a Deputy Magistrate—you know rash driving is an offence—হে ভালমানুষ মহাশয়! আপনি কেন এরূপ অসাবধান ভাবে গাড়ী চালাইতেছিলেন? আপনি নিজে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। আপনি জানেন উহা একটি অপরাধ।”

আমি। তাহা জানি। কিন্তু গাড়ী যে অসাবধানবেগে চলিতেছিল আমি তাহা অনুভব করি নাই। বিশেষতঃ গাড়ীও আমি চালাইতে-ছিলাম না। কোচম্যান চালাইতেছিল। গাড়ীও আমার নহে।

ক্লে। আপনি কৈফিয়ৎ দিতে বড় পটু। যাহা হউক আমি এবারও ক্ষমা করিলাম। ভবিষ্যতে আর করিব না।

আমি ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম। এ দৃশ্য দেখিয়া ও আলাপ শুনিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া আমলাগণ হাসিতেছিল।

ইহার কিছুদিন পরে অন্নদার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হতভাগ্য খুড়া ত্রিপুরাচরণ রায় এক ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়েন। সন্ধ্যার সময়ে জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জামিনের হুকুম দিয়াছেন। তখন কোথায় লোক পান। কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার শিবলাল বাবু আমাকে সংবাদ দিলেন যে আমি জামিন না হইলে ত্রিপুরাবাবু জেলে যান। আমি জামিন হইলাম। অমনি পরদিন প্রাতে ক্লে সাহেব আমার বিরুদ্ধে আর এক দীর্ঘ রিপোর্ট কমিশনরের কাছে পাঠাইলেন। তখন ককৃরেল (Mr. H.A. Cockrell) কমিশনর। আবার বিপদে পড়িয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি বলিলেন—“তুমি বিচারক হইয়া কেমন করিয়া একজন আসামীর জামিন হইলে?”

আমি। কোনও আত্মীয় বিপদে পড়িলে তাঁহার সাহায্য করা মানুষের ধর্ম্ম। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইলে আমাদের দয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জন

দিতে হইবে, ভরসা করি আপনাদের মত সদাশয় ব্যক্তি এরূপ বলিবেন না।

ক্লে ! মোকদ্দমাটি তোমার কাছেও ত বিচারের জন্য যাইতে পারে ?

আমি। বরং আমি জামিন হইয়াছি বলিয়া তাহা অসম্ভব।

তিনি তখন কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"ভবিষ্যতে আর এরূপ করিও না !" আমি তাঁহাকে প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিত ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম।

কবিতে কবিতে।

এ সকল ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে আমি ফজল আলি খাঁর কুঠিতে আসি। বলিয়াছি খাঁসাহেব চট্টগ্রামের সর্ব্বপ্রধান মুসলমান জমিদার, কিন্তু বিচিত্র লোক। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা আফগানিস্থানের দিক হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি এবং আর একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া চট্টগ্রাম আসেন, এবং শঙ্খনদের উত্তর তীরে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। সেই জন্য গ্রামটির নাম 'দোহাজারি' হয়। খাঁ সাহেবের রক্তে এখনও প্রভু কাবুলি ভাব ছিল। বাকি খাজনার নালিশ হইয়াছে। কর্ম্মচারী প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করিবার জন্য কবুলিয়ত চাহিল। খাঁ সাহেব তাহা কিছুতেই দিবেন না। কর্ম্মচারী বলিল—"না দিলে প্রমাণাভাবে মোক-দ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া কবুলিয়ত রহিত হইয়া যাইবে।" তিনি চটিয়া লাল। বলিলেন—"কি! কবুলিয়ত আমার বাক্সে রহিয়াছে, মুন্সেফের বাপের কি সাধ্য তাহা রহিত করিবে?" তাঁহার কুঠিটির অতিশয় শোচনীয় অবস্থা। সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়াছে। সমস্ত ঘরে জল পড়ে। পরগাছা উঠিয়া দেয়াল ও ছাদ ফাটিয়া গিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, হইবারও যো নাই, কারণ তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত তাঁহার গ্রামস্থ বাটীর একটি ঘরে থাকেন। তাহার বাহিরে পর্য্যন্ত কখনও পদার্পণ করেন না। অতএব স্থির করিলাম, তাঁহাকে পত্র লিখিব। কিন্তু সেও বড় সহজ ব্যাপার নহে। তিনি পার্শিতে খুব 'লায়েক' হইলেও বাঙ্গালা কিছুই জানেন না। বাঙ্গালায় একখানি পত্র লিখিয়া তাহা পার্শিতে অনুবাদ করিয়া পাঠাইতে সংকল্প করিলাম। কিন্তু অনুবাদ করে কে? তখন কালেক্টারির বৃদ্ধ মোহরের রমজান আলি মুন্সীকে মনে পড়িল।

এ মুন্সী সাহেবও আমাদের চট্টগ্রাম স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক মুন্সী সাহেবের দ্বিতীয় সংস্করণ। তাহার বিশ্বাস যে সে একজন বড় 'লায়েক' লোক। শুধু তাহা নহে, সে একজন কবি। তাহার কবিত্বের নমুনা—

"ঢেম শুয়োর বল সাহেব তাহে নাহি ডর।
চাবুক হাতে লড় চড় তাহে লাগে ডর॥"

আমরা তাহাকে লইয়া ও তাহার কবিতা লইয়া, বড় আমোদ করিতাম; তাহাতে তাহার কবিত্বের প্রতি তাহার বিশ্বাস আরও অটল হইয়া উঠে। যাহা হউক আমার বাঙ্গালা পত্রখানি পার্শিতে অনুবাদ করিয়া দিবার জন্য মুন্সী সাহেবকে দিলাম। একদিন, দুদিন, চারিদিন এরূপে সপ্তাহ গেল। তিনি বলেন কিছু বাকি আছে। অবশেষে আর একদিন জুব্বা পরিহিত হইয়া আমার বাসায় উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—"ফজুল আলি খাঁ একজন সায়ের (কবি) এবং পার্শিতে বড় লায়েক"। অতএব আপনি যেরূপ সিদা সাদা পত্র লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার পছন্দ হইবে না। তাঁহার কাছে পত্র লিখিতে মুন্সিয়ানা চাহি। আমি একটি পার্শি কবিতা লিখিয়া আনিয়াছি। ইহাই পাঠাইয়া দেন।" তাহার পর গলা ফুলাইয়া, মুখের ও কণ্ঠের নানারূপ বিকৃত ভঙ্গীর সহিত "আয়েন গায়েনের" অপূর্ব্ব উচ্চারণ করিয়া পড়িতে লাগিলেন, এবং আমাকে বাঙ্গালায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। পৃষ্ঠা চার পাঁচ কেবল উপরোক্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ও পিঞ্জরাবদ্ধ খাঁ সাহেবের গুণ কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। তাহা স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষেও কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত তোষামোদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তাহার পর কয়েক পৃষ্ঠা বাড়ীটির শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা। উহার শেষ ভাগে লেখা আছে যে বাড়ীর দেওয়ালে এরূপ বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে যে তাহার শিকড় পাতালে গিয়াছে, এবং অগ্রভাগ আকাশেরও উপরে উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে যদি

ভূমিকম্প হয়, কেবল বাড়ীটি ধ্বংস হইবে তাহা নহে, পৃথিবীটা শুদ্ধ উল্টিয়া পড়িবে। গম্ভীর ভাবে এ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া নাসিকাগ্র হইতে চশমা নামাইয়া বলিলেন—এখনও কবিতাটি শেষ হয় নাই। আমি বড় পীড়াপীড়ি করিতেছি বলিয়া যতটুক লেখা হইয়াছে আমাকে শুনাইতে আসিয়াছেন। আমি দেখিলাম, ঘোরতর আতঙ্কের কথা—এ বাড়ীটির জন্য পৃথিবীটা পর্য্যন্ত একদিন ধ্বংস হইবে। অথচ পত্র এখনও শেষ হয় নাই। শেষ হইতে হইতে বোধ হইল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা পর্য্যন্ত ধ্বংস হইতে পারে। কারণ বৃক্ষের শিকড় পাতালের নীচে ও অগ্রভাগ আকাশেরও উপরে উঠিয়াছে। অতএব মুন্সী সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম—"বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা ধ্বংস করিয়া কায নাই। যদি বাড়ীটা এরূপই থাকে, তবু একটুক থাকিবার স্থান পাইব। পৃথিবীটা উল্টাইয়া গেলে কোথায় থাকিব! আপনার আর ক্লেশ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। আমি খাঁ সাহেবকে বাঙ্গালায় পত্র লিখিব।" মুন্সী সাহেব একেবারে আকাশ হইতে পাতালে পড়িলেন এবং স্তম্ভিত ভাবে আমার দিকে চশমার উপর দিয়া বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। এমন কবিত্বশক্তিটার জন্য তিনি মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, আমি কতই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। আমি যে আমার স্থূলবুদ্ধিতে উহা একেবারে উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, এ দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। জগতের মহাকবিদিগের এরূপ দুর্গতির দৃষ্টান্ত অল্প নহে। এ সময়ে আর একজন মহাকবি আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার কবিতা লিখিতে বড় সাধ হইয়াছে। তিনি এক লাইন লিখিয়াছেনও, তবে দ্বিতীয় লাইন স্থির করিতে পারিতেছেন না। লাইনটা এই—

"পিরীতির পেরাক প্রাণে ফুটেছে আমার।"

আমি অপর লাইনটা লিখিয়া পাঠাইলাম—

"কবিতা রচনা তবে হবে না তোমার।"

মুন্সী সাহেব বড় বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। মুখের ভাবটা এরূপ—শূকরের কাছে মুক্তা ছড়াইতে নাই।

"অরসিকেষু রসস্থ নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ।"

যাহা হউক, আমি খাঁ সাহেবকে বাঙ্গালায় পত্র লিখিলাম যে বাড়ীটি হয় আমাকে তালুক করিয়া দিন, আমি মেরামত করি, না হয় তিনি মেরামত করিয়া আমাকে নিয়মিত ভাড়া দেন। তিনি একজন কর্ম্মচারীর দ্বারা কেবল বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি উভয় প্রস্তাবে অসম্মত। তবে আমার যত দিন ইচ্ছা বাড়ীতে থাকিতে পারি। তখন অগত্যা কি করিব, একটা ভাড়া স্থির করিয়া এবং তদ্দ্বারা প্রয়োজনানুরূপ সংস্কার করিয়া এ বাড়ীতেই রহিলাম।

কবিতে অকবিতে।

এ সময়ে দেবীদাস দত্ত আসিয়া আমার সঙ্গে জুটিল। দেবীদাস আমার ৺পিতৃদেবের সময় হইতে কলেক্টারিতে মোক্তারি করিত। সে আমাদের বাসায় থাকিত। পিতা তাহার অপূর্ব্ব চরিত্র দেখিয়া, তাহার অপূর্ব্ব আলাপ শুনিয়া হাসিতেন এবং তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। দেবীদাস দত্ত বাস্তবিকই একজন ছোট খাট ভাড়ু দত্ত। তাহার অফিসিয়েল পোষাক ধুতি, তাহার উপর আচরণ-বিলম্বিত সাদা দীর্ঘ চাপকান; মাথায় থান কাপড়ের এক প্রকাণ্ড পাগড়ি। তাহা বাঁধিবার সময়ে ক্ষুদ্র এক আর্শির সমক্ষে বসিয়া মুখের ভঙ্গীই বা কতরূপ! সে সকল ভঙ্গী দেখিলে কাঠখানিও না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। এই অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া দেবীদাস যখন তাহার মোক্তারি কার্য্যে যাত্রা করিত, তাহা দেখিলে বাবা পর্য্যন্ত না হাসিয়া গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেন না। অবশ্য তাঁহাকে কিছু বলিবার যো ছিল না; কিন্তু অন্য কেহ হাসিলে দেবীদাস ক্রোধে অস্থির হইয়া মুখের বিকৃত ভঙ্গী করিয়া বলিত—"কিরে বেটা! হাসিলি কেন! বেল্লিক!" তাহার পর মোক্তারি মাথায় থাকুন উক্ত অপরাধীর সঙ্গে তাহার দুই ঘণ্টা কাল বাক্‌বিতণ্ডা। দেবীদাস প্রমাণ করিবে যে তাহার মত সুপুরুষ ভুভারতে নাই, এবং সে পোষাকের তুলনাও নাই, উহাতে তাহার আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। প্রায় দুই ঘণ্টা তর্কের পর হাস্যকারী বিপক্ষকে পরাস্ত করিয়া দেবীদাস "দুর্গা, দুর্গা" বলিয়া যাত্রা করিতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে একজন নাকে কাটি দিয়া হাঁচিল। দেবীদাস একেবারে তেলে বেগুনে জলিয়া ফিরিল, এবং বলিল—"বেটা বেল্লিক! তুই আমার

যাত্রার সময়ে হাঁচিলি কেন?" আবার দুই ঘণ্টা গালি দিয়া এবং তর্ক করিয়া সেই হাঁচিটা যে একটা গুরুতর অপরাধের কার্য্য হইয়াছে তাহা সাব্যস্ত করিয়া অবশেষে দেবীদাস "দুর্গা, দুর্গা" বলিয়া আবার যাত্রা করিল। তার পর দেবীদাস দত্তের মোক্তারিও ঠিক সেই ভাড়ুদত্তগিরির অভিনয়। মাথা নাড়িয়া, চোক ঘুরাইয়া, অন্যান্য মোক্তারদিগকে তাহাদের অযোগ্যতার জন্য অভিধান বহির্ভূত গালি দিয়া যদি একটা শিকার কোনও দিন জুটিল, সে দিন অপরাহ্নে বাসায় ফিরিয়া আসিতে দেবীদাসের বাহারই বা দেখে কে! সঙ্গী মোক্তার, কিম্বা তদভাবে রাস্তার লোক, কাহাকেও পাকড়াও করিয়া তাহার সঙ্গে সে দিনকার মোক্তারির গল্পটাই বা কত! পারিতোষিক চারটা কি হদ্দ আটটী পয়সার অধিক জুটিত না। কিন্তু পকেটে হাত দিয়া, তাহা দেবীদাস এরূপ ভাবে নাড়া চাড়া করিতে করিতে আসিত যে সে সকল তাম্রফলকের কলরবে রাজপথ কলনাদিত হইত। বাসাটির সমক্ষে আসিয়াও সেই গল্প, হাসি, ও ধাতব নিনাদ থামিত না। এ সময়ে আমার ইঙ্গিত মতে কোনও কোনও দিন আমার পিসতুত ভাই জগৎ চুপে চুপে গিয়া তাহার পার্শ্বে ভাল মানুষটির মত দাঁড়াইয়া এক মুঠো হাঁড়িভাঙ্গা চাঁড়া তাহার সেই পকেটের মধ্যে দিয়া আসিত। দেবীদাস তাহার সেদিনকার মোক্তারির গল্পে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। গল্প শেষ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি দেবীদাস আজ শীকার ফলিয়াছে না কি? মুখে যে আর হাসি ধরে না। আজ কি পাইয়াছ দেখি।" দেবীদাস আনন্দে অধীর। পয়সা দেখাইতে গিয়া মুঠো ভরিয়া এক মুঠো চাঁড়া বাহির করিল। সকলে হাসিয়া উঠিল। জগৎ বলিল—"মক্কেলের কাছে আজ এই পাইয়াছ নাকি?" দেবীদাস

ক্রোধে একেবারে অধীর হইল, এবং জগতের প্রতি সেই দেবীদাসি ঢঙ্গের হিন্দি ছুটিল। তাহাতে কতক হিন্দি, কতক চট্টগ্রামী ভাষা এবং কতক ভাল বাঙ্গালা। সে এক অপূর্ব্ব খিচুরী—"তোম্ তোম্ ভারি বেয়াদপ্। তুমি ইছ্ ওয়াস্তে আমার কাছে গিয়া খাড়া হুয়া থা।" ক্রমে ক্রমে যত পয়সা বাহির করিতে লাগিল, ততই পয়সা মিশ্রিত চাঁড়া বাহির হইতে লাগিল। ততই ক্রোধের মাত্রাও বাড়িতে লাগিল। সর্ব্বশেষ যখন পকেটটী উল্‌টাইয়া ফেলিয়া দেখিল যে উহা লাল হইয়া গিয়াছে, তখন আর তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না।

"অঙ্গে নহে, বস্ত্রে লেগেছে দাগ,
বিরাট রাজার এই ত রাগ।"

কি জানি যদি অন্য পকেটেও কিছু দিয়া থাকে, দেবীদাস সেটাও উল্টাইয়া ফেলিল। তখন গৃহে বহু লোক জমা হইয়া গিয়াছে, এবং হাসির তরঙ্গ লহরে লহরে ছুটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দেবীদাসি হিন্দি মিশ্রিত গালের তরঙ্গ এবং ক্রোধের তরঙ্গও ছুটিয়াছে। পকেট দুটী প্রকাণ্ড ভিক্ষার ঝুলির মত দুই দিকে ঝুলিয়া দেবীদাসের বেশ ভূষার অপূর্ব্ব শোভা আরো দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া রহিল যে বাবা আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলে জগতের নামে এক নম্বর প্রকাণ্ড নালিশ দায়ের করিবে। তাহাই হইল। বাবা আফিস হইতে আসিলে দেবীদাস আট বছরের শিশুর মত কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—"আজ্ঞা! আজ্ঞা! এই দেখুন জগত আমার পকেটে কতকগুলি চাঁড়া পুরিয়া দিয়াছে এবং আমার পকেট দুটা একেবারে নষ্ট করিয়াছে।" বাবা হাসিতে হাসিতে জগতকে তলব দিলেন। জগৎচন্দ্র অদৃশ্য।

এরূপে একদিন নহে। নিত্য রূপান্তরিত ভাবে এই অভিনয় হইত। আমি ডেপুটি কলেক্টর হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে দেবী-

দাস এখনও সেই দেবীদাস। কিন্তু সে লোক বড় ভাল, বিশ্বাসযোগ্য। আমি তাহাকে আমার বাসাবাটিতে আনিলাম এবং সংসারের ভার তাহার হস্তে দিলাম। বলিয়াছি মোকদ্দমার পর আপোষে পিতা যে ভূমি সম্পত্তি পাইয়াছিলেন তাহাও পিতৃব্যদের কাছে আবার বন্দক দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা "বরবাদ্ সিদ্ধি" করিয়া উহা দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বাতাস ফিরিয়াছে। আমি ডেপুটি কলেক্টর হইয়া দেশে আসিয়াছি। চঞ্চলা লক্ষ্মী আবার আমাকে কৃপা কটাক্ষ করিয়াছেন। পিতৃব্যেরা উহা ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। দেবীদাসের পরামর্শে কর্জ্জ করিয়া আমি উহা উদ্ধার করিলাম। হায় মা! তুমি এই ক্ষুদ্র সম্পত্তির জন্য কতই লালায়িতা ছিলে, উহার জন্য কতই মনস্তাপ পাইয়া চলিয়া গেলে! সম্পত্তির কবালা লেখা শেষ হইলে আমি বাড়ী ফিরিয়া সেই শোকস্মৃতিতে উদ্বেলিত হৃদয়ে শিশুটির মত কাঁদিলাম। এ জীবনে যখন যাহা সম্পত্তি করিয়াছি, এই স্মৃতিতে, এই শোকে কাঁদিয়াছি। পিতা দেবতা। পিতার ত কথাই নাই। হায় মা! তুমি যদি একদিন আমার এ অবস্থা দেখিয়া যাইতে, তাহা হইলেও যে আমার এ জীবন সার্থক হইত। তুমি কি দেখিতেছ না? দেখিতেছ। তোমার মত সরলা পুণ্যবতীর পুনর্জন্ম নাই। তুমি কোনও পুণ্যলোকে বসিয়া দেখিতেছ। অথচ আমি সেই সান্ত্বনাটুকু পাইতেছি না।

বিষয় উদ্ধার করিলাম। কিন্তু এই ঋণ কিরূপে শোধ করিব! সেই ভারও দেবীদাস গ্রহণ করিল। তখন মাত্র দুই শত টাকা বেতন। বেতন আসিলে সে একশত টাকা সেই ঋণ শোধে দিত। বাঁকি এক শত টাকার দ্বারায় সে যে কিরূপে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিত আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। তখন আমি একজন প্রণয়টপ্পাবাজ বাবু, নব যৌবনের উত্তেজনায় উন্মত্ত। দুটি বড় তেজস্বী ঘোড়া। নিত্য

গৃহে পানাহারের উৎসব ও সঙ্গীত। প্রায় প্রত্যেক শনিবারে এক নিমন্ত্রণ। পোষাকের বাবুগিরি প্রকৃত প্রস্তাবে আমার তত বেশী যে ছিল তাহা নহে। জানি না কেন, আমি সামান্য কাপড় পরিয়া বাহির হইলেও লোকে অতৃপ্তনয়নে চাহিয়া থাকিত। বলিত—"কি বাবু!" কেহ বলিত—"যেমন রূপ, তেমনি পোষাক!" ফলতঃ যে কাপড় পরিতাম, যেরূপে পরিতাম, যেরূপে চলিতাম, তাহাই দেশে ফ্যাসান হইয়া পড়িত। চাদর খানি ছেঁড়া। তাই একটুক ভঙ্গী করিয়া যাহাতে ছেঁড়াটুক দেখা না যায়, সেরূপ ভাবে একদিন পরিয়াছি। তাহার পর দিন দেখি সেরূপ চাদর পরা ফ্যেশান হইয়াছে। আমার শিশ টুকুর পর্য্যন্ত এমন অনুকরণ হইত যে এক এক দিন স্ত্রীরও শুনিয়া ভ্রান্তি হইত। আর আমি বাঁশী বাজাইতাম। কাজে কাজে পথে ঘাটে বাঁশী। এই আমোদের সঙ্গী খুড়া অন্নদা: বাসায়ও বহুতর পোষ্য। অতএব এ সকল প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় দেবীদাস কিরূপে চালাইত আমার এখনও ভাবিতে গেলে বিস্ময় বোধ হয়।

এক বাবুর রামচরণ নামক এক চাকর ছিল। বাবু তাহার সঙ্গে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে রামচরণ অন্য লোক আসিলে তাঁহাকে তামাক সাজাইয়া দিত। আর যখন কেহ না থাকিত তখন বাবু রামচরণকে সাজাইয়া দিতেন। দেবীদাসও সে বন্দোবস্ত করিল। মাসের প্রথমে রাজা ও মন্ত্রী বসিয়া একটা বিনা সুতার হার গাঁথিবার ব্যবস্থা করিতাম। যে খরচটায় নগদ টাকা না দিলে নহে, তাহা নগদ দিতাম, এবং অবশিষ্ট দোকানে বাকি করা যাইত। মাসের প্রথমে লম্বা-লম্বা খাতা লইয়া দোকানদারগণ উপস্থিত হইলে আমি লম্বা লম্বা হুকুম দিতাম। সে হুকুমের মোট দিলে দুইশত টাকায়ও কুলায় না। দেবীদাসের হাতে আছে পঁচিশ কি ত্রিশ টাকা মাত্র। যাহাকে কুড়ি টাকা

দিতে বলিয়াছি দেবীদাস তাহাকে পাঁচ টাকা মাত্র দিয়া গম্ভীরভাবে তাহার অজ্ঞাতে মোক্তারি কার্য্য করিতে বসিয়াছে। দোকানদার যদি বলিল বাবু কুড়ি টাকা দিতে বলিয়াছেন,দেবীদাস তখন চীৎকার করিয়া বলিল—"বাবুকা হুকুম হাম্ নাহি মান্‌তা হায়। তোম্ দেখছ না, হাম্ কাযে ব্যস্ত আছি? চলে যাও।" তাহার পর ভীম কীচকের যুদ্ধ। দেবীদাসের সে অপূর্ব্ব হিন্দির স্রোত ও দোকানদারের গালি স্রোত। শেষে দোকানদার পরাস্ত হইয়া পাঁচটি টাকাই লইয়া চলিয়া গেল। আমার কক্ষ হইতে এই বাক্‌বিতণ্ডা, বিশেষতঃ দেবীদাসের হিন্দি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে আমার পার্শ্ব বেদনা উপস্থিত হইত। দেবীদাস এরূপে আপনি লোকের কাছে শত নিগ্রহ ভোগ করিয়া আমার সম্মান রক্ষা করিত। লোকে মনে করিত বাবুটি বেশ, যত নষ্টের গোড়া এই দেবীদাস দত্ত। দুই তিন মাস এরূপ চলিলে শেষে দোকানদারগণ বুঝিল দেবীদাস দত্তের সঙ্গে পারিবার যো নাই। যাহা দিত তাহারা তাহা লইয়া যাইত। কখনও বা দোকানদার আমার কাছে আপিল করিত। আমি দেবীদাসকে ভর্ৎসনা করিতাম। দেবীদাস নিজেই আমাকে এই অভিনয় শিক্ষা দিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত কর্জ্জ শোধ হইয়া গেল। তখন দেবীদাস আবার অল্প সুদে একজন আত্মীয় হইতে টাকা কর্জ্জ করাইয়া একটি সুন্দর দোতালা বাড়ী সহরের সাহেবী অঞ্চলে কিনিয়া দিল। এতদিনে বিস্তৃত হাতা সম্বলিত আমার নিজের একটি সুন্দর বাড়ী হইল। তাহার তেতালায় একটি সুন্দর কক্ষ ছিল। সেইটি আমার কবি কক্ষ।

এই সময়ে ইংলণ্ডের যুবরাজ (বর্ত্তমান সম্রাট) ভারতদর্শনে শুভাগমন করেন। সেই উপলক্ষে হেমবাবু হইতে ছোট বড় সকল কবিগণ কবিতা লিখিয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন। কান

পাতিবার যো নাই। কিন্তু আমি এরূপ 'হুজুগে' কবিতা কখনও লিখি নাই। এবারও লিখিলাম না। এমন সময়ে বিলাতের 'Crown Perfumery Co.' ভারতীয় ও ইংরাজী ভাষায় তিনটা কবিতার জন্য তিনটা পারিতোষিক ঘোষণা করিলেন। আমার বন্ধু মুন্‌সেফ্ পি, এন, (প্রাণনাথ) বানার্জ্জি উহার বিজ্ঞাপন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় দেখিয়া আমাকেও একটি কবিতা লিখিতে জিদ করিলেন। সকলের ধারণা এরূপ হইল যে যুবরাজের কি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে এই ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। প্রাণনাথ আমার পরম বন্ধু। তাঁহার অনুরোধে ও তাড়নায় অগত্যা আমিও এক কবিতা লিখিয়া তাঁহার কৃত ইংরাজি অনুবাদ সহ বিলাতে পাঠাইলাম। উহার নাম 'ভারত-উচ্ছ্বাস'। প্রথম পারিতোষিক পঞ্চাশ গিনি আমি পাইলাম। উক্ত কোম্পানি আড়াইশত কি তিনশত কবিতা ভারত ও বিলাত হইতে পাইয়াছিলেন। তাহা হইতে আটটি কবিতা বাছিয়া গুণানুক্রমে একখানি বড় সুন্দর বহিতে ছাপিয়াছিলেন। প্রথম আমার কবিতা, দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র অঞ্চলের একটি সংস্কৃত কবিতা, এবং তৃতীয় বিলাতের একজন ইংরাজের একটি ইংরাজি কবিতা, মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই পঞ্চাশ গিনি, এবং দেবীদাস ইতিমধ্যে আর যাহা কিছু জমা করিয়াছিল, তাহার দ্বারা মহাজনি করিল। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—ঠিক কথা। এ সংসারে মহাজনদের পথই পথ।

কিন্তু কেবল দোকান্দারেরা নহে, আমার বুদ্ধিহীন পরিবারস্থেরাও দেবীদাসের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ দেবীদাস এরূপ কর্কশ ভাষী ও কর্কশ ব্যবহারী ছিল যে সমস্ত দেশে আমি ভিন্ন কেহ তাহার বড় পক্ষপাতী ছিল না। শেষে পরিবারস্থের বিদ্বেষ স্রোতে আমার স্ত্রীও যোগ দিলেন। ইঁহারা তাঁহার অভিমান বহ্নি জ্বালাইয়া

দিয়াছিলেন,—তিনিও কি একজন চাকরের অধীনা হইয়া থাকিবেন? তখন একদিন সন্ধ্যার সময়ে দেবীদাস আমাকে বলিল—"আমি এতদিন অন্য লোকজনের কথা গ্রাহ্য করি নাই। কিন্তু এখন ঠাকুরাণী পর্য্যন্ত আমার উপর চটিয়াছেন। অতএব আর আমার আপনার সংসারে থাকা উচিত নহে।—বিশেষতঃ আমি আপনার বিষয় উদ্ধার করিয়াছি, বাড়ী করিয়া দিয়াছি। আপনি স্থির হইয়া বসিয়াছেন। আমার এখন বিশেষ কোনও কায নাই। এখন সকল ভার ঠাকুরানীর হাতে দেন। তিনি খুব বুদ্ধিমতী। আর কোনও গোলযোগ হইবে না। আমি মোক্তারিতে আর কিছুই পাইতেছি না। আমাকে সেটলমেণ্ট আফিসে একটা কায লইয়া দেন।" আমিও দেখিলাম তাহার কথা ঠিক। তাহাকে সেট্‌ল্‌মেণ্টের আমিন করিয়া দিলাম। তাহার কিছু-দিন পরে প্রভুভক্ত দেবীদাস ইহলোক হইতে চলিয়া গেল। এই জীবনে তাহার উপকার আমি ভুলিতে পারি নাই। তাহার আমি কিছুই প্রতিদান দিতে পারি নাই। তাই তাহার এই উপকারের কথা আত্মজীবনীতে গলদশ্রুনয়নে লিখিয়া রাখিলাম। সে আজ জীবিত থাকিলে আমার অবস্থা আরও অনেক ভাল হইত। তাহার অভাব আমি একটি জীবন পদে পদে অনুভব করিয়াছি।

———o———

পিতার ভক্ত।

চট্টগ্রামের 'বাটোয়ারা' বিভাগের অবস্থা বড় শোচনীয় বলিয়া ক্লে সাহেব তাঁহার নিজহস্তে উহা আর না রাখিয়া আমার হস্তে দিলেন। দেখিলাম এক এক মোকদ্দমা ওয়ারেণ হেষ্টিঙ্গসের আমল হইতে চলিতেছে। এক এক নথি তিন চার টুকরি (basket) দেখিয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত। আমি রিপোর্ট করিলাম যে একজন ডেপুটি কলেক্টরকে এক বৎসরের জন্য মফঃস্বল ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইহাদের নিস্পত্তি করিবার ভার না দিলে, এই সকল দ্রৌপদীর বসনের অন্ত পাওয়া যাইবে না। সে রিপোর্ট সোপানে সোপানে গবর্ণমেণ্টে গিয়া গৃহীত হইল এবং আমি বাটোয়ারে ডেপুটি কলেক্টর হইলাম। এই উপলক্ষে চট্টগ্রামের পূর্ব্ব সীমাস্থিত গিরিমালা হইতে পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত এমন স্থান নাই যাহা আমি দেখি নাই, এমন কুটুম্ব নাই যাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাই নাই। এই এক বৎসরের জীবনের সঙ্গে অনেক সুখ ও স্নেহস্মৃতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। কত কত সুন্দর স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলাম, কত নৈসর্গিক শোভা দর্শন করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। (কোথায়ও বা পুলিস ষ্টেসনের খাটিয়ার উপরে শুইয়া, কোথায় বা শিবির উত্থিত হইতেছে এমন সময়ে কোনও তরুতলে শ্যামল তৃণোপরে অর্দ্ধশায়িত হইয়া, সম্মুখে যে কাগজ পাইতাম তাহাতে কবিতা লিখিতাম, এবং উহা যথা সময়ে 'বঙ্গদর্শনে', 'আর্য্যদর্শনে' ও 'বান্ধবে' বাহির হইত।) প্রত্যেক বন্ধে যেখানে থাকি না কেন সেখান হইতে অশ্বপৃষ্ঠে বা নৌকায় আমার পল্লীগ্রামস্থ বাড়ী যাইতাম, এবং নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতাম। এ সময়টি কি এক আনন্দের সময় ছিল। যেখানে যাইতেছি সেখানে রূপের, প্রশংসা,

গুণের আদর, এবং কৃতিত্বের জন্য ধন্যবাদ, লোকমুখে শুনিতে পাইতাম। নবীন যৌবন, প্রাণ নবীন উৎসাহে ভরা, এবং সংসার আনন্দময়। যেখানে যাইতাম সেখানেই "গোপীবাবুর পুত্র" বলিয়া কত লোক দেখিবার জন্য আসিত। বিশেষতঃ কোনও মুন্‌সেফির কাছে তাঁবু পড়িলে দলে দলে উকিলগণ সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। ইঁহারা সকলেই আমার ৺ পিতৃদেবের সৃষ্ট উকিল। তাঁহাদের মুখে পিতার গুণানুবাদের ও দয়ার আখ্যান শুনিয়া প্রাণ আনন্দে অধীর হইত।

একদিন সাতকানিয়া থানার দক্ষিণ প্রান্তে গৌরস্থান নামক একটি গ্রামে যাইতে হইল। ব্যবধান কুড়ি মাইল। প্রথম দশ মাইল আমার সেই চট্টলখ্যাত 'বিদ্যুৎ' নামক 'কাঠিওয়ার' ঘোড়ায় গেলাম। তাহার পর একজন তালুকদারের জিম্মায় সেই ঘোড়া রাখিয়া তাহার একটি টাট্টু ঘোড়াতে অবশিষ্ট দশ মাইল গেলাম। ফাল্গুনমাস। মধ্যাহ্নে আতপে ও পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়া একটি দীর্ঘিকার তীরে নিরবচ্ছিন্ন তরুছায়ায় নয়নানন্দকর স্নিগ্ধ দূর্ব্বাদলে শুইয়া পড়িলাম। হাতে অশ্বের বল্‌গা জড়ান রহিয়াছে। অশ্ব পার্শ্বে যদৃচ্ছা ক্রমে কোমল দূর্ব্বা খাইতেছে এবং এক একবার নাসিকার ধ্বনি করিয়া ও ডাকিয়া তাহার আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। স্থানটি পর্ব্বত বেষ্টিত। দীর্ঘিকাটি অতীব মনোহর। চারি পাড় বৃক্ষে এরূপ সমাচ্ছন্ন যে মধ্যাহ্ন সূর্য্যও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। জল নীল, নির্ম্মল, শীতল! অশ্রুজলের মত টল্ টল্ করিতেছে। মধ্যভাগে জল-ক্রীড়া-বাটীর কয়েকটি স্তম্ভ এখনও পরিলক্ষিত হইতেছে। স্থানটি দেখিলে বোধ হয় মুসলমানদের আমলে কোনও সম্পত্তিশালী ব্যক্তি এখানে বাস করিতেন, এবং উহার বড় উন্নত অবস্থা ছিল। আমি বাম বাহুর উপর মস্তক রাখিয়া শুইয়া পরিতৃপ্তমনে এই শোভা দেখিতেছিলাম।

অশ্বের কণ্ঠরবে আকৃষ্ট হইয়া একটি অশীতিবর্ষীয় মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হইয়া আমাকে সেলাম করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার আমলারা কোথায় আছে তুমি বলিতে পার কি?" উত্তর—"ধর্ম্মাবতার! তাহারা এক নাপিত বাড়ীতে আছে। আমি ডাকাইয়া দিতেছি। আপনি ততক্ষণ আমি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে একটুক বিশ্রাম করিবেন কি?" আমি বলিলাম—"আমার সময় বড় কম। ঘোড়ার ডাক বসাইয়া আসিয়াছি। তদন্ত শেষ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সাতকানিয়া ফিরিতে হইবে।" বৃদ্ধ তখন বলিল—"বাবু! তুমি আমাকে চিনিতেছ না। তুমি যেমন গোপীবাবুর পুত্র, আমিও তেমন। হায় আমার বাপ গোপী বাবু কোথায় গেল! তোমার এ গৌরব যে একবার দেখিয়াও গেল না, এ দুঃখ কোথায় রাখিব!" বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে আমার পার্শ্বে বসিয়া আমার মাথায় ও মুখে কি আদরে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার উচ্ছ্বাস দেখিয়া আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। তখন বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলিল যে সে এক মোকদ্দমায় পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শেষে নিরুপায় হইয়া আমার পিতার আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং তাঁহাকে, 'বাবা' বলিয়া ডাকে। আমি তখন শিশু। স্কুলে পড়িতেছি। পিতা তাহাকে অভয় দিয়া সেই মোকদ্দমায় জয়ী করান, এবং তাহাকে রক্ষা করেন। সে একজন সম্পত্তিশালী তালুকদার। সে বলিল তাহার যাহা কিছু আছে সকলই পিতার দত্ত। তাহার চর্ম্ম দিয়া পিতার জুতা প্রস্তুত করিয়া দিলেও ঋণ পরিশোধ হইবে না। এই স্থানটি চট্টগ্রাম জেলার প্রায় শেষ সীমা। এখানে আসিয়া পিতার এই পুণ্য গীত শুনিব আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার হৃদয় শোকোচ্ছ্বাসে ভরিয়া গেল। আমি বড় কাঁদিলাম। বহুক্ষণ পর অশ্রুমোচন করিয়া

উঠিলাম, এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম—"চল ভাই! আমি তোমার বাড়ী যাইব।" ইতিমধ্যে অন্যান্য লোক আসিয়াছিল। একজনের হাতে অশ্বের বল্‌গা দিয়া আমি বৃদ্ধের বাড়ী গেলাম। বাড়ী নিকটে। তাহার একটি বৃহৎ পরিবারের আনন্দ দেখে কে! বৃদ্ধ একেবারে আত্মহারা। সে কেবল আমাকে বারম্বার বুকে লইয়া পিতার নাম করিয়া কাঁদিতেছিল। সে আমাকে নানাবিধ 'মেওয়া' খাইতে দিল। আমি পরম আহ্লাদে খাইলাম এবং একরূপ আত্মহারা ভাবে তদন্ত শেষ করিয়া সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে আবার অশ্বারোহণে ছুটিলাম।

অর্দ্ধপথে যে কনেষ্টবল ছিল, সে পার্শ্বস্থ তালুকদার বাড়ী হইতে আমার ঘোড়া আনিতে গেল। ঘোড়া এরূপ লাফালাফি করিতেছে যে তাহাকে তিন চার জন লোক চেষ্টা করিয়াও জিন দিতে পারিতেছে না। অনেক কষ্টে আমার কাছে আনিলে আমি 'বিদ্যুৎ' বলিয়া ডাকিলে ঘোড়া দাঁড়াইল, এবং নাসিকা ধ্বনি করিয়া ডাকিতে লাগিল। আমি স্বহস্তে জিন লাগাম পরাইয়া আরোহণ করিলে এরূপ নক্ষত্রবেগে ছুটিল যে আমার সমস্ত অশ্বচালন বিদ্যা নিঃশেষ করিয়া থামাইতে পারিলাম না। মাঠ, রাস্তা, পগার, নালা কিছুই জ্ঞান নাই। অশ্বের গতিতে আমার কপাল বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল, এবং সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে সিক্ত হইল। আমি নিরুপায় হইয়া আসন দৃঢ় করিয়া বসিয়া প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ঘোরতর বিপদ আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। এই দশ মাইল পথ যাইতে একঘণ্টাও লাগিল না। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে শিবিরে পঁহুছিলাম এবং সহিসের হাতে লাগাম ফেলিয়া দিয়া এ কথা বলিলাম। সে বলিল যে আস্তাবলের দিকে দানা খাইবার সময়ে আসিতেছে বলিয়া এরূপ বেগে আসিয়াছে।

আমি অবসন্ন ভাবে একখানি কেম্প লাউঞ্জ চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। ঘণ্টা দুইপরে সহিস আসিয়া কাঁদিয়া শিবিরের বাহির হইতে উচ্চৈস্বরে বলিল—"সরকার! হামরা ঘোড়াছে কোন শালা তালুকদার নে জোড় লিয়া। ঘোড়া বিলকুল বিগড় দিয়া।" সে বলিল যে মোতায়েনি কনেষ্ট-বলের কাছে সে এ কথা শুনিয়াছে। সে ঘোড়ার সঙ্গে ভবুয়া হইতে আসিয়াছে। সে ঘোড়াটিকে পুত্রবৎ স্নেহ করিত। এবং পুত্রশোকাতুর যেরূপ রোদন করে সেরূপ রোদন করিতে লাগিল। সে বলিল দুদিন পরে ঘোড়ার দুকড়া মূল্যও হইবে না। পুলিস সবইনস্পেক্টার সে তালুকদারকে ধরিয়া আনিয়া খুব একপ্রস্ত প্রহার দিয়া পর দিন প্রাতঃকালে আমার কাছে উপস্থিত করিল। বুঝিলাম ঘোড়ার এরূপ নাম পড়িয়াছে যে এ পাপিষ্ঠ প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে নাই। তাহার আস্তাবলে কোনও ঘুড়ী আছে কিনা আমি জিজ্ঞাসা করাতে সে বারম্বার অস্বীকার করিয়াছিল। সবইন্‌সপেকটার বলিল সে ত্রিশ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছে। তাহার অধিক দিবার তাহার শক্তিও নাই, কারণ তাহার বাড়ীখানি পর্য্যন্ত ঋণের জন্য বিক্রীত। এরূপ স্বাভাবিক কার্য্যের দ্বারা ঘোড়া নষ্ট হইবে আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমি টাকা লইলাম না। তাহাকে তিরস্কার করিয়া ছাড়িয়া দিলাম। একমাস যাবত ঘোড়ার কোনওরূপ ব্যতিক্রম দেখিলাম না। আমি রোজ সেই সহিসকে ঠাট্টা করিতাম। সে বলিত—"আচ্ছা দুদিন অপেক্ষা করুন্।" সতসত্যই তাহার পর ঘোড়াটি একেবারে বিগড়াইয়া গেল। পথে অন্য ঘোড়া, এমন কি গরু দেখিলেও, পশ্চাতের দুপায়ের উপর দাড়াইয়া উঠিত, এবং যদৃচ্ছাক্রমে তাহার দিকে ছুটিত। যে ঘোড়ার জন্য সাহেবরা পাঁচশত টাকা মূল্য দিতে চাহিয়াছিলেন, এখন তাহার নাম রাখিলেন "Nabin Babu's beast" (নবীন বাবুর পশু)।

তথাপি আমি দুবৎসর এরূপ অবস্থাতেও উহার ব্যবহার করিয়াছিলাম। পরে সর্ত্তিতে দিয়া নব্বই টাকা মাত্র পাইলাম। কিন্তু এরূপ দুষ্ট ঘোড়াও চালাইতেছি দেখিয়া সাহেবেরা আমার অশ্বারোহণ বিদ্যায় বিশেষ আস্থাবান হইয়াছিলেন। এজন্য লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর কেম্বেল যখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদের অশ্বারোহণের পরীক্ষা লইতে আদেশ প্রচার করেন, ক্লে সাহেব আমার পরীক্ষা না লইয়া লিখিয়াছিলেন। "A very clever rider, decidedly active for a native"— "খুব দক্ষ অশ্বারোহী, দেশীয় লোকের পক্ষে বিশেষ দক্ষ।"

এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিব। একজন প্রাচীন সম্প্রদায়ের ডেপুটিকে ক্লে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু! আপনি চড়িতে জানেন?" উত্তর—জানি।

প্রশ্ন।—কি চড়েন (অর্থাৎ বড় ঘোড়া না পনি।)

উত্তর।—পাল্কি!!

ক্লে সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন যে লেঃ গবর্ণর ডেঃ মাজিষ্ট্রেটদের ঘোড়া চড়ার পরীক্ষা লইতে আদেশ করিয়াছেন। তবে তিনি চড়িতে জানেন না বলিয়াই রিপোর্ট করিবেন। বৃদ্ধ দেখিলেন বেগতিক। একে ত বিভাগীয় পরীক্ষা দিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধি বন্ধ। এত দিন দুইশত পাইতেছেন। এখন যদি এরূপ রিপোর্ট যায় তবে হয়ত চাকরিটিও যাইবে। লেঃ গবর্ণর আবার যে সে নহে—সার জর্জ্জ কেম্বেল। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—"হুজুর! আমি খুব ঘোড়া চড়িতে জানিতাম। কিন্তু এখন কাচ্চা বাচ্চা অনেক হইয়াছে। দুশ টাকা মাত্র বেতন। ঘোড়ার খরচ চলে না।" সাহেব বলিলেন—"আচ্ছা কাহারো একটা ঘোড়া ধার করিয়া লইয়া আসিবেন।" বৃদ্ধ সহর খুঁজিয়া একটা গর্দ্দভ নির্ব্বিশেষ

টাট্টু সংগ্রহ করিয়া নিরূপিত দিবসে উপস্থিত। ক্লে প্রথমতঃ ঘোড়ার আকৃতি দেখিয়াই হাসিয়া আকুল। বৃদ্ধকে উঠিতে বলিলেন। তিনি অতিশয় হাস্যজনক ভাবে টাট্টু প্রবরের পৃষ্ঠে উঠিলেন, এবং সম্মুখে নগ্ন শরীর নেঙ্গটিমাত্র পরিহিত, যে সহিস এই উচ্চৈশ্রবার গলার দড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে বলিলেন—"টান বেটা! টান!" সে যথাশক্তি টানিতে লাগিল, এবং ডেপুটি মহাশয় তাঁহার হস্তস্থিত বৃহৎ যষ্টির দ্বারা ঘোটকের পশ্চাৎ দেশে প্রহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু অশ্বরাজ সেই যে গ্রীবা ঊর্দ্ধ করিয়া দুই পাটী দন্ত বাহির করিয়া রহিলেন, তিনি আর চলেন না। সেই উলঙ্গ সহিসের দড়ির টান, আরোহীর যষ্টি প্রহার, এবং 'চল বেটা! চল' সম্বোধন, তিনি সকলই ব্যর্থ করিলেন। ক্লে সাহেব হাসিয়া আকুল হইয়া বলিলেন—"বাবু! আপনার আর পরীক্ষা দিতে হইবে না।"

——০——

'পলাশীর যুদ্ধ কাব্য'।

বলিয়াছি যশোহরে আমাদের আমোদ ও আহারের জন্য একটা সাধারণ সমিতি ছিল। তদন্তর্গত আবার কয়েকটি শাখা সমিতি ছিল—সঙ্গীত সমিতি, সাহিত্য সমিতি, ইয়ার্কি সমিতি। সাহিত্য সমিতির সভ্য তিনজন—আমি, জগবন্ধু ভদ্র ও মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। জগবন্ধু যশোহর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, এবং মাধব তখন উকিল ছিলেন। একদিন এই সমিতিতে স্থির হইল যে আমরা তিনজনে তিনটি বিষয় লইয়া তিনখানি বহি লিখিব। (কেলেজে অধ্যয়ণ সময়ে রামপুর বোয়ালিয়া যাইবার পথে পলাশীর যুদ্ধের ও যুদ্ধ ক্ষেত্রের যে গল্প শুনিয়াছিলাম তাহা আমার সর্ব্বদা মনে পড়িত, এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র সর্ব্বদা আমার নয়নের সমক্ষে ভাসিত। আমি বলিলাম আমি পলাশীর যুদ্ধ লিখিব। এরূপে কি কার্য্যের অঙ্কুর শ্রীভগবান কোথায় আমাদের অজ্ঞাতভাবে স্থাপন করেন, তাহা তিনিই জানেন। জগবন্ধু রাজস্থানের এবং মাধব সিপাহী বিদ্রোহের, কোনও ঘটনা লিখিবেন স্থির হইল। আমার যেই কথা, সেই কাজ। আমি চিরদিনই একজন, ব্যস্তবাগীশ। আমি তখনই 'পলাশীর যুদ্ধ' একটি দীর্ঘ কবিতাকারে লিখিলাম।) জগবন্ধু বহু দিন পরে 'দেবলদেবী' নামক একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। মাধব তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছেন কিনা, আমি অবগত নহি। ইহার কিছু দিন পরে হেড মাষ্টার বাবুর শিশু পুত্র পীড়িত হয়, এবং কিরূপে রাত্রি জাগিয়া আমি তাহার সুশ্রূষা করি, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রভাত সময়ে এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ার বাবু আসিয়া রোগীর শয্যার পার্শ্বে আড় হইয়া বসিলেন। শরৎ কালের রাত্রি প্রভাত হইতেছে। পূর্ব্ব গগনে উষার প্রবাল মুকুট জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতেছে। আমি গবাক্ষের কাছে জাগরণ-

ক্লান্ত ভাবে চেয়ারে বসিয়া পা দুখানি গবাক্ষের কাষ্ঠের উপর রাখিয়া, সেই উষার মনোহর বিকাশ শোভা দেখিতেছিলাম, এবং ধীরে ধীরে সদ্যরচিত এই কবিতাটি একরূপ অজ্ঞাতসারে জাগরণ-সুখ-কণ্ঠে আওড়াইতেছিলাম।

"পোহাইল বিভাবরী পলাশী প্রাঙ্গণে,
পোহাইল ভারতের সুখের রজনী,
চিত্রিয়া ভারত ভাগ্য আরক্ত বিমানে,
উঠিলেন দুঃখ ভরে ধীরে দিনমণি।
শান্তোজ্জ্বল কর রাশি চুম্বিয়া অবনী
প্রবেশিল আম্র বনে; প্রতিবিম্ব তার
শ্বেতমুখ শতদলে ভাসিল অমনি;—
ক্লাইবের মনে হ'ল স্ফুর্ত্তির সঞ্চার।
সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন,
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।"

এঞ্জিনিয়ার বাবু নিদ্রোত্থিতের মত বলিয়া উঠিলেন—"কি! কি! আহা! বড় মিষ্ট লাগিল! কবিতাটি আবার আওড়াওত শুনি।" আমি আবার আওড়াইলাম।

তিনি। এ কাহার কবিতা?

আমি। (সলজ্জ ভাবে) আমার।

তিনি। কই, এ কবিতাত আমি আগে শুনি নাই।

আমি। এই মাত্র লিখিয়াছি।

তিনি। কি বিষয়ে?

আমি। পলাশীর যুদ্ধ।

তিনি। পলাশীর যুদ্ধ! কবিতাটি কত বড় হইবে?

আমি। সত্তর আশী শ্লোক হইবে।

তিনি। তুমি ছেলে মানুষ, রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। তুমি বাড়ী যাও। কবিতাটি এখনই আমার বাসায় পাঠাইয়া দিবে।

আমি তাহাই করিলাম। কিছুদিন পরে তিনি এক দীর্ঘ পত্র সহ কবিতাটি ফেরত পাঠাইলেন। পত্রে কবিতাটির অত্যুক্তি প্রশংসা করিয়া, শেষে লিখিয়াছেন যে এরূপ কবিতা সাপ্তাহিক পত্রে ছাপিলে উহা মাটি হইবে। উহা আরও বিস্তৃত করিয়া পুস্তকাকারে ছাপিতে তিনি পরামর্শ দিয়াছেন। আমি সে পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। কবিতাটি পড়িয়া রহিল। এই গেল ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের বসন্ত কালে আমি তিন মাসের বিদায় গ্রহণ করি। পিতার পরলোক গমনের পর পল্লীগ্রামস্থ বাড়ীখানিও ধ্বংশপ্রায় হইয়াছিল। উহা নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিবার জন্ত এই বিদায় লইয়াছিলাম। সেই সময়ে একদিন ঐ কবিতাটি চক্ষে পড়িল। মনে করিলাম এঞ্জিনিয়ার বাবুর উপদেশ মতে এই কবিতাটি বিস্তৃত করিতে পারি কিনা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। সেই চেষ্টার ফল ‘পলাশীর যুদ্ধ কাব্য’। একখানি ভগ্নাবশেষ বাঁশের দেউড়ির ঘরের এক কক্ষ কাপড়ের পর্দ্দার দ্বারা সজ্জিত করিয়া আমার কবি-কক্ষ করিয়া লইলাম। গৃহ নির্ম্মানের কার্য্যের তত্বাবধান করিয়া প্রাতঃকালে মধ্যে মধ্যে যে সময়টুক পাইতাম, সে সময়ে ‘পলাশীর যুদ্ধ’ লিখিতাম। প্রাতঃকালে ভিন্ন লিখিতে পারিতাম না। কতদিন লিখিয়াছিলাম মনে নাই। বড় বেশী দিন নহে। ছুটির মধ্যেই কাব্যখানি শেষ হয়। কিন্তু গ্রামে এমন কেহ নাই যে সাহিত্যসম্বন্ধে একটি কথা বলি বা পরামর্শ করি। তখন স্ত্রীও বালিকা বিশেষ। লেখা পড়ার বড় বেশী ধার ধারিতেন না।

ছুটির পর সহরে আসিয়া বাবু কালীচন্দ্র সেনকে উহা নকল করিতে দিলাম। কালী নিজেও একজন কবি। আমরা কলেজে থাকিতে সে 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দে কতগুলি খণ্ড কবিতা 'কুসুমাঞ্জলী' নাম দিয়া ছাপিয়াছিল। তাহাতে বেশ একটুক শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। সে পর্য্যন্ত 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দে মধুসূদনের অনুকরণে এরূপ কৃতিত্ব আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। তাহার হাতের লেখা বড়ই সুন্দর। এমন সুন্দর লেখা আমি আর দেখি নাই। ঠিক যেন ছাপা। সে নকল করিতে প্রায় ছয় মাস সময় লইয়াছিল। সে আমার অধীনে কেরানি-গিরি করিত। কাযেই তাহার অন্যান্য কার্য্যের অবসরে নকল করিতে হইত। কালী সময়ে সময়ে কাব্যখানির বড়ই প্রশংসা করিত। যে দিন নকল শেষ করিয়া আনিল সে দিন অত্যন্ত প্রশংসা করিল। কিন্তু এ কাব্যখানি যে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, সে কি আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই।

ইতিপূর্ব্বে "একদিন" কবিতাটি লিখিয়া আমি 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদকের কাছে প্রেরণ করি। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভায় তখন বঙ্গসাহিত্য উদ্ভাসিত। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তখনও এ ক্ষুদ্র জীবের পরিচয় হয় নাই। পরিচয় করাও বড় স্পর্দ্ধার কথা মনে করিতাম। কিন্তু 'একদিন' কবিতাটি পাইয়া তিনি আমাকে অনন্ত উৎসাহপূর্ণ এক পত্র লেখেন, এবং 'বঙ্গদর্শনে' নিয়মিত রূপে লিখিতে অনুরোধ করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন আমি কোথায় আছি তিনি জানিতেন না বলিয়া তৎপূর্ব্বে এরূপ অনুরোধ করিতে পারেন নাই। 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনার জন্য একখণ্ড 'অবকাশ রঞ্জিনী'ও চাহিয়া পাঠাইলেন। 'একদিন' 'বঙ্গদর্শনে' যথা সময়ে প্রকাশিত হইল। 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পর্য্যন্ত উহার বড় প্রশংসা করিয়া লিখিলেন যে পত্নীবিধুর পতির হৃদয়-তন্ত্রী উহাতে বাজিয়া উঠিবে

তিনি। পলাশীর যুদ্ধ! কবিতাটি কত বড় হইবে?

আমি। সত্তর আশী শ্লোক হইবে।

তিনি। তুমি ছেলে মানুষ, রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। তুমি বাড়ী যাও। কবিতাটি এখনই আমার বাসায় পাঠাইয়া দিবে।

আমি তাহাই করিলাম। কিছুদিন পরে তিনি এক দীর্ঘ পত্র সহ কবিতাটি ফেরত পাঠাইলেন। পত্রে কবিতাটির অত্যুক্তি প্রশংসা করিয়া, শেষে লিখিয়াছেন যে এরূপ কবিতা সাপ্তাহিক পত্রে ছাপিলে উহা মাটি হইবে। উহা আরও বিস্তৃত করিয়া পুস্তকাকারে ছাপিতে তিনি পরামর্শ দিয়াছেন। আমি সে পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। কবিতাটি পড়িয়া রহিল। এই গেল ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের বসন্ত কালে আমি তিন মাসের বিদায় গ্রহণ করি। পিতার পরলোক গমনের পর পল্লীগ্রামস্থ বাড়ীখানিও ধ্বংশপ্রায় হইয়াছিল। উহা নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিবার জন্য এই বিদায় লইয়াছিলাম। সেই সময়ে একদিন ঐ কবিতাটি চক্ষে পড়িল। মনে করিলাম এঞ্জিনিয়ার বাবুর উপদেশ মতে এই কবিতাটি বিস্তৃত করিতে পারি কিনা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। সেই চেষ্টার ফল 'পলাশীর যুদ্ধ কাব্য'। একখানি ভগ্নাবশেষ বাঁশের দেউড়ির ঘরের এক কক্ষ কাপড়ের পর্দার দ্বারা সজ্জিত করিয়া আমার কবি-কক্ষ করিয়া লইলাম। গৃহ নির্ম্মানের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া প্রাতঃকালে মধ্যে মধ্যে যে সময়টুকু পাইতাম, সে সময়ে 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিতাম। প্রাতঃকালে ভিন্ন লিখিতে পারিতাম না। কতদিন লিখিয়াছিলাম মনে নাই। বড় বেশী দিন নহে। ছুটির মধ্যেই কাব্যখানি শেষ হয়। কিন্তু গ্রামে এমন কেহ নাই যে সাহিত্যসম্বন্ধে একটি কথা বলি বা পরামর্শ করি। তখন স্ত্রীও বালিকা বিশেষ। লেখা পড়ার বড় বেশী ধার ধারিতেন না।

ছুটির পর সহরে আসিয়া বাবু কালীচন্দ্র সেনকে উহা নকল করিতে দিলাম। কালী নিজেও একজন কবি। আমরা কলেজে থাকিতে সে 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দে কতগুলি খণ্ড কবিতা 'কুসুমাঞ্জলী' নাম দিয়া ছাপিয়াছিল। তাহাতে বেশ একটুক শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। সে পর্য্যন্ত 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দে মধুসূদনের অনুকরণে এরূপ কৃতিত্ব আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। তাহার হাতের লেখা বড়ই সুন্দর। এমন সুন্দর লেখা আমি আর দেখি নাই। ঠিক যেন ছাপা। সে নকল করিতে প্রায় ছয় মাস সময় লইয়াছিল। সে আমার অধীনে কেরানি-গিরি করিত। কাযেই তাহার অন্যান্য কার্য্যের অবসরে নকল করিতে হইত। কালী সময়ে সময়ে কাব্যখানির বড়ই প্রশংসা করিত। যে দিন নকল শেষ করিয়া আনিল সে দিন অত্যন্ত প্রশংসা করিল। কিন্তু এ কাব্যখানি যে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, সে কি আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই।

ইতিপূর্ব্বে "একদিন" কবিতাটি লিখিয়া আমি 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদকের কাছে প্রেরণ করি। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভায় তখন বঙ্গসাহিত্য উদ্ভাসিত। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তখনও এ ক্ষুদ্র জীবের পরিচয় হয় নাই। পরিচয় করাও বড় স্পর্দ্ধার কথা মনে করিতাম। কিন্তু 'একদিন' কবিতাটি পাইয়া তিনি আমাকে জলন্ত উৎসাহপূর্ণ এক পত্র লেখেন, এবং 'বঙ্গদর্শনে' নিয়মিত রূপে লিখিতে অনুরোধ করেন। তিনি লিখিয়া-ছিলেন আমি কোথায় আছি তিনি জানিতেন না বলিয়া তৎপূর্ব্বে এরূপ অনুরোধ করিতে পারেন নাই। 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনার জন্য একখণ্ড 'অবকাশ রঞ্জিনী'ও চাহিয়া পাঠাইলেন। 'একদিন' 'বঙ্গদর্শনে' যথা সময়ে প্রকাশিত হইল। 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পর্য্যন্ত উহার বড় প্রশংসা করিয়া লিখিলেন যে পত্নীবিধুর পতির হৃদয়-তন্ত্রী উহাতে বাজিয়া উঠিবে

আমার নাম ছিল না। 'শ্রীনঃ' মাত্র ছিল। তাহার পর 'বঙ্গদর্শনে' 'অবকাশরঞ্জিনীর' অতিশয় সারগর্ভ সমালোচনা প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমবাবু উহার আশাতিরিক্ত প্রশংসা করিলেন। এ সময়ে 'বান্ধব' ও 'আর্য্যদর্শন'ও আমাকে পাকড়াও করেন। আমি তিন খানি মাসিক পত্রিকায় সমান ভাবে লিখিতে লাগিলাম। বঙ্গসাহিত্যের সে কি এক উৎসাহের যুগ। ক্ষুদ্র বঙ্গসাহিত্যের নদীতে চারিদিক দিয়া বন্যা ছুটিতেছিল।

একবার বঙ্কিমবাবু কবিতা চাহিয়া পত্র লিখিলে আমি 'পলাশীর যুদ্ধের' রচনার কথা লিখিলাম। তিনি উহা চাহিয়া পাঠাইলেন এবং পাইয়া লিখিলেন 'বঙ্গদর্শনে' ছাপিলে উহার অগৌরব হইবে। উহা পুস্তকাকারে ছাপিতে উপদেশ দিলেন এবং লিখিলেন যে সমালোচনার সময়ে তিনি প্রমাণিত করিবেন যে "পলাশীর যুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান কাব্য—"next, if at all, to Meghnad"—'মেঘনাদবধের' সমকক্ষ না হইলেও তাহার পরবর্ত্তী স্থান পাইবার যোগ্য।" আমি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সম্মত হইলে, তিনি লিখিলেন উহা 'বঙ্গদর্শন' প্রেসে মুদ্রিত করিবেন। আরও প্রায় ছয়মাস চলিয়া গেল। তখন বঙ্কিমবাবু লিখিলেন,—তাঁহার প্রেসে ছাপিবার সুবিধা হইল না, অতএব 'সাধারণী প্রেসে' ছাপিতে হস্তলিপি অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে দিয়াছেন।

এমন সময়ে আমার কৈশোর বন্ধু, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—তিনি পরে Dr. U. C. Mookherjee হইয়াছিলেন, কেমন করিয়া 'পলাশীর যুদ্ধের' খবর পাইলেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে উহা কলিকাতার কোনও মাসিক পত্রিকার প্রেসে মুদ্রাঙ্কণের জন্য প্রেরিত হইল। প্রেসাধ্যক্ষ উহা দেখিয়া নিজের ব্যয়ে ছাপিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তাহার পর সময়ে সময়ে তাঁহার বিপদ জানাইয়া মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ের সমস্ত

টাকা অগ্রিম আদায় করিলেন। তথাপি ছাপা শেষ হইল না। (শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর প্রায় একবৎসরে 'পলাশীর যুদ্ধ' ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইল।)

বঙ্গসাহিত্য জগতে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে বঙ্কিমবাবুর 'সুর' ফিরিয়াছে। তিনি আমাকে লিখিলেন—"It is unfortunate Hem should have made his *debut* before you."—"তোমার দুর্ভাগ্য যে হেম তোমার পূর্ব্বে আসরে নামিয়াছেন।" কথাটা বুঝিলাম। পরে শুনিলাম হেমবাবুর 'বৃত্রসংহারের' প্রথমভাগ বাহির হইয়াছে। উহা পড়িলাম, এবং যখন 'বঙ্গদর্শনে' উহার—

"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।"—সম্বলিত দীর্ঘ সমালোচনা পড়িলাম, এবং শুনিলাম এমন একটা লাইন সেক্ষপিয়ার কি মিণ্টনও লিখিতে পারেন নাই, তখন বুঝিলাম। কিন্তু বঙ্কিমবাবু ভুল বুঝিয়াছিলেন। আমি ত কখনই হেমবাবুর প্রতিযোগিতা করি নাই। আমি তাঁহার পুত্রস্থানীয়। কলেজে তাঁহার 'চিন্তা-তরঙ্গিনী' আমার পাঠ্য পুস্তক ছিল। যাহা হউক 'বঙ্গদর্শনে' 'পলাশীর যুদ্ধের'ও খুব উচ্চ রকমের সমালোচনা বাহির হইল। উহাতে বঙ্কিমবাবু আমাকে 'বাঙ্গলার বাইরণ' বলিয়া পরিচিত করিলেন। কাব্যখানির একটি মাত্র দোষ দেখাইয়াছিলেন—হেমবাবুর 'বৃত্রসংহারে' চরিত্র চিত্র আছে, 'পলাশীর যুদ্ধে' তাহা নাই। কিন্তু চরিত্র চিত্র করা কি 'পলাশীর যুদ্ধ' রচয়িতার উদ্দেশ্য ছিল? 'আর্য্যদর্শনে' একটি অন্তঃসারশূন্য অতিরিক্ত প্রশংসামূলক সমালোচনা বাহির হইল। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমালোচনা বাহির হইল 'বান্ধবে।' আমি তখনও বঙ্কিমবাবু, কালীপ্রসন্ন বাবু এবং 'আর্য্যদর্শনের' সম্পাদকের সঙ্গে কেবল পত্রের দ্বারা পরিচিত। কালী-প্রসন্ন বাবুকে এই শেষ জীবন পর্য্যন্তও চর্ম্মচক্ষে দেখি নাই। 'বান্ধবের'

সমালোচনায় পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গে যেন একটুক দলাদলির ভাব উঠিল। 'সাধারনী' সম্পাদক বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার আমাকে পত্রের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি 'পলাশীর যুদ্ধ'কে মহাকাব্য কি খণ্ডকাব্য বলেন? আমি লিখিলাম আমি উহাকে অকাব্য বলি।

('পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হওয়া মাত্র নবস্থাপিত 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' অভিনীত হয়। সে অভিনয়ে শুনিয়াছি খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাটক রচয়িতা গিরীশচন্দ্র ঘোষ ক্লাইবের অভিনয় করিয়া প্রথম খ্যাতিলাভ করেন।) এরূপ চারিদিকে 'পলাশীর যুদ্ধ' লইয়া তোলপাড়। বন্ধু বান্ধবদের কত পত্রই পাইতেছি। কিন্তু প্রেসের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে পত্র লিখিলে তিনি প্রথম লিখিলেন যে কেবল রঙ্গভূমিতে অভিনয় জন্য বার খানি 'পলাশীর যুদ্ধ' মাত্র বিক্রীত হইয়াছে। কথাটা বিশ্বাসই করিতে পরিলাম না। তাহা হইলে চারিদিক হইতে 'পলাশীর যুদ্ধ' সম্বন্ধে এত পত্র আসিল এবং এত লোকের মুখে 'পলাশীর যুদ্ধের' কথা উঠিল কিরূপে? কিন্তু ইহার পর পত্র লিখিলে আর অধ্যক্ষ মহাশয় উত্তরই দেন না। এরূপে একবৎসর চলিয়া গেল। তখন কলেজের একজন ছাত্রকে তাঁহার কাছে পাঠাইলাম। তিনি দুইশত টাকার এক রসিদ লিখাইয়া লইয়া তাহাকে পর দিবস যাইয়া টাকা লইতে বলিলেন। সে রসিদ ফেরত চাহিলে তাহাকে বলিলেন—"তুমিত বড় অভদ্র লোক। চলিয়া যাও। অন্যথা চাকর দিয়া বাহির করিয়া দিব।" সে ভদ্রলোকের ছেলে কাঁদিতে কাঁদিতে পার্শ্বের বাড়ীতে আমার পরিচিত এক কর্ম্মকারের কাছে গিয়া এই উপাখ্যান বিবৃত করিল। সে অধ্যক্ষ মহাশয়কে কিছু সুবচন শুনাইয়া দিয়া পুলিশ ডাকিতে উদ্যত হইলে, অধ্যক্ষ মহাশয় অগত্যা রসিদ খানির মায়া ত্যাগ করিলেন। আমার দাদা অখিল বাবু তখন হাইকোর্টের উকিল। নিরুপায় হইয়া

এক ওকালত নামা তাঁহার কাছে নালিশ করিবার জন্য পাঠাইলাম। তিনি অধ্যক্ষ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলে অধ্যক্ষ কাঁদিয়া বলিলেন যে সমস্ত 'পলাশীর যুদ্ধ' একচোটে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু টাকাটা তিনি খরচ করিয়াছেন বলিয়া আমার পত্রের উত্তর দেন নাই। অথচ তখন ইনি একজন আলোক প্রাপ্ত নামজাদা ধার্ম্মিক। বিধবা বিবাহ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। দাদা লিখিলেন যে ঋণের জন্য অধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রেস পর্য্যন্ত আবদ্ধ; নালিশ করিয়া টাকা পাইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব কমিশন ইত্যাদি অতিরিক্ত হিসাবে বাদ দিয়া ছয়শত টাকার এক খানি হেণ্ডনোট মাত্র পাঠাইয়া দিলেন। এই টাকাও দশ পনর টাকা করিয়া প্রায় তিন বৎসরে আদায় হইল। শুধু তাহা নহে, যদি উচিত সময়ে সংবাদ পাইতাম তবে আরও দুই এক সংস্করণ 'পলাশীর যুদ্ধ' ইতিমধ্যে উঠিয়া যাইত।

"অবকাশরঞ্জিনী" বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার প্রেসে ছাপিয়াছিলেন। অতএব মুদ্রাযন্ত্রের ভূতের সঙ্গে আমার এই প্রথম প্রীতিজনক পরিচয়।

পোতন ফকির।

এখন আমার কৃতিত্বে ক্লে সাহেবের কিছু অতিরিক্ত বিশ্বাস হইল। তিনি এখন আমাকে এক প্রকার "ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলার" মত করিয়া তুলিলেন। যে কাযেই হউক না কেন সর্ব্বত্র আমাকে নিয়োজিত করিতেন। পুলিস কোনও খুন কি অন্য কোনও গুরুতর মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া নিষ্ফল হইলে, তিনি আমাকে তদন্তের জন্য পাঠাইতেন। কোনও দিকে বড় গৃহদাহের উৎপাৎ আরম্ভ হইলে—ইহা চট্টগ্রামের একটি প্রধান কলঙ্ক—আমাকে তাহা নিবারণ করিতে পাঠাইতেন। চট্টগ্রামে গৃহদাহ একটা শিল্পবিদ্যার মধ্যে পরিণত হইয়াছে। দুজনে মোকদ্দমা চলিয়াছে; যে পরাজিত হইল সে অপর পক্ষের গৃহদাহ করিয়া তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিল। গৃহদাহের নাম 'রেনাকানুন' ও 'আল্লবলদ'। বহুদূর হইতে ধনু ও তীরের দ্বারা চালে অগ্নি নিক্ষিপ্ত হইল এবং বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে নিশীথ অন্ধকার আলোকিত করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া একটি গ্রাম ভস্মীভূত করিল। এরূপ ভাবে দিনে অগ্নি দেওয়াও কিছু কষ্টকর বিষয় নহে। কোনও বৃক্ষ কি জঙ্গলের আড়াল হইতে অলক্ষিতে তীর নিক্ষেপ করিলেই হইল। যাহা হউক আমার এমনই নাম পড়িয়া গিয়াছিল যে আমি যে অঞ্চলে গিয়া তাঁবু ফেলিয়া থাকিতাম সে অঞ্চলে আর গৃহদাহ হইত না। সাতকানিয়া অঞ্চলে গিয়া আমি শিবির স্থাপন করিয়া এ কারণে একবার এক মাস ছিলাম। কোনও বিষয়ের বিশেষ তদন্ত করিতে হইলেও ক্লে আমাকে নিযুক্ত করিতেন, এবং কোনও বিশেষ রিপোর্ট লিখিতে হইলে সে ভারও আমার উপর অর্পিত হইত।

দুটি খুনি মোকদ্দমার উল্লেখ করিব। শারদীয় উৎসব। অষ্টমী

পূজার দিন দ্বিপ্রহরে এক কনেষ্টবল ক্লে সাহেবের পত্র লইয়া উপস্থিত। তাহাতে দেখিলাম পোতন ফকির এক খুন করিয়াছে। পুলিস ভয়ে মোকদ্দমার উচিত তদন্ত করিতে পারিতেছে না। পত্র পাওয়া মাত্র আমাকে উক্ত তদন্ত কার্য্যে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। গ্রামময় পোতন ফকিরের নামে একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। কর্ণফুলী নদীর তীরে ছন্দারিয়া কি একটা গ্রামে—এখন ঠিক মনে নাই—পোতন ফকিরের আড্ডা। তাহার দেশ প্রচলিত নাম ও প্রতিষ্ঠা। তাহার এতদুর প্রতিপত্তি, যে কেহ হাইকোর্টে মোকদ্দমায় জয়ী হইয়াছে, অপর পক্ষ পোতন ফকিরের আদালতে উপস্থিত হইল, এবং পোতন ফকির যদি তাহাকে বিরোধীর ভূমি দখল করিতে আদেশ দিল, তবে অন্তপক্ষ প্রাণান্তে সে ভূমির নিকটে আর যাইবে না। হিন্দু মুসলমান সমান ভাবে তাহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া মনে করিত, এবং প্রত্যেক দিন শত শত লোক তাহার কাছে নানাবিধ অভিলাষ করিয়া যাইত। আমি তাহার বিরুদ্ধে তদন্ত করিতে যাইব? পরিবারস্থ সকলে কাঁদিতে লাগিলেন। কোনও মতে যাইতে দিবেন না। পিতৃব্যগণ বলিলেন— "নিতান্ত যদি যাও তবে লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া যাও।" আমি বলিলাম ফকিরত আমার সঙ্গে আর লাঠি ধরিবে না! যদি আমাকে মারে তবে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা মারিবে। লাঠিয়াল তাঁহা হইতে আমাকে কিরূপে রক্ষা করিবে? না গেলে আমার চাকরি থাকিবে না। "না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ।" এরূপ সঙ্কটে পড়িয়া সেই কনেষ্টবলটি মাত্র সঙ্গে লইয়া বেলা অনুমান তিনটার সময়ে ঘটনার স্থানে পঁহুছিলাম। সেখানে দক্ষ পুলিস সবইন্সপেক্টার উপস্থিত ছিলেন। শুনিলাম যে একটা লোক ফকিরকে কি একটা বিষয় লইয়া বড়ই ত্যক্ত করিতেছিল, তাহার পাঁয়ে পড়িয়া রহিয়াছিল। ফকির বহুবার তাহাকে

ঠেলিয়া ফেলিলেও তথাপি সে ছাড়িল না। ফকির কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় গঞ্জিকাদেবীর সেবক। নেশার চোটে তাহাকে দা দিয়া আঘাত করেন, এবং সে আঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও তিনি এরূপ বহুতর খুন করিয়াছেন। মোকদ্দমা বেশ প্রমাণ হইয়াছে। তবে প্রধান সাক্ষী তাঁহার পোষ্যপুত্র ও তস্য স্ত্রী। তাহারা পরে সাক্ষ্য প্রতিহার করিতে পারে। অতএব সাক্ষ্য তখনই লিখিয়া লওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় কথা কোনও কনেষ্টবল ফকিরকে স্পর্শ করিতে চাহে না। তাহাদের বিশ্বাস ফকিরের গায়ে হস্তক্ষেপ করিলে ছয় মাসের মধ্যে তাহাদের দুর্ল্লভ কনেষ্টবলি লীলা শেষ হইবে। দেখিলাম দারোগা মহাশয়েরও সেই আশঙ্কা। অতএব সেই মৃত্যুটা অন্যের স্কন্ধে চাপাইবার জন্য একজন 'জুডিসিয়াল অফিসার' পাঠাইতে তিনি রিপোর্ট করিয়াছিলেন।

আমি সপুলিশ ফকিরের গৃহে প্রবেশ করিলাম। গৃহখানির বিচিত্র অবস্থা। বাঁশের ঘর। প্রকাণ্ড কাঠের খুঁটি। কিন্তু ফকির দা দিয়া কোপাইয়া খুঁটিগুলির গোড়া প্রায় নিঃশেষ করিয়াছেন। মেজের মাটিও সেরূপে সমস্ত খুঁড়িয়া রাখিয়াছেন। একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক তাঁহার সিংহাসন। সেটাও কোপাইয়া কোপাইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়াছেন। সর্ব্বদা তাঁহার হস্তে প্রকাণ্ড দা। তখনও তিনি সেই ভীষণ দায়ের দ্বারা সিন্দুক কোপাইতে ছিলেন। গঞ্জিকাদেবীর কৃপায় দীর্ঘ শরীর খানি একটি কাষ্ঠদণ্ড বিশেষ হইয়াছে। বুঝিলাম যে সেই দা যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি নিক্ষেপ করেন, তবে আমার ডেপুটি লীলা সেখানেই শেষ হইবে। সব-ইনস্পেক্টারকে বলিলাম দাটা কাড়িয়া লইতে হইবে। কিন্তু কোনও কনেষ্টবল তাহা করিবে না। তাহারা বলিল বরং পেটি খুলিয়া রাখিয়া তাহারা চলিয়া যাইবে। তখন সব-ইনস্পেক্টার

ভক্তিপূর্ব্বক সেলাম করিয়া বলিলেন—"ফকির সাহেব! হাকিম আসিয়াছেন। আপনি দা ফেলিয়া দেন।" ফকির কাষ্ঠছেদন কার্য্য হইতে কঙ্কালাবশিষ্ট মস্তক উত্তোলন করিয়া দুই তীব্র চক্ষুর দ্বারা আমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। আমি নিঃশ্বাসহীন অবস্থায় প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমার দিকে সেই ভীষণ দায়ের গতি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। জানিনা কি মনে করিয়া তিনি ভাল মানুষের মত দা মাটিতে নিক্ষেপ করিলেন। তখন স্বয়ং দারোগা উহা তুলিয়া লইলেন। উহা নররক্তে রঞ্জিত ছিল। দুই একটা খুঁটি ও দ্বারের কপাটেও নরশোণিত ছিল। তখন আমি কনেষ্টবলদিগকে বলিলাম—"ফকিরকে বাহিরে লইয়া যা। ফকির ছয় মাসের মধ্যে মারেন ত আমাকে মারিবেন। তোরা আমার হুকুম মতে কার্য্য করিতেছিস্ মাত্র। তোদের মারিবেন কেন? তোদের অপরাধ কি?" তখন তাহারা তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া বলিল—"ফকির সাহেব! হাকিম বাহিরে যাইতে হুকুম দিয়াছেন, চলুন।" ফকির আপনি সিন্দুক হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তাহারা কোলাকুলি করিয়া তাঁহাকে বরের মত বাহিরে লইয়া এক বৃক্ষতলায় উপবিষ্ট করাইয়া তাঁহাকে মহা ভীতির সহিত বাতাস করিতে লাগিল। প্রায় সহস্র লোক একত্রিত হইয়াছে। কেহ ফকিরের পদধূলি লইতেছে, কেহ বাতাস করিতেছে, কেহ গায়ে হাত বুলাইতেছে, কেহ কিছু খাবার খাওয়াইতেছে। সে এক অপূর্ব্ব ভক্তির মহা প্রদর্শন! আমারও চক্ষু সজল হইল। দারোগা ইতিমধ্যে টেবিল ও এক চেয়ার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি উক্ত দৃশ্যের মধ্যে সাক্ষীর জবানবন্দি লিখিয়া লইলাম, এবং সায়াহ্ন সময়ে তাঁহার হাজতের হুকুম দিয়া সহরে লইতে আদেশ করিলাম। কিন্তু তাঁহাকে হাতকড়ি দিবে কে? দারোগা ও কনেষ্টবলেরা কবুল জবাব দিল যে তাহারা এ কর্ম্ম পারিবে না। তখন আমি নিজে হাতকড়ি

দিয়া, চাবি বন্ধ করিয়া, চাবি দারোগার হাতে দিয়া সজল নয়নে গৃহাভি-মুখে যাত্রা করিলাম। সহস্র কণ্ঠে একটা ক্রন্দনের রোল উঠিল।

শারদীয় উৎসবের পর আফিস খুলিলে দেশব্যাপী একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যে দিন আমার কোর্টে এই মোকদ্দমার তারিখ থাকিত, সেদিন কাচারির মাঠে পর্যান্ত লোক ধরিত না, এবং জেলখানা হইতে পোতন ফকিরকে আনিবার সময়ে এত লোকে হাত পাতিয়া দিত যে তাহার পা আর মাটিতে পড়িত না! এ দিকে সাহেব মহলেও তোলপাড়। তাঁহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন যে ইহাকে ফাঁসি দিতে হইবে। পোতন ফকির একটি কথাও সংলগ্ন ভাবে বলে না। তাহার অবস্থা দেখিলে একটি বালকও বুঝিতে পারে যে অতি-রিক্ত গাঁজাতে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। তাহাকে ফকিরই বল, আর পাগলই বল। সামান্য লোকের কাছে পাগলই ফকির। কিন্তু সিবিল সার্জ্জন শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিলেন যে সে পাগল নহে। কিন্তু আমি এরূপ জেরা করিলাম যে তিনি উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। তখন তাহাকে আরও কিছু দিন পরীক্ষাধীন রাখিয়া পাগল কি ভালমানুষ স্থির করিবার জন্য আবার সময় চাহিলেন। এ সময়ের অন্তে আবার স্থির ভাবেও সাক্ষ্য দিলেন যে ফকির পাগল নহে। সে আপনার কর্ম্মের জন্য দায়ী। তখন তাহাকে সেসনে অর্পণ করিলাম। যদিও সমস্ত সাক্ষী সেখানে তাহাদের পূর্ব্বসাক্ষ্য প্রত্যাহার করিয়াছিল, তথাপি ফিল্ড (Field) সাহেব ফাঁশির হুকুম দিলেন, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় হাইকোর্টও উহা বাহাল রাখিলেন। আমি তাহাকে পাগল সাব্যস্ত করিয়া পাগলের জেলে পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সকল চেষ্টা বিফল হইল। শুনিলাম ফাঁশির দিবস তাহার একেবারে চলিবার শক্তি ছিল না। তাহাকে কাঁধে

করিয়া আনিয়া ফাঁশিকাষ্ঠের মঞ্চে উঠান হয়, এবং সে অবস্থায় তাহার গলায় দড়ি দেওয়া হয়। সহরে একদিন আগে হইতে লোকের ভিড় হইয়াছিল। সকলের প্রথম বিশ্বাস ছিল ফকির জেল হইতে অদৃশ্য হইবে। সেরূপ কত গল্পই কতবার উঠিল। তাহার পর বিশ্বাস হইল সে দড়ি ছিঁড়িয়া পড়িবে, তাহা হইলে আর তাহার ফাঁশি হইবে না। যখন ফাঁশি হইয়া গেল, তখন সকলের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ছয় মাসের মধ্যে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। তাহাও হইল না, কারণ তখনও সংসারের ও 'সার্ব্বিসের' অনেক দুর্গতি আমার ভোগ করিবার বাঁকি ছিল। তখন সাব্যস্ত হইল—"বেটা ফকির নহে, গাঁজাখোর ছিল।" কিন্তু এই কাষ্ঠ খণ্ডের ফাঁশি না হইলে বৃটিশ রাজ্য উঠিয়া যাইত না। আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম।

দ্বিতীয় খুনটির বিবরণ এইরূপ—এক দিন আমাকে আফিস হইতে ক্লে সাহেব ডাকিয়া লইয়া কক্ষের সমস্ত দ্বার ও গবাক্ষ বন্ধ করিয়া জজ সাহেবের এক খানি দীর্ঘ পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। মাদারসা গ্রামে একটি লোক খুন হইয়াছে। সেসনে মোকদ্দমা এরূপ গিয়াছে যে বিবাদীর সঙ্গে মৃত ব্যক্তির ক্ষেত লইয়া বিবাদ হয়, এবং বিবাদীর একটি ক্ষুদ্র মাদারের ডালের বাড়িতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তাহার শিশু পুত্র—বয়স দশ বার বৎসর—সেসনে সাক্ষ্য দিবার সময়ে বলিয়াছে যে পুলিশ ইন্‌সপেক্টার ঘটনার স্থানে যান নাই। গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে এক গ্রামে বসিয়া তিনি মোকাদ্দমা এরূপ চালান দিয়াছেন। তাহার পিতা বাস্তবিক এক বৃহৎ মাদারের ডালের দ্বারা আহত হইয়া খুন হইয়াছে। সেই ডাল সে তাহার ঘরে তুলিয়া রাখিয়াছে এবং পুলিশের শিক্ষা মতে পূর্ব্বে মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছে। জজ সাহেব বিচার স্থগিত রাখিয়া আমাকে পাঠাইয়া পুনর্ব্বার তদন্ত করাইতে আদেশ করিয়াছেন,

এবং সেই সঙ্গে সেই ছেলেটিকেও পাঠাইয়া দিয়াছেন। ক্লে সাহেব বলিলেন যে আমাকে তৎক্ষণাৎ রওনা হইতে হইবে। সে ইন্‌স্‌পেক্টার আমার একজন বিশেষ বন্ধু। তিনি বড় যোগ্য লোক। ক্লে সাহেবেরও বিশ্বাসভাজন প্রিয় পাত্র। আমি বুঝিলাম যে এই তদন্তে তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা। অতএব তাঁহার তদন্তের সকল কথা না জানিয়া মফঃস্বল যাওয়া হইবে না। আমি বলিলাম আমার বুকে ব্যথা, ঘোড়ায় যাইতে পারিব না। পাল্কির বন্দোবস্ত করিয়া পরদিন প্রত্যূষে যাইব। সাহেব বলিলেন তবে সেই ছেলেটিকে আমার সঙ্গে সমস্ত দিন রাত্রি রাখিতে হইবে, যেন কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে না পারে। জজ সাহেবও তাহাই লিখিয়াছিলেন। সেই এক দিন, আর পুলিশের অপ্রতিহত প্রভাবের এই এক দিন। আমি স্বীকৃত হইলাম। যতক্ষণ কাচারিতে ছিলাম তাহাকে এজলাসের উপর আমার পায়ের কাছে বসাইয়া রাখিলাম, এবং রাত্রিতেও আমার পালঙ্কের নীচে শোয়াইয়া রাখিলাম। আমার সঙ্গে একবার অবিলম্বে দেখা করিতে ইন্‌স্‌পেক্টারকে সংবাদ দিলাম। কিন্তু "মৃত্যুকালে রোগী না গেলে ঔষধি"। তিনি আসিলেন না। আমি প্রাতে রওনা হইয়া মোকদ্দমার তদন্ত করিয়া অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিলাম। ছেলেটি জজ সাহেবের কাছে যে জবানবন্দি দিয়াছিল, তাহাই ঠিক। মোট কথা ঘটনার পরে উভয় পক্ষ আপোষ করিয়াছিল। একটা ক্ষুদ্র মাদারের ডালের বাড়িতে একটি লোক মরিতে পারে না। অতএব এরূপ সাক্ষ্য দিলে আসামী খালাস পাইবে। এ কারণে পরামর্শ করিয়া ইন্‌স্পেক্টারের কাছে এরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিল। কিন্তু মোকদ্দমা সেসনে অর্পিত হওয়াতে আসামী যে টাকা দিবে বলিয়াছিল তাহা দিতে অসম্মত হইল। তখন শিশুর পশ্চাতে 'টর্ণি' রকমের তাহার যে এক মামা ছিল সে প্রকৃত কথা জজ সাহেবের কাছে খুলিয়া বলাইয়াছিল।

গ্রাণ্ট সাহেব জজ। ইনি ভূতপূর্ব্ব লেঃ গবর্ণর গ্রাণ্টের পুত্র। আমাকে এজলাসের উপর তাঁহার পার্শ্বে এক চেয়ার দিয়া বসাইলেন। মোকদ্দমা শেষ হইলে তিনি জবানবন্দির জন্য ইন্স্পেক্টারকে তলব দিয়া তখনই আনাইয়া লইলেন। আমি দেখিলাম গতিক ভাল নহে। ছল করিয়া দুই মিনিটের জন্য বিদায় লইয়া নীচে যাইয়া ইন্স্পেক্টারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এত করিয়া ডাকিয়া পাঠাইলাম, আপনি আসিলেন না কেন?" তিনি অভিমানভরে উত্তর দিলেন—"আপনি জুডিসিয়াল অফিসার। তদন্ত করিতে যাইতেছেন। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করা অনুচিত।" আমি—"বিপদ সময়ে মানুষের এরূপ বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।"

এমন সময়ে জজ আমাকে ডাকাইলেন। খুব সাবধান হইয়া জবানবন্দি দিতে বলিয়া আমি ছুটিয়া আসিলাম। জজ সাহেব তাঁহার তদন্ত সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পায়ে পীড়া হইয়াছিল বলিয়া তিনি মোটেও ঘটনার স্থানে যান নাই। কাজেই সমস্ত প্রশ্নের আন্দাজে উত্তর দিতে লাগিলেন। অনেক উত্তর মিথ্যা হইল। জজ তাঁহাকে মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য তৎক্ষণাৎ ফৌজদারি সোপর্দ্দ করিলেন। তিনি সাক্ষীর বাক্সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কাচারি ভাঙ্গিয়া গেলে আমার বাসায় গিয়া আমার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মূল মোকদ্দমায় আসামীর কয় বৎসর কারাবাস হইল এবং মিঃ গ্রাণ্ট রায়ে আমার তদন্তের অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। তাহা করুন, এ দিকে ঘোরতর বিপদ। বন্ধুকে কিরূপে উদ্ধার করিব সে ভাবনায় অস্থির হইলাম। তাঁহার প্রতিকূলে অভিযোগ এই যে তিনি ঘটনার স্থানে না গিয়াও গিয়াছেন বলিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন। সাক্ষীরাও অপ্রতিভ হইল। এমন হইবে জানিলে এবং তাহারা

একটুক ইঙ্গিত পাইলে তিনি গিয়াছিলেন বলিয়া সাক্ষ্য দিত। দেশশুদ্ধ লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, কারণ তাঁহার দক্ষিণা গ্রহণ রোগ ছিল না। তিনি যে ডাইরিতে ঘটনার স্থানে গিয়াছিলেন বলিয়া মিথ্যা লিখিয়াছিলেন—সকল পুলিশ অফিসার বাধ্য হইয়া প্রায় ডাইরি আমূল মিথ্যা লেখেন—তাহারা কিরূপে জানিবে? কিছুদিন পরে তিনি আমাকে আসিয়া বলিলেন যে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার মোকদ্দমা তদন্ত করিতে পর দিন ঘটনার স্থানে যাইবেন এবং তাঁহাকে সেখানে হাজির থাকিতে আদেশ দিয়াছেন। আমি কিছু বলিলাম না। এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্যের মোকদ্দমায় পুলিস সাহেব তদন্ত করিবেন কেন? তিনি চলিয়া গেলেন, অমনি ক্লে সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং বলিলেন যে তিনি পরদিন প্রাতে ঘটনার স্থানে তদন্ত করিতে যাইবেন। উক্ত ইন্‌সপেক্টার যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন তিনি সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না। কারণ তিনি একজন অতিশয় প্রাচীন বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য কর্ম্মচারী (আমিও তাহাতে সায় দিলাম)। তিনি বলিলেন অশ্বারোহণে আমাকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইবে। আমি আবার ছল করিয়া বলিলাম আমার সেই বুকের ব্যাথা সারে নাই। আমি রাত্রিতে পাল্কিতে রওনা হইয়া প্রত্যূষে ঘটনা স্থলের নিকটে মুন্‌সেফের কাচারিতে তাঁহার অপেক্ষা করিব। বাসায় ফিরিয়া এই কথা জানাইতে ইন্সপেক্টারকে ডাকাইলাম। কিন্তু তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আমি প্রভাতে গিয়া তাঁহাকে উক্ত স্থানে পাইলাম এবং উক্ত চাতুরির কথা বলিলাম। তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমিও ভয়ানক চিন্তিত হইলাম। দেখিতে দেখিতে ক্লে সাহেব আসিলেন। সেখান হইতে হাঁটিয়া কাদা ভাঙ্গিয়া ঘটনার স্থানে গেলাম। শ্রাবণ মাসের বৃষ্টির মধ্যে একটা পুষ্করিণী পাড়ে বৃক্ষতলায় বসিয়া ক্লে সাক্ষীর জবানবন্দি লইলেন। তিনি ও

আমি পুকুরের পাড়ে ঘাসের উপর বসিলাম। তাঁহার ভাবে বুঝিলাম তিনি সকল সাক্ষীর জবানবন্দি অবিশ্বাস করিলেন। তাহারাও ইচ্ছা করিয়া সেরূপ ভাবে জবানবন্দি দিতেছিল। শেষ কালে মৃতব্যক্তির স্ত্রী জরগুদ্ধ আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জবানবন্দি দিলে দেখিলাম ক্লে সাহেব তাহা বিশ্বাস করিলেন, এবং তাঁহার মুখ মলিন ও গম্ভীর হইল। সমস্ত দিন সকলের অনাহারে গেল। সন্ধ্যার সময়ে রওনা হইয়া রাজপথে আসিয়া সাহেব আমাকে রাজপথের নির্জ্জন স্থানে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"আপনার মত কি?" আমি যতদুর পারি ইন্সপেক্টারের অনুকুলে বলিলাম। কিন্তু দেখিলাম তাহাতে তাঁহার মনের ভাবের ব্যতিক্রম হইল না। পর দিন ১৯৩ ধারার অপরাধে মোকদ্দমা সেসনে দিলেন। ইন্স্পেক্টার হুকুম শুনিয়া আসামীর বাক্সে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বলিয়াছি তাঁহার অপরাধ তিনি ঘটনা স্থানে না গিয়া, গিয়াছেন বলিয়া ডাইরিতে লিখিয়াছিলেন, এবং কাজে কাজে বাধ্য হইয়া সেরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। ঘোরতর বর্ষা; তাঁহার পায়ে রোগ; ঘটনার স্থানে এক জলাকীর্ণ প্রকাণ্ড মাঠ। তাঁহার সেই মাঠে যাইবার বিশেষ প্রয়োজনও কিছু ছিল না। তিনি নিকটের গ্রামে বসিয়া তদন্ত করিয়াছিলেন। তাহাতে এ বিপদ। এমনি পুলিশের চাকরি, এবং এমনি সূক্ষ্ম রাজনীতি। আর যে তিনি যান নাই তাহারও নিশ্চয়তা নাই। সাক্ষীরা সেসনে এইরূপ বলে—

প্র। তুমি ইন্স্পেক্টার বাবুকে পূর্ব্বে চিনিতে?

উ। না।

প্র। তবে কিরূপে জানিলে তিনি যান নাই?

উ। বড় দারোগা কি আর চোরের মত যাইবেন? সঙ্গে কত লোক, কত কনেষ্টবল থাকিত, একটা মহাগোলমাল হইত।

প্র। সে দিন খুব বৃষ্টি ছিল?

উ। হাঁ।

প্র। কেহ সেই বৃষ্টির সময়ে বাহির হইতে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?

উ। সে ভ-কতলোকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

প্র। তুমি সকলকে দেখিয়াছিলে?

উ। না।

বস্। ইন্‌স্পেক্টার বলিয়াছিলেন যে তিনি বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি খালাস পাইলেন। বলা বাহুল্য এ সকল জেরা আমি লিখাইয়া দিয়াছিলাম, এবং অনেক কষ্টে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম। খালাস হইয়া আসিয়া তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। এরূপে পালা শেষ হইল।

গৃহ-রক্ষা।

ক্লে সাহেব ক্রমে ক্রমে সমুদয় বিভাগের কার্য্য—খাসমহল, কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্—ইত্যাদি আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমার কার্য্যের প্রতি তাঁহার অচল বিশ্বাস। একটা দৃষ্টান্ত বলিব। চড়কগাছ উপলক্ষে কোনও প্রতিষ্ঠাভাজন উকিলের মেলাতে একটি দাঙ্গা (riot) হয়। মোকদ্দমা আমি বিচার করিয়া অপরাধীগণের দণ্ড বিধান করি। তাহারা আপিল করে। আত্ম-গরিমাপূর্ণ ফিল্ড (Field) সাহেব জজ। আমার সহপাঠী এবং ফিল্ড সাহেবের প্রিয় একজন উকিল তর্কের সময়ে বলেন যে উক্ত মেলাস্বামী উকিল বাদীর পক্ষে সাক্ষী ছিলেন বলিয়া আমি পক্ষপাত করিয়া বিবাদীদের দণ্ড দিয়াছি। বড় গুরুতর অভিযোগ। ফিল্ড সাহেব উকিলকে তিনবার সতর্ক করেন, কিন্তু তিনি তিন বারই বলেন তাঁহার মক্কেল তাঁহাকে এরূপ উপদেশ দিয়াছে এবং তিনি উহা প্রমাণ করিতে পারিবেন। রক্তের এমনই মহিমা! তখন ফিল্ড বিচার স্থগিত রাখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ক্লে সাহেবের কাছে উহার তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিতে আদেশ প্রেরণ করেন। কিন্তু ক্লে সাহেব ব্যাঘ্র-হন্তা বীর। তিনি লেখেন আমার ন্যায় বিচারের উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। অতএব তিনি তদন্ত ত করিবেনই না। অপিচ তিনি ঘটনাক্রমে ঘটনার অব্যবহিত পরে উক্ত মেলা স্থানে পঁহুছিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহার ডাইরিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া আমার বিচারের দৃঢ়রূপে পোষকতা করিলেন এবং উপসংহারে সে উকিল মিথ্যাবাদী বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে একজন বিচারকের (Judicial officer) নামে অপবাদের জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে উকিলের নাম চাহিলেন। আমাকে একটি কথাও

জিজ্ঞাসা করিলেন না। এই রিপোর্ট শুনিয়া উকিল মহাশয় লাঙ্গুল গুটাইলেন, এবং সেই অবধি আমার একজন পরম শত্রু হইয়া রহিলেন। ফিল্ড সাহেবও অকষ্টবন্ধে পড়িয়া তখন অগত্যা আমার বিচারের খুব প্রশংসা করিয়া আমার হুকুম বাহাল রাখিলেন।

আর এক দিবস আফিসে ডাকিয়া ক্লে সাহেব তাঁহার কক্ষের চারিদিকের কপাট বন্ধ করিয়া কমিশনর হেঙ্কি সাহেবের একখানি পত্র আমার হস্তে দিলেন। পত্রে লেখা আছে যে চট্টগ্রামের এক জন প্রধান হিন্দু জমিদারের কাশীতে পুত্রহীন অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী সম্পত্তি শাসনে অক্ষম, কলেক্টর যদি এরূপ বিবেচনা করেন, তবে তাঁহার ষ্টেট কোর্টে আসিবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করিবেন। কমিশনর এ কার্য্যে আমাকে নিয়োজিত করিতে লিখিয়াছেন এবং আরও লিখিয়াছেন যে ঠাকুরাণীর বৈবাহিক মহাশয় তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীর সঙ্গে যোগ দিয়া সম্পত্তিটা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মৃত জমিদারের আত্মীয় নবচন্দ্র রায় তখন কমিশনরের সেরেস্তাদার। তাহারই প্ররোচনায় কমিশনর উক্ত পত্র লিখিয়াছিলেন। ক্লে সাহেব আমাকে বলিলেন আমাকে এখনই রওনা হইতে হইবে। আমি বলিলাম এই কার্য্যে যাইতে আমার দুটি আপত্তি আছে। প্রথম— অল্পদিন পূর্ব্বে এই জমিদারের কন্যার সঙ্গে আমার একজন খুড়তুত [illegible]বিবাহ উপলক্ষে তিনি আমাকে সামাজিক ভাবে অপমানিত [illegible] অভিপ্রায়ে [illegible]কে নিমন্ত্রণ [illegible] নাই। আমি পিতৃব্য [illegible] অনুরোধ ছাড়া[illegible] না পারিয়া [illegible] হইয়া গিয়া তাঁহার [illegible] খাইতে অস্বীকার করি[illegible] গোলযোগ উঠে। [illegible] খাইতে অসমর্থ হন। [illegible] জমিদারের মাতা আমাকে [illegible] আমার দুহাত ধরিয়া আহার করিতে বলেন। তখন

আমরা খাইতে যাই। কিন্তু তখনই রাত্রি প্রভাত হয়। আমাদের বরযাত্রী ব্রাহ্মণ ও প্রজা—প্রায় তিন হাজার লোক—উপবাসী ফিরিয়া আসে। জমিদার মহাশয়ের প্রায় দশ হাজার টাকার খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। এখন আমি তাঁহার ষ্টেট কোর্টে আনিতে গেলে তাঁহার স্ত্রী মনে করিবেন আমি শত্রুতা উদ্ধার করিতে গিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ—তাঁহার বৈবাহিক আমার খুড়া। অতএব আমার পক্ষে উভয় শঙ্কট। কিন্তু ক্লে সাহেব গোঁয়ার গোবিন্দ। তিনি এ সকল আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না।

সন্ধ্যার পর আহার করিয়া আমার সহপাঠী নবনিয়োজিত ম্যানেজারকে সঙ্গে লইয়া আমি রওনা হইয়া ঠিক উষা সময়ে জমিদারের বাড়ী গিয়া পঁহুছি। আমি নববাবু হইতে বাড়ীর এক নক্সা আঁকিয়া লইয়াছিলাম। দ্বারে দ্বারে কনেষ্টবল ও পেয়েদার পাহারা নিযুক্ত করিয়া, (যেন কোনও লোক কোন জিনিস পত্র লইয়া বাহির হইয়া যাইতে না পারে), আমি বহির্বাটীর প্রাঙ্গনে পাল্কিতে উপস্থিত হইলাম। গোলযোগ দেখিয়া সেই প্রধান কর্ম্মচারীর নিদ্রাভঙ্গ হয়, এবং সে বাহির হইয়া আসে। নববাবু বলিয়াছিলেন যে লোকটি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনিই দুষ্ট। পঁহুছিয়া তাহাকে জব্দ করিতে না পারিলে সে মহা গোলযোগ উপস্থিত করিবে। আমিও কনেষ্টবলদিগকে সেরূপ rehearsal (শিক্ষা) দিয়া অভিনয় ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সে গৃহের বারাণ্ডা হইতে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা কে?"

উ। একবার আসিয়া দেখ না?

প্র। আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন?

উ। তোমার মুণ্ডটা লইবার জন্য।

আমি। না, না। শুনিয়াছি আপনি একজন খুব বড়লোক।

এ সংসারটা ধ্বংশ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তাই, আমরা কিছু অংশ পাইতে পারি কিনা, আপনার সঙ্গে বন্ধুতা করিতে আসিয়াছি। আপনি একবার অবতীর্ণ হউন।

সে বুঝিল গতিক ভাল নহে। অন্তঃপুরে যাহাতে ঠাকুরাণী সংবাদ পাইয়া অলঙ্কার ইত্যাদি সরাইতে পারেন সে জন্য সে খুব চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা কোর্টের পক্ষে আসিয়াছেন?"

অমনি একজন কনেষ্টবল গর্জ্জন করিয়া বলিল—"তোর বাবার পক্ষে তোর বাবা আসিয়াছে। বেটা ষাঁড়ের মত চেঁচাইতেছিস্ কেন? যদি ভাল চাহিস্ ত নামিয়া আয়।"

কনেষ্টবল অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সে বুঝিল যে বীরত্বের অপেক্ষা বুদ্ধি ভাল। নামিয়া আমার পাল্কির কাছে আসিয়া—"এই যে আমাদের বাবু যে?" বলিয়া এক ভক্তিপূর্ণ নমস্কার দিয়া বলিল—"আমার প্রতি কি আদেশ?"

উ। আপাততঃ এই আদেশ তুমি যেখানে আছ সেখানে দাঁড়াইয়া থাক।

দুই কনেষ্টবল গিয়া তাহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল, এবং বলিল— "হুকুম শুনিলে ত? এক পা নড়িবে, তবে আমাদের হাতের কোমলতা দুই কানে বুঝিবে।"

আমি। নন্দি মহাশয়!—তাহার নাম কি নন্দী ছিল—আপনি এই কনেষ্টবলদের সঙ্গে সহরে গিয়া কলেক্টর সাহেবের কাছে হাজির হইবেন।

প্র। আমার কি অপরাধ?

উ। তাহা তিনি জানেন। আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ মাত্র।

প্র। আমি খড়ম পায়ে দিয়া এতদূর পথ কি প্রকারে যাইব?

আমি। তবে খড়ম ছাড়িয়া যান।

প্র। খালি পায়?

উ। খালি পায়।

প্র। আমি যদি না যাই?

উ। কনেষ্টবলেরা কি বলিয়াছে, শুনিয়াছেন ত?

প্র। আপনার কি একজন ভদ্রলোককে এরূপে অপমান করিবার অধিকার আছে।

উ। একবার তবে দেখিবেন কি?

নন্দী। আমি যাইতেছি। তবে আপনার খুড়া মহাশয়ের কাছে একখান পত্র লিখিতে চাহি।

আমি। আপত্তি নাই।

তখন নন্দী একজন মোসাহেবকে ডাকিলেন।

আমি। কেন? তাহাকে প্রয়োজন?

উ। আমি চক্ষে এ আঁধারে দেখিতে পাই না। তাহাকে বলিলে সে লিখিবে।

আমি ভাবিলাম ভাল। কি লেখে আমিও শুনিতে পাইব। তখন সে খুব চীৎকার করিয়া—উদ্দেশ্য, ঠাকুরাণী অন্তঃপুর হইতে শুনিয়া জিনিস পত্র সরান—বলিতে লাগিল—"অদ্য প্রাতে কোর্টের পক্ষ হইতে—"

আমি তখন গর্জ্জন করিয়া বলিলাম—"আবার চেঁচাচ্ছ?" ইঙ্গিত মাত্র এক কনেষ্টবল এক ঠেলা দিয়া বলিল—"চল্, বেটা চল্! তোর আর পত্র লিখে কায নাই।"

নন্দী। আমার একটা ঔষধের বাক্স আছে তাহা লইতে চাহি।

ভৃত্য বাক্স আনিল। আমি বলিলাম—"উহাতে কি ঔষধ আছে আমি দেখিব।"

নন্দী। অনেক ঔষধ। আমি তাহা দেখাইব না।

আমি। কনেষ্টবল! তবে মার লাথি বাক্সে।

নন্দী। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আপনি হিন্দু। বাক্সে আমার পূজা বাণেশ্বর লিঙ্গ আছেন।

আমি। তাই ত ভদ্রলোকের মত বলিতেছিলাম বাক্সটি খোল আমরা সমস্ত রাত্রি হিম খাইয়াছি। দেখি, আমরাও একটু ঔষধ খাই

তখন নন্দী দ্রুত হস্তে বাক্স খুলিয়া এক তাড়া কাগজ সরাইয় লইতেছিল। আমি বলিলাম—"ও গুলি কি?

উ। আমার গোপনীয় চিঠি।

আমি। আমি একবার ও সকল প্রণয়-লিপি পড়িব।

প্র। আপনার কি গোপনীয় চিঠি পড়িবার অধিকার আছে?

উ। তবে তাহা দেখাই।

কনেষ্টবল একজন কুটুম্বিতা-বাচক সম্বোধন করিয়া উহা কাড়িয়া লইল। দেখি, কতকগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ এবং খুড়া মহাশয়ের সঙ্গে কালনিমের লঙ্কা ভাগের জন্য যে সকল ষড়যন্ত্র-মূলক পত্র লেখা হইতেছিল তাহা সেই তাড়াতে আছে। তখন কনেষ্টবলেরা নন্দী মহাশয়কে লইয়া উক্ত বাক্সসহ যাত্রা করিল। আমি ক্লে সাহেবের কাছে লিখিলাম যে যে পর্য্যন্ত আমি কার্য্য শেষ করিয়া না ফিরি তিনি ইহাকে তাঁহার চক্ষের উপর রাখিবেন। লোক বড় দুষ্ট।

ইতিমধ্যে গ্রামস্থ যে সকল ভদ্রলোকদের আমি ডাকিতে পাঠাইয়া-ছিলাম তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এক দিকে তাঁহারা এ দৃশ্য দেখিয়া ও শুনিয়া আকুল। অন্যদিকে ঠাকুরাণী দোতালাস্থ গবাক্ষের কাছে আসিয়া আমাকে আকুল প্রাণে অজস্র গালি বর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহি বলিয়া তাঁহার

জনৈক পুরোহিতের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলে সেই গালাগালির স্রোতে বন্যা ছুটিল : আমি মহা শত্রু, বিধবা পাইয়া শত্রুতা উদ্ধার করিতে আসিয়াছি—ইত্যাদি কত অমৃতই বর্ষিত হইতেছিল। আমি অবিচলিত হৃদয়ে সে অমৃত পান করিয়াও হাসিতেছি দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার দয়া হইল। তখন ডাকিয়া পাঠাইলেন। সমবেত তাঁহার আত্মীয়গণ সমভিব্যহারে আমি তাঁহার দ্বিতল কক্ষের বহির্ভাগে বসিয়া ধীরে ধীরে সকল কথা বুঝাইয়া বলিতে লাগিলাম। ষ্টেট শাসন সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অন্তরাল হইতে কবুল জবাব দিলেন যে তিনি জমিদারি শাসন করিতে পারিবেন না। তখন জিনিষ পত্রের তালিকা করিতে চাহিলে, তিনি কতকগুলি ছেঁড়া কাপড় বাহির করিয়া দিলেন। আমি বলিলাম সংসারে এই ছেঁড়া কাপড় কয়খানি মাত্র সম্বল বলিলে কলেক্টর আমাকে ও তাঁহাকে পাগল মনে করিবেন। তখন তিনি হাসিয়া সুপ্রসন্ন কণ্ঠে বলিলেন—"আপনিও ত আমার কুটুম্ব। আপনি ঘরের মধ্যে আসিয়া জিনিস পত্রের তালিকা করিয়া লউন।" গৃহে প্রবেশ করিয়াই আমার জলধর মন্ত্রীর মহাবাক্য মনে পড়িল—"মেয়ে মানুষ যখন বাপান্ত করিল, তখন জানিবে সে মুঠের ভিতর।" তিনি আমাকে দেখিয়াই এক মোহিনী হাসি হাসিলেন। আমি বলিলাম— "ঠাকুরাণি! আপনি ত বড় বিচিত্র লোক। আমাকে এই তিন ঘণ্টা কাল গালি দিয়া এখন হাসিতেছেন?" তিনি বলিলেন—"এরূপ না করিলে আপনার খুড়া আমার বেহাই আমার উপর বড় রাগ করিতেন। আপনি যেরূপে পারেন জমিদারিটা কোর্টে দিয়া এ ঘরটি রক্ষা করুন।" এ বলিয়া আমাকে সমস্ত চাবি ফেলিয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া হাস্য কৌতুক করিতে করিতে সমস্ত জিনিস পত্রের তালিকা করাইয়া দিলেন। এ কার্য্যে প্রায় পনর দিন লাগে। ঠাকুরাণীটি বড় সুন্দরী ছিলেন।

এমন সুন্দর বিস্তৃত নয়ন ও আবেশময় নয়নতারা আমি দেখি নাই। কুটুম্বিতা বলে তাঁহার সঙ্গে আমার পরিহাস চলিত। তালিকা শেষ হইলে বলিলাম—"কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য সম্পত্তি যাহা তাহাত তালিকা ভুক্ত হইল না।" তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি?" উত্তর—"আপনার দুই নয়নতারা। উহার মূল্য দুই লক্ষ।" দোষের মধ্যে বড় স্থূলাঙ্গিনী ও স্থূলবুদ্ধিশালিনী ছিলেন। তাঁহার মধ্যম বয়স। বড় ভাল মানুষ।

সহরে আসিয়া জমিদারি কোর্টে আনিবার জন্য রিপোর্ট করিলাম। উহা বোর্ডে চলিয়া গেল। আমি জমিদার মহাশয়ের গ্রামে থাকিবার সময়ে আমার খুড়া মহাশয় ও ঐ নন্দী আমলা পূর্ব্বোক্ত উকিল মহাশয়ের দ্বারা আমার নামে নানা কুৎসাপূর্ণ দরখাস্ত করিয়াছিলেন; ক্লে সাহেব তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন কাগজের আধারে বিসর্জ্জন করিয়া ছিলেন। কিন্তু আমি সেখান হইতে আসিবামাত্র খুড়া মহাশয় আবার সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্লে সাহেব আমাকে আমার গ্রামস্থ বাড়ী যাইবার সময়ে পথ হইতে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাকে উক্ত কর্ম্মচারীর মত গ্রেপ্তার করিয়া পাঠাইতে ও যে পর্য্যন্ত বোর্ডের অর্ডার না আসে আমাকে সেখানে থাকিতে আদেশ দিলেন। আমি সেখানে গিয়া খুড়ামহাশয়ের দর্শন পাইলাম। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করিয়া বিদায় দিলাম। ঠাকুরাণীটির কাছে গেলে তিনি বলিলেন যে খুড়া মহাশয়ের রোদন সহ্য করিতে না পারিয়া একখানি কি কাগজ দস্তখত করিয়া দিয়াছেন। উহা একজন কর্ম্মচারী তাহার বাড়ীতে পূর্ব্ব রাত্রিতে লইয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাড়ী হইতে কনেষ্টবলের সুকোমল করে সে কাগজ খানির সহিত গ্রেপ্তার করাইয়া আনিলাম। কাগজ খানি উকিল মহাশয়ের নূতন অস্ত্র—আমি 'ছলে বলে নাগরালি'

করিয়া ঠাকুরাণীকে বশীভূত করতঃ জমিদারি কোর্টে আনিতেছি। অত-এব বোর্ড যেন তাহা গ্রাহ্য না করেন। সে দরখাস্ত সহ সেই লোকটিকে সাহেবের কাছে পাঠাইলাম, এবং আরও পনর দিন সেই গ্রামে আমার পিসিমার অন্ন-ধ্বংশ ও ঘোরতর জ্বর ভোগ করিয়া, বোর্ডের হুকুম আসিলে এই পালা শেষ করিয়া সহরে আসিলাম।

---o---

সমুদ্রতীরস্থ বাঁধ ও 'ক্লিওপেট্রা' কবিতা।

বলিয়াছি যে একে একে ক্লে সাহেব সমস্ত বড় বিভাগের ভার আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। খাসমহল বিভাগও এরূপে আমার হস্তে পড়ে। তখন খাসমহল—চট্টগ্রামে তাহার নাম নওয়াবাদ—ইজারাদারগণ লোকের উপর বড়ই অত্যাচার করিত। চট্টগ্রামের এই 'নওয়াবাদের' ইতিহাস যথাস্থানে বলিব। যে সকল তালুক অত্যন্ত ক্ষুদ্র সে সকল একত্র করিয়া এক এক 'সার্কেল ফার্ম' বা ইজারা চক্র গঠন করা হইয়াছিল। এই ইজারাদারেরা তহসিলের উপর শতকরা কুড়ি টাকা পাইত। আমার নিজগ্রামের লোকেরা সর্ব্বদা আমাদের অঞ্চলের Circle farmer বা ইজারাদারের নামে আমার কাছে তাহার উৎপীড়নের কথা বলিত। এ সময়ে এ সকল ইজারার মেয়াদ শেষ হইয়া আসিতেছিল। আমি তাহা উপলক্ষ করিয়া এক বৃহৎ রিপোর্ট করি যে আর ইজারা না দিয়া ইজারা মহলের শাসন বেতনভোগী কর্ম্মচারীর দ্বারা নির্ব্বাহিত করাইলে প্রজারা ইজারাদারদের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবে, ইজারাদারদের অপেক্ষা আমাদের আপন কর্ম্মচারীদের উপর আমাদের অধিক অধিকার থাকিবে, এবং এ সকল কর্ম্মচারীর দ্বারা কেবল রাজস্ব উশুল ভিন্ন আমরা আরও অনেক কাজ করাইতে পারিব। কিঞ্চিৎ red tapism বা লাল ফিতার ধ্বংশের পর বোর্ড আমার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। যেই এক একটি ইজারার মেয়াদ শেষ হইতে লাগিল, আমি এক একজন তহসিলদার নিযুক্ত করিতে লাগিলাম। অতএব চট্টগ্রামের খাস তহসিল-প্রণালীর প্রবর্ত্তক আমি। তবে আমার নিয়োজিত তহসিলদারদের বেতন ছিল চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মাত্র, এবং তাহারা সংখ্যায় অনেক ছিল। এখন তাহাদের সংখ্যা কমাইয়া দুইশত হইতে তিনশত বেতনে

পাঁচজন তহসিলদার রাখা হইয়াছে। লোক সেই সম্প্রদায়েরই। বরং এখন কাহারও কাহারও যেরূপ উৎকোচ গ্রহণের ও প্রজাপীড়নের অপবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তখন সেরূপ পাওয়া যাইত না। একজন ডেপুটি কালেক্টরের অধীনে থাকাতে, এবং তাহাদের তহসিল অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট হওয়াতে, তাহাদের এরূপ সুযোগও ছিল না। এখন তহসিলদারেরা কটন সাহেবের কৃপায় নিজে ডেপুটি কলেক্টর, এবং তাহারা কলেক্টরের অধীনে। সংখ্যায় অল্প হওয়াতে কার্য্যকারিত্বও কমিয়াছে। বর্ত্তমান প্রণালীতে গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে, এবং তহসিলদারগণ "উচ্চজাতি" বা উচ্চপদস্থ হইয়াছেন বলিয়া প্রজাদেরও "উচ্চশূলের" ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাদের শাসনের কঠোরতা ক্ষুদ্র তহসিলদারগণ অবলম্বন করিতে সাহস করিত না।

বাঁশখালি আউটপোষ্টে খাসমহলের সমুদ্রতীরস্থ বাঁধ বহুদিন হইল সমুদ্র প্লাবনে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। প্রজাদের কষ্টের সীমা ছিল না। খাসমহলে খাজনা মাত্র আদায় হইতেছিল না। কারণ সমুদ্র প্লাবনে সমস্ত ফসল নষ্ট হইত। এমন কি লবন জলে ক্ষেতে তৃণগাছটিও জন্মাইত না। পুর্ত্ত বিভাগের প্রভুরা স্মরণ হয় এই বাঁধের (embankment) জন্য এষ্টিমেট্ করিয়াছিলেন পঁচাত্তর হাজার টাকা। এই অঞ্চল পরিদর্শন করিতে গিয়া, প্রজাদের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া, আমি ব্যথিত হই। প্রজারা বলে বিশহাজার টাকা হইলে বাঁধ প্রস্তুত হইবে। আমি একজন ওভারসিয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহা সম্ভব বোধ করিলাম। তখন আমি বিশহাজার টাকার এক এষ্টিমেট্ প্রস্তুত করিয়া এক দীর্ঘ রিপোর্ট করিলাম। পুর্ত্ত বিভাগ দলে বলে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা কতরূপ বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করিলেন। এরূপ অস্ত্রের প্রতি-অস্ত্র নিক্ষেপে আমিও বড় অসিদ্ধহস্ত নহি। যুদ্ধ গড়াইতে

গড়াইতে 'বোর্ডে' যায় এবং সেখানে আমার জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠে। আমার প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিতে আমি বাঁশখালি আউটপোষ্টের সম্মুখে শঙ্খনদ ও কুমিরাছড়ার সঙ্গমস্থলে সমুদ্রাভিমুখ করিয়া শিবির স্থাপন করি। পশ্চাতে চাঁদপুরের ও কালীপুরের পর্ব্বত মালা। স্থানটি অতীব মনোহর। এখানে সস্ত্রীক তিন মাস শিবিরবাসী থাকিয়া কাজ শেষ করি। বাঁধ অনুমান দশমাইল লম্বা। সমস্ত কার্য্য পদব্রজে প্রত্যহ প্রাতে পরিদর্শন করিতে হইত, কারণ এরূপ স্থানে অশ্বারোহণ চলে না। মধ্যাহ্নে কখন কখন বা এ অঞ্চলের ফৌজদারি মোকদ্দমা করিতাম। একটি মোকদ্দমা কিঞ্চিৎ আদিরস ঘটিত পাইয়াছিলাম। নিকটবর্ত্তী একজন প্রাচীন জমিদার মহাশয়ের একটি যুবতী অবিদ্যা ছিল। "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।" তাহা ঠিক। তাহার সোহাগের সীমা নাই। কিন্তু "মিষ্টহাসি, মিষ্টভাষী, অবিশ্বাসী নারী।" একদিন সে শিকল কাটিয়া চাঁদপুরের চা-বাগানের এক কেরাণীর কাছে অভিসার করে। জমিদার রাজদ্বারে কেরাণীর বদ্‌রসিকতার জন্য অভিযোগ উপস্থিত করেন। মোকদ্দমা আমার কাছে আসে। ভজন সিং এখানকার একজন কনেষ্টবল। তাহার মূর্ত্তি হাস্যপ্রদ, তাহার ভাষা ততোধিক। সে না হিন্দি, না বাঙ্গালা, বদ্‌হিন্দি ও বদ্‌বাঙ্গালা মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব খিচুড়ি। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে শিবিরের সম্মুখে নদীতীরে বসিয়া তাহার অপূর্ব্ব ভাষা ও আলাপ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে দিবসের শ্রম অপনোদন করিতাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"তোম আওরতকু দেখা হায় ?"

উত্তর। দেখা বাবু!

প্র। উয়ে বড়ি খুবছুরত হায় ?

উ। বাবু ছালির নাউক ভি নাই আছে।

আমি নিজে গিয়া কেরাণীর আশ্রয় হইতে তাহাকে লইয়া আসি। অবশেষে বৃদ্ধ জমিদার মহাশয়ের "চোকের জলের বাঁধনে সে বাঁধা পড়িয়া" আবার তাঁহার হৃদয়-পিঞ্জরে ফিরিয়া যায়।

বৈশাখ মাসে বাঁধের কার্য্য শেষ করিয়া সহরে ফিরিয়া গেলাম। আষাঢ় মাসে ক্লে সাহেব বাঁধ পরিদর্শন করিতে আসিলেন। কি মনোহর দৃশ্য! নবশ্যামদূর্ব্বাদলাবৃত বাঁধ দীর্ঘায়ত একটি বিশাল ভুজঙ্গের মত স্থানে স্থানে অঙ্গ বাঁকাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছে। এক দিকে নবশস্যশোভিত প্রান্তর এবং বর্ষাবিধৌত গ্রামশোভা: অন্য দিকে বঙ্গোপসাগরের অনন্ত সলিলরাশি। আকুল পূরিত সেই প্রাবৃট্ সিন্ধুর কি ভীষণ মূর্ত্তি! সিন্ধুর কি ভীষণ নৃত্য! কি ভীষণ গর্জ্জন! তরঙ্গে তরঙ্গে বাঁধের দীর্ঘনবদূর্ব্বাদলরাশি ভাসিতেছে, নাচিতেছে, এবং শ্বেত ফেনপুঞ্জে রজত-মণ্ডিত হইতেছে। নৃত্যশীল দ্রুতগামী তুরঙ্গের গ্রীবার কেশরাশির মত তৃণরাশি নৃত্য করিতেছে। প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইল সেই শোভা দেখিয়াছিলাম। আজিও যেন উহা সদ্যঃবৎ দেখিতেছি। ক্লে সাহেব আনন্দে অধীর হইলেন। স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া সেই শোভা দেখিতে লাগিলেন ও তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি ফিরিয়া গিয়া সেই বাঁধের ও বাঁধ নির্ম্মাতার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া রিপোর্ট করিলেন। পূর্ত্ত বিভাগ হেঁটমুণ্ড হইলেন।

এই বাঁধের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে 'কুতুবদিয়া'। উহা বঙ্গোপসাগর গর্ভস্থ একটি অতীব মনোহর দ্বীপ। এখানে একটি সুন্দর গগনস্পর্শী বাতিঘর (Light house) আছে। এই দ্বীপও খাসমহল। বহুবৎসর হইল ইহাও ইজারাদারের হাতে বাঁধহীন হইয়া গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়াছে। ইহার আয় বাইশ হাজার টাকা ছিল। এখন তিন হাজার, চার হাজার টাকাও উশুল হয় না। সমস্ত দ্বীপ সমুদ্রপ্লাবনে

লবনাক্ত হইয়া পড়িয়া আছে। এই দ্বীপ পরিদর্শন করিতে গিয়া এবং ইহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। ইহার বাঁধের জন্য পূর্ত্ত বিভাগের মহাপ্রভুরা ১,৫০,০০০ দেড় লক্ষ টাকা এষ্টিমেট করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব বাঁধ ভাসিয়া যাইবার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে দ্বীপটি সমুদ্রগর্ভে বসিয়া যাইতেছে। তাঁহাদের বিশ্বাস উহা শীঘ্র বিলুপ্ত হইবে, অতএব এত ব্যয় করিয়া বাঁধ প্রস্তুত করা তাঁহারা উচিত বিবেচনা করেন না। এ বিষয়ের তর্কে বিতর্কে বহুবৎসর গিয়াছে। লাল ফিতার শ্রাদ্ধ কখন যে শেষ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই দ্বীপটি উদ্ধার করিবার জন্য আমি যুগপৎ দুটি প্রস্তাব করিলাম। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট ৬০,০০০ ষাট হাজার টাকা দিলে আমি বাঁশখালির মত বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দিব। দ্বিতীয়তঃ দ্বীপ লুপ্ত হইতেছে মনে করিয়া গবর্ণমেণ্ট নগদ এত টাকা দিতে অসম্মত হইলে, পাঁচ বৎসরের খাজনা ছাড়িয়া দিন, আমি তালুকদারদের দ্বারা বাঁধ প্রস্তুত করাইয়া লইব। পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করিয়া পূর্ত্তবিভাগ এবার একটা পানিপথের সঙ্কল্প করিলেন। Executive Engineer ক্লে সাহেবের সঙ্গে স্বয়ং দেখা করিয়া বোধ হয় এ প্রস্তাবের প্রতিকূলে এত বলিয়াছিলেন ও বিভীষিকা দেখাইয়াছিলেন যে ক্লে সাহেব আমার প্রস্তাব সেরেস্তায় ফেলিয়া রাখিলেন। কক্‌রেল (Mr. H. A. Cockrell) সাহেব তখন চট্টগ্রামের কমিশনর এবং ইডেন সাহেব (Sir A. Eden) তখন বর্ম্মার চিফ্ কমিশনর (Chief Commissioner)। উভয়ে বড় বন্ধু। তাই সে সময়ে ইডেন সাহেব চট্টগ্রামে বেড়াইতে আসেন। আমি মাগুরা থাকিবার সময়ে বাবু মহিমচন্দ্র পাল এক পত্র দিয়া তাঁহার সঙ্গে মাগুরা হইতে ভবুয়া যাইবার পথে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। শুনিয়াছিলাম তিনি চট্টগ্রামের

দক্ষিণ অংশ বৃটিশ বর্ম্মাভুক্ত হওয়া উচিৎ কিনা তাহার সিদ্ধান্ত করিতে আসিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে সে অংশ সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইল। তাহাতে কুতুবদিয়ার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা ও আমার বাঁধের প্রস্তাবের কথা আসিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন—"তুমি এখনই ককরেল সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সেই প্রস্তাবের কথা আমার নাম করিয়া বলিবে।" একখানি চিঠিও দিলেন। আমি ককরেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া সে সকল কথা বলিলে তিনি বলিলেন—"তুমি এখনই আমার কাছে তোমার প্রস্তাব সম্বলিত রিপোর্ট প্রেরণ করিবে।" আমি বলিলাম কলেক্টর আবার তাহা না পাঠাইলে আমি কেমন করিয়া পাঠাইব? তিনি বলিলেন—"তুমি রিপোর্টের আরম্ভে লিখিও কমিশনরের আদেশমতে তুমি এ রিপোর্ট করিতেছ।" আমি তাই করিলাম, এবং অন্য কাযের জন্য কুতুবদিয়া চলিয়া গেলাম। ক্লে সাহেব পত্র লিখিলেন যে তিনি আমার রিপোর্ট লইয়া স্বয়ং কুতুবদিয়া আসিবেন। তাঁহার না আসা পর্য্যন্ত আমাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে লিখিয়াছিলেন। অতএব আমি এবার কুতুবদিয়াতে তাঁহার অপেক্ষায় বহুদিন রহিলাম। অবশেষে তিনি আসিলেন। বরঘোপ্ কাছারির পার্শ্বে সমুদ্রতীরে আমি তাঁবু ফেলিয়াছিলাম। তিনি ক্রমান্বয়ে দুই দিন প্রাতে সেই কাছারিতে আসিয়া রিপোর্ট লইয়া বসিলেন। আমি দুই দিনই আমার প্রস্তাব তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইলাম। কিন্তু শুনে কে? সঙ্গে নব বিবাহিতা পত্নী আসিয়াছেন। তিনি সমুদ্রতীরে এক বটবৃক্ষ তলায় বিরাজিতা, এবং ক্লে সাহেবের নয়ন ও মন সেখানে পড়িয়া আছে। আমার কথা শুনে কে? দুজনের মধ্যে ঘন ঘন প্রেমলিপিও চলিতেছে। কিছুক্ষণ এভাবে কাটাইয়া পরদিন আমাকে তাঁহার 'পিনেছে' (Pinnace) যাইতে বলিলেন। আমি ও কলেক্টারির সেরেস্তাদার সেখানে গিয়া

মাঠের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সাহেব বজরা হইতে ডাঙ্গায় আসিলেন। নয়ন যুগল সুরারাগে রঞ্জিত। আর একবার আমার প্রস্তাব বুঝাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি আবার উহা ব্যাখ্যা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন—"আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ হইতে পারি, কিন্তু এখনও বুঝিলাম না।" আমি দ্বীপের একটা নক্সা মাঠের মাটিতে বিছাইলাম এবং তাহার পার্শ্বে তিনজনে হাঁটুর উপর ভর করিয়া বসিয়া আর একবার বুঝাইলাম। এবারে সাহেব বলিলেন যে তিনি বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমার সে সম্বন্ধে তখনও কিঞ্চিৎ সন্দেহ রহিল। নবোঢ়া পত্নীপ্রেম ও সুরাপ্রেম বুঝিবার পথে বিশেষ অন্তরায় হইয়াছিল। যাহা হউক তিনি আমার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া কমিশনরের কাছে লিখিলেন এবং পরে এ প্রস্তাবানুসারেই কুতুবদিয়ার বাঁধ নির্ম্মিত ও কুতুবদিয়া পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল।

কুতুবদিয়ার সঙ্গে আমার জীবনের অনেক সুখস্মৃতি গাঁথা রহিয়াছে। যাহাদিগকে লইয়া সেখানে কত আনন্দ করিয়াছিলাম, তাহারা সকলে এ সংসার রঙ্গভূমি হইতে তিরোহিত হইয়াছে। আর তাহাদের স্নেহ স্মৃতিতে উদ্বেলিত হৃদয়ে শোকাশ্রু বর্ষণ করিবার জন্য আমি মাত্র আছি।

এই কুতুবদিয়াতে শিবিরে থাকিবার সময়ে "ক্লিওপেট্রা" কবিতাটি লিখিয়াছিলাম। উহার সূচনা-পত্রে যাহা লেখা আছে তাহার প্রত্যেক অক্ষর সত্য। বঙ্কিমবাবু 'বঙ্গদর্শনে' ছাপিবার জন্য চাহিয়া লইয়া লিখিলেন যে উহা মাসিক পত্রিকার জন্য বেশী বড় হইয়াছে। তিনি উহা 'বঙ্গদর্শন' প্রেসে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছাপিবেন লিখিলেন। তাহার কিছুদিন পরে অকস্মাৎ কবিতার অর্দ্ধেক 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি লিখিলেন যে তাঁহার পীড়ার সময়ে প্রবন্ধাভাবে

তাঁহার অজ্ঞাতসারে উহা মুদ্রিত হইয়াছে। আর ছাপা হইবে না।
তিনি হস্তলিপি ফেরত পাঠাইলে কবিতাটি কিছুদিন পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'বঙ্গদর্শনে' যে সময়ে উহার অর্দ্ধেক প্রকাশিত হয়, ঠিক সে সময়ে 'বান্ধবে' কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের—তখনও তিনি রায় বাহাদুর হন নাই—'ক্লিওপেট্রা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের প্রথমাংশ বাহির হয়। আশ্চর্য্য সমবায়িতা। তাঁহাতে আমাতে তাহার পূর্ব্বে 'ক্লিওপেট্রা' সম্বন্ধে একটি অক্ষরও লেখালেখি হয় নাই। তিনি ভীষণ ব্রাহ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার গুরুগম্ভীর ভাষায় তাহার উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিয়াছিলেন। আমার কবিতার প্রথমার্দ্ধ পড়িয়াই তিনি আমার কাছে ক্ষমা চাহিয়া এক পত্র লেখেন। স্মরণ হয় তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—"আমি এতদিনে বুঝিলাম যে কবিতে এবং একজন সামান্য প্রবন্ধ লেখকে কি গুরুতর প্রভেদ! আমি অকিঞ্চিৎকর ধর্ম্মাভিমানে অন্ধ হইয়া 'ক্লিওপেট্রা'কে কি ঘৃণিতভাবে চিত্রিত করিয়াছি! আমি পাপকে কি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছি, আর আপনি উহাকে কি পুণ্যের চক্ষে, দয়ার চক্ষে, করুণার চক্ষে দেখিয়াছেন! আপনার কবিতাটি পড়িয়া আমি বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। আমার প্রবন্ধ আর প্রকাশিত হইবে না।" তদনুসারে, স্মরণ হয়, উহা আর প্রকাশিত হয় নাই। ঐরূপ মহত্ত্ব কেবল কালীপ্রসন্ন বাবুর মত মনস্বী ব্যক্তির সম্ভবে। কালীপ্রসন্ন বাবু লিখিয়াছিলেন ধর্ম্মাভিমানে অন্ধ না হইলে কখনও এরূপ লিখিতেন না। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মধ্বজী, ভরসা করি কালীপ্রসন্ন বাবুর এই একটা ক্ষুদ্র কার্য্যের দ্বারা তাঁহাদের চক্ষের আবরণ খুলিবে এবং বঙ্গদেশের এক দিক হইতে যে সময়ে অসময়ে ধর্ম্মের একটা "বেজায় আওয়াজ" শুনা যায়, তাহা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইবে। শ্রীভগবানের

একটি মধুর নাম "পতিত পাবন।" তুমি আমি কে, যে পাপীকে ঘৃণা করিব! মানুষ মাত্রই অপূর্ণ। পাপী নহি কে?

চট্টগ্রামের রোডসেস্।

প্রথম অধ্যায়।

ক্লে.সাহেব স্থানান্তরিত হইয়াছেন। মিঃ ভিজি (J. C. Veasey) তাঁহার স্থানে অস্থায়ী কলেক্টর। আমি কুতুবদিয়ার খাসমহলের কার্য্যে আবার সেখানে শিবিরে অবস্থিতি করিতেছি। একদিন অকস্মাৎ ভিজি সাহেবের আদেশ উপস্থিত—"আমি আপনার হাতে রোডসেস্ আফিসের ভার অর্পণ করিয়াছি। অতএব এ পত্র পাওয়া মাত্র আপনি সদরে ফিরিবেন।" কুতুবদিয়া বাস আমার বিশেষ আনন্দের বিষয় ছিল। যখন তাহার পশ্চিম দিকস্থ সমুদ্র শোভা দেখিতাম, যখন তাহার নীল-লহরী মালায় নৃত্যশীলা তরণীতে যাতায়াত করিতাম, যখন সেই দ্বীপ-বাসীদের অকৃত্রিম ভালবাসা পাইতাম, তখন আমি জগৎ ভুলিয়া যাই-তাম। আমার এই আনন্দের আখ্যান শেষ হইল। আনন্দের দিন ফুরাইল। সমস্ত দ্বীপ ব্যাপিয়া একটা কান্নার রোল উঠিল। একটি লোককে বড় ভাল বাসিতাম। সে আমার কাছে কিছু নিদর্শন চাহিল। আমি তাহাকে নানাবিধ জিনিস দিতে চাহিলাম, সে একে একে সকলই অস্বীকার করিল। শেষে অশ্রুসিক্ত মুখে বলিল—"আমি আর কিছু চাহি না। টাকা, পয়সা, জিনিস পত্র আর কিছু চাহি না। তোমার পরিধানের এই পুরাতন কাপড় খানি চাহি। উহাতে তোমার শরীরের সঙ্গ আছে। আমি উহা বহুমূল্য মনে করিয়া রাখিব।" এমন অকৃত্রিম কোমল স্নিগ্ধ মৃদু-সৌরভ-গর্ভ স্নেহ কুসুম সভ্যতার আলোকে ফুটে না। আমি গলদশ্রু লোচনে কাপড় খানি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে দিলাম, এবং তাহার অশ্রুর মধ্যে কি আনন্দই দেখিলাম।

চট্টগ্রামে প্রায় লক্ষ মহাল। ত্রিশ বত্রিশ হাজার কেবল চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারি, এবং ত্রিশ বত্রিশ হাজার নাখরাজ মহাল, এবং ত্রিশ বত্রিশ হাজার নওয়াবাদ মহাল। এ কারণে এখানে রোডসেস্ আইন প্রচলিত করা অসম্ভব বলিয়া কলেক্টর, কমিশনর, বহু-কাল আপত্তি করিয়া উহা প্রচলিত করিতে দেন নাই। কিন্তু বঙ্গদেশের আর সমস্ত জেলায় উহার কার্য্য হইয়াছে বা আরম্ভ হইয়াছে, একা চট্ট-গ্রাম উহার গ্রাস হইতে মুক্ত হইতে পারে না বলিয়া শেষে সার জর্জ কেম্বেল সেই ভীষণ কেম্বেলি ধরণের আদেশ প্রেরণ করিয়াছেন। এ সকল কথা বলিয়া ভিজি সাহেব বলিয়াছেন—"আপনি স্থানীয় লোক, অতএব এই কঠিন কার্য্য যদি সম্ভব হয়, তবে আপনিই কেবল পারি-বেন। সেজন্য আপনার উপর আমি এ ভার দিয়াছি। আমি আড়াই শত কেরাণী এবং আড়াই শত মোহরের নিযুক্ত করিয়াছি। ইহার মধ্যে অনেক মুসলমান আছে। তাহারা বোধ হয় কলম অপেক্ষা লাঙ্গলে বেশী পারদর্শী। অতএব ইচ্ছা করিলে এ সব লোক ছাড়াইয়া দিয়া অন্য লোক নিযুক্ত করিবেন।"

রোড্সেস্ আফিসে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম একটা বাজার বসিয়াছে। প্রায় পাঁচশত প্রকারের পাঁচশত লোক। একটি কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড বিশেষ। লোক দেখিয়া এবং কার্য্যের জটিলতা বুঝিয়া কার্য্যদক্ষ হেড ক্লার্ক মহাশয় প্রথমেই পৃষ্টভঙ্গ দিলেন। তিনি এ কায পারিবেন না বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বকার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কেহই এ কাযে আসিতে চাহে না। তেমন লোকও দেখিতেছি না। বড় শঙ্কটে পড়িলাম। চট্টগ্রামের গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে যিনি আমার শিক্ষক ছিলেন সেই উমাচরণ দত্ত মহাশয়ের দিকে আমার চক্ষু পড়িল। বুঝিলাম সেরূপ একটি পাকা স্কুল মাষ্টার না হইলে এই কেরাণী বাহিনীর ক্যাণ্ডানি আর কেহ করিতে পারিবে না। অথচ কেমন করিয়া গুরু

মহাশয়কে শিষ্যের অধীনে কায করিতে বলি। তাঁহার কঠোর কর্ণ মর্দ্দনের চিহ্ন বুঝি তখনও নবীন যুবকের কর্ণে ছিল, এবং পৃষ্ঠেও তাঁহার মসৃণ বেত্রের প্রেমস্পর্শ চিহ্নও থাকিবার কথা। বড় সন্তর্পণে তাঁহার কাছে প্রস্তাব করিলাম। তখন তিনি জজের আফিসে চল্লিশ টাকা বেতন পাইতেছিলেন। এখানে আশী টাকা পাইবেন। তিনি স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ভিজি সাহেবের কাছে এ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে এবং শিক্ষক মহাশয়ের গুণপণার ব্যাখ্যা করিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন— "এ স্কুল মাষ্টারের কায নহে। পাকা কেরাণী চাহি।" যাহা হউক আমি জিদ্ করিলে, তিনি বলিলেন তবে না হয় পরীক্ষাধীন রাখিতে পার। তিনি প্রথম দিন মাষ্টার মহাশয়ের মূর্ত্তি দেখিয়া, এবং মাষ্টার মহাশয়ও সাহেবের বিকৃত মুখভঙ্গী দেখিয়া, পরস্পর নিরাশ হইলেন। আমি উভয়কে ভরসা দিতে লাগিলাম।

এদিকে রোডসেস্ আফিসে, প্রকৃত প্রস্তাবে, একটি প্রকাণ্ড স্কুল বসিল। প্রত্যেকদিন প্রথম আফিসে গুরু শিষ্যে মিলিয়া কোন্ রেজিষ্টার কিরূপে পূরণ করিতে হইবে, কোন্ কার্য্য কিরূপ প্রণালীতে করিতে হইবে, কোন রুলের কিরূপ ব্যাখ্যা হইবে, তাহা স্থির করিতাম। তারপর মাষ্টার মহাশয় আসরে অবতীর্ণ হইতেন। তিনি এক প্রকাণ্ড কালো বোর্ড প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। কখন সেই বোর্ডে অঙ্কপাত করিয়া, কখন বা আমাদিগকে স্কুলে পড়াইবার সময়ে যেরূপ অঙ্গুলির উপর অঙ্গুলি দিয়া বুঝাইতেন, সেরূপ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যটিকে শিক্ষা দিতেন, এবং স্কুল মাষ্টারের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারা কিরূপে রেজিষ্টার পূরণ করিতেছে, কিম্বা অন্য কায করিতেছে তাহা সমস্ত দিন পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সময়ে সময়ে সেই মাষ্টারি কণ্ঠে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেন, এবং কর্ণ মর্দ্দনের ধমক পর্য্যন্ত দিতেন। আমার কক্ষে বসিয়া

এই দৃশ্য দেখিয়া আমি এক এক সময়ে খুব হাসিতাম। ঠিক স্কুল মাষ্টারের মত আমলাদের পাঠ (task) দিতেন। কোন্ রেজিষ্টারের কত ঘর রোজ পূরণ করিতে হইবে, কোন্ নোটিশ রোজ কত লিখিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বোর্ডে খুব বড় অক্ষরে লিখিয়া দিতেন। ভিমরুলের বাসায় ঢিল পড়িলে যেরূপ হয় সেরূপ কতক্ষণ মহা গোল হইত। এত কায তাহারা পারিবে না বলিয়া আপত্তি করিত। কতক মিষ্ট হাসি ও মিষ্ট কথা, কতক ধমক দিয়া তিনি আপত্তি ভঞ্জন করিতেন। এরূপে তাহাদের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটাইতেন। যে দিন বেতন পাইত সেদিন প্রত্যেকের বেতন হইতে চাঁদা তুলিয়া মিঠাই আনাইতেন এবং সন্ধ্যার সময়ে লাল দীঘির পাড়ে পংক্তি ভোজনের ব্যবস্থা হইত। তিনি তাহার অধ্যক্ষগিরি করিয়া বেড়াইতেন। লোকে চারিদিকে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিত, এবং খাদক ও দর্শকের হাসিতে দীঘির জল কাঁপিয়া উঠিত। কখনও বা ভিজি সাহেব স্বয়ং আফিস হইতে বা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে এ দৃশ্য দেখিয়া হাসিতেন, এবং আমোদিত হইতেন। তিনি কিছুদিন পরে আমাকে বলিলেন—"আপনি ঠিক লোকই নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। এমন স্কুল মাষ্টার না হইলে এ দুরূহ কার্য্য এরূপ সুশৃঙ্খলা করিয়া চালাইতে পারিতেন না।"

এরূপ আনন্দের সহিত কার্য্য চলিতেছে এমন সময়ে চট্টগ্রামের লোক যাঁহাকে 'কালকুট' বলিত, তিনি চট্টগ্রামের কলেক্টর হইয়া আসিলেন। এমন ক্ষুদ্রাশয় ইংরাজ বুঝি সিভিল সার্ব্বিসে কখনও আসে নাই। মূর্ত্তি খানি সরল দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড বিশেষ। মুখের ও নাসিকার এমন এক বিকৃত ভঙ্গী যে উহা দেখিলেই এবং তাঁহার সানুনাসিক কণ্ঠ শুনিলেই প্রাণে কেমন একরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইত, এবং চাণক্য ঠাকুরের সতর্ক বাণী মনে পড়িত—"শৃঙ্গিণাং দশহস্তেন"। আসিবামাত্রই কীর্ত্তি ছড়াইয়া

পড়িল। গৃহ সজ্জার মধ্যে সামান্ত কয়েকটা মোড়া ও চেয়ার। শুনিয়াছি মফঃস্বলে গেলে কনেষ্টবলের উরু উপাধান করিয়া শিবিরের গালিচায় শয়ন করিতেন, এবং বৃক্ষ শিকড়ে বসিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেন।

আমার অদৃষ্ট মন্দ। এতাদৃশ মহাপুরুষের আবির্ভাবের পর গবর্ণমেণ্ট চট্টগ্রামে রোডসেস্ কত টাকা হইবার সম্ভব তাহার একটা এষ্টিমেট্ চাহেন। আমার বংশ চট্টগ্রামের একটি বিখ্যাত জমিদার বংশ। আমার নিজেরও কিঞ্চিৎ জমিদারি,বিশ্বাস ঘাতক আত্মীয়গণের দ্বারা পিতা হৃত-সর্ব্বস্ব হইবার পরও, আছে। তাহার উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া আমি গড়ে কাণি প্রতি আড়াই টাকা কৃষকের দত্ত খাজনা স্থির করিয়া পঁচাত্তর হাজার কি আশী হাজার টাকার এষ্টিমেট্ করি। কুড়ি বিঘায় যোল কাণি। মিঃ ম—তখন চট্টগ্রামের কমিশনর। তিনি শীকার করিতে রাঙ্গুনিয়া অঞ্চলে গিয়া শুনিয়াছিলেন যে সেখানের চরের জমির কাণি প্রতি দশ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা আছে। তাহার তুল্য উর্ব্বরা ভূমি যে চট্ট-গ্রামে নাই তাহা সাহেব মহোদয়ের জ্ঞান ছিল না। তিনি তদ্রূপ গবর্ণ-মেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন যে চট্টগ্রামের যে সকল নওয়াবাদ তালুকের মেয়াদ শেষ হইয়া আসিতেছে তাহার পুনরায় জরিপ ও বন্দোবস্ত করিলে অপর্য্যাপ্ত খাজনা বৃদ্ধি হইবে। কাযেই আমি দশ টাকার স্থলে আড়াই টাকার খাজনার গড় ধরিয়াছি দেখিয়া তিনি চটিয়া লাল হইয়া কালেক্টারকে লিখিলেন যে আমি কালেক্টারের ভ্রম জন্মাইয়াছি, এবং আমার রিপোর্ট অবিশ্বাস যোগ্য। কালকূট চিঠি পাইবামাত্র আমাকে ডাকিলেন। তিনি এরূপ রাগিয়াছিলেন যে কথা কহিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। যে মিষ্টালাপ হইল তাহার অর্থ এই যে তাঁহার যদি ক্ষমতা থাকিত তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে পদচ্যুত ত করিতেনই, আমার ফাঁশি পর্য্যন্ত দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কাঁপিতে কাঁপিতে আদেশ

করিলেন যে অবিলম্বে আমার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে কেন আমার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে এই বিশ্বাসঘাতকার জন্য রিপোর্ট করা হইবে না। যত জেলাতে রোডসেস্ কার্য্য শেষ হইয়াছিল, তাহাদের বিজ্ঞাপনী হইতে অঙ্ক তুলিয়া এবং যেখানে কায চলিতেছিল সেখানের ডেপুটি কলেক্টরদের কাছে পত্র লিখিয়া অঙ্ক আনাইয়া, আমি দিস্তাখানি কাগজ কৈফিয়ৎ লিখিয়া প্রমাণ করিলাম যে বঙ্গদেশের কোনও স্থানে গড়ে আড়াই-টাকার অধিক কাণি প্রতি খাজনা পাওয়া যায় নাই।

রিপোর্ট পাইয়া কালকুট এবার আর আফিসে নহে, আমাকে ঘরে ডাকাইলেন। রিপোর্টের এক এক 'প্যারা' পড়েন আর ক্রোধে অধীর হইয়া আমার উপর অগ্নি বর্ষণ করেন। এক এক বার চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়ান। হাতাহাতির গতিক মনে করিয়া আমিও উঠিয়া দাঁড়াই। আবার তিনি বসিলে, আমিও বসি। এরূপ ভাবে আট্‌টা বেলা হইতে দুইটা বেলা হইল। রিপোর্ট পড়া শেষ হইল। তখন শ্রীমুখের ভঙ্গী ভীষণ শার্দ্দূলোপম। দাঁতে দাঁতে কাটিয়া শার্দ্দূলের মত ক্রোধে ঘর্ঘর-কণ্ঠে অর্দ্ধস্পষ্ট, অর্দ্ধ অস্পষ্ট ভাবে সানুনাসিক স্বরে বলিতে লাগিলেন— "আপনি কমিশনরের অপেক্ষাও বড়লোক—আপনি কমিশনরকেও মানেন না,—আপনি কমিশনরের উপরও হাত চালাইতে চাহেন। আপনার যুক্তি চাহি না,—আমার আদেশ আপনি কাণি প্রতি আট টাকা খাজনা ধরিয়া এষ্টিমেট্ প্রস্তুত করিয়া দিবেন।" আমি বলিলাম— "আমি লিখিত আদেশ চাহি।" এবার একেবারে শিমুল স্তূপে অগ্নি পড়িল—"কি! কি! আপনি এত বড়লোক যে আমার মৌখিক হুকুম মানিবেন না?" সানুনাসিক ধ্বনি ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়াছে। আমি স্থিরকণ্ঠে বলিলাম—"না! কারণ এরূপ এষ্টিমেট্ পরে ঘোরতর অসঙ্গত প্রমাণিত হইবে। আমি গবর্ণমেণ্টের কাছে দায়ী

হইব।” সাহেব চেয়ার হইতে উঠিয়া দ্বারের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিয়া ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—“আপনি চলিয়া যান। আমি আপনার নামে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিব।” আমি ‘গুড্‌বাই’ বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম, তিনি বলিলেন—“দাঁড়ান।” আমি দাঁড়াইলাম। তখন এক টুকরা কাগজে লিখিয়া দিলেন—“ডেপুটি কলেক্টরের যুক্তি আমি চাহি না। সে কাণি প্রতি পাঁচ টাকা খাজনা ধরিয়া এষ্টিমেট্‌ করিয়া দিবে।” বলিলেন—“এই আমার লিখিত আদেশ। এখন আপনি উহা পালন করিবেন কি না?”—আমি দেখিলাম দশ টাকা হইতে প্রথম আট টাকা, আবার এক নিশ্বাসে পাঁচ টাকা হইয়াছে। বলিলাম—“করিব”। আফিসে গিয়া ১,৫০,০০০ টাকার এষ্টিমেট পাঠাইলাম। উহা কমিশনরের কাছে পাঠাইবার সময়ে ‘কালকূট’ লিখিলেন—“আমি নূতন লোক বলিয়া ডেপুটি কলেক্টর যথার্থই অবিশ্বাস্য রিপোর্ট দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার উপর দৃষ্টি রাখিলাম।”

দৃষ্টিটা বেশ প্রখর রকম রহিল। একদিন পাঁচটার সময়ে আমি বাড়ী চলিয়া গিয়াছি। ইচ্ছা করিয়া তাহার পর রোডসেস্‌ আফিসে গিয়া তিনি আমার কাছে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন—“আমি পাঁচটার পূর্ব্বে আফিসে আসিয়া দেখিলাম ডেপুটি কলেক্টর চলিয়া গিয়াছেন। রোডসেস্‌ কার্য্য অতি গুরুতর। অতএব ডেপুটি কলেক্টর তৎক্ষণাৎ আফিসে আসিবেন।” আমি তাহার নীচে লিখিয়া দিলাম—“আফিসের ঘড়িতে পাঁচটা বাজিলে আমি চলিয়া আসিয়াছি। আমার শরীর অসুস্থ, আমি এখন আফিসে ফিরিতে পরিব না।”

তার পরদিন আফিসে গিয়া দেখি যে অর্ডারবুকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—“আমি পাঁচটার পূর্ব্বে আফিসে আসিয়া দেখিলাম ডেপুটি কলেক্টর চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে লিখিয়া পাঠাই-

লেও তিনি আসিলেন না। আমলাগণ অধিকাংশ রাউজান ও পটিয়া থানার লোক কেন, তিনি কৈফিয়ৎ দিবেন।” শুনিলাম প্রত্যেক আমলাকে তাহার বাড়ী কোন থানায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এই আদেশের হুলটুক (Sting) এই যে আমার বাড়ী রাউজান থানার এলেকায়, এবং পটিয়া থানার এলেকায় আমার সমস্ত আত্মীয় কুটুম্ব। আমি তাহার নীচে কৈফিয়ৎ লিখিলাম—“আমি কালই কালেক্টারকে জানাইয়াছি যে আমি আফিস ঘড়িতে পাঁচটা বাজিলে আফিস হইতে বাড়ী গিয়াছিলাম এবং শরীর অসুস্থ বলিয়া ফিরিয়া আসিতে পারি নাই। অধিকাংশ আমলার বাড়ী রাউজান ও পটিয়া কেন, সে কৈফিয়ৎ ভিজি সাহেব দিবেন, কারণ তিনি তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি করি নাই। তবে কারণ এই যে রাউজান ও পটিয়ার মত ভদ্র ও শিক্ষিত লোক অন্য কোনও থানায় নাই।”

মফঃস্বল যাইবার সময়ে রাস্তার পার্শ্বের জমির খাজনা কত, লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া যদি কোথায়ও শুনিলেন যে উহা আড়াই টাকার বেশী অমনি আমার কাছে এক চিরকুট্ প্রেরিত হইল—“অমুক জমির খাজনা লোকে বলিল আড়াই টাকার বেশি। ডেপুটি কালেক্টর কি বলিতে চাহেন ?” উত্তর—“ডেপুটি কলেক্টর কিছুই বলিতে চাহেন না। তবে সেই রাস্তার জন্য জমি গবর্ণমেণ্ট লইবার সময়ের কাগজ দৃষ্টে দেখা যায় যে খাজনা আড়াই টাকার কম ধরিয়া প্রজাদিগকে ক্ষতি পূরণ দেওয়া হইয়াছিল।” শেষে আর ইংরাজি ভাষায় কুলাইল না। একদিন এক বাঙ্গালা রোবকারি এ মর্ম্মে ‘কালকূটি’ বাঙ্গালায় আসিল—“দেখিল কলেক্টার সাহেব খাজনা তিন টাকা মাইলের রাস্তার দশ কাণি প্রতি। ডেপুটি কলেক্টর চিন্তা করিয়া করিয়া পাইল না দেখিতে বেশী আড়াই টাকা হইতে। ডেপুটি কলেক্টর দিবে কৈফিয়ৎ তাহার ঘণ্টার মধ্যে

্বিশ।" আমি তাহার নীচে লিখিয়া দিলাম—"আমি ইহার অর্থ বুঝিলাম না।" 'কালকুটের' দৃঢ় বিশ্বাস তিনি বাঙ্গালায় একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

কেরোসিনের কুণ্ডে আগুণ পড়িল। কালেক্টারি আফিসের গৃহ শুদ্ধ কালকূটের ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিল। আমাকে 'তলব' হইল। আদেশ হইল—Sit down (বঁস্থুঁনঁ)—বলিয়াছি সাহেবের সমস্ত বর্ণের উচ্চারণই সানুনাসিক। আলাপের বাঙ্গালা অনুবাদ এরূপ।

সা। এই বেয়াদপি আপনার?

আমি। বেয়াদপি কি সাহেব?

সা। আপনি বাঙ্গালা বুঝেন না?

আ। যৎকিঞ্চিৎ বুঝি।

সা। আমি শুনিয়াছি—আপনি বাঙ্গালার কবি। আপনি এ বাঙ্গালা বুঝিলেন না কেন?

আ। উহা বাঙ্গালাই নহে।

সা। তবে কি?

আ। আমি বলিতে পারি না।

সা। আচ্ছা আমি দেখাইতেছি যে উহা বাঙ্গালা।

কালেক্টারির সেরেস্তাদার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে সাহেব সে কাগজ খানি দিয়া বলিলেন—"পড়িয়া ইহার অর্থ এ বাবুকে বুঝাইয়া দাও।" সেরেস্তাদার মহাশয় পড়িলেন; কষ্টে হাসি চাপিয়া, শেষে নীরব রহিলেন।

সা। চুপ করিয়া রহিলে যে?

সে। মোহরর লিখিতে বোধ হয় ভুল করিয়াছে। (তিনি জানিতেন উহা সাহেবের নিজের বাঙ্গালা)।

'কালকুটের' ক্রোধে মলিন শ্বেতারক্ত শ্রীমুখ খানি আরও মলিন ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। নাসিকার শব্দ একেবারে প্রবাদের ভূতের মত ঘোরতর সানুনাসিক করিয়া একজন মুসলমান মোহররকে ডাকিলেন। তাঁহার সন্দেহ যে সেরেস্তাদার হিন্দু বলিয়া তাঁহার এমন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বুঝিয়াও আমার খাতিরে মুখ ফুটিয়া বলিতেছে না।

মুসলমান মোহরের আর কেহ নহে, আমার সেই পুরাতন কবি মুন্সী। সাহেব তাহাকে বলিলেন—"ইয়েঁ বাঁবুঁ ইঁয়েঁ বাঁঙ্গাঁলাঁ রোঁবঁকাঁরি নেঁহিঁ সঁমঁঝঁতোঁ হাঁয়ঁ। তোঁমঁ পঁড়ঁকেঁ ইঁনঁকুঁ সঁমঁঝাঁ দেঁওঁ।" শুনিয়া মুন্সী সাহেবের আতঙ্ক উপস্থিত। আমি যে বাঙ্গালা বুঝি নাই, সে উহা বুঝাইবে! সে তাহার চশমার উপর দিয়া স্থিরনয়নে সাহেবের ভীষণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"হুজর আগর বন্দাকো মাপ কিয়া যায়, তো একঠো বাত কহনে চাতে হেঁ।"

সা। কেয়া।

মু। হুজুর। বাবু বাঙ্গালামে বহুত লায়েক হায়, উনকা বরাবর হিন্দোস্থানমে কুই নেহি হায়। বাবু সায়ের হায়। যো বাঙ্গালা বাবু নেহি বুঝেঙ্গে তো বন্দা কেয়া বুঝে গা?

সাহেব সানুনাসিক গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"তোঁমঁ পঁড়োঁ।" গরীব কাঁপিতে কাঁপিতে সে অদ্ভুত রোবকারি কষ্টে পাঠ করিল। পাঠ করিয়াই তাহার আক্কেল গুড়ুম। সেও চুপ্ করিয়া রহিল।

সা। বাঁতলাও—ইঁসঁকাঁ মঁতঁলঁবঁ বাঁবুঁকেঁ বাঁতঁলাঁওঁ।

সেও জানিত না যে এ অপূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহেবের নিজের প্রসূত। সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"কুই মোহরের জল্দি লেখনেসে থোড়া থোড়া গলদ কিয়া। মতলব ঠিক মালুম হোতা নাই।"

সাহেব "চঁলেঁ যাঁওঁ" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া—বাঙ্গালাদেশের দুরদৃষ্ট, বাঙ্গালা ভাষার দুরদৃষ্ট, সেই মহামূল্য বাঙ্গালা রোবকারি খানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং আমাকে এ যাত্রায় বিদায় দিলেন। তাঁহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দেখি কাছারিময় একটা হাসির রোল পড়িয়াছে। রোবকারিটা আমার বহুদিন যাবত কণ্ঠস্থ ছিল। বন্ধুমহলে উহা একটা বহুকাল ব্যাপী আমোদের জিনিস ছিল।

এরূপে পালা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। আমাকে কেমন করিয়া ধরাশায়ী করিবেন 'কালকূট' বরাবর সে চেষ্টায় থাকিতেন। আমিও পাকা পলোয়ানের মত আপনার গা বাঁচাইয়া রঙ্গভূমিতে ঘুরিতে লাগিলাম। তাঁহার বড় সাধের একটা ফৌজদারি মোকদ্দমায় ছাড়িয়া দিয়াছি। খবর পাইবামাত্র প্রথম নথি তলব, এবং কিঞ্চিৎ পরে বিচারকের তলব। যখনই আমার এরূপ নিমন্ত্রণ হইত, তখনই কালেক্টারি ফৌজদারির আমলাগণ মজা দেখিতে কপাটের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইত। সাহেব সানুনাসিক কণ্ঠে—"আপনি এ মোকদ্দমায় ছাড়িয়া দিয়াছেন কেন?"

উ। তাহার কারণ আমার 'জজমেণ্টে' লেখা আছে।

সা। উহা আমি যথেষ্ট মনে করি না।

উ। আমি তজ্জন্য দুঃখিত।

সা। এরূপ গুরুতর মোকদ্দমা অকারণে ছাড়িয়া দিবার জন্য আমি আপনার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিব। আপনি কি বলিতে চাহেন?

উ। কিছুই না। কেবল রিপোর্টের সঙ্গে মোকদ্দমার সম্যক নথিটি পাঠাইয়া দিবেন।

ক্রোধে সেই বিকৃত মুখখানি আরও বিকৃত হইল। কিছুক্ষণ কথা সরিল না।

সা। আপনি মনে করেন যে আপনার জজমেণ্ট এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে আমার রিপোর্টে আপনার কিছুই হইবে না ?

উ। আমি এমন কথা বলি নাই।

সা। আমি আপনার মত এমন অবাধ্য কর্ম্মচারী দেখি নাই। আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনর, গবর্ণমেণ্ট কিছুই মানেন না।

উ। আমি সকলকে সম্মান করি।

সা। এই আপনার সম্মান করা ? এই মোকদ্দমা পুনর্ব্বার বিচারের জন্য আমি আদেশ দিব। এই প্রতিবাদীকে আপনার শাস্তি দিতে হইবে।

উ। আমি তাহা পারিব না। বিশেষতঃ এরূপ আদেশ দিবার আইনমত আপনার ক্ষমতা নাই। আমি অভিযোগ (charge) করিয়া প্রতিবাদীকে অব্যাহতি দিয়াছি।

সা। আপনি আমাকে আইন শিখাইতে চাহেন ?

উ। না।

এ বার মুখবিকৃতি আরও ভীষণ হইল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি যাও। আমার ক্ষমতা আছে কিনা দেখিবে ?"

আমি ভক্তিভরে অভিবাদন করিয়া কক্ষের বাহির হইলে কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার শিবলাল তেওয়ারি বলিলেন—"বাপকা বেটা ! 'কালকূট' সাহেবকে এরূপ নাস্তনাবুদ করা আর কার সাধ্য !" শুনিলাম তারপর এক দীর্ঘ রিপোর্ট আমার বিরুদ্ধে কমিশনার পর্য্যন্ত গিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

নয় মাস এরূপে কাটিয়া গেল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কমিশনরের পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট স্থানান্তরিত হইলেন। জনরব উঠিল যে কমিশনর আমাকে সে পদে লইতে চাহেন, কিন্তু 'কালকূট' ঘোরতর বিপক্ষতা

করিতেছে। কমিশনর তখন লাউইস্ (E. E. Lowis) সাহেব। গতিকটা কি বুঝিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি বলিলেন যে তিনি আমাকে লইতে চাহেন, কিন্তু 'কালকূট' বলিয়াছেন যে আমার অনেক নওয়াবাদ তালুক আছে। আমি পার্শনেল এসিষ্টেণ্ট হইলে নওয়াবাদ বন্দোবস্তির ঘোরতর বিঘ্ন হইবে। আমি বলিলাম যে আমার যে সকল নওয়াবাদ তালুক আছে, তাহা এত সামান্য যে আমি তাহা মিঃ কালকূটকে বক্‌সিস্ করিতে পারি। সে দিনই তিনি আমাকে নিযুক্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ প্রেরণ করেন।

আদেশ পাইয়া 'কালকূট' আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আজ শেষ পালা। মুখ দেখিয়া বোধ হইল সাহেব কমিশনরের পত্র ত পড়েন নাই, চিরতার আরক খাইয়াছেন। তিনি পত্রখানি আমার হাতে দিলেন, এবং তিক্ত মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কার্য্যভার কাহাকে দিব ?"

উ। সে নির্ব্বাচন ত আমার কর্ত্তব্য নহে ?

কা। এ কায কে পারিবে ?

উ। আমি কেমন করিয়া বলিব ? আমার সমকক্ষ কর্ম্মচারীর দোষগুণ বিচার করা ত আমার উচিত নহে।

কা। আমি এসিষ্টেণ্ট কলেক্টর মিঃ পার্গিটার (Pargitar) সাহেবকে দিতে চাহি।

উ। যথা অভিরুচি।

কা। আপনার মত কি ?

উ। আমি এ সম্বন্ধে কি মত দিব ? তবে একটি কথা, আজ পর্য্যন্ত কোন ইউরোপীয়ান রোডসেস্ কার্য্যের ভার পান নাই।

কা। আপনি মনে করেন মিঃ পার্গিটার আপনার অপেক্ষা কম ?

উ। না। আমি তাঁহাকে আমার অপেক্ষা শতগুণ বেশী উপযুক্ত মনে করি।

মিঃ পার্গিটার তাঁহার অপর পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। তিনি এ সময়ে বলিলেন—"নবীন বাবু যাহা বলিতেছেন তাহা আমার কাছে সঙ্গত বোধ হইতেছে। রোডসেসের কায দেশীয় লোকের হস্তে দেওয়া উচিত।

কা। (আমার দিকে প্রেম কটাক্ষ করিয়া) আপনি ত আর অনেক দূরে যাইতেছেন না। পাহাড়ে বইত নহে। (কমিশনরের আফিস তখন গির্জ্জার পশ্চিম দিকের পুরাতন কালেক্টারির নিকটস্থ পাহাড়ে ছিল)। আবশ্যক মতে আপনি মিঃ পার্গিটারের সাহায্য করিতে পারিবেন।

উ। তিনি যেরূপ যোগ্য ব্যক্তি আমার কোনও সাহায্যেরই প্রয়োজন হইবে না। হইলে আমি সন্তোষের সহিত তাঁহার সাহায্য করিব।

কা। বিশেষতঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন যে আমি নিশ্চয় আপনাকে টানিয়া আনিতেছি।

আমি মনে মনে উত্তর করিলাম—তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও যে আর আমার—

"এ জনমে তোমার সনে হচ্ছেনা দেখা দেখি।"

চট্টগ্রামের রোডসেস্।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই আমাকে পুলিশের সালতামামির মুসাবিদা করিতে হয়, কারণ কমিশনর লাউইস সাহেব কোনও সালতামামি নিজে লিখিতেন না। এ মুসাবিদা দেখিয়া তিনি বড় প্রীতি প্রকাশ করিলেন। আমি সে সময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি আমার ভবিষ্যৎ কিরূপ স্থির করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন যে তিনি আমাকে রাখিতে চাহেন, কিন্তু 'কালকূট' আমাকে আমার পূর্ব্বকার্য্যে ফেরত পাঠাইবার জন্য জিদ করিতেছেন্। 'কালকূট' এখন সুর বদলাইয়াছেন। আমি যে দিন আসি সে দিনই কমিশনরের কাছে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে আমি একজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারী। আমার হাতে সমস্ত গুরুতর ডিপার্টমেণ্টের ভার ছিল। অন্য কেহ এত গুলি বিভাগের কায এরূপ বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ চট্টগ্রামের রোডসেস্ কার্য্য বড় গুরুতর ব্যাপার। উহা এরূপ জটিল যে আমার মত একজন স্থানীয় বিচক্ষণ কর্ম্মচারী ভিন্ন উহা সুনির্ব্বাহিত হইবে না। অতএব কমিশনর যদি আমাকে ফেরত না পাঠান তবে তিনি চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রীক্টের কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের কাছে দায়ী থাকিবেন না। পত্রখানি চার কি ছয় পৃষ্ঠা ছিল। আমি বলিলাম আমি ফাঁসি কাষ্ঠে যাইতে স্বীকৃত হইব, তথাপি আর 'কালকূটের' অধীনে কায করিতে যাইব না। নয় মাসে আমার শরীরের নয় সের রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে। যদি কমিশনর আমাকে রাখিতে না চাহেন, তবে আমি বদলির প্রার্থনা করিব। কমিশনর

একটুক হাসিয়া বলিলেন—"বাবু! তুমি কেন এরূপ বলিতেছ? কালকুট যে তোমাকে খুব ভাল কর্ম্মচারী বলিয়া চাহিতেছে। তুমি কি তাহার সেই দীর্ঘ পত্র দেখ নাই?" আমি বলিলাম—"তাঁহার কাছে আমি তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আমি তাঁহার অধীনে আর কার্য্য করিব না।" কমিশনর তখন বলিলেন—"আচ্ছা, তবে তোমাকে এ পদে স্থায়ী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে লেখ।" কেরাণী একজন তৎক্ষণাৎ এক পত্রের মুসাবিদা করিয়া লাল নিশান দিয়া কমিশনরের কাছে পাঠাইল। সাহেব নিজে তাহাতে আমার প্রশংসা করিয়া লিখিলেন যে এই কয়েক দিনেই তিনি আমার কার্য্য দেখিয়া বড় প্রীত হইয়াছেন।

এরূপে আসন দৃঢ় হইলে আমি 'কালকূটের' কীর্ত্তি একে একে উদঘাটিত করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমতঃ রোডসেস্। চট্টগ্রামের জমিদারি এত ক্ষুদ্র, এত বিভক্ত, এবং এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে নানা স্থানে অবস্থিত, যে সমস্ত অংশীদার একত্র হইয়া 'রিটার্ণ' দেওয়া একরূপ অসম্ভব। ইহাদের নামে, এবং যাহাদের রাজস্ব একশত টাকার কম তাহাদের নামে, কালকূটের উপরোক্ত আদেশমতে পাঁচ টাকা নিরিখে প্রজার খাজনা (valuation) ধরিয়া নোটিশ জারি হইতেছিল। এরূপ অতিরিক্ত খাজনার নিরিখে নোটিস দেখিয়া দেশে একটা হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। যত নোটিশ জারি হইতেছিল ততই আপত্তি দাখিল হইতেছিল। কেহ কেহ বা 'রিটার্ণ' দাখিল করিতেছিল। ক্রমে আপত্তির সংখ্যা পাঁচ হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার দাঁড়াইয়াছিল। রোডসেসের যে মাসিক হিসাব (Return) বোর্ডে যায় তাহাতে কত নোটিশ জারি হইল তাহা দেখাইবার জন্য ঘর আছে। কিন্তু কত আপত্তি হইল তাহা দেখাইবার জন্য ঘর নাই। আমি তাহা

'রিটার্ণের' নিম্নভাগে লিখিয়া দিতাম। কিন্তু উহা দেখিলে কমিশনর ও বোর্ড বুঝিবেন যে পাঁচ টাকা হিসাবে কৃষক-প্রজার খাজনা ধরাতে সমস্ত কার্য্য ভুল হইতেছে। অতএব কূটবুদ্ধি কালকূট নিম্ন ভাগের সেই নোটটি কাটিয়া দিয়া 'রিটার্ণ' দস্তখত করিয়া দিতেন। এরূপে এত কাল যাবত এ গুরুতর বিষয় চাপা পড়িয়াছিল। আমি পার্শনাল এসিষ্টেণ্ট হইয়া প্রথম যে 'রিটার্ণ' পাইলাম, তাহার উপর কত আপত্তি দাখিল হইয়াছে, তাহা কিরূপে নিষ্পত্তি করা হইবে, এবং আরও অনেক কথা, যাহার দ্বারা 'কালকূটের' সমস্ত লীলা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, জিজ্ঞাসা করিয়া মন্তব্য (Resolution) প্রেরণ করিলাম।

'কালকূটের' মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে এ ভয়েই আমাকে কমিশনরের আফিস হইতে টানিয়া লইতে চাহিয়াছিল। তাহার কূট-বুদ্ধি অশেষ। সে জানিত লাউইস সাহেব বড় ভাল মানুষ। তাঁহার বড় চক্ষুলজ্জা। সে আরও বুঝিয়াছিল যে এ মন্তব্যের তিনি কিছুই খবর রাখেন না। অতএব ইহার লিখিত উত্তর না দিয়া একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে স্তপস্তব করিয়া দুকথা বুঝাইয়া দিলেই তিনি চক্ষু লজ্জায় চুপ করিয়া থাকিবেন। সে তাই একদিন এক রাশি কাগজের গন্ধমাদন লইয়া ও তাহার হেড কেরাণীকে সঙ্গে করিয়া কমিশনরের আফিসে উপস্থিত হইল। আমি কপাটের আড়ালে থাকিয়া এ অভিনয় দেখিতে লাগিলাম। অভিবাদন ও দুচার খোশামুদির কথার পর, সে তাহার সানুনাসিক স্বরকে আরও বৃদ্ধি করিয়া বলিল—"এই মন্তব্যের দ্বারা আপনি কি চাহেন, আমি বুঝিতে পারি নাই।" কমিশনর উত্তরে বলিলেন—"বটে।" তাহার পর মন্তব্যটি পড়িয়া বলিলেন—"কেন ইহার অর্থত বেশ পরিষ্কার।" তার পর সে রোডসেস্ সম্বন্ধে কতকগুলি জটিল কথা তুলিল। সে জানিত লাউইস্ তাহা কিছুই

বুঝিবেন না। তারপর হযবরল কতকগুলি কথা বলিয়া প্রায় আধঘণ্টা কাটাইয়া বলিল—"আমি সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া গেলাম। অতএব ভরসা করি এই মন্তব্যের লিখিত উত্তর পাঠান নিষ্প্রয়োজন।" কমিশনর তখন একটুক সেয়ানামি করিয়া বলিলেন—"না। লিখিত উত্তর না পাঠাইলে আমার অফিসের কায যে অপূর্ণ থাকিবে।" তখন 'কালকূট' ম্লানমুখে একটা ছোট খাট (Very well) "আচ্ছা" বলিয়া গন্ধমাদন লইয়া চলিয়া গেল। তথাপিও সে এই মাত্র লিখিত উত্তর দিল যে, সে সকল কথা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কমিশনরকে বুঝাইয়া দিয়াছে। কমিশনর পত্র পাইয়াই তাহার উপর লিখিয়া দিয়াছেন—"সেরেস্তায় থাকে।" তাহার পরের মাসের 'রিটার্ণের' উপর আমি আবার সেরূপ মন্তব্য লিখিলাম। কিন্তু কমিশনর তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তাহার উপরও ঐরূপ হুকুম লিখিয়া দিলেন।

এরূপে কয়েক মাস চলিয়া গেল। লাউইস সাহেব তিন মাসের ছুটি লইলেন, এবং স্মিথ সাহেব (A. Smith) তাঁহার স্থানাভিষিক্ত হইয়া আসিয়া আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"রোডসেস্ কার্য্যের কি গোলযোগ হইতেছে?"

আ। আপনাকে সে কথা কে বলিল?

ক। মিঃ লাউইস্।

আ। মিঃ লাউইস্! আমি ত এ সম্বন্ধে যত নোট দিয়াছি তিনি কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। আর আপনাকে এরূপ বলিয়াছেন!

ক। আপনার নোট ও সমস্ত কাগজ পত্র আমি দেখিতে চাহি।

তিনি তাহা দেখিয়া আমাকে পরদিন ডাকিয়া বলিলেন—"আপনি যেরূপ 'নোট' দিয়াছেন সেরূপ বৃত্তান্ত চাহিয়া কালেক্টারের কাছে পত্র লিখুন।" আমি তাহাই করিলাম। তখন 'কালকূট' আপন লীলায়

আপনি অপদস্থ হইয়া স্থানান্তরিত হইয়াছেন। সে কথা পরে বলিব। আবার ভিজি সাহেব অস্থায়ী কলেক্টর। তিনি উহার উত্তরে কালকূটের সমস্ত কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দিলেন। তিনি লিখিলেন ত্রিশ হাজার রোল বা নোটিশ জারি হইয়াছে, আর ত্রিশ হাজারই আপত্তি পড়িয়াছে। উহার নিষ্পত্তি করিতে বার জন ডেপুটি কলেক্টরের আবশ্যক। তাহা হইলেও কার্য্য শেষ কবে হইবে তিনি বলিতে পারেন না। যদি পাঁচ টাকা নিরিখে কার্য্য চলিতে থাকে, তবে আরও হাজার হাজার আপত্তি পড়িতে থাকিবে। উত্তর পাঠ করিয়া স্মিথ সাহেব স্তম্ভিত হইলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! কমিশনরের নাকের উপর এতকাল এরূপ কার্য্য চলিয়াছে! এ যে রোডসেসের সমস্ত কার্য্যই ভুল হইয়াছে, এবং সকলই নূতন করিয়া করিতে হইবে। সমস্ত কার্য্য রহিত করিয়া আবার তোমার নির্দ্ধারিত আড়াই টাকা হিসাবে কৃষকের খাজনা ধরিয়া নূতন করিয়া কার্য্য করিবার জন্য বোর্ডে রিপোর্ট কর।" সেরূপ রিপোর্ট বোর্ডে গেল। আমি তাহাতে কালকূটের সমস্ত কীর্ত্তি কলাপ ঘোরাল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছিলাম। বোর্ড স্তম্ভিত, বিস্মিত, এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া উত্তর লিখিলেন যে বড় আশ্চর্য্যের কথা কমিশনর এতদিন পর্য্যন্ত এরূপ অবৈধ কার্য্যের প্রতিবাদ করেন নাই। যাহা হউক যে ত্রিশ হাজার আপত্তি পড়িয়াছে এবং যে সকল জমিদারির নোটিস জারি হয় নাই, তাহাদের খাজনার নিরিখ কমাইয়া আড়াই টাকা হিসাবে ধরা হউক।

মিঃ স্মিথ পূর্ব্বে চট্টগ্রামের কলেক্টর ছিলেন। আমি বোর্ডের চিঠির উপর 'নোট' দিয়া বুঝাইয়া দিলাম, যে যাহারা আপত্তি করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে বোর্ড এরূপ আদেশ দিলেন। আর যে সকল লোক, তাহাদের মধ্যে অনেক দরিদ্রা ও নিরাশ্রয়া বিধবা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু

আছে, যাহারা বহু অংশীদার কি দরিদ্রতা নিবন্ধন 'রিটার্ণ' কি আপত্তি দিতে পারে নাই, তাহাদের জন্য পাঁচ টাকা নিরিখ থাকিবে এবং তাহারা দ্বিগুণ রোডসেস্ দিবে, এ কেমন ধর্ম্মের কথা ? স্মিথ সাহেব একজন ধর্ম্মভীরু নিরপেক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনিই একজন ইংরাজ নীলকরকে ছয় মাস মেয়াদ দিয়া এংলো-ইণ্ডিয়ান জগতে একটা খণ্ডপ্রলয় ঘটাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমি বোর্ডের এরূপ অন্যায় বিচার গ্রহণ করিব না। তুমি আবার প্রতিবাদ কর।" বোর্ডের সঙ্গে লড়াই, বিশেষ আমি স্থানীয় লোক, লাউইস্ সাহেব ফিরিয়া আসিবেন। এ সকল মনে করিয়া এ প্রতিবাদের মুসাবিদা তাঁহাকে করিতে বলিলাম। তিনি একটুক হাসিলেন এবং নিজে এক তীব্র প্রতিবাদ আমার 'নোটের' মর্ম্মানুসারে লিখিলেন। বোর্ড বড়ই বিপদে পড়িলেন। এবার নিতান্ত কাতরভাবে লিখিলেন যে, যে সকল জমিদার ও তালুকদার আপত্তি করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের প্রতি অবিচার হইবে তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন। কিন্তু উপায় কি! দুই বৎসর কর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুমান একত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সমস্ত কার্য্য নূতন করিয়া করিতে হইলে আরও দুই বৎসর ও আরও ত্রিশ হাজার টাকা লাগিবে। এরূপ প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে গেলে গবর্ণমেণ্টই বা কি মনে করিবেন। অতএব যাহারা আপত্তি করিতে পারে নাই তাহাদের জন্য পাঁচ টাকা নিরিখ থাকুক। বারান্তরে যখন রোডসেসের কার্য্যের Revision হইবে, তখন উক্ত নিরিখ কমাইয়া আড়াই টাকা করা যাইবে।

বোর্ড কাঁদাকাটা করিয়া কমিশনরকে একখানি ডেমি-অফিসিয়ালও ভিতরে ভিতরে লিখিয়াছিলেন। স্মরণ হয়, মহাপুরুষ মেঙ্গলস্ (R. D. Mangles) সাহেব তখন বোর্ডের মেম্বর ছিলেন। অতএব তাঁহার

অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কোথায় তাঁহার সেই দশ টাকার নিরিখ, আর কোথায় আমার সেই "অবিশ্বাস যোগ্য" আড়াই টাকার নিরিখ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল! ইহার উপর আর প্রায়শ্চিত্ত কি? কমিশনর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি আমাকে এখন কি করিতে বল?"

আমি। আর কি বলিব। আপনি আমার হতভাগ্য দেশের লোকের জন্য যাহা করিলেন, চিরকাল তাহারা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

তিনি। তুমি যদি বুঝ কিছু ফল হইবে, আমি গবর্ণমেণ্টে লিখিতে পারি। বোর্ডে লিখিয়া আর ফল হইবে না। বোর্ড আপনি লেজে গোবরে হইয়াছেন।

আমি। গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াও যে এত কালের পর কোনও ফল হইবে বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট কি সহজে বোর্ডের প্রতিকূলে যাইবেন? আবার এ কাযের জন্য কি ত্রিশ বত্রিশ হাজার টাকা দিবেন?

তিনি। সম্ভব নহে। তবে কলেক্টরের কাছে বোর্ডের আদেশ পাঠাইতে লিখিয়া দিও—আমি বোর্ডের এ আদেশ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি না। যে হতভাগারা আপত্তি করিতে পারে নাই, কলেক্টর যদি কোনও উপায়ে তাহাদের এ আদেশের ফল দিতে পারেন, তবে আমি বড় সুখী হইব।

ছত্রিশ বৎসর দাসত্বে আমি সিবিলিয়ান সম্প্রদায়ে এরূপ নিরপেক্ষ সদ্‌বিবেচক লোক দেখি নাই। ইঁহার নিরপেক্ষতার আরও দৃষ্টান্ত ক্রমশঃ পাইব।

বোর্ডের আদেশ প্রচারিত হইল। তিন ভাগের দুই ভাগ জমিদার ও প্রজা রক্ষা পাইল। আমি এরূপ করিয়া আত্ম-বলিদান দিয়া উপরিস্থ

কর্ম্মচারীর সঙ্গে যুদ্ধ না করিলে, চট্টগ্রামবাসীরা আজ যে রোডসেস্ বা পথকর দিতে ঘোরতর কষ্ট অনুভব করিতেছে,—এমন কি অনেকের ঘটি বাটি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে—তাহার দ্বিগুণ দিতে হইত। আত্ম-বলিদান কিরূপ, সে কথা পরে বলিব। কিন্তু হায়! দেশের কয়জন লোক আমার এই আত্ম-বলিদানের কথা জানে?

গোরাচাঁদ ও লালচাঁদ।

কালকুটের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল যে তিনি চট্টগ্রামে একটি চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া যান, এবং সেই কীর্ত্তি-ধ্বজা স্থির করিয়াছিলেন,— *সাধারণ পায়খানা* (*Public Latrine*)! তাঁহার যুক্তি অকাট্য। বিলাতে যদি সাধারণ আহারের স্থান হইতে পারে, তবে ভারতে সাধারণ পায়খানা হইতে পারিবে না কেন? তাঁহার স্থির সঙ্কল্প যে সাধারণ পায়খানা নির্ম্মাণ করিয়া তিনি দরিদ্র নগরবাসী নরনারী সকলকে তাহাতে যাইতে পুলিসের দ্বারা বাধ্য করিবেন। এই লোকটির কি রাশি ছিল জানি না। কিন্তু লোকটি ভাল কার্য্য করিতে গেলেও, এমন ভাবে করিত যে দেশশুদ্ধ লোক বিগড়াইয়া যাইত। চট্টগ্রামে বাস্তবিকই পায়খানা সম্বন্ধে একটা সুবন্দোবস্তের বড়ই অভাব ছিল। উহা এভাবে না করিয়া অন্যভাবে করিলে 'কালকূট' সকলের ধন্যবাদার্হ হইতেন। কিন্তু সে যাহা বুঝিবে, তাহাই করিবে। সাধারণ পায়খানায় নরনারীগণকে জোর করিয়া লইবে, এ সংবাদে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সে সময়ে চট্টগ্রাম সহরের উপর অধিকাংশ দরিদ্র মুসলমানের ভদ্রাসন বাড়ী। হিন্দুদের বাসা বাড়ী মাত্র। তাহাদের ভদ্রাসন বাটী পল্লীগ্রামে। তখন পৈত্রিক বাসস্থান ছাড়িয়া সহরে বাড়ী করা কি হিন্দু কি মুসলমান ভদ্রলোকের পক্ষে নিন্দনীয় বিষয় ছিল। সেই নিয়ম এখনও সর্ব্বত্র থাকিলে আজ কাল দেশের সুন্দর পল্লীগ্রামগুলি শ্রীহীন ও ম্যালেরিয়ার রঙ্গভূমি হইত না। মুসলমান দরিদ্র হইলেও তাহার পর্দ্দা চাই। অনেকে শুনিয়াছি আপনার স্ত্রীর স্নানের জল পর্য্যন্ত বহন করে, তথাপি স্ত্রীকে গ্রামের পুষ্করিণীতে পর্য্যন্ত যাইতে দেয় না। অতএব এ মুসলমান স্ত্রীলোকদের প্রকাশ্য স্থানে, প্রকাশ্য পায়খানায়, যাইতে হইবে, ইহার

অপেক্ষা ঘোরতর বিপ্লবের বিষয় আর কি হইতে পারে? দু একজন মিউনিসিপাল কমিশনার ছাড়া সকলে ঘোরতর আপত্তি করিলেন। কালকূট কিছুই শুনিল না। মুসলমানেরা শতে শতে মিউনিসিপাল আফিস ঘেরিয়া ফেলিল, প্রস্তাবের অনুকূল কমিশনারদের ঠেঙ্গাইল, জনতায় সহর কম্পিত করিল। কালকূট তথাপি স্থিরভাবে কার্য্য করিতে লাগিল। সহরের চারিদিকে চারিটি দিব্বি বাঁশের 'বাঙ্গলো' ঘরের মত পায়খানা প্রস্তুত হইল। প্রত্যেকের শুনিয়াছি আট শত টাকা করিয়া খরচ পড়িয়াছিল। পশ্চিম হইতে দলে দলে মেথর আসিয়া পৌঁছিল। কমিশনরের কাছে মুসলমানেরা আপিল করিল। কমিশনর মিঃ লাউইস। তিনি কলেক্টরদের প্রতিকূলে বড় সহজে যাইতে চাহিতেন না। কালকূট মফঃস্বল থাকিলে তাহার অনেক অবৈধ কার্য্য আমি নোট দিয়া রহিত করাইতে পারিতাম। কিন্তু সে সহরে থাকিলে নিজে সাক্ষাৎ করিয়া আগে কমিশনারকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া সকল কায করিত। মিঃ লাউইসের এত চক্ষুলজ্জা ছিল যে সে সাক্ষাতে গিয়া যাহা বলিত তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারিতেন না। অতএব এ বিষয়ে আমার সকল চেষ্টা বিফল হইল। তখন মুসলমানেরা নিরুপায় হইয়া চট্টগ্রামের বিখ্যাত "বেনা কানুন" (Torch Law) জারি করিল। একদিন কমিশনরের আফিস-পাহাড়ে আমার কক্ষ হইতে দেখি যে সহরের তিন দিকে ঘোরতর অগ্নিকাণ্ড। বাতাসে অগ্নির সঙ্গে সঙ্গে জনরব বহিল যে কালকূটের প্রিয় পায়খানা জ্বলিতেছে। প্রথম একদিকে আগুন দেখা গেলে কালকূট দলে বলে সে দিকে ছুটিল। তখন অন্যদিকের পায়খানা জ্বলিয়া উঠিল। কালকূট আবার সেদিকে ছুটিল। তখন তৃতীয় দিকের পায়খানা জ্বলিয়া উঠিল। সহরময় একটা হাসি তামাসার রোল উঠিল। স্বয়ং মিঃ লাউইস

সাহেব পর্য্যন্ত অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। কালকূট—"শালা বঁদমাঁয়েঁসঁ লোঁগ"—বলিয়া ছুটাছুটি করিতে করিতে চক্ষুর নিমিষে তিনটি কীর্ত্তি ধ্বজাই ভস্মীভূত হইয়া গেল। চতুর্থটিমাত্র কাছারির সম্মুখে ছিল বলিয়া রক্ষা পাইল।

একে ত কীর্ত্তি ধ্বংস, তাহার উপর লোকের হাসি টিট্কারি। কালকূট ক্ষেপিয়া আহত শার্দ্দূলের মত হইল। লালচাঁদ চৌধুরী একজন জমিদার, সদাগর ও মিউনিসিপাল কমিশনর, তিনি 'হিন্দুস্থানীয়' বংশজ। হিন্দুদের মধ্যে কেবল তাঁহারই সহরের উপর বাড়ী। কাযে কাযে মুসলমানদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। লোকটিও বড় বিচক্ষণ, চতুর ও বুদ্ধিমান। তিনি মিউনিসিপাল মিটিঙ্গে পায়খানার আপত্তিকারীদের নেতা এবং মুসলমানদের মুখপাত্র ছিলেন। কালকূটের মনে মনে সন্দেহ হইল যে তিনি এই অগ্নিকাণ্ডের পশ্চাতে আছেন। তাহার পক্ষে যে সন্দেহ সেই কায। অমনি মুসলমান দলপতি কতগুলির সঙ্গে লালচাঁদ চৌধুরীও সহরের শান্তি রক্ষার জন্য বিশেষ কনেষ্টবল (Special constable) নিয়োজিত হইলেন। তিনি এই প্রহরীত্ব অস্বীকার করিলে হুকুম অমান্যের জন্য এবং পায়খানা খাণ্ডবের সহায়তার জন্য ফৌজদারীতে অর্পিত হইলেন। এরূপ জামিন দিতে আদিষ্ট হইলেন যে অতি কষ্টে তিনি জেল বাস হইতে রক্ষা পাইলেন। সন্ধ্যার সময়ে সহর এ সংবাদে তোলপাড় হইল।

লালচাঁদ চৌধুরী আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। তিনি কাছারী হইতে একেবারে আমার বাড়ীতে আসিয়া গলদশ্রু নয়নে আমাকে বলিলেন—"আমি আপনার আশ্রয় লইলাম। এ বিপদে আপনি আমাকে রক্ষা না করিলে আমার আর উপায় নাই। কালকূটের ভয়ে অন্য কেহ আমার সঙ্গে কথা কহিতে পর্য্যন্ত সাহস করিতেছে না।"

আমি একটুক হাসিলাম। কারণ ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে আমার সেই ব্যাপারের সময়ে তিনিই সর্ব্বাগ্রে আমার বাড়ীতে আসিয়া অতীব বিজ্ঞতার সহিত বলিয়াছিলেন যে আমি যখন সরকারী চাকর তখন সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করা ভাল নহে। অথচ আজ তিনিই আবার স্বয়ং ভীষণ কালকূটের সঙ্গে যুদ্ধে আমাকে সারথ্যে বরণ করিতে আসিয়াছেন! আমি বুঝিলাম এ সারথ্যে আমি ঘোরতর বিপদগ্রস্ত হইব। কিন্তু তিনি যেরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া সাহায্য চাহিতেছেন, এরূপ অবস্থায় সাহায্য না করা আমার পিতৃ-রক্তগত ধর্ম্ম নহে। আমি সারথ্য গ্রহণ করিলাম এবং তখনই টেলিগ্রামের দ্বারা মিঃ মনোমোহন ঘোষকে কাউনসেল নিযুক্ত করিলাম। কারণ, পরদিনই মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইবে। তখন রেল ছিল না। সাপ্তাহিক ষ্টিমার। মিঃ ঘোষের আসিতে দুই তিন দিন বিলম্ব হইবে। তিনি মোকদ্দমা স্থগিত রাখিবার জন্য কালকূটের কাছে টেলিগ্রাম করিলেন। সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া পরদিন মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ করিল। শুধু তাহা নহে, আপনি বিবাদীর বিপক্ষে সাক্ষী হইয়া আপনার জবানবন্দি আপনি লিখিল, এবং বিবাদীর উকীল কাউনসেলের পঁহুছিবার অপেক্ষায় জেরা করিতে অস্বীকার করিলে, সে আপনাকে আপনি জেরা করিতে লাগিল, এবং তাহা লিখিয়া লইতে লাগিল।

এদিকে বিবাদী বেচারির বিপদের উপর বিপদ। মিঃ মনোমোহন ঘোষ যে ষ্টিমারে আসিতেছিলেন সে ষ্টিমার সমুদ্রের এক চড়ায় ঠেকিয়া গেল। মনোমোহন ও অন্যান্য যাত্রীগণের ঘোরতর বিপদ। তাঁহারা প্রাণভয়ে জালিবোটে (Life Boat) উঠিয়া সমস্ত রাত্রি সমুদ্রে কষ্ট ভোগ করিয়া পরদিন অপরাহ্ণে আসিয়া পঁহুছিলেন। ইতিমধ্যে কাল-কূট মোকদ্দমা বাদীর পক্ষে শেষ করিয়া বিবাদীর প্রতিকূলে এক রাশি

অপরাধের অভিযোগ (Charge) করিয়াছে। সমস্ত সন্ধ্যা, ও রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমি ও মনমোহন কিংকর্ত্তব্য স্থির করিলাম। পরদিন তিনি সমস্ত 'কালকূটী' লীলা ব্যাখ্যা করিয়া এফিডেভিট লইয়া লাউইস্ সাহেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে হাইকোর্টে প্রার্থনা করিয়া মোকদ্দমা স্থানান্তরে উঠাইয়া লইবার জন্য মোকদ্দমার বিচার স্থগিত থাকুক্। লাউইস তখন উভয়—হরি ও হর—কমিশনর ও জজ। মধ্যে গবর্ণমেণ্টের এক খেয়াল হইয়াছিল কুমিল্লা জেলা ঢাকা ডিভিসন ভুক্ত করিয়া কমিশনরকে জজ করিয়াছিলেন, এবং মিরেশ্বরী থানা নোয়াখালী জেলা ভুক্ত করিয়া নোয়াখালীতে একজন জজ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। মিঃ লাউইস যেরূপ গোবর গণেশ, তিনি বড় অকষ্টবন্ধে পড়িলেন। একদিকে কালকূটকে বাঁচাইতে হইবে, অন্য দিকে এফিডেভিট পড়িয়া বুঝিলেন যে উহা যদি হাইকোর্টে যায়, তবে কালকূটের রক্ষা নাই। তিনি তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিলেন, এবং পরদিন আদেশ দিবেন বলিলেন। পরদিন মনোমোহন তাঁহার কাছে যথাসময়ে উপস্থিত হইলে কালকূটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার তর্ক করিবার জন্য মনোমোহনকে তিনি অনুরোধ করিলেন। মনোমোহন বলিলেন উহা বড় হাস্যকর কার্য্য হইবে, কারণ কালকূট যখন চার্জ্জ বা অভিযোগ করিয়া বসিয়াছেন, তখন তাঁহার কাছে আর তর্ক করিয়া কি ফল হইবে? লাউইস বড় কাতরতার সহিত বলিলেন যে কালকূট তাঁহাকে বলিয়াছে যে কাউনসেলের তর্ক শুনিয়া সে যদি তাহার নিজের কার্য্যের ভ্রম বুঝে তবে বিবাদীকে ছাড়িয়া দিবে। মনোমোহন বলিলেন যে তিনি বিবেচনা করিয়া যদি তাহা উচিত মনে করেন তবে পরদিন কালকূটের কাছে উপস্থিত হইবেন। না হয় মিঃ লাউইসের কাছে আবার উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার জন্য হাইকোর্টে

রিপোর্ট করিতে প্রার্থনা করিবেন। সন্ধ্যার সময়ে আবার আমরা দুজনে একত্র হইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পরামর্শ করিলাম। মোকদ্দমাটী এখন কালকূটের নীলকণ্ঠের বিষ হইয়াছে। সে উহা গিলিতেও পারিতেছে না, ফেলিতেও পারিতেছে না। মনোমোহনের ও আমার মত হইল যে মোকদ্দমা অন্যত্রে উঠাইয়া লইয়া তাহাকে অপদস্থ করা উচিত। মনোমোহনের আদৌ তাহার কাছে উপস্থিত হওয়া উচিত নহে। চৌধুরী মহাশয় সে সময়ে একরূপ খুব সাহস দেখাইয়া আমাদের মতে সায় দিলেন। কিন্তু আবার কাহার সঙ্গে কি পরামর্শ করিয়া তিনি রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে আমাকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া কাঁদিয়া কহিলেন—"আর, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে। কাল মিঃ ঘোষকে কালকূটের কাছে উপস্থিত হইয়া তর্ক করিতে বলুন। মিঃ লাউইস সাহেব ত বলিয়াছেন যে কালকূট তাহা হইলে আমাকে খালাস দিতেও পারে।" ইতিমধ্যে, মোকদ্দমার সূত্রপাত হইতে আমি কলিকাতার দৈনিক কাগজে টেলিগ্রাম ও দীর্ঘ দীর্ঘ পত্র পাঠাইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলাম। মনোমোহন আসিয়া অবধি সেই আন্দোলন দাবানলবৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। আমরা দুজনে ভাগ করিয়া দৈনিক কাগজে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রত্যহ লিখিয়া পাঠাইতেছিলাম। সে আগুন ভারত ছাইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত ভারতব্যাপী কাগজ তখন সেই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল, এবং বিবাদীকে একটি মহাবীর পুরুষ স্বরূপ চিত্রিত করিতেছিল। ইহার পূর্ব্বে কোনও বিষয়ে সমস্ত ভারতের একপ্রাণতা দেখি নাই। সেই একপ্রাণতা বহুদিন পরে কংগ্রেসে পরিণত হয়, ইহাই তাহার প্রথম উন্মেষ। এইখানে ভারতের নবযুগের ও নব-জীবনের সূত্রপাত। আমি চৌধুরী মহাশয়কে বুঝাইলাম যে এখন এরূপ ভাবে লাঙ্গুল সঙ্কুচিত করিলে সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি উপহাসভাজন

হইবেন। বিশেষতঃ ডাক্তার সাহেবী বিভ্রাটের সময়ে তিনিই আমাকে ইহাও বলিয়াছিলেন যে যদি আমার হাতে টাকা থাকিত তবে তিনি বিলাত পর্য্যন্ত লড়িয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার ডেমেজের মোকদ্দমা করিয়া ডাক্তার সাহেবকে জব্দ করিতে আমাকে পরামর্শ দিতেন। তাঁহার হাতে ত টাকা আছে। বিশেষতঃ দেশে তিনি একজন মহা কূটবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। সকলে মনে ভাবিয়াছিল এবার কালকূট ও লালকূট, গোরাচাঁদ ও লালচাঁদের পালা। কিন্তু তাঁহার সে সকল বীরত্ব এখন জল হইয়া গিয়াছে। তিনি কিছুই শুনিলেন না। আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—"হাইকোর্ট কি করে ঠিক নাই। টাকাও আরো বিস্তর খরচ হইবে। অতএব কালকূটের সমক্ষে যাহাতে মনোমোহন উপস্থিত হইয়া তর্ক করেন তাহা করুন।" তিনি আমার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে ডাকবাঙ্গলায় গিয়া মনোমোহনকে জাগাইলাম। তিনি জমিদার মহাশয়ের বীরত্বের এ পরিণাম দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। তিনিও আমার মত অনেক বুঝাইলেন। চৌধুরী মহাশয় কিছুই বুঝিলেন না।

অগত্যা মনোমোহন পরদিন কালকূটের কাছে উপস্থিত হইলেন। এবার পালা চতুরে চতুরে। মনোমোহনকে যিনি ভালরূপে জানেন, তিনি জানেন যে মনোমোহনের ব্যারিষ্টারিতে উন্নতির কারণ তাঁহার চতুরতা ও ধৈর্য্য (shrewdness and patience)। তাঁহার সূচীভেদ্য সূক্ষ্ম চতুরতায়, বিচারক যেমন সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সুচতুর হউন না কেন, তাঁহার মুষ্টি মধ্যে আসিতেন। আর তাঁহার এমন অসাধারণ ধৈর্য্য ছিল যে নিতান্ত পাজি বিচারকও তাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারিত না। তিনি নাম মাত্র তর্ক করিয়া বলিলেন যে বিবাদীর বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে কোনও অপরাধই সাব্যস্ত হয় নাই,

অতএব তিনি অব্যাহতি পাইবার যোগ্য। কালকূট স্থিরভাবে সমস্ত তর্ক শুনিয়া বলিলেন—"আচ্ছা! বিবাদীর পক্ষে সাক্ষী দেও।" মনোমোহন বলিলেন বিবাদীর প্রতিকূলে যখন কোনও অপরাধই প্রমাণিত হয় নাই, তখন তিনি কোনও সাক্ষী কি প্রমাণ দিবেন না। কালকূট বিষম সঙ্কটে পড়িল। সে যে প্রমাণের দ্বারা বিবাদীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া অভিযোগ করিয়াছে, আবার কেমন করিয়া সেই প্রমাণের দ্বারাই তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া ছাড়িয়া দিবে? সে দেখিল বাজীমাত্। তখন সে এক নূতন চাল চালিল। সে মনোমোহনকে তাহার খাস কামরায় ডাকিয়া লইয়া অনেকক্ষণ মোকদ্দমা সম্বন্ধে গল্প করিল। এবং পরদিন তাঁহাকে আসিতে বলিয়া বিদায় দিল।

এই শিষ্টাচারের অর্থ কি সন্ধ্যার সময়ে আমি ও মনোমোহন বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময়ে মনোমোহনের কাছে কালকূটের এক দীর্ঘ মেমোরেণ্ডাম (memorandam) বা মন্তব্য আসিয়া উপস্থিত। তাহার সঙ্গে খাস কামরায় মনোমোহনের সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা নাটকাকারে প্রশ্নোত্তর ভাবে লিখিত। উহা ঠিক লেখা হইয়াছে কিনা কালকূট জিজ্ঞাসা করিয়া এক বড় শিষ্টাচার এবং মনোমোহনের গুণানুবাদপূর্ণ পত্র লিখিয়াছে। মন্তব্যটি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া দেখিলাম যে তাহাতে মনোমোহনের মুখে এরূপ কথা আরোপিত হইয়াছে যেন মনোমোহন স্বীকার করিয়াছেন যে বিবাদী আইনতঃ (technically) দোষী। তবে তিনি একজন সম্মানভাজন দেশ হিতৈষী (Respectable and public-spirited gentleman) বলিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিতে বলিয়াছেন। এতক্ষণে কালকূটের চালটা কি, সেই খাস কামরার আলাপের অর্থ কি, বুঝা গেল। বিবাদীকে সে লঘুদণ্ড দিবে এবং

তাহার কাউনসেলও তাহার technical দোষ স্বীকার করিয়াছেন দেখিলে গবর্ণমেণ্টে কালকূটের রক্ষা হইবার পথ হইবে। মনোমোহন এই মেমো পাইয়া আনন্দিত হইলেন, এবং বিবাদীকে বলিলেন আর ভয় নাই। মাকড়সা আপনার জালে আপনি পড়িয়াছে। মনোমোহন তৎক্ষণাৎ সেই মহামূল্য নোটের নকল করাইয়া লইলেন, এবং উত্তরে লিখিলেন যে কালকূট তাঁহাকে বড়ই ভুল বুঝিয়াছেন। তাঁহার মুখে যে সকল কথা আরোপিত হইয়াছে কোনও কাউনসেল তাহা স্বীকার করিতে পারে না। এতএব কালকূটের সঙ্গে তাঁহার কি আলাপ হইয়াছিল, তিনি তাহার আর এক নূতন ও শুদ্ধ সংস্করণ পাঠাইলেন। এই সংস্করণের অর্থ এই হইল যে কালকূট পায়খানা জলিয়া যাওয়ার দরুণ বিচলিত হইয়া এরূপ মোকদ্দমা সংস্থাপন করিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল এবং বিবাদী technical অপরাধ করিয়াছে বলিয়া মনোমোহনকে কোনওরূপ সাফাই উপস্থিত করিতে বার বার বলিয়াছিল। সেই রাত্রিতেই উভয় সংস্করণের সারাংশ কলিকাতার কাগজে টেলিগ্রাম গেল, এবং উভয়ের নকল সম্বলিত দীর্ঘ প্রবন্ধও পরদিন প্রাতে প্রত্যেক কাগজে প্রেরিত হইল।

পরদিন মনোমোহন আর কালকূটের কাছে না গিয়া একেবারে জজ লাউইস সাহেবের কাছে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমা অন্যত্র উঠাইয়া দিতে হাইকোর্টে রিপোর্ট করিবার জন্য আবার আবেদন করিলেন, এবং পূর্ব্বদিনের প্রহসন শুনাইয়া সেই মহামূল্য মন্তব্য দুটি দেখাইলেন। লাউইস সাহেবের মুখ আতঙ্কে শ্বেতবর্ণ ও শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি আর দ্বিরুক্তি করিয়া কালকূটকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে লেখালেখি হইল। তাহার পর কালকূট বিবাদীকে তলব দিলেন, তাঁহাকে অব্যাহতি দিলেন। দেশময় একটা হাসির তুফান ছুটিল;

আর সমস্ত ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ সে হাসি বহন করিলে, বিবাদী চৌধুরী মহাশয় মহা বীরপুরুষ বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

অব্যাহতি পাইয়াই বিবাদী আমার গৃহে আসিয়া আমাকে বুকে লইয়া গলদশ্রু নয়নে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তিনি অব্যাহতি পাইলেন, কিন্তু এই অব্যাহতি আমার অদৃষ্টাকাশে একটা ঘোরতর মেঘ সঞ্চার করিল। আমি ঘোরতর বিপদে পড়িলাম।

একেত এ মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমার ও মিঃ ঘোষের লিখিত প্রবন্ধাবলী ইংরাজী দৈনিকে প্রকাশিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া আন্দোলন তুলিয়াছিল, তাহাতে আবার দুটি ঘটনা অগ্নি প্রজ্বলিত করিল। ঢাকার পার্শনেল এসিষ্টেণ্ট অভয় বাবু দীর্ঘকাল চট্টগ্রামে ছিলেন। তিনি আমার পিতার বন্ধু ছিলেন ও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি আমার কাছে এই মোকদ্দমার সময়ে উহার একটা প্রকৃত ইতিহাস চাহিলেন। আমি আফিসে বসিয়া দৈনিকের মত উহা লিখিয়া তাঁহাকে পাঠাইলাম। কিছুদিন পরে কমিশনর আমাকে ডাকিয়া ঢাকার "ইষ্ট" পত্রের এক সংখ্যা আমার হাতে দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "এ প্রবন্ধ কি তোমার লেখা ?" আমি দেখিলাম উহা উক্ত দৈনিক। কি উত্তর দিব ? আমি পাশ কাটাইয়া বলিলাম—"উহা আমার লেখা আপনাকে কে বলিল ?" তিনি বলিলেন—"এমন সুন্দর ইংরাজী চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের মধ্যে আর কে লিখিতে পারে ?" আমি বলিলাম— "এই চট্টগ্রামেই আমার মত গ্রাজুয়েট অনেক আছে।" তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"কই তাহাদের মধ্যে কে এমন ইংরাজী লিখিতে পারে ?" আমি দেখিলাম তাঁহার মনে দৃঢ় সন্দেহ হইয়াছে।

ইহার পর মোকদ্দমা শেষ হইলে আমার ও মনোমোহনের লিখিত এক 'মেমোরিয়েল' (দরখাস্ত) বিবাদী চৌধুরীর পক্ষে গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত

হইল। তখন বিচক্ষণ সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গের লেঃ গবর্ণর। তিনি যেরূপ সিবিলিয়ান সম্প্রদায়কে শাসন করিতেন এমন আর কোনও লেঃ গবর্ণরকে করিতে দেখি নাই। এখন সেরূপ শাসন স্বপ্ন হইয়াছে এবং তাহাতে দেশে সিভিল সার্ভিসের অত্যাচারে ঘোর অশান্তি ও অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। এখন প্রত্যেক সিভিলিয়ানই দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা রাজা। যথাসময়ে উক্ত দরখাস্তের উপর গবর্ণমেণ্টের কঠিন আদেশ (Resolution) আসিল। কালকূট ঘোরতর তিরস্কৃত, অপমানিত ও ডিগ্রেড হইয়া জইণ্ট পদে স্থানান্তরিত হইলেন। মনোমোহন আমার কাছে এই আদেশের একটা নকল গোপনে চাহিলেন। আমি তাঁহার কাছে অতি গোপনে উহা পাঠাইলাম, এবং উহা যেন অন্য কেহ না দেখে বিশেষ সাবধান করিয়া পত্র লিখিলাম। কিছুদিন পরে দেখি সেই আদেশ "হিন্দু পেট্রিয়টে" ছাপা হইয়াছে। আমার কণ্ঠ তালুকা শুষ্ক হইয়া গেল। যদিও সার রিচার্ড টেম্পল্ সিভিলিয়ানদের শাসন করিতেন, তথাপি এরূপ একটা গোপনীয় আদেশ প্রচারিত হওয়া অহঙ্কারপ্রিয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নীতিবিরুদ্ধ, কারণ, তাহাতে সিভিলিয়ানদের প্রেষ্টিজ বা প্রতিষ্ঠার ক্ষতি হয়। দার্জ্জিলিঙ্গ শৃঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, এবং কিরূপে এরূপ গোপনীয় আদেশ প্রকাশিত হইল তাড়িত বেগে কমিসনরের কৈফিয়ৎ তলব হইল। কমিসনর ভারতচন্দ্রের কোতোয়ালের মত—"কোতোয়াল, যেন কাল, খাড়া চাল ঝাকে"—মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আমি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলাম যে আমার আফিস হইতে উহা 'হিন্দু প্রেট্রিয়টে' যায় নাই। দার্জ্জিলিঙ্গ, কলিকাতা, চট্টগ্রামে ঘোরতর তদন্ত হইতে লাগিল। আমার আহার নিদ্রা নাই। কিছুদিন পরে কমিশনর বলিলেন যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার আফিসকে অব্যাহতি দিয়াছেন। তদন্তে দেখা গিয়াছে যে বাইশ দিনে উক্ত আদেশ দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে কলিকাতায় পঁহুছিয়া-

ছিল। অতএব গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস হইয়াছে ইত্যবসরে উহা উক্ত উভয় স্থানের মধ্যে কেহ নকল করিয়া 'হিন্দু পেট্রিয়টে' পাঠাইয়াছে। কিন্তু কমিশনর যে ভাবে আমাকে একথা বলিলেন তাহাতে বোধ হইল যে আমার প্রতি তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে, কারণ কালকূট তাঁহাকে বলিয়াছে যে আমিই উক্ত মোকদ্দমার পশ্চাতে ছিলাম এবং আমিই তাহার এই বিপদের ও অপদস্থের কারণ। এ সময়ে আরো একজন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট লোক এক ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়েন, এবং সমস্ত দেশ—শ্বেতকৃষ্ণ—তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইলেও আমি একা তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে রক্ষা করি। তাহাও কমিশনর শুনিয়াছিলেন। এরূপে পরকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া আমার অদৃষ্টাকাশ ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হইল, এবং একদিন তাহা ঝড়ে পরিণত হইল। সে কথা পরে বলিব।

শিশু-হত্যা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি হিন্দু জমিদার মহাশয়ের ষ্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে আনিতে গিয়া কিরূপে তাঁহার পত্নীর সঙ্গে আমি পরিচিত হই। কালকূট কলেক্টর হইয়া আসিবার কিছুদিন পর তিনি পীড়িতা হন। আমি তখনও উক্ত ডিপার্টমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কলেক্টর। কালকূট আদেশ করিল যে তিনি তাঁহার সহরের বাড়ীতে আসিয়া সিবিল সার্জ্জনের দ্বারা চিকিৎসিত হইবেন। তাহার যে হুকুম সেই তামিল। কাহার সাধ্য অন্যথা করে। আদেশ পাইয়া আমার পরামর্শ মতে ঠাকুরাণী সহরে আসিলেন। তিনি চট্টগ্রামের একটী প্রধান গৃহের কুলবধূ। তিনি সিবিল সার্জ্জনের সাক্ষাতে বাহির হইলে তাঁহার কলঙ্ক হইবে ইত্যাদি আপত্তি করিয়া বারম্বার দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু "চোরা নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। তিনি যতই আপত্তি করিতে লাগিলেন কালকূটের ততই জিদ বাড়িতে লাগিল। তিনি কিছুতেই সিবিল সার্জ্জনের চিকিৎসাধীন হইবেন না। কালকূটের আদেশ মতে সিবিল সার্জ্জন দুইবার গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। শেষে কালকূট আমাকে ডাকিয়া বলিল—"তাঁহাকে আপনি নিজে গিয়া বুঝাইয়া বলুন যে তাঁহাকে সিবিল সার্জ্জনের সাক্ষাতে বাহির হইতে হইবে।" এরূপ গর্হিত কর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইবার জন্য তখন আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ বুঝাইলাম। তাহার ফলে সে আমার উপর চটিয়া লাল হইল। আমি অগত্যা "হুকুম তামিল" করিলাম। হুকুম ঠাকুরাণীটিকে শুনাইয়া দিলাম এবং সে সম্বন্ধে কিছু ঠাট্টা তামাসা করিয়া "যোগিবরটীকে" অর্দ্ধচন্দ্র দিতে পরামর্শ দিয়া কালকূটের কাছে রিপোর্ট করিলাম যে হুকুম তামিল করিয়াছি। জমীদারজায়া সিবিল সার্জ্জনের সম্মুখে বাহির হইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না দেখিয়া

কালকূট ডাক্তার সাহেবকে লিখিল যে তিনি জোর করিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিবেন। পরদিন ডাক্তার সাহেব জোর করিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে ভৃত্যেরা তাঁহার মুখের উপর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তিনি অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া কালকূটের কাছে নালিশ করিলেন। সে ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল এবং পেনেল কোড উল্টাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার কোন ধারা ত খাটে না। শেষে হুকুম অমান্যের জন্য ঠাকুরাণীকে ফৌজদারীতে দিবার এক অর্ডার আমার কাছে পাঠাইল। আমি তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া লিখিলাম যে আইন মতে এরূপ মোকদ্দমা হইতে পারে না। আমি উহা উপস্থিত করিতে পারিব না।

ইহাতে বিফল মনোরথ হইয়া সে আর এক প্রতিহিংসার পথ অবলম্বন করিল। ঠাকুরাণী একটী পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার বয়স আট কি নয় বৎসর। ছেলেটী বড় সুন্দর, বড় শান্ত। আমি বাছিয়া দিয়াছিলাম। কালকূট পরদিন আমার কাছে হুকুম পাঠাইল যে সে ছেলের শরীর ভাল নহে বলিয়া ডাক্তার সাহেব তাহাকে বলিয়াছেন, এবং তাহার মার কাছে থাকিলে তাহার সৎ শিক্ষা হইবে না। অতএব তাহাকে কাশীতে তাহার পিতামহীর কাছে পাঠাইতে হইবে। আমি এ হুকুম ঠাকুরাণীকে অবগত করাইলে তিনি ঘোরতর আপত্তি করিয়া দরখাস্ত করিলেন যে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার শাশুড়ীর সদ্ভাব নাই। তাঁহার শাশুড়ীর আত্মীয় একটী ছেলেকে পোষ্য গ্রহণ না করাতে তিনি বিশেষ রূপে অসন্তুষ্ট হইয়া কাশীবাসিনী হইয়াছেন। অতএব তাঁহার কোলের শিশুকে কাশী পাঠান দূরে থাকুক, ঠাকুরাণী তাহাকে স্থানান্তর হইতেও দিবেন না। কালকূটের পাপের পালা শেষ হইয়া আসিতেছিল। সে আমাকে আদেশ দিল যে শিশুকে সেই সপ্তাহের স্টীমারে

কাশী পাঠাইতে হইবে। আমি লিখিলাম যে জোর করিয়া তাহার মাতার অঙ্ক হইতে কাড়িয়া লইয়া না পাঠাইলে, অন্য কোনও রূপে পাঠান হইতে পারে না। আমি মনে করিয়াছিলাম ইহাতে কালকূট নিরস্ত হইবে। কিন্তু সে সেইরূপ পাত্রই নহে। সে আদেশ দিল—"if necessary physical force should be used" (আবশ্যক হইলে জোর করিয়া তাহাকে পাঠাইবে)। আমি এই হুকুমটী আমার নিজ বাক্সে রাখিয়া নাজিরের কাছে তাহার প্রত্যেক কথা অনুবাদ করিয়া আদেশ প্রেরণ করিলাম। চিলে যেরূপে পারাবত শাবককে লইয়া যায়, নাজির পর দিবস পেয়াদা লইয়া জোর করিয়া শিশুকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিল। ঠাকুরাণী কমিশনরের কাছে আপিল করিলেন। মিঃ লাউইস্ কিছুই করিলেন না। কারণ কালকূট কৈফিয়ৎ দিল যে ছেলের স্বাস্থ্য বড় মন্দ। জলবাতাস পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বিধাতার এমনই নির্ব্বন্ধ! শিশুটী তাহার পিতামহীর কাছে কাশীতে পঁহুছিবার অব্যবহিত পরেই অকস্মাৎ মরিয়া গেল। এই খবর তারে চট্টগ্রাম আসিলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বহু তদন্তের দ্বারা কেবল এই মাত্র জানা গেল যে দুই তিন ঘণ্টার পেটের ব্যথায় তাহার জীবন শেষ হইয়াছে। একজন এসিস্টেণ্ট সার্জ্জন মাত্র তাহাকে একবার দেখিয়াছিলেন। তিনিও রোগ নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

ঠাকুরাণী অতীব শোকব্যঞ্জক এক আবেদন গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলেন। উহা আমারই লেখা ছিল। সংবাদ পত্রেও আবার আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। আমি এ সময় "হিন্দু পেট্রিয়টে" নিয়মিতরূপে লিখিতাম। কৃষ্ণদাস পাল তখন রাজনীতি ক্ষেত্রে একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাঁহার ও তাঁহার "হিন্দু পেট্রিয়টের" তখন গৌরবের মধ্যাহ্ন প্রভা। "হিন্দু পেট্রিয়টের" চট্টগ্রাম সংবাদদাতা একজন খ্যাতনামা লোক ছিল।

পড়িয়াছেন। তদ্ভিন্ন "অমৃত বাজার পত্রিকা" ও "ষ্টেটস্‌ম্যানে"ও লিখিতাম। সার রিচার্ড টেম্পল তৎক্ষণাৎ তীব্র ভাষায় উক্ত আবেদনের উপর কলেক্টরেব কৈফিয়ৎ চাহিলেন। সে ইতিমধ্যে সেই "হিন্দুস্থানী" জমীদারের মোকদ্দমায় "ডিগ্রেড" হইয়া স্থানান্তরের অর্ডার পাইয়াছে। সে এরূপ অপদস্থ হইয়াছে যে একটী পেয়াদা পর্য্যন্ত তাহাকে গ্রাহ্য করিতেছে না। একটী প্রাণী তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যায় না। তাহার অপমানের একশেষ হইয়াছে। সে আমার কাছে বড় বিনয় সহকারে পত্র লিখিয়াছে—"আমি চট্টগ্রাম ছাড়িয়া চলিলাম। এ সময় স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয় যে আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়। অতএব কল্য প্রাতে আটটার সময়ে আপনি যদি আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করেন তবে বড় অনুগৃহীত হইব।" এমন মহাপুরুষের এরূপ বিনয় ও শিষ্টাচার! ইহার অর্থ কি? আমার সন্দেহ হইল তাহার কোন কূট অভিসন্ধি আছে। অতএব কি করা উচিত পরামর্শ করিতে আমার সম্মুখস্থ পাহাড়বাসী বন্ধুবর বাঙ্গালী একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের কাছে গেলাম। দেখিলাম তাঁহার কাছেও ঠিক সেইরূপ এক পত্র আসিয়াছে। তিনিও বলিলেন—"বেটার কি একটা মৎলব আছে।" শেষে পরামর্শ স্থির করিয়া আমরা দুজনেই পরদিন প্রাতে তাহার গৃহে একসঙ্গে উপস্থিত হইলাম। সে নিতান্ত ভদ্রতার সহিত আমাদের করমর্দ্দন করিয়া দক্ষিণের বারাণ্ডায় লইয়া বসাইল এবং নদীর দিকে চাহিয়া নানা গল্প করিতে করিতে যেন হঠাৎ একটা কথা মনে হইল এরূপ ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"By the by, did I give you any order to send away the child to Benares by force"—(ভাল কথা, আমি কি সেই ছেলেটাকে জোর করিয়া কাশী পাঠাইতে আপনাকে কোন আদেশ দিয়াছিলাম?) আমি স্থিরকণ্ঠে উত্তর

করিলাম—"হাঁ, মহাশয়। (Yes, Sir.)" তাহার মুখ ছাই হইল। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি সন্দেহ করিয়াছিলেন যে ছেলেকে কাশী পাঠাইলে তাহার কোনও রূপ জীবনের আশঙ্কা আছে?" আমি আবার স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিলাম—"আমার মনে সেরূপ সন্দেহ হইয়াছিল, এবং আমি উহা আপনাকে জানাইয়াছিলাম।" সে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করিল—"কই, এরূপ কোন কাগজ ত অফিসের ফাইলে নাই।" আমি বলিলাম—"বড় গুরুতর বিষয়। আমার ঘোরতর বিপদ হইতে পারে বলিয়া আমি সে সকল কাগজ নিজ বাক্সে রাখিয়াছিলাম। আমার কাছে আছে। আপনি চাহিলে আমি নকল পাঠাইব।" এবার তাহার মুখ একেবারে মৃতবৎ হইল। সে আর কথাটী কহিল না। উঠিয়া আমাদের দুজনকে বিকৃত অনুনাসিক স্বরে বলিল—"গুঁড বাঁই, বাঁবুঁ।" আমরাও উঠিয়া আসিয়া যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। পাহাড় হইতে নামিয়া আমি এনজিনিয়ার বাবুকে বলিলাম—"এখন পাপিষ্ঠের এত বিনয়ের অর্থ কি বুঝিলেন ত? সে এই ষড়যন্ত্র করিয়াছিল যে আমার নিকট হইতে যদি ভয়ে, চক্ষু লজ্জায় বা অসাবধানতায় কোনও রূপ অনুকূল উত্তর বাহির করিতে পারে তবে আপনাকে সাক্ষী করিয়া তাহার কৈফিয়তে সে সে কথা লিখিয়া দিবে।" তিনি বলিলেন—"তুমি বড় রক্ষা পাইয়াছ। বেটার অসাধ্য কিছুই নাই"।

সে দিন আফিসে আসিয়া কমিশনর সটান আমার কক্ষে ভয়ানক ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কালকুট সেই শিশু-হত্যার দরখাস্ত সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়াছে?" আমি উত্তর করিলাম—"না।" তিনি আরও ব্যস্ত হইয়া—"তবে তাহাকে এখনই লিখিয়া পাঠাও সে যেন কৈফিয়ৎ না দিয়া চট্টগ্রাম পরিত্যাগ না করে।" আমি বলিলাম—

“প্রান্তে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বোধ হয় এত-ক্ষণে ষ্টিমারে উঠিয়াছেন।”

সাহেব অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—“এখনই তুমি ষ্টিমারে তাঁহার কাছে ঐরূপ হুকুম পাঠাইয়া দেও।” আমি দ্রুতহস্তে এক D.O. লিখিয়া আর্দালি একজন ছুটাইলাম। সে ঘাটে পঁহুছিবা মাত্র ষ্টিমার খুলিয়া গিয়াছে বলিয়া চিঠি ফেরৎ আনিল। সংবাদ শুনিয়া লাউইস সাহেবের যেন ঘর্ম্ম ছুটিল। তিনি একেবারে বসিয়া পড়িলেন। বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট কোনও রূপ কড়া টেলিগ্রাম কি ডেমি অফিসিয়েল চিঠি পাঠাইয়াছেন। হায়! সেই দিন, আর এই দিন! তিনি বলিলেন—“এখনই গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাফ কর যে কালকূট কৈফিয়ৎ না দিয়া পলায়ন করিয়াছে।” বলা বাহুল্য যে পরম আনন্দের সহিত আমি তাহাই করিলাম। কিছুদিন পরে গবর্ণমেণ্টের তীব্র ভর্ৎসনা পূর্ণ আর এক দীর্ঘ “রিজলিউসন” আসিল। কালকূটের শাসন লীলা শেষ হইল। তিনি শাসনবিভাগ (Executive Service) হইতে তাড়িত হইয়া জজিয়তির দিকে (Judicial Service) সুবিচার বিতরণ করিয়া অর্থী প্রত্যর্থীর মুণ্ড ভক্ষণ করিতে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু সেই হতভাগ্য শিশুটী আর তাহাতে পুনর্জীবিত হইল না। তথাপি তদানীন্তন লেঃ গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলকে ধন্যবাদ। এখনকার দিন হইলে কালকূটের এক গ্রেড প্রমোশন হইত।

সাইক্লোন—১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে কি ৩১শে অক্টোবর এখন ঠিক মনে নাই, শনিবার প্রাতঃকাল হইতে একটু একটু বৃষ্টি ও বাতাস হইতেছিল। ঘোড়ায় আফিসে যাইতে না পারিয়া পাল্কীতে গিয়াছিলাম। অপরাহ্ন হইতে বৃষ্টি ও বাতাস ক্রমে বাড়িতে লাগিল, এবং চারটার সময় আকাশ এরূপ খণ্ড মেঘাচ্ছন্ন হইল, এবং বৃষ্টি সহ এরূপ বেগে বাতাস রহিয়া রহিয়া বহিতে লাগিল যে আমার মনে 'সাইক্লোনের' আশঙ্কা হইল। বলিয়াছি ইহার পূর্ব্বে আমি চারিটি 'সাইক্লোন' ভুগিয়াছি। ১৮৬৪ এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায়, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইবার সময়ে গঙ্গা সাগরে, এবং ১৮৬৯ খৃঃ যশোহরে। এইটি পঞ্চম 'সাইক্লোন'। আশঙ্কা হইবামাত্র আমি কমিশনর মিঃ স্মিথ সাহেবকে যাইয়া বলিলাম। তিনিও বলিলেন যে তাঁহার মনেও আশঙ্কা হইয়াছে যে হয়ত এখানে 'সাইক্লোন' হইবে কিম্বা 'সাইক্লোনের' পুচ্ছ আমাদের উপর দিয়া যাইতেছে। কিন্তু তিনি তথাপি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আফিস ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার অভ্যাসই ছিল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবং সময়ে সময়ে রাত্রি আট নয়টা পর্য্যন্ত আফিসে থাকিতেন। কেরাণিরা সন্ধ্যার পর জল খাবার আনিয়া খাইত, এবং নাচ গান আরম্ভ করিত। যেদিন নিতান্ত সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কখনও উঠিতেন, বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে গল্প করিতেন। আফিস হইতে অতি কষ্টে বাহকস্কন্ধে বাসায় পৌঁছিয়া দেখি যে বৈঠকখানায় 'থিয়েটার কমিটি' বসিয়া গিয়াছে। দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। তাহাদের ভর্ৎসনা করিয়া বলিলাম যে এদিকে 'সাইক্লোনের' গতিক। তাহাদের থিয়েটারের বাতিক

এতদূর বাড়িয়াছে যে তাহারা ঝড় বৃষ্টির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। সাইক্লোনের নাম শুনিয়া তাহাদের আতঙ্ক হইল, এবং সকলে ভিজিয়া বাড়ী ছুটিল। ক্রমে বৃষ্টি ও বাতাস আরও বাড়িতে লাগিল। আমরা খাইয়া শুইলাম। এগারটার সময়ে ঝড় থাকিয়া থাকিয়া এমন বেগে বহিতেছিল যে আমার খুড়তুত ভাই রমেশ ছুটিয়া আসিয়া উপরের ঘরে আমাদিগকে জাগাইয়া নীচের ঘরে যাইতে বলিল। আমি দেখিলাম যে উত্তর পূর্ব্ব দিক হইতে প্রকৃত সাইক্লোন বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং প্রত্যেক আঘাতে ঘর কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমরা শয্যা হইতে উঠিতে না উঠিতে জানালা একখানি উড়াইয়া দিল, এবং মহাবেগে ঝড় ও বৃষ্টি ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন যে তাঁহার ঝাড় ফানুস, ছবি, বিছানা ও 'কুসগু' চেয়ার ইত্যাদি নষ্ট হইতেছিল। তিনি কিছুতেই জিনিষ ফেলিয়া নীচের ঘরে যাইবেন না। আমরা তাঁহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে তিনি ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জিনিষ রক্ষা করিতে পারিবেন না; মানিনীদের মানের কি ক্রোধের চাপে ঝড়ের ঘাড় ভাঙ্গে না। অগত্যা তাঁহাকে জোর করিয়া টানিয়া নীচের ঘরে আনিলাম। ইতিমধ্যে উপরের ঘরের জানালা আরো দুএক খানি উড়িয়া গিয়াছে। তিনি নীচের ঘরে বসিয়া—ওরে আমার ছবি গেল, ঝাড় গেল, আমার সব গেলরে বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে ঝড়ের বেগ এত বৃদ্ধি হইল যে তখন জিনিষ ছাড়িয়া প্রাণের আশঙ্কায় তাঁহাকেও নীরব হইতে হইল। যত তোলপাড় উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে হইতেছে। পশ্চিম দিকে কিছুই নাই। আমি নীচের ঘরের পশ্চিম দিকের একটী গবাক্ষ খুলিয়া প্রকৃতির সেই ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে লাগিলাম। সেই প্রলয়ঙ্কর দৃশ্য একবার দেখিলে তাহা আর জীবনে ভুলিবার নয়। দেখিতেছি

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল ধরাশায়ী হইতেছে। তাহাদের ডালপালা উড়াইয়া দিতেছে, এবং সুপারি গাছগুলিকে দড়ির মত পাকাইয়া গিয়া দিতেছে। স্থানে স্থানে গৃহে আগুন লাগিতেছে, এবং সে অগ্নি উড়িয়া গিয়া মেঘের স্তরে স্তরে বিচিত্র আলোক প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃতির সেই ভীষণতার মধ্যে সে সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল তত ঝড় বেগও বাড়িতেছিল এবং মনে আশঙ্কা হইতেছিল যে উপরের ঘর পড়িয়া সকলেই চাপা পড়িয়া মরিব। পরিবারস্থ সকলেই তখন কাঁদিতেছিল, এবং থাকিয়া থাকিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতেছিল। আমি কাঁদিতেছিলাম না, স্থিরনয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলাম। গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবারও সাধ্য নাই। চারিদিকে গাছ পড়িয়া সমস্ত পথ বন্ধ হইয়াছে এবং এখনও পড়িতেছে। গৃহের বাহির হইলেই গাছ চাপা পড়িবার সম্ভাবনা। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া বসিয়া আছি, এবং সেই বিপদভঞ্জনকে ডাকিতেছি। মনের সে অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

রাত্রি প্রভাত হইল, এবং প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় থামিয়া গেল। উপরের ঘরে গিয়া জিনিষ পত্রের শোচনীয় অবস্থা দেখিতেছি, এমন সময়ে একজন আরদালী আসিয়া আমাকে বলিল যে কমিশনর আমাকে ডাকিয়াছেন। কিন্তু যাইব কিরূপে? সে আমাকে বলিল গাছ পড়িয়া সমস্ত রাস্তা বন্ধ হইয়াছে, সে বহুকষ্টে এক প্রকার বুকে হাঁটিয়া আসিয়াছে। কি করিব, প্রভু ডাকিয়াছেন, যাইতে হইল। আমাকেও প্রায় সেরূপ ভাবেই যাইতে হইয়াছিল, এবং সে পোয়া মাইল পথ যাইতে প্রায় দুঘণ্টা লাগিয়াছিল। কমিশনরের ঘরে উপস্থিত হইলে দেখিলাম তিনি চিন্তাকুল অবস্থায় সমুদ্রের দিকে চাহিয়া বারাণ্ডায় বসিয়া

আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই বাঙ্গালাতে বলিলেন—"নবীন! কি হ'ল?" আমি উত্তর করিলাম—"আর কি হ'ল! সর্ব্বনাশ হ'ল।" তখন তিনি বলিলেন—"কি করা কর্ত্তব্য?"

আমি। ষ্টেসনে যত অফিসার আছে সকলকে পাঠাইয়া দিয়া চারিদিক হইতে সংবাদ সংগ্রহ করাই প্রথম কর্ত্তব্য।

তিনি। অফিসারেরা যাইবে কিরূপে? পথ ঘাট সমস্তই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বড় নদী ভিন্ন ছোট খালেও যাইতে পারিবে না। আর বড় নদীতেই বা যাইবে কিরূপে? নৌকা পাইবে কোথায়? তুমি মনে কর কি নৌকা কোথায়ও আছে? আমাদের ষ্টিমারের কি কোনও খবর পাইয়াছ?

আমি। না, চাপরাসি পাঠাইয়া এখনি খবর লইতেছি। আমার বোধ হয় না যে ষ্টিমার রক্ষা পাইয়াছে।

তিনি। সম্ভব নহে। আর আমার মনে আর একটী ঘোরতর আশঙ্কা হইয়াছে। এক 'সাইক্লোনের' সময়ে আমি মেদিনীপুরে ছিলাম। সমুদ্র তরঙ্গ উঠিয়া তট ভূমি ধোয়াইয়া লইয়াছিল, এবং তাহাতে বহুতর মানুষ মরিয়াছিল। শুধু তাহা নহে, তাহার পর কয়েক মাস যাবৎ এরূপ ওলাউঠা হইয়াছিল যে তাহাতেও জেলা জনশূন্য করিয়াছিল। আমার আশঙ্কা হইতেছে যদি এখানেও সেইরূপ সমুদ্র তরঙ্গ উঠিয়া থাকে।

এমন সময়ে একজন আরদালি আসিয়া বলিল যে কতগুলি লোক সুন্দীপ দ্বীপ হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। তখন বেলা প্রায় দশটা। সে লোক গুলি সম্মুখে আসিলে যে দৃশ্য দেখিলাম এবং যাহা শুনিলাম, তাহাতে হৃৎকম্প হইল। সুন্দীপ সমুদ্র গর্ভে একটী দ্বীপ, চট্টগ্রাম হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল ব্যবধান। তাহারা বলিল সমুদ্র প্লাবনে যখন তাহাদের ঘর পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল তখন তাহারা চালের উপর

উঠিয়াছিল। তাহার পর কি হইয়াছে তাহারা আর জানে না। অল্পক্ষণের মধ্যে সে চাল ঝড় বেগে ভাসিয়া আসিয়া কিসে লাগিল এবং প্রাতঃ কালে দেখিল যে তাহারা চট্টগ্রামের চড়ায় পড়িয়া আছে। কোনও পরিবারের একজন, কোনও পরিবারের বা দুজন মাত্র বাঁচিয়া আছে। অবশিষ্টের কি হইয়াছে তাহারা জানে না। তাহাদের মুখ শুষ্ক, চক্ষু শুষ্ক ও কোটরস্থ এবং তাহারা অতিকষ্টে কথা কহিতেছিল। ঠিক যেন ক'টি কাঠের পুতুল! তাহারা কি যেন এক ভীষণ বিপ্লব দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সমস্ত মূর্ত্তিতে কি একটা ঘোরতর আতঙ্ক, কি এক অবর্ণনীয় শোক যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহারা বিবস্ত্র ছিল। বাজারের দোকানদারেরা এক এক খণ্ড স্যাকড়া দিয়াছে। তাহা জড়াইয়া আসিয়াছে। তাহাদের দাঁড়াইবার শক্তি নাই। বসিয়া পড়িল এবং তাহারা যে কমিশনরের সম্মুখে বসিয়াছে এ জ্ঞান তাহাদের নাই। তাহাদের এক প্রকার বাহ্য জ্ঞান ছিল না। একটি লোক তাহাদের এখানে আনিয়াছে। তাহারা কলের পুতুলের মত আসিয়াছে মাত্র। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। কমিশনরের চক্ষুও সজল হইল। আমি বলিলাম ইহাদের কি করা যাইবে। আজই এক সভা করিয়া ইহাদের জন্য কিছু চাঁদা সংগ্রহ করি। কমিশনর চুপ করিয়া রহিলেন, এবং বলিলেন— "হঠাৎ কিছু করা উচিত নয়। আগে দেশের সমস্ত অবস্থা অবগত হই। ইহাদের বাজারে গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতে বল।" দেখিতে দেখিতে পালে পালে যেরূপ লোক আসিতে লাগিল। সাহেব তাহাদিগকে পাহাড় হইতে নামাইয়া দিতে আদেশ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি ভগ্নহৃদয়ে তাহাদের সঙ্গে করিয়া পাহাড় হইতে নামিলাম। নামিবামাত্র কি ভীষণ সংবাদ—লোকেরা বলিতেছিল যে কর্ণফুলী নদীর সৈকতে সহস্র সহস্র নর, নারী, শিশু, গো, মহিষ, পক্ষী ইত্যাদির

শব পড়িয়া রহিয়াছে। ছুটিয়া সদর ঘাটের দিকে গেলাম। হা ভগবান! যাহা দেখিলাম তাহা কি তোমারই ক্রীড়া! কোথায় বা মৃত পুত্র অঙ্কে লইয়া মাতা পড়িয়া আছে, কোথায়ও বা পুত্র কন্যাকে কাপড়ের দ্বারা আপনার বুকের সঙ্গে বাঁধিয়া পিতা পড়িয়া আছে। আর এক স্থানে যাহা দেখিলাম তাহা মানুষের প্রাণে সহিতে পারে না। পতি পত্নীকে কাপড়ের দ্বারা আপনার দেহের সঙ্গে বাঁধিয়াছে, এবং উভয়ে গলাগলি করিয়া পড়িয়া আছে। রমণীর দীর্ঘ কেশ, কাদায় জড়িত হইয়া রহিয়াছে। দুটি যেন প্রেম-স্বপ্নে বিভোর হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। দুটির রূপ সৈকত ভূমি আলো করিয়া রাখিয়াছে। যেদিকে দেখা যাইতেছে, যতদূর দেখা যাইতেছে, এরূপ করুণ দৃশ্য,—শবের পর শব, তাহার পর শব, তাহার পর শব, মৃত পশু পক্ষীর শবের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

খণ্ড-প্রলয়।

সেদিন আফিসে গিয়া উপস্থিত হইবামাত্র কমিশনার মিঃ স্মিথ 'সাইক্লোন' সম্বন্ধে এক টেলিগ্রাম লিখিয়া আমার হাতে দিলেন। টেলিগ্রাফ অফিস উহা ফেরৎ পাঠাইয়া লিখিল যে টেলিগ্রাফের তার সব ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কোনও দিকে টেলিগ্রাফ যাইতেছে না। কমিশনার বলিলেন—"এখন কি করিবে?" আমি বলিলাম যে টেলিগ্রাম চিঠির মধ্যে দিয়া কুমিল্লায় কলেক্টর ও ঢাকায় কমিশনারের কাছে পাঠাইলে, সে দিকে যদি ঝড় না হইয়া থাকে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাফ করিতে পারিবেন, এবং ডাকেও গবর্ণমেণ্টে একটি রিপোর্ট পাঠান উচিত। আমি আরো বলিলাম চট্টগ্রামের মেজিষ্ট্রেটকে ডেমি-অফিসিয়াল পত্র লিখি যে তিনি সমস্ত কর্ম্মচারীদিগকে পাঠাইয়া যত শীঘ্র সম্ভব মফঃস্বলের অবস্থা জানিয়া যেন রিপোর্ট করেন। কমিশনার বলিলেন—"কেবল ইংরাজ কর্ম্মচারী পাঠাইতে লেখ, বাঙ্গালী পাঠাইলে কিছু হইবে না, কারণ তাহারা বিপদের সময় মাথা স্থির রাখিতে পারে না।" আমি কথাটা শুনিয়া কিছু চটিলাম, এবং বলিলাম যে আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আমি যাই, এবং বাঙ্গালী মাথা ঠিক রাখিতে পারে কি না একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। তিনি স্থূল উদর প্রকম্পিত করিয়া একটী গম্ভীর হাসি হাসিলেন এবং বলিলেন—"তুমি বাঙ্গালীর মধ্যে ব্যতিক্রম হইতে পার।" যাহা হউক্ উপরোক্ত মতে কার্য্য করা হইল। কিন্তু ইতিমধ্যেই জনরব শোচনীয় সংবাদ বহন করিয়া আসিতে লাগিল। পুলিসের রিপোর্টে এবং নোয়াখালীর মেজিষ্ট্রেটের পত্রে প্রকাশ পাইল যে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার সমুদ্রতীরস্থ এবং দ্বীপস্থ গ্রাম সকল এরূপ ভাবে ভাসিয়া গিয়াছে যে তাহাদের চিহ্ন মাত্র নাই এবং সমস্ত

তটভূমি মানুষের ও পশু পক্ষীর মৃত দেহে এক মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। হাতিয়ায়, সন্দিপে ও সমুদ্রতটে স্থানে স্থানে ত্রিশ বত্রিশ হাত উচ্চ সমুদ্র তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল এবং বৃক্ষাদির শিরোভাগে পর্য্যন্ত শব পড়িয়া আছে। দুদিন পরে সীতাকুণ্ডের মুন্সেফ, আমার এক শৈশব বন্ধু, কমিশনরকে পত্র লিখিলেন যে তাঁহার কাছারি ঘরের চিহ্ন মাত্র নাই, এবং সমস্ত স্থান শবাকীর্ণ হইয়া এরূপ দুর্গন্ধ হইয়াছে যে সেখানে থাকা অসাধ্য হইয়াছে। অতএব তিনি অফিস সহরে উঠাইয়া আনিতে অনুমতি চাহিয়াছেন। কমিশনার আমাকে ডাকিয়া পত্র দেখাইলেন এবং বলিলেন—"বাঙ্গালী অফিসারের কীর্ত্তি দেখ। একজন মাত্র অফিসার সীতাকুণ্ডে আছে। সে কোথায় এ ঘোরতর সঙ্কটের সময় লোকের সাহায্য করিবে, না সে আপনি পলাইবার চেষ্টা করিতেছে।" কমিশনার তখনও জজ ছিলেন।

ক্রমে খবর আসিল যে বরিশালের সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানের এবং দ্বীপেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে এবং লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর শ্রদ্ধাস্পদ সার রিচার্ড টেম্পল পরিদর্শনে আসিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে গিয়া নোয়াখালিতে সাক্ষাৎ করিতে কমিশনারের প্রতি আদেশ উপস্থিত হইল। কিন্তু কমিশনার যাইবেন কিরূপে? ষ্টিমার ঝড়ে ডাঙ্গায় তুলিয়া রাখিয়াছে। তিনি বলিলেন—"হাতী দিয়া টানাইয়া ষ্টিমার নামাইয়া ফেল।" হাতী দিয়া টানিলাম, দড়ী ও লোহার শিকল পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া গেল। অষ্টমীতে সাইক্লোন হইয়াছিল। পূর্ণিমার সময় জোয়ার বৃদ্ধি হইলে ষ্টিমার আপনি ভাসিয়া উঠিল এবং কমিশনার এক কেরাণী লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে বরাবর বলিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্টে প্রথম যে টেলিগ্রাম ও ঝড়ের বর্ণনা সম্বলিত রিপোর্ট গিয়াছে তাহার পর আর কোন রিপোর্ট পাঠান হয় নাই। ইতিমধ্যে যে সকল অবস্থা

জানা গিয়াছে আর এক রিপোর্টের দ্বারা তাহা গবর্ণমেণ্টে জানান উচিত। না হইলে গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইতে পারেন। তিনি তাহা শুনিলেন না। বলিলেন সম্পূর্ণ বিষয় অবগত না হইয়া আর রিপোর্ট করিব না। কিন্তু আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই ঠিক হইল। লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে ঘোরতর ভর্ৎসনা করেন এবং যতদূর জানিতে পারিয়াছেন তাহা বিবৃত করিয়া তখনই এক রিপোর্ট লিখিয়া দিতে আদেশ করেন। স্মিথ সাহেব ষ্টিমারে বসিয়া কম্পিত কলেবরে তাড়াতাড়ি এক রিপোর্ট লিখেন এবং তাহা নকল করিবার জন্য কেরাণীর উপর মহশিল দিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। উহা শেষ হইলে পড়িয়া, দস্তখত করিয়া লেঃ গবর্ণরকে দিতে যাইতেছেন, এবং কেরাণী বেচারী জলযোগ করিবার জন্য ডাঙ্গায় উঠিয়াছে এমন সময় ষ্টিমার খুলিয়া লেঃ গবর্ণর চলিয়া গেলেন এবং সেই সঙ্গে কমিশনারও তাঁহার ষ্টিমার খুলিয়া চলিয়া আসিলেন। তিনি এত ব্যস্ত হইয়া চলিয়া আসিলেন যে কেরাণীর নৌকা, যাহা জাহাজের সঙ্গে বাঁধিয়া লইয়াছিলেন, ফেলিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি দশটার সময় আমাকে ডাকিলেন এবং তাঁহার রিপোর্ট পাঠান হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি শুনিয়া অবাক! বলিলাম আমি ত কোন রিপোর্ট পাই নাই। তিনি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"তোমার কেরাণী আমার রিপোর্ট কি করিল?" আমি বলিলাম—"সে কেরাণী কোথায়? সে আপনার সঙ্গে আসে নাই?" তখন তাঁহার স্মরণ হইল যে তিনি তাহাকে সমুদ্রের চড়ায় ফেলিয়া আসিয়াছেন। সে আরও পাঁচ সাত দিনে আসিতে পারিবে না শুনিয়া তিনি এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"তাহার কাছে টেলিগ্রাফ কর।" কিন্তু সে সমুদ্রের চড়ায় টেলিগ্রাফ পাইবে

কিরূপে ? পাইলেও সে আসিবেই বা কিরূপে ? তাহার নৌকায় একটী মাঝি মাত্র আছে, মাল্লা মোটেই নাই, কারণ নৌকা ষ্টিমারে বাঁধিয়া লইয়াছিল। তিনি তখন বলিলেন—"তবে তুমি একটা রিপোর্ট লিখিয়া দাও।" কাগজ পত্রও সমস্ত সে নৌকায় পড়িয়া আছে। আমি কি দেখিয়া রিপোর্ট লিখিব ? যাহা হউক কেরাণীটিকে শীঘ্র পাঠাইবার জন্য নোয়াখালির কলেক্টরকে টেলিগ্রাফ করিলাম। কিন্তু তাহার পরদিন হইতেই সে আসিয়া পঁহুছিয়াছে কিনা কমিশনার দিনে পাঁচ সাত বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে অকথ্য কষ্ট পাইয়া পাঁচ কি ছয় দিন পরে আসিয়া পঁহুছিল। তখন দেখিলাম যে কমিশনার এক বিচিত্র রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সমস্ত অবস্থা লেখা ত হয়ই নাই, তাহা ছাড়া অনেক ভুল আছে। এখন এ কথা আমি তাঁহাকে কেমন করিয়া বলি ? কেবল এই মাত্র বলিলাম যে তাঁহার রিপোর্ট লেখার পর আরও অনেক খবর আসিয়াছে। অতএব সে সকলও গবর্ণমেণ্টে জানান উচিত। তিনি বলিলেন—"সে রিপোর্ট চুলায় যাক্। তুমি নূতন করিয়া একটী রিপোর্ট এখনই লিখিয়া আন।" তাহার পর প্রত্যেক পাঁচ মিনিট পরে তাহা শেষ হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি কোনরূপে মুশাবিদা শেষ করিয়া দিলে তিনি তাহা স্বাক্ষর করিয়া দিয়া নিজে কেরাণীখানাতে দাঁড়াইয়া তিন চার জন কেরাণীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া উহা নকল করাইয়া লইলেন। কেরাণীদের শোচনীয় অবস্থা! তখন কমিশনরেরা পর্য্যন্ত লেঃ গবর্ণরকে এত ভয় করিতেন! আর এই প্রেষ্টিজ বা প্রতিপত্তির দিনে একজন এসিষ্টেণ্টও লেঃ গবর্ণরকে গ্রাহ্য করে না। সে জানে লেঃ গবর্ণর সিভিল সার্ব্বিসের করধৃত পুতুল মাত্র। ভয়ে বা প্রেষ্টিজ রক্ষার জন্য শত অপরাধ করিলেও তিনি কাহারও গায়ে হাত দিবেন না। এখন ফিরিঙ্গি মাত্রই ভারতবর্ষের রাজা!

দেখিতে দেখিতে ঘোরতর ওলাউঠা আরম্ভ হইল এবং উহা মহামারীতে পরিণত হইল। তিন মাস ছুটীর পর মিঃ লাউইস ফিরিয়া আসিলেন। মিঃ স্মিথ চলিয়া গেলেন। মহামারী নিবারণ করিবার জন্য সে অমূল্য "কলেরা পিল" মাত্র বিতরিত হইতেছিল। দরিদ্র "নেটিভের" জন্য উহাই যথেষ্ট। যিনি উহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন তিনি স্বয়ং ধন্বন্তরী বিশেষ। ওলাউঠায় যাহার মৃত্যু সম্ভাবনা ছিল না সেও এ মহৌষধি খাইয়া পেট ফুলিয়া শীঘ্র শীঘ্র মরিতেছিল। চারিদিকে একটা হাহাকার পড়িয়াছিল এবং লোকেরা আমাকে অস্থির করিয়া ফেলিতেছিল। অগত্যা একদিন সাহস করিয়া আমি মিঃ লাউইসের কাছে "কলেরা পিলের" মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া ফেলিলাম। তিনি বলিলেন—"এখনই সিভিল সার্জ্জনকে চিঠি লিখিয়া ইহা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা কর এবং যদি সত্য হয় তবে কি ঔষধ ও কতজন ডাক্তার চাই তাঁহার কাছে তাহার 'এষ্টিমেট' চাহ।" সিভিল সার্জ্জন উত্তরে লিখিলেন যে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা ঠিক এবং ঔষধের ও ডাক্তারের এক দীর্ঘ তালিকা পাঠাইয়া দিলেন। আমরা উহা গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাফ করিলাম। যত মহামারী বাড়িতে লাগিল তত তালিকাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং প্রত্যেক সপ্তাহের ষ্টিমারে কলিকাতা হইতে বাক্স বাক্স ঔষধ ও ডজনকে ডজন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও নেটিভ ডাক্তার আসিতে লাগিল। তখন আমার আর এক বিপদ। ইহারা চিকিৎসা করিবে কি, মহামারীর প্রাদুর্ভাব শুনিয়া, আসিয়াই আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কেহ মাতার দোহাই দিয়া, কেহ পিতার দোহাই দিয়া, কেহ নিজের পীড়ার দোহাই দিয়া, তাহাদের কোনও মতে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য হাহাকার করিতে লাগিল। কতগুলি কর্ম্মে এস্তেফা দিয়া চলিয়া গেল। যাহারা নিতান্ত চাকরীর মায়া ছাড়াইতে পারিল না তাহারা প্রাণ হাতে

করিয়া স্থানে স্থানে গেল। কিন্তু চিকিৎসা করা দূরে থাকুক ভয়ে আপনি অনাহারে অনিদ্রায় গাছতলায় মড়ার মত পড়িয়া থাকিত। তাহার উপর আবার সেনিটারি কমিশনারের উৎপাত। তিনি আসিয়া এক রাশি নিয়মাবলী লিখিলেন। উহা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া চারিদিকে ছড়াইবার ভার আমার স্কন্ধে পড়িল। এ নিয়মাবলীতে লেখা ছিল যে গরুর ঘরের পাকা ভিটা করিয়া, তাহাতে পাকা ড্রেণ দিতে হইবে। খুব ভাল জল গরম ও ফিল্টার করিয়া খাইতে হইবে,—দেশের সমস্ত দিঘী পুষ্করিণী সমুদ্র প্লাবনে লবনাক্ত! বাড়ীর আশে পাশে গোবর পর্য্যন্ত থাকিতে পারিবে না, উৎকৃষ্ট বস্তু সকল আহার করিতে হইবে এবং যে কাপড়, বিছানার সহিত ওলাউঠা রোগীর সংশ্রব মাত্র হইয়াছে, উহা পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। বলা বাহুল্য এ চিকিৎসায় কিম্বা এ নিয়মাবলীতে কাহারও কিছু উপকার হয় নাই। শ্রীভগবানের সংসারে রাত্রির পর দিন আছে; শোকের পর শান্তি আছে; বিপদের পর উদ্ধার আছে। ক্রমে ওলাউঠা থামিয়া গেল। চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ হইতে 'সাইক্লোনের' শেষ রিপোর্ট গেলে যখন তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য বাহির হইল, দেখা গেল সমুদ্র প্লাবনে ৪০,০০০ সহস্র এবং ওলাউঠায় আরো ৪০,০০০ সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কি ভীষণ খণ্ড প্রলয়!

—o—

চট্টগ্রাম কলেজ।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে বদলি হইয়া আসিয়া দেখিলাম চট্টগ্রামের শিক্ষার অবস্থা অতীব শোচনীয়। আমাদের alma mater গবর্ণমেণ্ট স্কুল ছাড়া সহরের উপর আরো দুটা স্কুল হইয়াছে। একটার নাম কুইন্স স্কুল (Queen's School) আর একটার নাম এলবার্ট স্কুল (Albert School)। এরূপ লোক ইহাদের অধ্যক্ষ হইয়াছেন যে তাঁহারা ইংরাজি ত জানেনই না, অন্য রূপেও তাঁহারা মা সরস্বতীর কাছে কোনও অংশে ঋণী নহেন। তাহার ফল এই হইয়াছে যে এক স্কুলে শিক্ষা কি শাসন সম্বন্ধে কিছু পীড়াপীড়ি হইলে ছাত্রেরা সে স্কুল হইতে অন্য স্কুলে চলিয়া-যায়। অতএব কোনও স্কুলেই শিক্ষা নিয়মমত হইতেছে না। যে চট্টগ্রাম স্কুল হইতে ছাত্রেরা প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্পিটিশান স্কলারশিপ বা প্রতিযোগী বৃত্তি পাইয়াছে, সে স্কুলে এখন কোনও মতে দুই একটি ছাত্র তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ হইতেছে। অন্যদিকে ছাত্রদিগের উৎপাতে কোথায়ও গান বাদ্য কি কোনও আমোদ হইবার সাধ্য নাই। দেশে কয়েকটী যাত্রার দল হইয়াছে; এবং ছাত্রেরা একদল না একদলের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছে। একদলের গান কোথায়ও হইলে অন্য দলের পৃষ্ঠপোষক ছাত্রেরা ঢিল ছুড়িয়া ঝাড় লণ্ঠন এবং গায়কদের ও শ্রোতাদের মাথা ভাঙ্গে, কিম্বা ঘরে আগুণ লাগাইয়া দেয়। দেখিলাম প্রথমতঃ কোন মতে এ যাত্রার দল গুলি ধ্বংস করিতে না পারিলে দেশের রক্ষা নাই। ভদ্রলোকদের মধ্যেও এ সকল দল লইয়া ঘোরতর দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে। আমার বাসায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় গান বাদ্য ও আমোদ হইত। একদিন গায়ক একদলের একটি বিচিত্র গান গাইলেন। গানটি এই—

"যুদ্ধে চলিল বীর রাম ভগবান,
হনুমান, জাম্বুবান, নল, নীল, সুগ্রীবসেন।"
ইত্যাদি

সে ছাই ভস্ম এখন মনে নাই। রচনা ত এই; গানের ভাবটিও এরূপ;—রামচন্দ্র যুদ্ধে যাইতেছেন, তাঁহার পশ্চাৎ বড় বড় বানর সকল, এবং তাহাদের পশ্চাৎ ছোট ছোট বানর সকল চলিয়াছে। এরূপে বড় ও ছোট বানরের নামের তালিকা আছে। আমরা এ বিচিত্র গানটিতে বড় বড় বানরের নামের স্থলে যাত্রার দলের অধিকারীদের নাম, এবং ছোট ছোট বানরের নামের স্থানে তাহাদের প্রধান প্রধান গোঁড়াদের নাম যোজনা করিয়া করিয়া গানটিকে আরো বিচিত্র করিলাম।

এ গীত ভারত যুদ্ধের একাগ্নি অস্ত্রের কার্য্য করিল। ইহা পথে, ঘাটে গীত হইতে লাগিল এবং একটা দেশব্যাপী হো হো হাসি উঠিল। এ মহা অস্ত্রের আঘাতে একে একে প্রায় সমস্ত দল বিলুপ্ত হইল।

এমন সময় চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সেক্রেটারির পদে আমি নিয়োজিত হইলাম। আমাদের সময় জেলার কর্তৃপক্ষীয় সাহেবদের লইয়া যে কমিটি ছিল, শিক্ষাবিভাগের কল্যাণে এখন আর সে কমিটি নাই। আছেন এক সেক্রেটারি। এতদিন সে কার্য্যও স্কুলের হেডমাষ্টারের উপর অর্পিত ছিল। আমি সেক্রেটারি হইয়াই যাত্রার দলের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের দলও ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলাম। এ কার্য্যেও উপহাস আমার মহাস্ত্র। ঠাট্টার চোটে প্রতিযোগী স্কুল দুটির সেক্রেটারিদ্বয় পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। তখন আমি সে দুটি স্কুল ভাঙ্গিয়া সমস্ত ছাত্র, গবর্ণমেণ্ট স্কুলে আনিলাম। সে দুই স্কুলে যে দুই একটি ভাল শিক্ষক ছিল, তাহাদের আমি পূর্ব্বেই হস্তগত করিয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলে আনিয়াছিলাম। এ সময়ে দেশের অমূল্য রত্ন ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি চট্টগ্রামের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন।

তিনি চট্টগ্রাম স্কুলকে কলেজে পরিণত করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম সে কথা আমি পূর্ব্বে চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু আমার মতে কলেজ করিলে চট্টগ্রামে শিক্ষার উন্নতির পক্ষে বড় মঙ্গল হইবে না। কারণ, কলিকাতায় পড়া ও চট্টগ্রামে পড়া, উভয়ে অনেক তারতম্য হইবে। তথাপি তিনি জিদ করিতে লাগিলেন, এবং আমি তাঁহাকে পিতার মত শ্রদ্ধা করিতাম বলিয়া সম্মত হইলাম। কিন্তু টাকা পাই কোথায়? তখন অমি 'রায় বাহাদুর' উপাধির প্রলোভন দেখাইয়া চট্টগ্রামের উত্তর সীমাবাসী কোনও জমিদার মহাজনকে দশ হাজার টাকা দিতে সম্মত করাইলাম। এ টাকার দ্বারা প্রথমতঃ চট্টগ্রামে F. A. ক্লাশ পর্য্যন্ত কলেজ খোলা হয়। আমি নিজে এক দীর্ঘ রিপোর্ট মুসাবিদা করিয়া এবং কমিশনর দ্বারা উহা পাশ করাইয়া, উক্ত মহাজনকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলাম।

ইহার কিছু দিন পরে "লিটনী দিল্লী দরবারের" হুজুগ উঠে। মিঃ লাউইসের ছুটির সময় কমিশনর মিঃ স্মিথের সঙ্গে আমরা দলে বলে নোয়াখালি গিয়াছি। সেখানে গবর্ণমেণ্টের গোপনীয় অর্দ্ধ অফিসিয়েল (Confidential D. O.) পত্র আসিল যে দিল্লী দরবার উপলক্ষে চট্টগ্রাম বিভাগে এক রাজা, এক নবাব, দুই রায় বাহাদুর ও দুই খাঁ বাহাদুর উপাধি দেওয়া হইবে। কমিশনর আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ সকল উপাধির জন্য কাহাকে মনোনীত করা হইবে। আমি উত্তর দেওয়ার জন্য আধ ঘণ্টা সময় চাহিলাম, এবং তাহার পর গিয়া কমিশনরকে বলিলাম যে পার্ব্বত্য চাক্‌মা রাজাকে 'রাজা' উপাধি এবং উক্ত মহাজনকে কিম্বা তাহার পুত্রকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। নবাব ও খাঁ বাহাদুর উপাধির উপযুক্ত লোক চট্টগ্রাম

বিভাগে কেহ নাই। স্মিথ সাহেব বলিলেন চাক্‌মা রাজার নির্ব্বাচন ঠিক হইয়াছে। তাঁহারা পুরুষানুক্রমিক ইংরাজ রাজ্যের বহু পূর্ব্বে রাজা। কিন্তু উক্ত মহাজনকে তিনি চিনেন না। আমি তাঁহার পুত্রের উল্লেখ করিলে তিনি ঘোরতর আপত্তি করিলেন। আমি বলিলাম উহা করিতে মিঃ লাউইস প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তিনি কাগজ দেখিতে চাহিলেন। আমি উল্লিখিত রিপোর্ট লইয়া তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি বলিলেন—"এত তোমার হাতের লেখা।" আমি উত্তর করিলাম—"স্বাক্ষর ত আমার নয়—লাউইস্ সাহেবের।"

তখন তিনি বলিলেন—"পুত্র নয়, তবে পিতার নামে রিপোর্ট কর।"

আমি তদনুসারে ডেমি অফিসিয়েল চিঠির উত্তর মুসাবিদা করিয়া দিলাম। তিনি স্বাক্ষর করিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন। পিতা পুত্র উভয়ের নাম করিবার কারণ এই ছিল, তখন পর্য্যন্ত উপাধি তাঁহারা কে লইবেন পিতা পুত্র স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ক্রমে দিল্লীদরবার ঘনাইয়া আসিলে পিতা পুত্রের মধ্যে এ বিষয় লইয়া একটা মহাতর্ক উপস্থিত হইল। পিতার ইচ্ছা ছিল যে উপাধিটি তিনিই গ্রহণ করেন, কারণ, তিনি তাঁহার সম্পত্তির স্রষ্টা। পুত্র বলেন পিতা বৃদ্ধ, শীঘ্র মরিয়া যাইবেন, তাহা হইলে উপাধিটিও তাঁহার সঙ্গে মারা যাইবে এবং তাহা হইলে দশ হাজার টাকা একেবারে জলে যাইবে। আমি মহা সঙ্কটে পড়িলাম। এক বেলা পিতা আমার কাছে আসেন ও একরূপ বলেন। অন্য বেলা পুত্র আসেন ও অন্যরূপ বলেন। এরূপে কয়েক দিন চলিয়া গেল। আর একদিন পিতা আসিয়া বলিলেন যখন পুত্রের উপাধি লইবার এত সাধ হইয়াছে, এবং তিনি বৃদ্ধ, শীঘ্র মরিয়া যাইবেন, তখন পুত্রকেই উপাধি দেওয়া হউক। বৃদ্ধ একটি প্রকাণ্ড সম্পত্তির স্রষ্টা, বুদ্ধিজীবী, সদাশয়, এবং দেখিতেও ভক্তিভাজন ছিলেন। তিনি এরূপ কষ্টের ভাবে কথাটি

বলিলেন যে শুনিয়া আমারও বড় কষ্ট হইল। যাহা হউক সনন্দ পুত্রের নামে দেওয়ার জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলাম, এবং তদনুসারে পুত্রই উপাধি পাইলেন। কলেজ খুলিবার পূর্ব্বক্ষণেই একজন নূতন লোক চট্টগ্রাম স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া আসিলেন, এবং কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু আমি ইতিমধ্যে আমার পিতৃব্যপ্রতিম সেই যশোহর স্কুলের খ্যাতনামা হেড্ মাষ্টার বাবুকে মনোনীত করিয়াছিলাম। শুনিয়া নূতন হেড্ মাষ্টার কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন যে তিনি এ পদের আশায়ই চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রায় প্রত্যহই আমার কাছে গিয়া তাঁহার মর্ম্ম বেদনা প্রকাশ করিতেন। যাহা হউক আমার বন্ধু এ কার্য্য গ্রহণ করিলেন না। তখন নূতন হেড্ মাষ্টারের কাতরতায় অগত্যা তাঁহাকে এ পদে নিয়োজিত করি। তাঁহার সময় কলেজ বেশ ভাল চলিয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে যখন একদিন তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় সাক্ষাৎ হইল, তিনি এরূপ গুরু গৌরবের সহিত আমার সহিত কথা কহিলেন যে আমি পূর্ব্ব কথা মনে করিয়া হাসিয়াছিলাম।

এরূপে কলেজ স্থাপিত হইল, এবং এখনও চলিতেছে। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ-বাণী ব্যর্থ হয় নাই। যদিও ইতিমধ্যে অনেক ছাত্র এণ্ট্রান্স্ ও এফ্. এ. পাশ করিয়াছে, তাহারা কেহই পূর্ব্ব ছাত্রদিগের ন্যায় গৌরবের সহিত পাশ করিতে পারে নাই, এবং সংসারে সেরূপ কৃতিত্বও দেখাইতে পারে নাই। অধিকাংশই কলিকাতা গিয়া দুই তিন বার ফেল না হইয়া বি. এ. কি বি. এল. পাশ করিতে পারিতেছে না।

দিল্লী দরবার ও রায় বাহাদুরি প্রতিদান।

দেখিতে দেখিতে দিল্লীর দরবারের দিন নিকট হইয়া আসিল এবং চট্টগ্রামে তাহার আয়োজন হইতে লাগিল। তখন ইহুদি ডিজরেলি বা লর্ড বেকন্‌স্‌ফিল্ড ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী বা প্রকৃত রাজা। ইহুদিরা খৃষ্টকে হত্যা করিয়াছিল। সে জন্য তাহারা খৃষ্টানদের দ্বারা চিরদিন ঘৃণিত এবং সর্ব্বত্র উৎপীড়িত। কিন্তু এই কূটবুদ্ধি ইহুদির দ্বারায় সমস্ত ইংরাজ জাতি মেষপালের মত চালিত হইতেছিল। তিনি এক এক খেয়াল তুলিতেন, এবং সমস্ত ইংরাজ জাতি ক্ষেপিয়া উঠিত। তাঁহার বিপক্ষদলের নেতা গ্ল্যাডষ্টোন অতুল বাগ্মিতার দ্বারাও তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিতেন না। সিন্ধুনদ চিরদিনই ভারতবর্ষে শত্রু সৈন্যের পথে গুরুতর সীমা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু ডিজরেলি বলিলেন উহা বৈজ্ঞানিক সীমা নহে। সে অবধি, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত মালা আছে, ইংরাজ রাজপুরুষেরা করভারপীড়িত নিরন্ন ভারতবাসীর হৃদয় শোণিতে তাহা রঞ্জিত করিয়া বৈজ্ঞানিক সীমা (Scientific Frontier খুঁজিতেছেন। উহা ভারতবাসীর সর্ব্বনাশের একটি প্রধান কারণ হইয়াছে। প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকা এই সাপের পাঁচ পা অন্বেষণে ব্যয়িত হইতেছে। সেইরূপ ডিজরেলির খেয়াল হইল যে মহারাণী Empress of India বা ভারত সাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করিলে রুশ জাতি আর ভয়ে ভারতবর্ষের দিকে কর বাড়াইবে না। ডিজরেলির এই খেয়াল ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। লর্ড লিটন তখন বড় লাট। তিনি নিজেও খেয়াল ও আমোদপ্রিয়। স্থির হইল ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজধানী হিন্দুদের ইন্দ্রপ্রস্থে, ও মুসলমানদের দিল্লীতে, এক বৃহৎ দরবার হইবে ও সেখানে এ উপাধি বিঘোষিত হইবে, এবং সেই সঙ্গে নগরে

নগরে দরবার করিয়াও রাজপুরুষেরা ইহা প্রচার করিবেন। তাহার জন্য টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়া হইয়াছিল। স্মরণ হয় চট্টগ্রাম বিভাগ সাত হাজার টাকা পাইয়াছিল। এই কার্য্যের ভার কমিশনার আমার ও চট্টগ্রামের নবাগত কলেক্টারের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম সহরের পুলিশ লাইনের মাঠে সামিয়ানা গ্রথিত করিয়া দরবারের কার্য্য আরম্ভ করি।

তখনও সেই বাঙ্গালী বন্ধু চট্টগ্রামের 'একজিকিউটিব এঞ্জিনিয়ার' ছিলেন। তিনি এ কার্য্যে আমাদের সাহায্য করিতেছিলেন। একদিন আমি সেই দরবার সামিয়ানায় যাইতেছি; দেখি এঞ্জিনিয়ার বাবু ক্রোধে টঙ্ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে একজন কনেষ্টবল তাঁহার ঘোরতর অপমান করিয়াছে। অতএব তিনি কলেক্টারের কাছে পত্র লিখিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছেন। আমি তাঁহাকে অনেক বলিয়া কহিয়া ফিরাইয়া লইলাম এবং সেই কনেষ্টবলটিকে আমাকে দেখাইয়া দিতে বলিলাম। ফিরিয়া গিয়া তিনি সামিয়ানার নীচে সেই কনেষ্টবলটিকে দেখাইলেন। সে আমাদিগকে দেখিয়াও একটা টুলে নবাব পুত্রের মত বসিয়াছিল, এবং গোঁফে তা দিতেছিল। তাহার ব্যবহার দেখিয়া আমারও সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি অগ্রসর হইয়া হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুই এনজিনিয়ার বাবুকে এইরূপ অপমানসূচক কথা বলিয়াছিস্ কেন?" সে একটু হাসিয়া বলিল—"বাবু মিথ্যা কথা বলিয়াছে।" বন্ধু বলিলেন—"দেখিলেন?" আমি আর সামলাইতে পরিলাম না। বাঘের মত তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে মারিতে লাগিলাম। সে পঞ্জাবী, ইচ্ছা করিলে আমার হাড় গুঁড়া করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে মার খাইয়া পলাইতে লাগিল।

আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে মারিতেছিলাম। তখন আর এক জন কনেষ্টবল বলিল যে সে লাইন সব-ইন্সপেক্টরের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি তখন বুঝিলাম যে সে একারণে এরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে। তখন আরো মারিলাম। তাহার মাথার পাগড়ী উড়িয়া গেল। এমন সময়ে তাহার পিতৃব্য ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"আপনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এরূপ করিয়া মারিতেছেন কেন? আপনি কি লাট সাহেব হইয়াছেন?" আমি বলিলাম—"তুমি আর এক পা অগ্রসর হইলে আমি তোমাকেও মারিব।" এন্‌জিনিয়ার বাবু এমন সময়ে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"চল কলেক্টর সাহেবের কাছে। এখানে আর থাকিয়া কাজ নাই।" আমরা দুজনে সামিয়ানা হইতে বাহির হইবামাত্র কলেক্টরের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি এনজিনিয়ার বাবুর পত্র পাইয়া আসিতেছিলেন। তিনি বলিলেন তিনি কনেষ্টবলের ও তাহার খুড়ার সমুচিত দণ্ড করিবেন, এবং আমাদিগকে কায ফেলিয়া না যাইতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন।

পর দিন দ্বিপ্রহর সময়ে আফিসে কোর্ট সব-ইন্‌স্পেক্টর—তিনিও হিন্দুস্থানী—আমাকে পত্র লিখিলেন যে সেই কনেষ্টবল আমার নামে ফৌজদারীতে অভিযোগ করিয়াছে এবং আমার নামে সমনের হুকুম হইয়াছে। তখন কলেক্টরটি কি প্রকৃতির লোক বুঝিলাম এবং কমিশনারের কাছে গিয়া সমস্ত কথা বলিয়া পত্রখানি দেখাইলাম। তিনি আমাকে কেবল একটী কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"মোকদ্দমা কাহার কাছে হইয়াছে?" আমি বলিলাম জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে। তিনি আমাকে বলিলেন—"তুমি ডিষ্ট্রিক্‌ট্‌ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করিয়া এসকল কথা বলিও, এবং তিনি কি বলেন কাল আমাকে জানাইও।" আমি পরদিন প্রাতে পুলিশের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ

করিলাম। তিনি একজন দুরন্ত লোক, এবং পুলিশের মা বাপ। তিনি আমাকে দেখিয়াই ক্রোধে গর গর করিয়া বলিলেন—"আপনি সে দিন স্কুলের মিটিঙ্গে আমার কনেষ্টবল একজনকে মারিয়াছেন, এবং লাইনে আমার সব-ইন্সপেক্টারের ভ্রাতুষ্পুত্রকে মারিয়াছেন।" আমি বলিলাম যে আমি জীবনে কাহারো গায়ে হাত তুলি নাই, কিন্তু পুলিশে যদি ভদ্রলোকের প্রতি এরূপ দুর্ব্যবহার করে তবে দুবার কেন দু'শ বার মারিব। আমি আরও বলিলাম, যে কমিশনার তাঁহাকে এ সকল কথা বলিতে বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, না হয় আসিতাম না। আফিসে গেলে সেদিন আবার কোর্ট সব ইন্‌স্পেক্টর পত্র লিখিলেন যে কনেষ্টবল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়াছে। আমি কমিশনরকে গিয়া এ খবর দিলাম। তিনি একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তবে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়াছে? আচ্ছা।" বোধ হইল তিনি ভিতরে ভিতরে কলেক্টরকে অন্তর টিপনি দিয়াছিলেন।

নিয়মিত দিবসে দরবার হইল। দরবার-সামিয়ানার সম্মুখে, দুদিকে দুখানা তাঁবু ফেলিয়াছিলাম। একদিকে আমার আফিস এবং অন্যদিকে কমিশনারের অপেক্ষার স্থান। নিয়মিত সময়ে তিনি আসিয়া সেই শিবিরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দেখিলাম ভয়ে তাঁহার এক প্রকার ঘর্ম্ম ছুটিয়াছে। সেই খানেই তিনি ও অন্যান্য সাহেবেরা আচ্ছা করিয়া 'পেগ' (মদের গেলাস) টানিলেন। তাহার পর দরবারে সকলেই উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমি বলিলে, কমিশনার সজ্জা করিয়া দরবারের দিকে চলিলেন। মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল, এবং বোমের বিরাট শব্দে পর্ব্বত শ্রেণীতে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। মধ্যে কমিশনার, তাহার চারিদিকে উলঙ্গ কৃপাণ করে চারিজন ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পশ্চাতে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, ও আমি। কলেক্টর

আমার কাণে চুপি চুপি বলিলেন—"আপনি এ সমারোহ করিয়া আপনার কমিশনারকে লইতেছেন, কিন্তু তিনি এভাবে যাইতেছেন যেন ঠিক তাঁহার ফাঁসী কাষ্ঠে যাইতেছেন। কমিশনার বেদীর উপরিস্থিত সজ্জিত আসনে এরূপ ভাবে বসিলেন যেন পড়িয়া যান। বেদীর চারি কোণাতে চারি পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নগ্ন অসি হস্তে দাঁড়াইলেন। আমি বেদীর এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। ব্যাণ্ড থামিল! বোম্ থামিল। কমিশনর কোনও মতে দাঁড়াইয়া ঘোষণা পত্র এরূপ ভাবে পাঠ করিলেন যে তিনি ভিন্ন তাহার একটি কথাও আর কেহ শুনিল না। তিনি বসিলে উহার অনুবাদ পাঠ করিবার ভার ছিল আমার উপর। গবর্ণমেণ্ট হইতে 'রবিনসনি' বাঙ্গালায় তাহার এক বিচিত্র অনুবাদ আসিয়াছিল। আমি উহা পড়িতে অসম্মত হইয়াছিলাম। কমিশনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিয়াছিলাম যে বাঙ্গালা সাহিত্যে আমার একটুক নাম আছে; আমি ঐ 'সাহেবী বাঙ্গালা' পড়িলে লোকে গায়ে ধূলা দিবে এবং কেহই উহা বুঝিবে না। অতএব তিনি আমার নিজের অনুবাদ পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। আমি বেদীর সমক্ষে গিয়া তাহাই পাঠ করিলাম। মিঃ লাউইস্ এক বক্তৃতা লিখিয়া আনিয়াছিলেন। কম্পিত অস্ফুট কণ্ঠে উহা পাঠ করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ স্মৃতির সাহায্যে উহার অনুবাদ করিয়া সকলকে শুনাইলাম। চারিদিকে, সাহেব মহলে পর্য্যন্ত, করতালির ধুম পড়িয়া গেল।

দরবার ভঙ্গ হইল। আবার সেইরূপ সজ্জা করিয়া কমিশনার চলিয়া গেলেন। তখন সাহেবেরা আমাকে ঘেরিয়া পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—"আপনার কমিশনারের একটী কথাও বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এমন সুন্দর বাঙ্গলায় ও এমন পরিষ্কার কণ্ঠে আপনি বলিয়াছেন, যে আমরাও আপনার অনুবাদ বুঝিতে পারিয়াছি। "কমিশনারের

আসনে আপনারই বসা উচিত ছিল।" সন্ধ্যার সময়ে সমস্ত বিস্তীর্ণ মাঠ ও পার্শ্বস্থ গিরিমালা অতি সুন্দর রূপে আলোকিত করিয়াছিলাম। পর্ব্বতের গায়ে গায়ে বাজি পুতিয়া দিয়াছিলাম। যখন বাজিতে আগুন দেওয়া হইল তখন যে শোভা হইয়াছিল, যিনি দেখিয়াছেন তিনি বোধ হয় ভুলিতে পারেন নাই। রাত্রিতে দরবার স্থলে বাই খেম্‌টার নাচ হইয়াছিল। আর নাচ হইয়াছিল একজন ছোট পুলিশ সাহেবের। লোকটি বড় আমোদপ্রিয় ছিল। মদে চুর হইয়া এক 'বেঞ্জু' বাজাইতে বাজাইতে সাহেবদের সঙ্গে আসরে প্রবেশ করিয়া অমনি বাইজির পেশওয়াজ অঙ্গে জড়াইয়া 'বেঞ্জু' বাজাইয়া নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। তিন চারি হাজার দর্শক চারিদিকে হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

এইরূপে দরবার শেষ হইল, এবং দিল্লীতে মহা সমারোহে ভিক্টোরিয়ার খেয়াল প্রচারিত হইল। আমরা দরবার সামিয়ানা সাজাইবার সময়ে একটি চাষা একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"এখানে কি হইবে?" একজন চাপরাশি উত্তর দিয়াছিল—"মহারাণী ভারতেশ্বরী উপাধি লইবেন।" সে কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া বলিল—"ও আবার কেন? মহারাণীই বা কি মন্দ ছিল; তাহার উপর আবার ভারতেশ্বরী কেন?" চাপরাশী মহাশয় তাহার কোনও সদুত্তর দিতে না পারিয়া তাহাকে ধমক দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। আমরা শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম এবং বলিলাম যে কথাটা ঠিকই বলিয়াছে। লোকটা রসিক বটে। ইহার ফলে যে রুশিয়ার হৃদ্‌কম্প কি ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহা শুনি নাই। ইংরাজী খবরের কাগজ সকল যখন এ উপাধি লইয়া বড় বাহবা দিতে ছিল, তখন একটা রুশ কাগজ মিঠা সুরে বলিয়াছিল—"রুষেরা মনে করে যে পৃথিবীতে আর একটা সাম্রাজ্ঞী বেশী হইল; এইমাত্র। (So far as the Russians are concerned there is one

Empress more in the world and that's all.) আর ভারতবর্ষ ? কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় সেই সময়েই গাহিয়াছিলেন—

"পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে।"

বলা বাহুল্য এই দরবারে উক্ত মহাজনপুত্র 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে চট্টগ্রামের নবাগত কলেক্টর চট্টগ্রামের উচ্চবংশীয়দের, বিশেষতঃ আমার বংশকে একটুক জব্দ করিতে চেষ্টা করেন। শুনিয়াছিলাম, তিনি ছয় মাসের জন্য চট্টগ্রাম আসিয়াছিলেন। তাহা সত্য কি না আমি তাঁহাকে প্রথম দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"আপনার ভয়ে কেহ চট্টগ্রামের কলেক্টার হইয়া আসিতে চাহে না। গবর্ণমেণ্ট আমাকে জোর করিয়া পাঠাইয়াছেন। তবে আপনি যদি কলমের চোটে আমাকে না তাড়ান, আমার এখানে কিছুকাল থাকিবার ইচ্ছা আছে।" ইহাতেই বুঝা যাইবে আমার প্রতি তাঁহার বড় শুভদৃষ্টি ছিল না। বিশেষতঃ ইদানীং যে সকল ইংরাজ ভারতের বিধাতাপুরুষ হইয়া আসিতেছেন, শুনিয়াছি তাঁহারা নাকি অধিকাংশ ইংলণ্ডের নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর লোক। এতাদৃশ লোকের যে ভারতের উচ্চশ্রেণীর প্রতি একটা রক্তগত বিদ্বেষ হইবে তাহা আর বিচিত্র কি ? ইনি উক্ত মহাজনপুত্রকে সকলের শীর্ষস্থানে আসন দিয়া আমাদের উচ্চবংশীয়দেব স্থান তাঁহার নীচে দিয়াছিলেন। তাহাতে ইহাদের মধ্যে একটা ঘোরতর আন্দোলন উঠিয়াছিল, এবং তাঁহাদিগকে এই প্রকাশ্য অবমাননা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকলে আমাকে ধরিয়াছিলেন।

"পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায় ?
যে জিনিতে পারে পণে সেই নিয়া যায়।"

তেমনি—

"রায় বাহাদুরীতেও জাতি কেবা চায়?
যেই টাকা দিতে পারে সেই লয়ে যায়।"

ইংরাজেরা জাত বণিক; বৃটিশ সাম্রাজ্য একটা বিরাট বাণিজ্য। টাকাই ইংরাজের অখণ্ড মণ্ডলাকার ঈশ্বর। ইহাদের মান, সম্মান, উপাধি সকলই টাকার দরে বিকায়। রায় বাহাদুরি, রাজা বাহাদুরি, সর্ব্বপ্রকারের বাহাদুরির একটা একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য আছে। ইহাতে জাতি বা গুণের সম্পর্ক নাই। এই কারণে চট্টগ্রামের উচ্চবংশীয়দের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তাঁহারা কেহ কেহ কমিশনারের কাছে প্রতিবাদ করিলেন। কমিশনার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম যে আসনের এরূপ বন্দোবস্ত হইলে চট্টগ্রামের উচ্চবংশীয়েরা—তাঁহারাই দেশের প্রধান লোক,—কেহই এই দরবারে আসিবেন না। উহা একটা হাস্যকর ব্যাপার হইবে। তখন তিনি আসন,ব্যবস্থার সম্যক ভার আমার হাতে দিয়া, আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিতে কলেক্টারকে আদেশ করিলেন। তাঁহার মুখ চুণ হইল, এবং সেই দিন হইতে তিনি আমার মহা শত্রু হইলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের এক নাম মধ্য পথ। সংসারের সকল মধ্যপথ উৎকৃষ্ট পথ,—Golden mean। আমি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া এই মধ্যপথ অবলম্বন করিলাম, এবং মহাজনপুত্রের জন্য পৌরাণিক ত্রিশঙ্কু রাজার ব্যবস্থা করিলাম। নিমন্ত্রিত ইওরোপীয়ান শ্রেণী কমিশনারের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং নিমন্ত্রিত দেশীয় ভদ্রলোকদের শ্রেণী বাম পার্শ্বে দিয়া, মহাজনপুত্র; এবং যাঁহারা 'অনার সার্টিফিকেট' পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্থান বেদীর সম্মুখে দিলাম। এরূপে শ্যাম ও কুল অথবা তাঁতিকুল ও বৈষ্ণবকুল উভয়ই রক্ষা হইল। রায় বাহাদুরি পোষাক একে একটা

মহা হাস্যকর পরিচ্ছদ, সাটিনের আলখাল্লা এবং কোমরবন্ধ। আলখাল্লার পরিসরে রায় বাহাদুরদের কীর্ত্তিপূর্ণ উদর কুম্ভ অল্প কথা, গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা স্থান পাইতে পারে। একবার কমিশনারের আফিসের কেরানিরা এক আরদালিকে এই পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া একটা দিন হাসিয়াছিল। এই ত পোষাক, তাহাতে মহাজনপুত্রের মূর্ত্তিখানিও আরও হাস্যকর ছিল। কৃশাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ; চক্ষু দুটি কোটরস্থ, এবং বিপরীত দৃষ্টি বিশিষ্ট। দেহখানি দগ্ধ কুলবৃক্ষ বিশেষ। অতএব দরবারের কেন্দ্রস্থলে, তাঁহার যে শোভা হইয়াছিল, ইংরাজ নরনারী হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছিল।

যাহা হউক, এ ঘটনা হইতে তাঁহার সহিত আমার কিঞ্চিৎ বন্ধুতা হইয়াছিল। আমার সাহায্যে এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া আমাকে হাজার টাকা মূল্যের একখানি গাড়ী কলিকাতা হইতে আনাইয়া আমাকে তাঁহার কৃতজ্ঞতা চিহ্ন স্বরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। আমি উহা লইতে অস্বীকার করিলাম। এই হইতে তিনি তাঁহার সকল গুরুতর কার্য্যে আমার পরামর্শ লইতেন। এমন কি আমি তাঁহার মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে ফেণীর তীরে শিবিরে থাকিতে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার পরামর্শ মতে তাঁহার সম্পত্তির ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা করেন। তবে কি এ সকল উপকারের প্রতিদান আমি পাই নাই? পাইয়াছি বই কি! উপকারের প্রতিদান না হইলে যে বিধাতার একটা সৃষ্টি-নীতি নিষ্ফল হয়। আমার জীবনে যেরূপে অন্যত্র পাইয়াছি, এখানেও তাহার বিপরীত হয় নাই।

"হৃদয়ের রক্ত দিয়া কর পর উপকার;
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত পাবে প্রতিদান তার।"

ইহার বহুবৎসর পরে আমি চট্টগ্রামে শেষবার পার্শনেল এসিষ্টেণ্ট

হইয়া আসিয়া একটা পাহাড়ের বন্দোবস্তির জন্য কলেক্টারের কাছে প্রার্থনা করি। এই পাহাড়টি উক্ত বন্ধু মহাশয়ের ক্রয় করা একটি পাহাড়ের সংলগ্ন। তাহার এক অংশ তাঁহার পাহাড়-ভুক্ত বলিয়া তিনি আপত্তি উপস্থিত করেন। তাঁহার দুই পরিবার। তাঁহার শুক্ল পক্ষের শ্যালক তাঁহার সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা। শ্যালক বাহাদুর এবং তাঁহার ইঙ্গিত মতে তাঁহার পাহাড়ের বাড়ীর ইউরোপীয় ভাড়াটিয়া এক বাঁশ কাঁধে অবতীর্ণ হইয়া বড় বড় বাঁশের দ্বারা আমার পাহাড়ে যে রাস্তা করিয়াছিলাম তাহা বন্ধ করিয়া দেন। তদন্তে তাঁহার আপত্তি অমূলক প্রমাণিত হইলে, তিনি উক্ত অংশটুকু বন্দোবস্তি না লইতে আমাকে অনুরোধ করিয়া এই পত্র খানি লেখেন।

১৭ই ফাল্গুন
১৩০৪।

সবিনয় নিবেদনম্ মিদম্

আমার মালিকী দখলী ৮ নং জোতের অতিরিক্ত জমা খার্য্যের জন্য আমার প্রতি নুটিশ হইয়াছে ঐ জমি আমার জোতের অন্তর্গত ঐ জোতের শামিল বরাবর আমার দখলে আছে, এবং উক্ত জমী আমার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জানিতে পারিলাম আপনি ঐ জমি বন্দবস্ত পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার বন্দবস্তের দরখাস্ত খানা উঠাইয়া লইয়া বাধিত করিবেন। ইতি

নিবেদক শ্রীগোলকচন্দ্র রায়

আমি তখন বলি যে উহা ছাড়িয়া দিলে আমার বন্দোবস্ত প্রাপ্ত পাহাড়ে যাইবার পথ এবং তাহার জঙ্গাবল ইত্যাদির স্থান থাকিবে না। তখন তিনি আমাকে তাঁহার মোক্তার শ্যালক বাহাদুর দ্বারা এই পত্র লেখেন।

২০শে মে
১৮৯৮ ইং

সবিনয় নিবেদন মিদম্

আপনার সহিত আলামসা কাঠগড় মৌজায় ৮।১ নং জোতের সংলগ্ন ১৫৯ দাগের জমী নিয়া শ্রীযুক্ত রায় গোলকচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুরের সঙ্গে যে বিবাদ তাহা আপুসে মিমাংসা হওয়ায় আপনি ঐ দাগের জমির নিম্নভাগ দিয়া রাস্থা করিবার জন্য যে জমীটুক ৭২ নং জোতের লামছী বলিয়া বন্দবস্ত নিয়াছিলেন ঐ জমী আপনার বন্দবস্ত হইতে বাদ দিয়া রায় বাহাদুর বাবুকে ১৫৯ দাগের শামীল বন্দবস্ত দেওয়ার জন্য এসিষ্টাণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট অফিসারকে নিবেদন লিখিয়াছেন, আমি রায় বাহাদুরের পক্ষে আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে ঐ লামছি জমী ১৫৯ দাগের শামীলে রায় বাহাদুর বাবু বন্দবস্ত পাইলে আপনার চলিবার জন্য রাস্থার জমী এবং বর্ত্তমান পীলারের নিকটস্থ ১৬নং দাগের জমী আপনাকে বন্দবস্ত দেওয়া যাইবে ইতি

নিবেদক
শ্রীযামিনীমোহন গুহ

এই রায় বাহাদুরি প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমি আমার বন্দোবস্তির প্রার্থনা হইতে উক্ত অংশ বাদ দিতে কলেক্টরকে পত্র লিখি, এবং কলেক্টরের সাক্ষাতেও উক্ত শ্যালক বাহাদুর পত্রের লিখিত জমি আমাকে দিতে রায় বাহাদুর প্রতিশ্রুত হইয়াছেন বলে। ইহার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। কিছু দিন পরে আমি আমার বন্দোবস্তির পাহাড়ে একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার কোনও পুত্রের কাছে, তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতার প্রতিশ্রুতি মতে উক্ত জমিটুক আমাকে দেওয়ার জন্য এই পত্র খানি লিখি।

চট্টগ্রাম,
নবেম্বর, ০৭।

কল্যাণবর,

তোমাদের পাহাড়ের বাড়ীর পশ্চাতে যে পাহাড় আছে আমি তাহার বন্দোবস্তির প্রার্থনা করিলে তোমার পিতা উহা তোমাদের বন্দোবস্তিভুক্ত বলিয়া আপত্তি করেন। তদন্তে আপত্তি ভ্রান্তিমূলক প্রতিপন্ন হইলে এবং এই পাহাড় অন্যে বন্দোবস্তি লইলে তোমাদের বাড়ীর পক্ষে ক্ষতিজনক হইবে বলিয়া, তোমার পিতা উক্ত প্রার্থনা উঠাইয়া লইতে বন্ধুভাবে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তদুত্তরে বলি যে আমার পাহাড়ে যাইবার পথের জন্যই আমি উক্ত পাহাড়ের বন্দোবস্তি চাহিয়াছি। তখন তোমার পিতা আমার পাহাড়ের পথের জন্য একখণ্ড ভূমি আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত হন, এবং তদনুসারেই আমি উক্ত পাহাড়ের বন্দোবস্তির আবেদন প্রতিহার করি। ইহার অব্যবহিত পরে আমি চট্টগ্রাম হইতে স্থানান্তরিত হই এবং তোমার পিতাঠাকুরও লোকান্তর গমন করেন। তখন আমি ফেণীর উকিল বসন্তকুমার দত্ত মহাশয়কে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের কাছে উক্ত প্রতিশ্রুতি মতে উক্ত জমিটুক লেখা পড়া করিয়া দিবার জন্য প্রেরণ করি। তাহার পর গবর্ণমেণ্ট আমার পাহাড় গ্রহণ করিবার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সম্প্রতি উহা রহিত করিয়াছেন। এখন আমি আমার পাহাড়ে এক খানি বাড়ী প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিতেছি। অতএব তোমাদের পিতার প্রতিশ্রুতি মতে যে জমিটুকু এখন পতিত জঙ্গলাকীর্ণ পড়িয়া আছে, আমাকে তোমরা যে ভাবে ইচ্ছা কর সে ভাবে দিয়া তোমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলে অনুগৃহীত হইব। এমন কি, উপযুক্ত খাজনায় বন্দোবস্তি দিলেও আমি গ্রহণ করিব। তোমার

পিতার ও তাঁহার পক্ষে তোমার মাতুলের এবং বসন্ত বাবুর পত্রের নকল এ সঙ্গে পাঠাইলাম। তুমি বোধ হয় জান যে তোমার পিতা আমার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন, এবং আমার সাহায্যে তিনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শুভাকাঙ্খী—
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা দূরে থাকুক, রায় বাহাদুরাত্মজ পত্র খানির উত্তর দিয়াও তাঁহার পিতৃভক্তির ও রক্তের অবমাননা করেন নাই। অথচ তিনি মূর্খ নহেন, যাহাকে এখন শিক্ষিত বলা যায়, তিনি সেইরূপ শিক্ষিত। ইহার পর আর দু'টি কথা বলিলেই সোনা সৌরভ-যুক্ত হইবে। জমিটুকুর মূল্য দশ পনর টাকার বেশী হইবে না। উহা এখন জঙ্গল ও মলমূত্রাকীর্ণ। শালা বাহাদুরের বা মহাজনপুত্রের মাতুল বাহাদুরের নিবাস শুনিয়াছি বাখরগঞ্জে।

"শ্যালকো গৃহ নাশায়, সর্ব্বনাশায় মাতুলঃ।" ইহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

"কোন মূঢ় চিত্রকরে, ইন্দ্র ধনু চিত্র করে ?
করিলে কি বাড়ে তার শোভা ?"

রক্ষা যে মাথার উপর একজন নিয়ন্তা আছেন। তাঁহার লীলা বিচিত্র। এক নরাধম আমার পুত্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিতে আমাদের অনেক সাধ্য সাধনা করে। আমি তাহাতে অসম্মত হওয়াতে সে আমার মহাশত্রু হয়। আমার বন্দোবস্তি প্রাপ্ত পাহাড়ের সংলগ্ন এক পাহাড়ের বাড়ী আমি ভাড়া ও বন্ধক লইয়া উহা ক্রয় করিবার চেষ্টায় ছিলাম। এই পাপিষ্ঠ গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া বাড়ীখানি একজন টি-প্ল্যান্টারের কাছে বিক্রয় করায়। সে আমার পাট্টা রহিত

করাইবার জন্য চার বৎসর কাল মোকদ্দমা করিয়া হাইকোর্টে পরাজিত হয় এবং শেষে উপযুক্ত মূল্য দিয়া আমার পাট্টা কেনে, ও আমার যে রাস্তা শালা বাহাদুর সেই গৌরাঙ্গকে সম্মুখীন করিয়া বন্ধ করিয়াছিল, সেই রাস্তাই আমাকে ছাড়িয়া দেয়। রায় বাহাদুরি বাঁশের ঘেরা ও পীলার কি হইল জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে সে উহা লাথি মারিয়া উড়াইয়া দিয়াছে।

এই রায় বাহাদুরী উপাখ্যানে আমাদের ভাবিবার ও বুঝিবার অনেকটা বিষয় আছে বলিয়া উহা এখানে বিবৃত করিলাম। এই উপাখ্যান দ্বারা পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে কি সম্প্রদায়ের লোক, এই পোড়া দেশের রায় বাহাদুর হইতেছে। আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত পরে দিব। আরও বুঝিতে পারিবেন যে যে "উচ্চশিক্ষার" ও "স্বদেশীর" আন্দোলনে বঙ্গদেশটা টলমল হইতেছে তাহার মূল্য কি। বুঝিতে পারিবেন আমরা স্বদেশীর কাছে কেমন ব্যাঘ্র, আর ইউরোপীয়-দের কাছে কেমন কুকুর। এরূপ স্বদেশী বন্ধু হইতে কি বিদেশী শত্রু বাঞ্ছনীয় নহে? সর্ব্বশেষ অভ্রভেদী হিমাচলের মত জগৎ বিস্ময়কর ও অমর যেই দুই মহাকাব্যে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের নিম্নতম শ্রেণীরও জাতীয়-জীবন গঠিত করিয়াছে, তাহার মূল শিক্ষা সত্যপালন। পিতৃসত্য পালনার্থ রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বনবাসী হইয়াছিলেন, এবং কপট পাশায় পরাজিত হইয়া আত্মসত্য পালনার্থ যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বৎসর বনে বনে কি দুর্গতিই ভোগ করিয়াছিলেন! পাঠক! একবার সেই চিত্র, আর এই চিত্র, সেই শিক্ষা আর এই শিক্ষা দেখ, আমাদের কি অধঃপতন হইয়াছে বুঝিতে পারিবে।

লোকহিত।

তখনকার পার্শনেল এসিষ্টেণ্ট বাস্তবিক একজন ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং ইচ্ছা করিলে দেশের ও লোকবিশেষের যথেষ্ট উপকার করিবার সুযোগ পাইতেন। কিন্তু প্রায় সকলেই তাহা না করিয়া কিসে আপনার আত্মীয় স্বজনের চাকরী করিয়া দিতে পারিবেন সে চেষ্টাতেই থাকিতেন। আমি কখন আমার কোন আত্মীয়কে একটি এপ্রেণ্টিসিও দিই নাই। আমার নীতি অন্যরূপ ছিল। তাহার দুএকটি দৃষ্টান্ত এখানে দিব।

(১)

আমি রোডসেস ডেপুটি কলেক্টর থাকিতে একজন বিদেশীয় লোক আমার অধীনে সব ডেপুটি ছিলেন। ইহাদিগকে লোকে 'শব ডেপুটি' বলিত। ইনি একজন হস্তিমূর্খ, কেম্বেলি সব ডেপুটি। লেখা পড়া কিছুই জানেন না বলিলে চলে। আমি তাঁহাকে গোবর্দ্ধন বলিতাম। যখন কোন বিষয়ের রিপোর্ট লিখিতে হইত, তিনি হয় আমার কাছে, না হয় কালেক্টারির হেড্ কেরানি বাবুর কাছে হাজির হইতেন। তবে তখন তাঁহাকে আমি বড় ভাল মানুষ বলিয়া জানিতাম। কালকূট রোডসেস কার্য্যের যেরূপ বিভ্রাট ঘটাইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে কথিত হতে আমার চেষ্টার ফলে যদিও অনেক নিরাকরণ হইয়াছিল, তথাপি কিছু কালের জন্য আর একজন ডেপুটির প্রয়োজন হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট একজন স্থানীয় লোক মনোনীত করিতে কমিশনরকে টেলিগ্রাফ করিলে, গোবর্দ্ধন আমার কাছে কাঁদা কাটা আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম কলেক্টর যদি তাঁহার নাম পাঠান, আমি কমিশনরের দ্বারা তাহা মঞ্জুর করাইব। তিনি আফিসে আমার কক্ষে গিয়া বলিলেন যে কালেক্টর

তাঁহাকে আশা দিয়াছেন।' কিন্তু তখনই কালেক্টরের চিঠি আসিল যে তাঁহার অধীনে এমন লোক নাই যাহাকে তিনি মনোনীত করিতে পারেন। এই চিঠি দেখিয়া গোবৰ্দ্ধন কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি টেবিলের নীচে মাথা দিয়া আমার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আপনি এবার আমাকে উদ্ধার না করিলে আমার আর উপায় নাই।" অগত্যা বহুকষ্টে পা ছাড়াইয়া লইয়া আমি একটা চাতুরী করিয়া কমিশনরকে যাইয়া বলিলাম যে কালেক্টর যে ষ্টেট্‌মেণ্ট পাঠাইয়াছেন তাহাতে একটা ভুল আছে। সাহেব বলিলেন যে এখনই D. O. লিখিয়া তাহা সংশোধন করিয়া আনাও। আমি তদ্রূপ কালেক্টরের কাছে D. O. লিখিলাম এবং গোবৰ্দ্ধনকে বলিলাম, তুমি এইবেলা গিয়া কালেক্টরকে ধরিয়া পড়, এবার যেন তোমার নাম লিখিয়া পাঠান। সে বলিল সে সমস্ত প্রাতঃকাল কালেক্টরের সাধ্য সাধনা করিয়াছে। তাহাতে যখন কিছু ফল হয় নাই, তখন তাহার সাধ্য সাধনায় কিছু ফল হইবে না। তবে আমি দয়া করিয়া কালেক্টরকে সুপারিশ স্বরূপ যদি কিছু এই D. O. পত্রে লিখিয়া দি তবে কালেক্টর নিশ্চয় তাহাকে মনোনীত করিবেন। আমি বলিলাম—"এ একটা সামান্ত কেরানি-গিরির কথা নহে। আমি নিজে একজন ডেপুটি। আর একজনকে ডেপুটি করিবার জন্ত সুপারিশ করা যে বড় অসঙ্গত ও দুঃসাহসের কথা হইবে।" সে বলিল—"আপনার মত সাহস কার আছে?" আবার পায় পড়িতে যাইতেছিল, আমি বারণ করিয়া তখন অগত্যা কালেক্টরকে তাহার নামে দুটো কথা লিখিলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সংশোধিত ষ্টেটমেণ্ট ফিরিয়া আসিল, এবং ঠিক আমারই ভাষায় তাহার মন্তব্যের ঘরে গোবৰ্দ্ধনের নাম মনোনীত হইয়া আসিল। আমি উহা হাতে করিয়া কমিশনর সাহেবের কাছে গেলাম। সাহেব গোবৰ্দ্ধনের নামে

ডেপুটিগিরির সুপারিশ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি কিছুতেই উহা অনুমোদন করিবেন না। আমি অনেক করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলাম যে গোবৰ্দ্ধন আমার অধীনে রোডসেসের কার্য্য করিয়াছে। কমিশনর তাহাকে যত নির্ব্বোধ মনে করিতেছেন সে তত নহে। বিশেষতঃ সে রোডসেস্ কার্য্যে এতদিনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, নূতন এক জন আসিয়া তাহা লাভ করিতে বহু সময় সাপেক্ষ। সাহেব তখন একটুক মাথা চুলকাইয়া বলিলেন—"তবে তুমি যদি ভাল বুঝ, তাহারই জন্য গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাম কর। কিন্তু জবাব দিহি তোমার রহিল।" আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া গোবৰ্দ্ধনকে এ সংবাদ দিলে সে আবার আমার পায়ে পড়িয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল। গোবৰ্দ্ধন এরূপে ডেপুটি হইল, এবং সে দীর্ঘকাল চট্টগ্রামে থাকিয়া আমার এ উপকারের প্রতিদানে আমার মাতৃভূমিকে জ্বালাইয়াছিল। আর এক পাপিষ্ঠের পর চট্টগ্রামে তাহারও অভিশপ্ত নাম। কিন্তু সে যখন নানারূপে লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহার উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতেছিল, তখন সেই কালেক্টর ও সেই লাউইস সাহেবের কাছে তাহার বাহবা কত!

(২)

তাহার পর আর এক গরুর বা কেম্বেলি গো বা কাননগোর পালা। এটি আমার পিতার বড় একজন বন্ধুর পুত্র। সে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া পলায়ন করিয়া কলিকাতায় যায় এবং কেম্বেলি হুজুগে Native civil service পরীক্ষা দিয়া কানুনগো পাস হইয়া দেশে আসে। কিন্তু তাহাকে কেহ একটি এপ্রেণ্টিসিও দিতে চাহে না। সে তখন লাউইস সাহেবকে ডালি খাওয়াইতে আরম্ভ করে। 'ডালি' ইংরাজ প্রভুদের বশীভূত করিবার জন্য শক্তিসম্পন্ন মহাস্ত্র। ডালি নহে জয়কালী। মিঃ লাউইস তাহাকে কুড়ি টাকার এক কেরাণীগিরি

দিলেন কিন্তু কমিশনরের আফিসের একে একে সকল কার্য্যে তাহার পরীক্ষা করা হইল, কোনটাই তাহার বিদ্যায় কুলায় না। এমন কি হাতের লেখাও এত কদর্য্য যে নকল কার্য্যও চলে না। তখন মিঃ লাউইস বাধ্য হইয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। সে সর্ব্বদা আমার কাছে আসিয়া কাঁদাকাটা করিত এবং বলিত বিক্রমপুরী পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট থাকাতে সে কায করিতে পারিল না। আমি পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট হইলে সে আমাকে পাইয়া বসিল। পার্ব্বত্যাঞ্চলে একজন কাননগোর প্রয়োজন হওয়াতে আমি তাহাকে মনোনীত করিলে মিঃ লাউইস আনন্দের সহিত তাহাকে নিয়োজিত করেন। সে জরিপ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাহার রিপোর্ট আমি লিখিয়া দিলাম। কমিশনর সে রিপোর্ট পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

তাহার কিছুদিন পরে নোয়াখালির জন্য গবর্ণমেণ্ট একজন সব-ডেপুটি মনোনীত করিতে কমিশনরকে লেখেন। কমিশনর আমাকে ডাকিয়া মহা আনন্দের সহিত তাহার নাম রিপোর্ট করিতে বলেন। আমার চক্ষু স্থির। আমি বলিলাম—"সে এখনও অপরিপক্ব। এ কায পারিবে না। আরও কিছুদিন কাননগোর কায করুক্।" সাহেব বলিলেন—"কেন? সেত সেবার বেশ রিপোর্ট দিয়াছিল?" আমার মুখ বন্ধ হইল। আমি ত বলিতে পারি না যে সে রিপোর্ট আমি লিখিয়া দিয়াছিলাম। কাযেই তাহার নাম রিপোর্ট করিলাম, এবং তাহাকে কার্য্যে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইতে আদেশ প্রেরণ করিলাম। সে আদেশ পাইয়া অর্দ্ধমূর্চ্ছিতাবস্থায় ছুটিয়া আমার কাছে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল যে সে সবডেপুটির কায কিছুতেই পারিবে না। বিশেষতঃ আমি ত নোয়াখালিতে তাহার রিপোর্ট লিখিয়া দিতে পারিব না। তাহার বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এবং তাহার সর্ব্বনাশ

হইবে। আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম যে তাহার কোনও ভয় নাই। আমি নোয়াখালির সেরেস্তাদারের কাছে লিখিয়া পাঠাইব। তাঁহারা তাহার সাহায্য করিবেন। সে তখন বাধ্য হইয়া নোয়াখালি গেল। বৎসর খানেক পরে আমি মাদারিপুরের এলেকায় বোটে বসিয়া এসৃলি ইডেনি ডেপুটিদলের গেজেটে প্রকাশিত দীর্ঘ তালিকার মধ্যে তাহার নাম দেখিয়া বুঝিলাম যথার্থই—"ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং।" আমি বড় আনন্দিত হইলাম। আমার অক্ষুণ্ণ আনন্দের একটা বিশেষ কারণ এই যে এ জীবনে যত লোকের উপকার করিয়াছি প্রায় সকলই আমার ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছে। এ লোকটি করে নাই।

(৩)

আমি একবার কমিশনরের আফিসের দলসহ কমিশনর স্মিথ সাহেবের সঙ্গে নোয়াখালি যাই। সেখানে কয়েকটি দিন বড় আনন্দে কাটাই। সে সময়ে কমিশনরের আফিসে আগাগোড়া মাতাল ছিল। লেঃ গবর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল চট্টগ্রামে শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনা দেখিবার জন্য কর্ণফুলীর তীর লোকারণ্য এবং নগর তোপধ্বনিতে প্রকম্পিত। নদীতীর হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে হেড ক্লার্ক মহাশয় আফিসের পাহাড়ের নীচে এক বৃক্ষতলায় পড়িয়া আছেন।

প্র। তুমি এখানে কেন?

উ। লেঃ গবর্ণরের অভ্যর্থনার জন্য বসিয়া আছি।

গম্ভীর ভাবে এ উত্তর শুনিয়া বড় মুস্কিলে পড়িলাম। সঙ্গের আর্দ্দালিটিকে বলিলাম যে ইহাকে ধরিয়া বাড়ী লইয়া যা। কিন্তু হেড ক্লার্ক মহাশয় কিছুতেই যাইবেন না। বলিতে লাগিলেন—"বেটা তুই কি মাতাল হইয়াছিস্? আমি হেডক্লার্ক।" ইহাকে সকলেই সঙ্গে

লইয়াছিল। নোয়াখালিতে সে সময়ে বড় একটি ডেপুটির লড়াই চলিতেছিল। একজন উর্ণনাভ প্রকৃতির ঘোরতর স্বার্থপর বড়যন্ত্রী। তিনি সেখানকার সেটেল্‌মেণ্টের ডেপুটি কলেক্টর। অন্য জন আকৃতি ও প্রকৃতিতে সেখানকার কালেক্টর সাহেবের 'জলধর মন্ত্রী' ও "মালিনী মাসী।" তিনি লেখা পড়া কিছুই জানেন না বলিলেও চলে। তিনি তাঁহার স্ত্রীর প্রশংসা করিতে গিয়া বলিতেন—"My wife is a man"—আমার স্ত্রী একটা পুরুষ। তিনি জানিতেন man অর্থে মানুষ। উর্ণনাভ একজন যোগ্য লোক। উর্ণনাভ বন্দোবস্তি সম্বন্ধে যে সকল রিপোর্ট করিতেন তাহা কালেক্টর জলধরের কাছে সমালোচনার জন্য প্রেরণ করিতেন। তিনি "my wife is a man" রকমের ইংরাজিতে তাঁহার প্রভুত্বপূর্ণ এক মন্তব্য লিখিয়া উর্ণনাভের কাছে ফেরত পাঠাইতেন। উর্ণনাভ আমার কাছে এরূপ অপমানের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি সে দিনই কমিশনরের কাছে গিয়া বলিলাম যে নোয়াখালির বন্দোবস্তির কার্য্য ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমল হইতে চলিতেছে বলিলেও হয়। কোনটাই শেষ হয় না। অতএব তিনি যখন নোয়াখালি পদার্পণ করিয়াছেন, তখন উহা একবার দেখা উচিত। সাহেব বিস্মিত হইয়া তাহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে আমি উপরোক্ত অবস্থা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন—"এখনই কালেক্টরকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লেখ, এবং পাঁচটি নথি চাহিয়া পাঠাও।" আমার পত্র মতে উর্ণনাভ বাছিয়া পাঁচটি অপূর্ব্ব নথি পাঠাইলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরে কালেক্টর আসিলেন। তিনি যখন ফিরিয়া যাইতেছেন দেখিলাম তাঁহার প্রিয় পাত্রটির বর্ণের মত তাঁহার মুখখানি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। কমিশনর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা ঠিক এবং এবিষয় তাঁহার

গোচর করিয়াছি বলিয়া ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে আর গোলযোগ হইবে না।

সন্ধ্যার সময়ে আমাদের আবাসগৃহে স্থূল কৃষ্ণাকায়, গোঁপদাড়ী এবং চুলশূন্য, এক প্রকৃত 'পিকউইক' (Pickwick) মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত। তিনিই সেই জলধর। আমার হেড্‌ক্লার্ক ও সেরেস্তাদার উভয়েই তখনই সুরাদেবীর প্রভাবে আকাশে বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি খানি দেখিয়াই বলিলেন—"শা—চুকলিখোর, এতদিন আমাদের সঙ্গে দেখা করিতেও আসে নাই। আজ বেটাকে জব্দ করিতেই হইবে।" তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন। তিনি কালেক্টরের দক্ষিণহস্ত। পার্শষ্থাল এসিস্‌টেণ্ট একজন কেরানি বইত নহে। তাই বাস্তবিকই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন নাই। আমার সেই তাল বেতাল যুগল একেবারে এক সঙ্গে উঠিয়াই বলিল—"কেবলা। সেলা—ম!" তিনি বলিলেন —"যা! যা! মাতলামি করিস্ না।" সেরেস্তাদার একটা গেলাস ধান্যেশ্বরী ঢালিয়া বলিল—"মাতলামি! তুমি যদি এ গেলাস না খাও তবে আমি এককিলে তোমার 'কেবলা ডেপুটিগিরি' চূর্ণ করিয়া দিব।" কেবলা প্রথম বলিলেন তিনি মদ খান না। কিন্তু সেরেস্তাদার মহাশয়ের ভীম দেহ ও ততোধিক ভীম মুষ্টি দেখিলেন, এবং জানিতেন যে সেরেস্তাদার মহাশয়ের মস্তক-সেরেস্তাটি সুরাদেবী অধিকার করিলে তিনি উক্ত মুষ্টির পরিচালনে বড় সঙ্কোচ করিবেন না। তখন জলধর এক বিকৃত মুখের ভঙ্গী করিয়া সমস্ত গেলাসটি গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন—"এখন ত হলো? যা আর মাতলামি করিস্ না। আমি একটুক কথা কহি।" এই দৃশ্য দেখিয়া আমি হাসিয়া আকুল। তিনি আমাকে বলিলেন—তিনি, বলা বাহুল্য, শ্রীপাট ঢাকা অঞ্চলের লোক, অতএব তাঁহার নিজ ভাষায় না লিখিয়া সাধু ভাষায় লিখিলাম—"আপনি

কেবল ছেলে মানুষ। আমি যে আপনার খুড়ার বয়সি।" অমনি তাল বেতাল বলিয়া উঠিল—"কেব্‌লা আমাদের সকলেরই খুড়া।" খুড়া তখন আমাকে বলিলেন যে আমি উর্ণনাভকে চিনি নাই—কথাটা ঠিক—এক পক্ষের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছি। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে যদি তাঁহার রিপোর্ট ও কার্য্য সমালোচনার জন্য অন্য একজন ডেপুটি যায়, তাঁহার কেমন বোধ হইবে। তখন তিনি কথাটা বুঝিলেন। শেষে বলিলেন—"দেখিও ভাইপো! আমার যেন কোনও অনিষ্ট না হয়।" আমি বলিলাম—"খুড়ো! ভাইপো থাকিতে তোমার ভয় কি?" তিনি মহা সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সেই সন্তোষের এবং সুরাদেবীর উচ্ছাসের সময়ে তাঁহাকে লইয়া আমরা দেওয়ালির দীপাবলী দেখিতে বাহির হইলাম। তাল বেতালেরা তাঁহাকে সে রাত্রিতে না লইয়া গিয়াছিল এমন স্থান নাই; তাঁহার দ্বারা না করাইয়াছিল এমন কার্য্য নাই। কিছুদিন পরে তাঁহার রোড্‌সেসের কার্য্য লইয়া গোলযোগ উঠিলে, রোডসেস্‌ আফিসটাই পুড়িয়া যায় এবং তন্নিবন্ধন কুমিল্লায় বদলি হইয়া গেলে সেখানে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রোডসেস্‌ কর্ম্মচারীর দোষ দেখাইয়া বাহাদুরি লইতে গিয়া দুইজনে এমন লড়াই লাগান যে উভয়ে আমার কাছে নালিস করিতে লাগিলেন, এবং শেষে গবর্ণমেণ্ট এক কমিশন বসাইয়া উভয়ের জন্য উত্তম মধ্যম ব্যবস্থা করিয়া তাহার নিরাকরণ করিলেন।

(৪)

এবার 'সিদ্ধবিদ্যার' পালা। ইনি সাহেব বশীকরণে 'সিদ্ধহস্ত' বলিয়া, এবং তাঁহার নামটি কোনো সিদ্ধবিদ্যার নামানুযায়ী বলিয়া আমি তাঁহার নাম 'সিদ্ধবিদ্যা' রাখিয়াছিলাম। প্রবাদ যে তিনি সাহেব বশীভূত করিবার জন্য না করিতেন এমন কার্য্য নাই। আমাদের

নোয়াখালি অবস্থান কালে আমারও যথেষ্ট সেবা ও খোসামুদি করেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে এক বোতল মদ চুরির অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহেব-সেবার বলে উহা কাটাইয়া সব-রেজিষ্ট্রার পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আকাঙ্খা আমি তাঁহাকে একটি ডেপুটি করিয়া দিই। আমি তাঁহার সেবাতে পরিতুষ্ট হইয়া প্রতিশ্রুত হই, এবং ধীরে ধীরে তাঁহার জন্য সিঁড়ি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি। প্রথমতঃ দিল্লী দরবারের সময়ে তাঁহাকে একখানি সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রস্তাব করি। তাহাতে নোয়াখালির কালেক্টর তাঁহার দণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়া আপত্তি করেন। তখন ইঁহার সঙ্গে তাঁহার ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়াছিল। কিন্তু আমি কমিশনরকে বলিয়া তাহা কাটাইয়া দি, এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের 'সাইক্লোনের' পর আর্ত্তদিগের সাহায্য কার্য্যের জন্য তাঁহাকে 'ডেপুটি' করিয়া দি। তিনি বহুদিন আমার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন। কিন্তু বহুবৎসর পরে তিনি ফেণী গিয়া আমার সমস্ত কার্য্যগুলি প্রায় ধ্বংশ করেন, এবং তাহার পর যখন চট্টগ্রামে তাঁহাকে দেখি তখন তিনি একজন মহাপুরুষ। তাঁহার অপূর্ব্ব বেশ—টাইট পেণ্ট, তাহার নিম্ন ভাগটি পায়ের আট আঙ্গুল উপরে, এবং স্ফীতোদরের উপর পেণ্টের উর্দ্ধাংশের পরিধি কম হওয়াতে দুটা বোতামের মধ্যে এক এক "প্যারাবোলা" (Parabola)! তদুপরি তদুপযোগী এক টাইট কোট। কোটের গলা উল্টান, এবং সার্টের কলারটি 'নেকটাই' বিহীন। মস্তকে এক অপূর্ব্ব টুপি। যাত্রার গানে ধনঞ্জয় বলিয়া একটি লোক সাহেব সাজিত। আমি ইঁহার নাম "ধনঞ্জয় সাহেব" রাখিয়াছিলাম। তাঁহার চরিত্র ও কীর্ত্তি কলাপও উক্ত বেশোপযোগী।

(৫)

নোয়াখালির একজন প্রাচীন ডেঃ কলেক্টর চট্টগ্রামে উকিল ছিলেন,

এবং আমার পিতার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল, যদিও তিনি আমাদের জমিদারি মোকদ্দমায় আমাদের বিপক্ষের উকিল ছিলেন। আমি নোয়াখালি থাকিতে তিনি একদিন প্রাতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সঙ্গে সেরেস্তাদার মহাশয়ও ছিলেন, কারণ তাঁহারা উভয়ে ঢাকা জেলার লোক। খাইতে বসিয়া দেখি একজন ভদ্রমহিলা পরিবেশন করিতেছেন। বৃদ্ধ ডেপুটি মহাশয় আমাদের পাতের সম্মুখে বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন—"ইনি তোমার খুড়ী।" আমি পাত হইতে উঠিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। আহারের পর তিনি আসিয়া আমাকে মাতার মত বুকে লইয়া বসিয়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"বাবা! তুমি কি আমাদের কোন উপায় করিবে না?" আমি প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"আপনি কি বিষয়ে আমার সাহায্য চাহিতেছেন?" তখন ডেপুটী মহাশয় প্রথমতঃ আমার পিতার অনেক গুণ কীর্ত্তন করিয়া, ও তাঁহাদের বন্ধুতার কথা বলিয়া, বলিলেন যে তিনি ইংরাজি জানেন না বলিয়া ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। সে জন্য তের বৎসর যাবৎ দুইশত টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেছেন। তিনি অনেকবার বেতন বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, অনেক সাহেবের খোসামুদি করিয়াছেন, কিন্তু কিছু ফল হয় নাই। আমি বলিলাম তবে আমি আর কি করিতে পারি? তিনি বলিলেন যে তিনি শুনিয়াছেন যে আমার হাতের এমনই যশ যে আমি লিখিয়া দিলে কোনও দরখাস্ত নিষ্ফল হয় না। বাস্তবিকই চট্টগ্রামে এ বিশ্বাস এরূপ দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল যে অনবকাশ বশতঃ নিতান্ত যাহার দরখাস্ত নিজে লিখিয়া দিতে পারিতাম না, সে আমার কলম লইয়া দরখাস্তে ছোঁয়াইয়া লইত। তিনি বলিলেন, আমি যদি একখানি দরখাস্ত লিখিয়া দি, ও একটুক চেষ্টা করি তবে তিনি নিশ্চয় উদ্ধার লাভ

করিবেন। আমি হাসিয়া স্বীকৃত হইলাম এবং তাঁহার মুখে তাঁহার চাকরির সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া গিয়া তখনই একখানি দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইয়া দিলাম। পরদিন এজন্য কলেক্টরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। দেখিলাম কলেক্টর তাঁহার দরখাস্ত উপরে পাঠাইতেই নারাজ। আমি অনেক বলাতে শেষে স্বীকার করিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছুই লিখিলেন না। কমিশনর লাউইস তখন ছুটী হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি দরখাস্ত পাইয়াই শুধু Forward (পাঠাও) লিখিয়াছেন। আমি দেখিলাম শুধু কপি পাঠাইলে কিছুই হইবে না। সেরেস্তাদারের সঙ্গে পরামর্শ করিলাম। সে বলিল যখন কমিশনর এরূপ অর্ডার দিয়া রাখিয়াছে, তখন কেবল Copy Forward বা নকল মাত্র পাঠাইতে হইবে। আমি যদি তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া Draft বা পত্রের মুসাবিদা করিয়া দি, তবে কমিশনর আমার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইবেন। আমি বলিলাম হইলেনই বা। আর যদি মুসাবিদা পাস করিয়া দেন তবে একটি ভদ্রলোকের কত উপকার হইবে। আমি হেড কেরাণিকে ডাকিয়া বলিলাম তুমি একটা মুসাবিদা করিয়া আন। মুসাবিদায় কি লিখিতে হইবে আমি বলিয়া দিলাম। সেও বলিল যে কমিশনরের হুকুমের বিরুদ্ধে সে মুসাবিদা করিতে পারিবে না। তাহা হইলে তাহার চাকরির বিঘ্ন হইতে পারে, এবং সেও আমাকে নিরস্ত হইতে বলিল। তাহারা উভয়ে বলিল কোনও পার্শন্যাল এসিষ্টাণ্ট এরূপ সাহস করে নাই। তাহারা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে হেড কেরানি আবার আসিয়া বলিল—"আপনি এ বিক্রমপুরী সেরেস্তাদারের কথায় এক বেটা বিক্রমপুরীর জন্য এত সাহস করিবেন না। বিক্রমপুরী শালারা আমাদের কে?" চট্টগ্রামে ঢাকা অঞ্চলের লোক মাত্রকে বিক্রমপুরী বলে, এবং ইহাদিগকে ঘোরতর স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্রকারিতার জন্য ঘৃণা করে।

এ ঘৃণা যে সমূলক আমি তখন জানিতাম না। আমি তথাপি সাহস করিয়া এক মুসাবিদা করিয়া এবং তাহাতে 'জরুরি' চিহ্নের লাল কাগজ দিয়া ফাইলটি কমিশনরের কাছে পাঠাইয়া বড় চিন্তিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। অমনি কমিশনর আমাকে ডাকাইলেন। আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল! তিনি তখন সে বিষয় লইয়া আমার সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এবং যখন গবর্ণমেণ্ট বারম্বার উক্ত বাবুর বেতন বৃদ্ধি করিতে অস্বীকার করিয়াছেন তখন ঐরূপ পত্র পাঠান সম্বন্ধে অনভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অবশেষে আমি তাঁহার পক্ষে করুণভাবে আরও দুই চার কথা বলিলে, দুই একটি অত্যুক্তিব্যঞ্জক কথা কাটিয়া মুসাবিদা পাস করিয়া দিলেন। আমি আনন্দে ফাইলটি লইয়া কক্ষে ফিরিয়া সেরেস্তাদার ও হেড কেরাণিকে ডাকিয়া দেখাইলাম। তাহার কিছুদিন পরে পিতৃবন্ধু ডেপুটি বাবুর বেতন বৃদ্ধি হইলে আমার কাছে কত কৃতজ্ঞতাপূর্ণ পত্র লিখিলেম যে যাহা আঠার উনিশজন কালেক্টর কমিশনরের খোসামুদি করিয়া হয় নাই, আমি তাহা করিলাম। মন্দ কি?

(৬)

নোয়াখালিতে সে সময়ে একজন ইংরাজ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় সুরাদেবীর সেবক। সাহেব হইলেও লোকটি তান্ত্রিক ধর্ম্মাবলম্বী—"পিত্বা পিত্বা পুনঃ পিত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।" তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর সঙ্গে কালেক্টর ও তাঁহার পত্নীর ঘোরতর মনোবাদ উপস্থিত হইয়াছে, এবং তিনি অধীনস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া পদে পদে অপমানিত হইতেছেন। আমি নোয়াখালি পঁহুছিলে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। এত নূতন কথা! ইংরাজ বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা করিতে চাহিতেছে! আমি আফিসে যাইবার পথে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার এক বগলে ব্রাণ্ডির

বোতল, অন্য বগলে সোডা, এবং দুই হস্তে দুই গ্লাস। এরূপ প্রহরণে সজ্জিত হইয়া উপরের তলা হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে সুরাদেবীর সহসেবক হইতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার শিষ্টাচারের জন্য ধন্যবাদ দিয়া অস্বীকার করিলাম। পরে তাঁহার পত্নীও উপস্থিত হইলেন। তখন দুজনে গলদশ্রুনয়নে তাঁহাদের *প্রতি সপত্নী ম্যাজিষ্ট্রেটের দুর্ব্যবহারের কথা বলিলেন। আমি ক্ষুদ্র বাঙ্গালী, এ সকল পারিবারিক কলহের কি প্রতিকার করিব ?* তাঁহারা আমার এই ওজর গ্রহণ করিলেন না। আমি নিশ্চয় ইহার প্রতিকার করিতে পারি, ইহা তাঁহাদের বিশ্বাস। কমিশনরকে নিমন্ত্রণ করিয়া সকল কথা বলিতে আমি পরামর্শ দিলাম। আফিসে গিয়া কমিশনরকে আমি রাখিয়া ঢাকিয়া এই অত্যাচারের কথা বলিলাম। কমিশনর তখন মিঃ স্মিথ। তিনি তখনই নিমন্ত্রণ পাইলেন, ও গ্রহণ করিলেন। পরদিন আমাকে বলিলেন যে ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছেন। কিছুদিন পরে আবার ইহাদের পারিবারিক লড়াই আরম্ভ হইল, এবং উভয় পক্ষ হইতে ডেমি-অফিসিয়াল নালিশ কমিশনরের কাছে আসিতে লাগিল। স্মিথ সাহেব বলিলেন তিনি উহার কিছুই করিবেন না। তিনি আবার নোয়াখালি গিয়া থামাইবেন। তাঁহার একটিন অতীত হইলে লাউইস সাহেব ফিরিলেন। তিনি কালেক্টরদের হাতধরা। গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট কেবলমাত্র স্থানান্তরিত হইলেন। পুলিস সাহেব স্থানান্তরিত ও তিরস্কৃত হইলেন। রাজ্য সিবিলিয়ানদের। পুলিশ সাহেব তথাপি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আমাকে দীর্ঘ পত্র লিখিলেন।

———o———

চট্টগ্রামের নওয়াবাদ।

চট্টগ্রামের 'নওয়াবাদ' ত নহে বিধাতার বাদ। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইংরাজ রাজ্য চট্টগ্রামে স্থাপিত হয়। অতএব চট্টগ্রাম এক প্রকার ইংরাজের ভারতে সর্ব্ব প্রথম ও প্রাচীন অধিকার। তাহার শাসনের জন্য আরম্ভে এক 'কাউন্সিল' (সভা) নিয়োজিত হয়। কলিকাতার উপনগরস্থ ভূকৈলাসের রাজাদের পূর্ব্বপুরুষ গোকুলচন্দ্র ঘোষাল উক্ত কাউনসিলের দেওয়ান হইয়া চট্টগ্রামে পদার্পণ করেন। যে সকল পতিত জমি জরিপের দ্বারা কোনও জমিদারীভুক্ত পাওয়া যায় নাই, তাহার একটা আনুমানিক পরিমাণ লিখিত হইয়া কাউনসিল হইতে তিনি 'নওয়াবাদ' বা নূতন আবাদ নামে এক বন্দোবস্তি প্রাপ্ত হন। ক্রমে যখন এই সকল পতিত জমী আবাদ হইয়া জেলাব্যাপী ঘোষাল মহাশয়ের একটা বিস্তৃত জমীদারী হইয়া পড়িল, তখন চট্টগ্রামের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের চোখ খুলিল। তাঁহারা বলিলেন ঘোষালের বন্দোবস্তিতে যে পরিমাণ জমী লেখা আছে তিনি তাহা মাত্র পাইতে পারেন। ঘোষাল বলিলেন যখন সমস্ত চট্টগ্রাম জেলার পতিত ভূমি তাঁহাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে, তখন আনুমানিক পরিমাণ যাহাই হউক তিনি সমস্ত পতিত জমির অধিকারী। সদর দেওয়ানী আদালত পর্য্যন্ত মোকদ্দমা হইয়া ঘোষাল পরাজিত হইলেন। তখন তাঁহার বন্দোবস্তির পরিমাণ জমী তাঁহাকে বুঝাইবার ছলনায় সমস্ত চট্টগ্রামের দ্বিতীয় জরিপ আরম্ভ হইল। যদিও প্রথম জরিপের পর ইতিমধ্যে জমিদারির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি তদানীন্তন কলেক্টর মিঃ হার্ভি জমিদারীর প্রত্যেক দাগ (Plot) জরিপ করিয়া, তাহাতে এক ইঞ্চি জমিও বেশি পাইলে তাহা কাটিয়া লইয়া একটা নওয়াবাদ তালুক সৃষ্টি করিলেন। এই

জরিপও এত অন্যায়রূপে করিতেছিলেন, যে দক্ষিণ দিকের জমিদারগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে এরেণ্ডার দ্বারা খুব একপ্রস্থ প্রহার করিয়া হার্ভির দেহটা জরিপ করিয়া লইল। কি বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে! সিংহের স্থান কি মূষিকেরা অধিকার করিয়াছে! তিনি পলায়ন করিয়া তাঁহার নৌকাতে আসিয়া গুলি করিয়া কয়েক জনকে হত্যা করিলেন। এরূপে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষীয়দের চৈতন্য হইল। এতদিন তাঁহারা প্রজার আবেদন কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু উহা যখন 'এরেণ্ডার' দ্বারা দুরন্ত হার্ভির পৃষ্ঠে লিখিত হইল তখন আর অগ্রাহ্য করিবার যো নাই। এখনকার দিনে এরূপ একটা ঘটনা হইলে গবর্ণমেণ্ট গুর্খা পাঠাইয়া, এরেণ্ডাধারীদের ফাঁসীকাষ্ঠে বা মেণ্ডেলে পাঠাইয়া, ভীষণ হইতে ভীষণতর এস্তেহার জারী করিয়া, আবাল বৃদ্ধ জেলে দিয়া, চট্টগ্রামের মাটি পর্য্যন্ত উল্টাইতেন। তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট একা সার হেনরী রিকেট্‌স্ (Sir Henry Ricketts) মহোদয়কে বোর্ডের ক্ষমতা দিয়া এ বিদ্রোহ নিবারণ করিতে পাঠাইলেন। ইংরাজ রাজ্যের রাজস্ব বিভাগে সার হেন্‌রী রিকেটসের মত এমন বিচক্ষণ লোক বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কখনও আসেন নাই। তিনি জমিদারদিগকে কতক কতক জমি 'তোকির' (অতিরিক্ত) নামে ফেরত দিয়া একটা মিট্‌মাট্ করিয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এই বন্দোবস্তি শেষ করিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ জমিদারেরা চাঁদা করিয়া কলেক্টারি কাছারীর সম্মুখের দীর্ঘিকায় তাঁহার নামে একটা পাকা ঘাট প্রস্তুত করিলেন। তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। হায়! ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ চিরকাল যদি এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শনের দিকে চক্ষু রাখিয়া কায করিতেন! ঘোষালের বন্দোবস্তির পরিমাণ জমি, 'তরফ জয়নারায়ণ ঘোষাল,' নামে তাঁহার উত্তরাধীকারী-দিগকে বুঝাইয়া দিয়াও ত্রিশ হাজার নওয়াবাদ তালুক সৃষ্ট হইল। বত্রিশ

জন ডেপুটী কলেক্টর একটা আমলার সৈন্য লইয়া দশ বৎসরে এই জরিপের কার্য্য শেষ করেন। এ সকল তালুক এত ক্ষুদ্র যে এক পয়সা পর্য্যন্ত রাজস্ব হইয়াছিল। এ জমাতে তালুকি স্বত্বে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবার জন্য বন্দোবস্তি দিয়া রিকেট্‌স্ উক্ত বন্দোবস্তি চিরস্থায়ী করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের অধোগতি আরম্ভ হইয়াছিল। যে যে তালুকে বেশী পতিত জমি ছিল তাহার জন্য পঞ্চাশ বৎসর এবং অবশিষ্ট তালুকের জন্য ত্রিশ বৎসর মেয়াদ গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দিলেন। এই আদেশও প্রজা দিগকে অবগত করান হইল না, এবং সার হেনরী রিকেট্‌স্ কৃত কায়েমি বন্দোবস্তি রহিত করিয়া আর নূতন বন্দোবস্তিও লওয়া হইল না। কিছুকাল অনেক লেখালেখির পর যে তালুক যে জমিদারী হইতে কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল, উপস্থিত জমায় সে জমিদারী ভুক্ত করিবার জন্য একবৎসর মধ্যে জমিদারগণ প্রার্থনা করিলে উহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলেন। কিন্তু চট্টগ্রামের দুর্ভাগ্য বশতঃ কালেক্টারির পর্টুগীস্ বংশ সম্ভূত হেডক্লার্ক উহা ভুল ক্রমে তাঁহার ডেস্কে বন্ধ করিয়া রাখেন। বৎসর শেষ হইবার অল্প দিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট উক্ত ঘোষণার ফল জিজ্ঞাসা করিলে এই ভুল ধরা পড়িল এবং উক্ত আদেশ প্রচারিত হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক জমিদার ইহার ফল লাভ করিতে পারিয়াছিল। পরবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট উক্ত আদেশ রহিত করিলেন! এরূপে চট্টগ্রামের লোকের কপাল পুড়িল? চট্টগ্রামে আজ পর্য্যন্ত হার্ভি সাহেবের নাম অভিশপ্ত।

এ সময়ে ত্রিশ বৎসরের তালুক সকলের মেয়াদ শেষ হইয়া আসিতেছিল। হার্ভি সাহেব যখন জমিদারদের গলা কাটিয়া জমি বাহির করিতে আরম্ভ করেন, তখন জমিদারগণ ভাল জমিগুলি জমিদারী ভুক্ত রাখিয়া

নিকৃষ্ট জমিগুলি নওয়াবাদ বলিয়া জরিপ করাইয়া দিয়াছিলেন। এজন্য চট্টগ্রামের গড়, রাস্তা, শ্মশান, কবর স্থান, দিঘি, পুষ্করিণী সকলই নওয়াবাদ। রিকেট্‌স্ মহোদয় তাঁহার মুদ্রিত রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন যে এ সকল ভূমির কানি প্রতি গড়ে চৌদ্দ আনার বেশী জমা কোনো *মতে হইতে পারে না এবং যে জমা ধার্য্য করা হইয়াছে তাহাও অতিরিক্ত। কিন্তু পূর্ব্বে রোডসেসের বিভ্রাটের ইতিহাসে লিখিয়াছি যে মিঃ মেঙ্গল্‌স্* (*R. D. Mangles*) *শীকার করিতে গিয়া এক চরের জমীর দশ টাকা* কানি খাজনা শুনিয়াছিলেন, এবং এই মহা ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে নওয়াবাদ জমি আবার জরিপ হইলে ছয়লক্ষ টাকা জমা বৃদ্ধি হইবে! ইনি চট্টগ্রামের দ্বিতীয় হার্ভি ও সর্ব্বনাশের কারণ। গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে তৃতীয়বার নওয়াবাদের জরিপ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আমি পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট হইয়া প্রথম বৎসরের বার্ষিক রাজস্ব বিজ্ঞাপনী (Land Revenue Administration Report) মুসাবিদা করিবার সময়ে দেখাইলাম যে সার হেনরী রিকেট্‌সের বন্দোবস্তি মতে নওয়াবাদের মোট রাজস্ব এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। তাহার এক তৃতীয়াংশের মাত্র অর্থাৎ চল্লিশ হাজার টাকা রাজস্বের মেয়াদ শেষ হইতেছে। অতএব উপস্থিত জমা পনর গুণ না বাড়াইলে চল্লিশ হাজার টাকার রাজস্ব ছয় লক্ষ হইবে না। অর্থাৎ কানি প্রতি চৌদ্দ আনা জমা, যাহা সার হেনরির মত রাজস্ব সচিব অতিরিক্ত বলিয়াছেন, তাহা কানি প্রতি পনর টাকা করিতে হইবে। এ রিপোর্ট পাইয়া কমিশনারের চোখ কপালে উঠিল। তিনি আমাকে ডাকিয়া আমি এ সকল অঙ্ক কোথায় পাইলাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার আফিসে সার হেনরী রিকেটসের যে মুদ্রিত রিপোর্ট এবং যে Statis-

tical Account আছে আমি তাহা হইতে পাইয়াছি বলিলে, এবং উহা দেখাইয়া দিলে, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।

তিনি। তবে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মিঃ মেঙ্গলেস্ এরূপ রিপোর্ট করিলেন কি প্রকারে ?

উ। আমি বলিতে পারি না।

তিনি। আমি তাঁহারই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া গবর্ণমেণ্টে বরাবর লিখিয়াছি। তিনি এতকাল এখানে কমিশনর ছিলেন। তিনি এরূপ ভুল করিয়াছেন আমি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব।

কমিশনর মহা অকষ্টবন্ধে পড়িলেন। তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত বার্ষিক বিজ্ঞাপনী লইয়া ভাবিতে লাগিলেন। রোজ আমাকে ডাকিয়া এ সম্বন্ধে আলাপ করিতেন। শেষে আমার মুসাবিদার এ অংশ কাটিয়া পার্শ্বে লিখিয়া দিলেন—"জরিপের কার্য্যের দ্বারা যতদূর বুঝা যাইতেছে রাজস্ব বৃদ্ধির যে এষ্টিমেট দেওয়া হইয়াছে তাহা অত্যন্ত অতিরিক্ত (Over-sanguine) হইয়াছে।"

এরূপে জরিপের আরম্ভেই তাহার মূলে আঘাত করিয়া আমি ক্রমে ক্রমে আরো হাত দেখাইতে লাগিলাম। তাহার পর বৎসরের চট্টগ্রাম জেলার রাজস্বের বিজ্ঞাপনীতে দেখিলাম 'কালকূট' চতুরতা করিয়া জরিপের ফল কিছুই দেখায় নাই। আমি তাহাতেই বুঝিলাম যে জরিপের ফল উক্ত মতের বড় অনুকূল হয় নাই। আমি কমিশনরকে বলিলাম যে জরিপ এক বৎসরের অধিক হইয়াছে। অতএব এ বৎসরের বার্ষিক রাজস্ব বিজ্ঞাপনীতে তাহার ফল না দেখাইলে বোর্ড ও গবর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হইবেন। তিনি বলিলেন—"কালকূটের কাছে D. O. লিখিয়া প্রয়োজনীয় বিষয়ের রিপোর্ট আনাইয়া লও।" আমি একটা Statement প্রস্তুত করিয়া তাহার কাছে উহা পূরণ করিয়া পাঠাইতে লিখিলাম।

সে বুঝিল গতিক ভাল নহে, আমি তাহাঁকে অপ্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছি। কারণ সে যে মিঃ মেঙ্গলসের মতাবলম্বী তাহা রোডসেস অধ্যায়ে দেখাইয়াছি, এবং সেও বরাবর এ মত সমর্থন করিয়া কমিশনরের চক্ষে ধূলা দিয়াছে। কিন্তু সে ধরা দিবার পাত্র নহে। সে উত্তর লিখিল যে জরিপের সেরূপ একটা নক্সা পূরণ করিবার বৃত্তান্ত তাহার আফিসে নাই। তখন আমার অভিপ্রায় মতে কমিশনর উহা সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ ভিজি সাহেবের কাছে পাঠাইতে আদেশ দিলেন। ভিজি কিছু নিরপেক্ষ রকমের লোক ছিলেন। তিনি তাহা পূরণ করিয়া পাঠাইলেন, ও তাঁহার রিপোর্টে লিখিলেন এ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ তালুক জরিপ হইয়াছে তাহাতে কিছুই রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কমিশনর তটস্থ। এবারও জবস্থব ভাবে বার্ষিক বিজ্ঞাপনীতে আমার মুসাবিদার পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। আমি তখন দেখাইতে লাগিলাম যে রিকেটস্ পরিষ্কার বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার বন্দোবস্তির মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে আবার জরিপ না করাইয়া কেবল পঞ্চাশ বৎসরের তালুক গুলির পতিত জমি মাত্র জরীপ করাইয়া তাহা যে পরিমাণে আবাদ হইবে তাহার উপর তাঁহার রিপোর্টের লিখিত প্রচলিত নিরিখ মতে মাত্র রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে হইবে। ত্রিশ বৎসর মেয়াদি তালুকে পতিত জমি অতি সামান্য ছিল। তিনি বজ্র নিনাদে আরো ঘোষিত করিয়া গিয়াছিলেন যে চট্টগ্রাম জরিপে জরিপে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, অতএব আর যেন উহাকে জরিপ রাক্ষসীর গ্রাসে নিপতিত করা না হয়। আমি কমিশনরকে বুঝাইতে লাগিলাম, যে সমস্ত নওয়াবাদ তালুক জরিপ না করাইয়া কেবল একটি সামান্য জরিপের এষ্টাব্লিসমেণ্ট (আফিস) নিয়োজিত করিয়া যে সকল তালুকে পতিত জমী বেশী আছে তাহার জরিপ করাইলে গবর্ণমেণ্টের খরচও

অনেক কম পড়িবে, এবং রাজস্বও যাহা ন্যায্যরূপে বৃদ্ধি হওয়া উচিত তাহা হইবে। অন্যদিকে প্রজারাও উৎপীড়িত হইবে না। কমিশনর ধীরে ধীরে আমার মতে আসিতেছিলেন। ইতিমধ্যে দুটি অন্তরায় উপস্থিত হইয়া চট্টগ্রামের সর্ব্বনাশ ঘটাইল।

সত্য মিথ্যা জানি না, চট্টগ্রামের অনেকের মনে সন্দেহ ছিল, যে কোন 'চা বাগানে' কমিশনর সাহেবের অংশ ছিল। জরিপে তাহার নিকটবর্ত্তী নওয়াবাদ তালুকের অংশ সে চা বাগানে পাওয়া গেল। বাগানের ম্যানেজার কমিশনরের কাছে নালিশ করিল। সাহেব চটিয়া লাল। আমাকে আদেশ করিলেন যে সে অঞ্চলের জরিপের ডেপুটী কলেক্টরকে এখনি একজন পেয়াদার দ্বারা আদেশ প্রেরণ কর যে আদেশ পাওয়া মাত্র সে যেন চলিয়া আইসে। তিনি আমার একজন বন্ধু। তিনি আসিলেন, এবং আমার আফিস কক্ষে বসিয়া তাঁহার তলবের কারণ শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার অপরাধ কিছুই নাই। চা-কর প্রভুরা আশে পাশে যাহার জমি যত পারিয়াছেন ততই গ্রাস করিয়া তাঁহাদের বাগানভুক্ত করিয়াছেন। কাযেই বাগানে তালুকের জমির দাগ (Plot) পড়িতেছে। গরীব ডেঃ কলেক্টর তাহা কিরূপে বারণ করিবে? কিন্তু কমিশনরকে বাগানের ম্যানেজার বুঝাইয়া দিয়াছেন যে তালুকদারেরা নিতান্ত দুষ্ট লোক। তাহারা ডেঃ কলেক্টরকে ঘুষ দিয়া—ইংরাজ ঘুষি ভিন্ন ত আর ঘুষ দিতে পারে না—তালুকের জমি অবৈধরূপে চা-বাগানে লইয়া ফেলিয়াছে। কমিশনর ডেপুটীকে দেখিয়াই এরূপ ক্রোধে অস্থির হইলেন, ডেপুটী মহাশয় যে উত্তম মধ্যম কেবল কথায় প্রাপ্ত হইয়া গলদশ্রুনয়নে আমার কক্ষে ফিরিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের ভাগ্য। বোধ হয় ডেপুটী মহাশয়ের পরিধেয় বসনে অকর্ম্ম

করিবার আর বড় বেশী বাকী ছিল না। বেচারী এত ভীরু যে একটা কথাও বলিতে পারে নাই। অথচ তিনি এখন "দুর্ভিক্ষ" (Famine) রায় বাহাদুর। তিনি আমার কক্ষে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং কোনও মতে এ বিপদ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আমাকে ব্যগ্রতা করিতে লাগিলেন। কমিশনর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"লোকটি একেবারে অকর্ম্মণ্য (worthless)। তাহার উপর dishonest (ঘুষখোর)"। আমি উভয় প্রস্তাব সম্বন্ধে একটুক নম্রভাবে প্রতিবাদ করিলাম এবং বলিলাম তিনি একজন ভাল কর্ম্মচারী, তবে তাঁহার ভুল হইতে পারে। সাহেব মাথা নাড়িলেন। তাঁহার আনীত একজন মুসলমান সব-ডেপুটীর নাম করিয়া বলিলেন যে তাহাকে এ অঞ্চলের জরিপের ভার দিয়া আদেশ প্রেরণ কর। আমি আসিয়া ডেপুটী ভায়াকে আনন্দের সহিত সে খবর দিলে তিনি বহু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন। উক্ত মুসলমান সব-ডেপুটী সে সকল তালুক আবার জরিপ করিল, এবং বলা বাহুল্য যে তাহার জরীপে বরং চা বাগানের জমি তালুকের অন্তর্গত পাওয়া গেল! সোভানাল্লা! তাহাতেও কমিশনরের ক্রোধ থামিল না। এ ঘটনা হইতে তিনি নওয়াবাদ তালুকদারদের উপর খড়্গহস্ত হইলেন। তাহার উপর আবার এই চা বাগানের এক মোকদ্দমায় তাঁহার সেই ক্রোধ দাবানলে পরিণত হইল। সে কথা পরে বলিতেছি।

চা বাগানের মোকদ্দমা।

"নীলকর-বিষধর বিষ-পোরা মুখ
অনল শিখায় ফেলে দিল যত সুখ।"

নীল-দর্পণ।

এই চা-বাগানের নিকট দিয়া একটী ক্ষুদ্র গিরি নির্ঝরিনী প্রবাহিতা। চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাহাকে 'ছড়া' বলে। বৃষ্টির অভাব হইলে, ক্ষেতে জল লইবার জন্য কৃষকেরা তাহাতে বাঁধ বাধিয়া থাকে। বাঁধের দ্বারা স্রোত অবরুদ্ধ হইলে উভয় তীরস্থ জমি প্লাবিত হইয়া শস্যের জীবন রক্ষা করে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দেও প্রজারা সেরূপ বাঁধ বাঁধিয়াছিল। চা-বাগানের সাহেবেরা দেখিলেন যে এ উপলক্ষে তাঁহাদের কিছু টেক্স আদায় করিবার সুযোগ হইয়াছে। তাঁহারা দলে বলে বাঁধের কাছে গিয়া বলিলেন যে বাঁধের দ্বারা তাঁহাদের চা বাগিচার ক্ষতি হইতেছে। যদি প্রজারা কিছু দক্ষিণা না দেয় তবে তাঁহারা বাঁধ কাটিয়া দিবেন। তখন সে পুরাতন ব্যাঘ্র ও মেষের গল্প অভিনীত হইল। প্রজারা বলিল চা-বাগিচা পাহাড়ের গায়ে। অতএব 'ছড়াতে' বাঁধ দেওয়াতে তাহার কি প্রকারে ক্ষতি হইতে পারে। জল ত আর পাহাড় বাহিয়া উঠিতে পারে না। তখন সাহেবেরা এ দুর্ব্বলের তর্কে ক্রোধান্বিত হইয়া বাঁধ কাটিবার জন্য কুলিদিগকে আদেশ করিলেন। কুলিরা কোদালি লইয়া বাঁধ কাটিতে গেলে প্রজারা বাঁধের উপর শুইয়া পড়িল, এবং বলিল—"সাহেব বাঁধ না কাটিয়া আমাদের গলা কাট। এ অনাবৃষ্টির দিনে বাঁধ কাটিয়া দিলে আমরা গরীবেরা ছেলে পুলে সহ না খাইয়া মরিব।" সাহেবেরা যখন দেখিলেন যে তাহারা কিছুতেই বাঁধ হইতে উঠিল না, তখন তাহাদের উপর গুলি করিলেন। এগার জন প্রজা

আহত হইয়া সে বাঁধের উপরই পড়িয়া রহিল। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং গিয়া তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন এবং ডাক্তার সাহেব তাহাদের প্রত্যেকের শরীর হইতে ত্রিশ চল্লিশটি করিয়া ছড়া বাহির করিলেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজে ইংরাজ হইয়াও এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না। দুই জন ইংরাজকে চালান দিলেন। তাহাতে সাহেব মহলে একটা হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। সন্দেহ স্বয়ং কমিশনর চা-বাগিচার অংশীদার। দুইজন ইংরাজকে এরূপে চালান দেওয়ার জন্য তিনি পুলিশ সাহেবের খুটিনাটি ধরিয়া লম্বা চৌড়া কৈফিয়ত তলব করিলেন। মোকদ্দমার বিচার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট করিলেন। তিনি ১৪৭ ধারার মতে চা-কর যুগলের কয়েকটি টাকা মাত্র জরিমানা করিলেন। কমিশনর তাহাদিগকে কোর্ট হইতে আপনার গাড়ীতে তুলিয়া সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিলেন *লোকে বুঝিল যে ইহার অর্থ—কালাবাঙ্গালী দেখ, শ্বেত পুরুষের এরূপ অত্যাচার করিলেও ইহার বেশি দণ্ড হইতে পারে না!* সুবিচারের এখানে শেষ হইলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এরূপ একটি ব্যাপার এখানে শেষ হইতে দিবে এমন পাত্রই কালকূট নহে। সে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নথি তলব দিয়া আনিয়া এক লম্বা 'প্রেসিডিং' লিখিয়া সাব্যস্ত করিল যে প্রজারা মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছিল, অতএব সেই গুলিক্ষত প্রজাদিগকে ১৯৩ ধারার অপরাধে বিচারের জন্য অন্য এক জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে সমর্পন করিল। তিনি সুবিচার করিয়া ইহাদিগকে কঠিন পরিশ্রম সহ ছয় ছয় মাস কয়েদ করিলেন। ক্ষত বিক্ষত শরীরে হতভাগারা জেলে গেল। আপিলে জজ এ কঠোর আদেশ বাহাল রাখিলেন। তাহারা এমন দরিদ্র যে একটি সামান্য মোক্তারও দিতে পারে নাই। আমি নিজে কত উকিল মোক্তারকে অনুরোধ

করিয়াছিলাম। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনরের ভয়ে কেহ তাহাদের পক্ষ গ্রহণ করিল না।

এরূপ অত্যাচার মানুষের প্রাণে সহিতে পারে না। আমি মোকদ্দমার কাগজপত্র খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার সুহৃদবর মনোমোহন ঘোষের কাছে পাঠাইয়া দিলাম, এবং দৈনিক সংবাদ পত্রে—ষ্টেটস্‌ম্যান, হিন্দু পেট্রিয়ট, অমৃতবাজার ও ইণ্ডিয়ান মিরারে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিলাম। মনোমোহন হাইকোর্টে হতভাগ্য প্রজাদের পক্ষে 'মোশন' উপস্থিত করিলেন, কিন্তু উপস্থিত করিবার সময়ই সিবিলিয়ান জজ তাঁহাকে বলিলেন যে তিনি যাহা বলিয়াছেন উহা (misrepresentation) অসত্য কথা মাত্র। তাঁহার এরূপ অপমানে সমস্ত ব্যারিষ্টারগণ স্তম্ভিত। তিনি আমার কাছে টেলিগ্রাফ করিলেন যে মিঃ উড্রফকে ব্যারিষ্টার না দিলে এ মোকদ্দমার কিছুই হইবে না। তাঁহার এ দারুণ অপমানের কথা শুনিয়া চট্টগ্রামে দুই এক দিনের মধ্যে আমি ছয় শত টাকা চাঁদা তুলিয়া কলিকাতা যাইবার স্থির করিলাম। কিন্তু ছুটি পাই কিরূপে? এক দিন জানুয়ারি মাসে আফিসে বসিয়া আছি, এমন সময় কলিকাতা হইতে কোন এক রমণী বন্ধুর পত্র পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে আমার বহু বৎসর পূর্ব্বে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের (মহারাণীর বড় পুত্রের) কলিকাতা দর্শন উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"আপনাকে এ উপলক্ষে দেখিব বলিয়াই কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। বহু লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু আপনাকে দেখিলাম না।" তিনি আমাকে কদাচিৎ পত্র লিখিতেন। তাঁহার এ স্নেহভরা পত্র পাইয়া প্রাণে কিরূপ আর এক আবেগ উপস্থিত হইল। হৃদয়ের এরূপ আবেগ আমার বহু সুখ দুঃখের কারণ। আমি কমিশনরকে গিয়া বলিলাম যে স্কেরেস্তা-

দারকে আমার স্থানে একটিং রাখিয়া কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি সাপেক্ষ দুই মাসের ছুটির জন্য আমি গবর্ণমেণ্টকে টেলিগ্রাফ করিতে চাহি। কমিশনর প্রথমতঃ অসম্মত হইলেন। তিনি সেরেস্তাদারের উপর বড়ই নারাজ ছিলেন। তবে আমার বড় আগ্রহ ও জিদ দেখিয়া আমার প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন। টেলিগ্রাফে সে দিনই ছুটি মঞ্জুর হইয়া আসিল। আফিস হইতে গিয়া পরিবারস্থ সকলকে এ কথা বলিলে সকলেই বিস্মিত হইল! চট্টগ্রামের জ্বরে কুইনাইনে শরীর বড় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের বলিলাম যে একবার কলিকাতা গিয়া জল বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া আসিব। পর দিনের ষ্টিমারেই কলিকাতা চলিয়া গেলাম।

মনোমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তাঁহার বিশাল নয়ন আরও বিস্তৃত করিয়া আমাকে সেই সিবিলিয়ান জজ কৃত অপমানের বিষয় বিবৃত করিয়া বলিলেন, এবং বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন যেন মিঃ উড্রফকে ব্যারিষ্টার দিয়া তাঁহাকে এ অপমান হইতে উদ্ধার করি। কিন্তু আমি এত টাকা কোথায় পাইব? তথাপি মিঃ উড্রফকে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা হইল। সংবাদ পত্রের আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্টও চা-করদিগের উপযুক্ত দণ্ড হয় নাই বলিয়া দণ্ড বৃদ্ধির জন্য হাইকোর্টে মোশন উপস্থিত করিলেন। তখনও সৌভাগ্য ক্রমে সার রিচার্ড টেম্পল (Sir Richard Temple) বঙ্গেশ্বর ছিলেন। ইনিই বাঙ্গালার প্রকৃত শেষ লেঃ গবর্ণর বলিলেও চলে। উভয় মোকদ্দমার এক সঙ্গে হাইকোর্টে বিচার আরম্ভ হইল। প্রথম দিন কোর্ট লোকারণ্য। তিন জন জজ বিচারে বসিলেন,—চিফ জাস্টিস, সেই সিবিলিয়ান জজ, এবং আর এক জন ব্যারিষ্টার জজ। মিঃ উড্রফ তর্ক আরম্ভ করিয়াই দাঁত কাটিয়া কাটিয়া মনোমোহনের প্রতি যে দোষারোপ

করা হইয়াছিল সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া উক্ত জজের প্রতি তীক্ষ্ণ শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তখনই চিফ জষ্টিস তাঁহার সহযোগীদের সঙ্গে একটু কাণাকাণি করিয়া গলা বাড়াইলেন, এবং বলিলেন যে মোকদ্দমার পূর্ব্ব বিচারের দিন কোন জজের দ্বারা যে কোনও কথা বলা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে সে কথা অমূলক। মনোমোহন অমনি আবার ফিরিয়া বলিলেন—"দেখিলে বেটা কেমন জব্দ হইল? আমি এ জন্য মিঃ উড্রফকে নিযুক্ত করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।" সমবেত ব্যারিষ্টার মধ্যে একটা চাপা টিটকারি উঠিল, এবং সিবিলিয়ান জজের মুখ চুণ হইয়া গেল। মিঃ উড্রফ তখন জজ দিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে জজেরা তাঁহাকে বড় একটি অপ্রীতিকর কার্য্য হইতে উদ্ধার করিলেন। অন্যথা এ মোকদ্দমার এমনি শোচনীয় অবস্থা যে তাঁহাকে বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতিকূলে অনেক গুরুতর কথা বলিয়া উক্ত জজের কথার প্রতিবাদ করিতে হইত। তারপর তিনি এরূপ বিচক্ষণতার সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন, এবং এরূপ নূতন নূতন কথা উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, এ মোকদ্দমার আদ্যোপান্ত আমার যে কণ্ঠস্থ ছিল, আমিও এক এক সময় বিস্মিত হইলাম। একটা দৃষ্টান্ত দিব তিনি বলিলেন "কালকূট এতদূর বৈধজ্ঞানহীন যে এ মোকদ্দমার নথি হাইকোর্টে পাঠাইবার সময় নথির রূপান্তর ঘটাইতেও সঙ্কোচ বোধ করে নাই।" শুনিবা মাত্র সিবিলিয়ান জজ আবার জ্বলিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন যে মিঃ উড্রফ একজন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতিকূলে গুরুতর অভিযোগ করিতেছেন। উড্রফ ঠোঁট কাটিয়া ও তাঁহার দিকে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে তিনি না বুঝিয়া এরূপ অভিযোগ করিবার পাত্র নহেন, একথা উক্ত জজের জানা উচিত ছিল। সমস্ত কোর্ট যেন

কাঁপিয়া উঠিল। তখন মিঃ উড্রফ চিফ জষ্টিসের দিকে চাহিয়া, এবং নথির পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখাইতে লাগিলেন যে মধ্যে মধ্যে প্রায় পৃষ্ঠায় অঙ্কের অমিল। এক স্থানে এক স্থানে কয়েকটি পৃষ্ঠায় মোটেই অঙ্ক ছিল না। এইটি কালকুটের সেই ১৯৩ ধারার প্রসিডিং। হাইকোর্টে নথি পাঠাইবার সময়ে সে উহার একাংশ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল এবং তাহার নম্বর দিতে ভুলিয়াছিল। মিঃ উড্রফ রহস্যজনক মুখের ভঙ্গী করিয়া নথির পৃষ্ঠাঙ্কের পর পৃষ্ঠাঙ্কের ভুল দেখাইতে লাগিলেন এবং হাইকোর্টে হাসির তরঙ্গ ছুটিল। সর্ব্বশেষে মিঃ উড্রফ নথি রাখিয়া দিয়া এবং উক্ত জজের দিকে মুখ ভঙ্গি করিয়া, গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"My Lord, are you satisfied now ? আপনি এখন সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়াছেন কি ?" তাঁহার মুখ আবার চুণ হইল। তিনি উড্রফের কাছে ক্ষমা চাহিয়া অধোবদনে রহিলেন।

এইরূপে তিন দিন এগারটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত মিঃ উড্রফ তাঁহার বিপুল ব্যবসা ফেলিয়া এ মোকদ্দমায় তর্ক করিলেন। তিন দিনই কোর্টে উকিল ব্যারিষ্টারে ও দর্শকের বিষম ভিড় হইত। শেষ দিন কোর্টের পর আমাকে বলিলেন যে, আমি তাঁহাকে দুদিনের ফিসও পুরা দিতে পারি নাই। এক দিন তিনি বিনা ফিসে খাটিয়াছেন, এবং এ তিন দিন অন্য মোকদ্দমা সব ছাড়িয়া দেওয়াতে তাঁহার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। আমি তখন সজল নয়নে তাঁহাকে বলিলাম যে, এ হত-ভাগারা এত দরিদ্র যে দিনান্তে তাহাদের আহার মিলে না। আমি আট শত টাকা অতি কষ্টে চট্টগ্রাম হইতে চাঁদা তুলিয়া আনিয়াছিলাম। তিনি যখন এতদুর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তখন আর একটি দিনের জন্য তাহাদের প্রতি দয়া না করিলে উপায়ান্তর নাই। তিনি বলিলেন—"কলিকাতায় কিছু চাঁদা তুলিতে পার কি না চেষ্টা কর।" এ মোকদ্দমায়

কলিকাতায়ও খুব আন্দোলন উঠিয়াছে। আমি হাইকোর্ট হইতেই সেই ব্রতে বহির্গত হইলাম। কলিকাতায়ও সত্য সত্যই এ মোকদ্দমা লইয়া একটা হুলুস্থুলু পড়িয়াছিল। 'ইণ্ডিয়ান লিগের' (Indian League) পক্ষ হইতে বাবু শিশিরকুমার ঘোষ এক শত টাকা দিলেন, এবং বাবু কৃষ্ণদাস পালের পত্রে বাবু জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বাবু দিগম্বর মিত্র—ইঁহারা কেহই তখন রাজা মহারাজা হন নাই—প্রভৃতিও আমার বিশেষ সাহায্য করিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে, বিশেষতঃ বাবু দিগম্বর মিত্রের সঙ্গে, আমার বিশেষ আলাপ ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি এতদুপলক্ষে আমাকে যে উপদেশ দিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে তৎক্ষণাৎ ফলিয়াছিল। তিনি বলিলেন—"আমি তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, তুমি যে সাহেব-বিরোধী এরূপ একটি ভারতব্যাপী আন্দোলনের মোকদ্দমায় এমন করিয়া চাঁদা তুলিয়া বেড়াইতেছ, এবং এ হতভাগাদের উদ্ধারের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ, তাহা তোমার উপরিস্থ কর্ম্মচারীরা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলে তোমার সর্ব্বনাশ। তুমি ছেলে মানুষ, এখনও ইংরাজজাতিকে চিন নাই। তোমার হৃদয় যে এরূপ দেশহিতৈষী ও পরদুঃখে কাতর হইবে তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। তাই তোমাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটিতে না গিয়া ওকালতিতে যাইতে আমি এত জিদ করিয়াছিলাম।" এ কথাগুলি দেববাণীর মত কেবল তৎক্ষণাৎ নহে, আমার সমস্ত দাসত্ব জীবনে ফলিয়াছে, সে সকল কথা যথাস্থানে বলিব।

সেই এক সন্ধ্যায় কলিকাতায় আরও আট শত টাকা চাঁদা তুলিয়া পর দিবস গিয়া উড্রফকে দিলাম। তিনি এ টাকার কাহিনী শুনিয়া বলিলেন,—"তুমি অদ্ভুত ছেলে! তুমি 'বারে' না আসিয়া চাকরিতে গিয়াছিলে কেন?" আমি বলিলাম—অদৃষ্ট। তিনি আরও দুই দিন

মোকদ্দমায় তর্ক করিলেন। এ ঘোরতর অত্যাচার তাঁহারও প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারে এ গরীবেরা অব্যাহতি পাইল, এবং সাহেব যুগলের দুই মাস করিয়া কয়েদ হইল। তাঁহাদের পক্ষেও ভাল ভাল ব্যারিষ্টার দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম এখন আমার মনে নাই। সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া একটি আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। চা বাগান হইতে সাহেব যুগল জেলে প্রবেশ করিলেন। শুনিয়াছি কমিশনরের কৃপায় তাঁহাদের জেলে বড় বিশেষ কষ্ট হয় নাই, এবং যে দিন খালাস হইলেন সে দিন কমিশনর জেলের দ্বার হইতে তাঁহাদিগকে তাঁহার নিজ গাড়ীতে তুলিয়া নিজ বাড়ী লইয়া গেলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্র।

"The observed of all observers."

Hamlet.

এ যাত্রায় কলিকাতায় অনেকগুলি বড় লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। একে একে বলিতেছি। টাউনহলে উক্ত মোকদ্দমার দুই এক দিন পরে কি জন্য একটি বিরাট সভা হইয়াছিল। সে সভা দেখিতে গিয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে কে আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। ফিরিয়া দেখিলাম যে তিনি হাইকোর্টের তদানীন্তন উকিল এবং পরবর্ত্তী জজ পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি। আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন কি?

আমি। (নমস্কার করিয়া) শিষ্য গুরুকে চিনিবে না কেন?

তিনি। (হাসিয়া) এখন সে সম্বন্ধের বিপরীত হইয়াছে। আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রের মধ্যে একজন এরূপ কবি খ্যাতি পাইয়াছেন মনে করিলে আমার হৃদয় অহঙ্কারে পূর্ণ হয়। আপনাকে আমার আর একটি বন্ধু দেখিতে চাহিয়াছেন, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া টানিয়া একটি প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তির কাছে লইয়া গেলেন। তাঁহার ছায়ায় তাহারই মত একটি খর্ব্বাকৃতি লোক দাঁড়াইয়া ছিলেন। গুরুদাস বাবু বলিলেন—"ইনি আমার বন্ধু চন্দ্রবসু।" আর্য্যদর্শনে যে 'আর্য্যদর্শন' কবিতাটি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন এবং উহা আমার মুখস্থ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অস্বীকার করিলে তিনি উহা মুখস্থ আওড়াইলেন।

"তবে যদি আর—আর কোন মহারথি
বাজাইয়া পাঞ্চজন্য, ধরি তরবার,
করি সিন্ধুনাদ ধ্বনি,
আনে রক্ত তরঙ্গিণী,
আর্য্য রক্তে—আর্য্যাবর্ত্ত ভাষায় আবার!
তবে যদি আর্য্যজাতি জাগে পুনর্ব্বার।"

এ কবিতাটি আওড়াইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি রাজ কর্ম্মচারী হইয়া এ কবিতা কিরূপে লিখিলেন?"

আমি। আমিত ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বলি নাই। আর্য্যজাতি ইংরাজ সৈন্যে প্রবেশ করিয়াও আপনার রক্তে আর্য্যাবর্ত্ত ভাসাইতে পারে।

তিনি। এ উত্তর আপনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের মত দিয়াছেন।

আমি। আপনিই বা কোন্ উকিলের মত প্রশ্ন করেন নাই?

তিনি সে সময়ে বোধ হয় কোথায়ও মক্কেল শূন্য ওকালতি করিতেছিলেন।

তাহার পর কোনও বন্ধুর বাসায় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইন্দ্রনাথ তখন গোঁড়া হিন্দু এবং অক্ষয় চন্দ্র গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন না। সেখানে পানাহার কিঞ্চিৎ অহিন্দু ও অবৈষ্ণব ভাবে হইয়াছিল স্মরণ হয়। অক্ষয় বাবু তখন 'সাধারণী' সম্পাদক। তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া হুগলি দেখিবার জন্য পরদিন তাঁহার বাড়ী লইয়া চলিলেন। হাওড়া ষ্টেসনে রেলের জন্য অপেক্ষা করিতেছি; এমন সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর্য্যদর্শনের 'এবার' কবিতাটি কি আপনার লেখা?" উহা সাধারণীর কোন অদ্ভুত সমালোচনার শ্লেষাত্মক প্রতিশোধ। আমি বলিলাম

তিনি যখন নিমন্ত্রণ করিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ী লইয়া যাইতেছেন তখন প্রশ্নটা না করিলেই ভাল ছিল। তিনি তাঁহার সেই সদাশয় হাসি হাসিয়া বলিলেন যে প্রথম তিনি উহা শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কারণ তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে শিবনাথ বঙ্কিম বাবুর 'সুন্দরী-সুন্দর' কবিতার অনুকরণে একটি বড় সুন্দর শ্লেষাত্মক কবিতা লিখিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে আমার কবিতাটি এত সুন্দর যে তিনি গালি খাইয়া এমন সন্তুষ্ট আর কখনও হন নাই। তাঁহার বাড়ীতে একদিন অতিথি থাকিয়া হুগলী দর্শন করি। তিনি এবং তাঁহার আদর্শ পত্নী আমাকে ঠিক তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত আদর করিয়াছিলেন, এবং কি সুখেই একটি দিন কাটিয়াছিল! সে কথা মনে করিয়াও আজ চক্ষে জল আসিতেছে, কারণ তাঁহার সেই পতি-পরায়ণা পত্নী তাঁহার জীবন, হৃদয় ও গৃহ শূন্য করিয়া বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছেন।

তাহার পরদিন বর্দ্ধমান যাই, এবং সেখানে এক উকিল বাবুর বাসায় থাকি। তাঁহার সঙ্গে সমস্ত বর্দ্ধমান দেখিয়া আসিয়া বলিলাম যে আমি সঞ্জীব বাবুর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিব। তিনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন যে সঞ্জীব বাবু এরূপ 'দেমাকি' লোক যে বর্দ্ধমানে এমন কেহ নাই যে আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার কাছে যাইবে। তিনি নিজে কবুল জবাব দিলেন—"হেবোনা অবধড়।" পরদিন প্রাতে আমি জজ ফিল্ড সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, দেখিলাম রাস্তার পার্শ্বে বৃহৎ 'হাতা' শোভিত একটি 'বাঙ্গলোর' বারাণ্ডায় একজন তেজঃপুঞ্জ গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি ব্রাহ্মণ অনাবৃত দেহে বেড়াইতেছেন। মূর্ত্তিখানি দেখিয়া কোচওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ লোকটি কে?" সে বলিল—"সঞ্জীব বাবু"।

আমি প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। গাড়ীখানী হাতায় লইয়া টিকেট পাঠাইয়া দিলাম, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম কি জানি তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কার্ড পাইবা মাত্রই তিনি ছুটিয়া আসিয়া চির পরিচিতের মত আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন। আমি মনে ভাবিলাম একি সে দেমাকি সঞ্জীব বাবু! দুই ঘণ্টা কাল দুজনে কি আনন্দে কথোপকথন করিলাম, এবং তিনি কি আদরই করিলেন! সে দিন শনিবার ছিল। তিনি বলিলেন বঙ্কিম বাবু আমাকে দেখিতে বড়ই উৎসুক। বলা বাহুল্য আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য তদপেক্ষা শতগুণ বেশী উৎসুক ছিলাম। সঞ্জীব বাবু আমাকে তখনই কয়েদ করিয়া সন্ধ্যার ট্রেণে নৈহাটি লইতে চাহিলেন। আমি অসম্মত হইলে তিনি বলিলেন যে সে রাত্রির ট্রেণে তিনি নৈহাটী যাইবেন, এবং পরদিন তাঁহাদের এক জায়গায় নিমন্ত্রণে যাইবার কথা আছে, তাহা বারণ করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন। আমি বলিলাম—পরদিন প্রত্যাবর্ত্তন পথে অক্ষয় বাবুর বাড়ীতে আর একদিন থাকিয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন—"আমি সে ওজর শুনিব না। আমি নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া ট্রেণের সময়ে হুগলি ষ্টেশনে আসিয়া আপনার অপেক্ষা করিব। যদি না যান অভদ্রতার একশেষ হইবে।" উকিল বাবুর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে প্রায় এগারটা হইয়াছিল। তিনি না খাইয়া বসিয়া আছেন। আমি ফিরিয়া গিয়া যখন বলিলাম যে সঞ্জীব বাবুর বাড়ীতে বিলম্ব হইয়াছে, তখন তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—"আপনি একজন না মস্ত কবি, তাই সঞ্জীব বাবুর কাছে কল্‌কে পাইয়াছেন।" পর দিন প্রাতের ট্রেণে হুগলি ষ্টেশনে পঁহুছিয়া সঞ্জীব বাবুকে দেখিলাম না। তৎপরিবর্ত্তে

দেখিলাম অক্ষয় দাদা আমার অপেক্ষা করিতেছেন। সঞ্জীব বাবুর অপেক্ষা করিবার কথা তাঁহাকে বলিলে, তিনি বলিলেন—"চাটুয্যেদের দেমাকের খবর রাখ না, তাই মনে করিয়াছিলে যে সঞ্জীববাবু ষ্টেশনে আসিবেন। এখন নৈহাটি যাওয়া হইবে না। সোজা পথে আমার বাড়ী চল। তোমার বৌ ঠাকুরাণী রাঁধিয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" তাহাই করিলাম, এবং আর একটি মধ্যাহ্ন পরম আনন্দে কাটাইয়া, অপরাহ্ন চারিটার সময় গঙ্গাপার হইয়া নৈহাটি চলিলাম।

তখন অপরাহ্ন পাঁচটা। সান্ধ্য রবির মৃদুল কিরণে চুঁচুড়ার কলেজের, হুগলির ইমাম বাড়ীর এবং গঙ্গাতীরস্থ অন্যান্য প্রাসাদাবলীর শীর্ষদেশ সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। নদীগর্ভ হইতে সে শোভা যেন একখানি চিত্রের মত দেখা যাইতেছিল। অর্দ্ধ গঙ্গার বক্ষে নগরের ছায়া পড়িয়াছিল, এবং অপরার্দ্ধের বক্ষে ক্ষুদ্র হিল্লোল রাশি রবির মৃদুল কিরণে জ্বলিতেছিল, হাসিতেছিল, নাচিতেছিল। মনে পড়িল—

হাসিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী জীবনে।"

কল্পনার চক্ষে ভাগীরথীর যে শোভা দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা চর্ম্মচক্ষে দেখিলাম। নদীগর্ভে নগরের ছায়া, এবং ভাগীরথীর এই শোভা দেখিয়া আমরা দুজনেই উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে গাইতেছিলাম,—

"পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও।"

গাইতে গাইতে নৌকা নৈহাটির ঘাটে পঁহুছিল, এবং আমরা বঙ্কিম বাবুর বাড়ীর দিকে চলিলাম। রেলের লাইন পার হইবামাত্র সঞ্জীব বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের ওলাউঠা

হইয়াছিল বলিয়া তিনি প্রাতে ষ্টেশনে যাইতে পারেন নাই বলিয়া আমার কাছে যথেষ্ট ক্ষমা চাহিলেন। তিনি আমাকে দক্ষিণ হস্তে আদরে জড়াইয়া একটি ঘরে লইলেন, এবং ফরাস বিছানায় বসাইয়া বঙ্কিম বাবুকে খবর দিলেন। শুনিলাম সেটী বঙ্কিম বাবুর বৈঠকখানা। একটি শিবালয়ের সঙ্গে লাগান একটি হল, এবং তাহার অপর পার্শ্বে দুটী কক্ষ। হলের চারিদিকে প্রাচীরের কাছে কাছে দুই চারিখানি কৌচ ও কুসনওয়ালা চেয়ার; ফরাস বিছানার উপর ছিল। প্রাচীরের গায়ে কয়েকখানি ছবি, এবং হলের এক কোণায় একটি হারমোনিয়াম্। আমি কক্ষের সজ্জা দেখিতে দেখিতে সঞ্জীব বাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম। অক্ষয় বাবু পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম একটি একহারা গৌরবর্ণ পুরুষ। মাথায় কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশ, চক্ষু দুটি নাতিক্ষুদ্র নাতি বৃহৎ, কিন্তু সমুজ্জ্বল; নাসিকা উন্নত, অধরোষ্ঠ ক্ষুদ্র ও রহস্যব্যঞ্জক ঈষৎ হাসিযুক্ত; তাহার উপর দুই প্রকাণ্ড গোঁফের তাড়া,—অগ্রভাগ কুঞ্চিত। দীর্ঘ বঙ্কিম গ্রীবা, মুখও ঈষৎ দীর্ঘ এবং সুগঠিত। অঙ্গে বাহু পর্য্যন্ত একটি সামান্য পিরান, এবং পরিধান নয়নসুকের ধুতি। দেখিবা মাত্রই মুর্ত্তিখানি সুন্দর, সতেজ এবং প্রতিভান্বিত বোধ হয়। সঞ্জীব বাবু হাসিয়া বলিলেন—"বলুন দেখি লোকটি কে?" আমি ঈষৎ হাসিয়া উঠিয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিলাম, তিনি আমাকে নমস্কার করিতে অবসর না দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন—"সত্য সত্যই বলুন দেখি আমি কে?" আমি হাসিয়া বলিলাম—"বঙ্কিম বাবু।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি আমাকে কিরূপে চিনিলেন?" আমি উত্তর করিলাম—শীকারি বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই।

চেনা যায়।" সকলে হাসিয়া উঠিলেন, এবং বঙ্কিম বাবু বলিলেন—"বটে! আমার গোঁফের উপরই আপনার প্রথম নজর পড়িয়াছে?" আমি বলিলাম—"পড়িবার কথা নয় কি?" আবার সকলে হাসিলেন, এবং সঞ্জীব বাবু বলিলেন—"দেখা যাক্ কার জিৎ হয়।" তখন বঙ্কিম বাবু বলিলেন—"ছোকরাদেরই চিরকাল জিৎ হইয়া থাকে।" সত্য সত্যই আপনি যে এত ছেলে মানুষ আপনার লেখা দেখিয়া ও পত্র পড়িয়া মনে করি নাই। সঞ্জীব বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি ইঁহার কবিতা পড়িয়াছেন; ইংরাজি পত্র দেখেন নাই। আমি এমন সুন্দর ইংরাজি অতি অল্প বাঙ্গালীরই দেখিয়াছি।" আমি অক্ষয় বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলাম—"দাদা শুনিলেন কি? এঁর মুখে আমার ইংরাজির প্রশংসা! তাঁর সাক্ষাৎ আমি কলমটি ধরিবারও যোগ্য নহি।" অক্ষয় বাবুকে দাদা ডাকিতে শুনিয়া বঙ্কিম বাবু হাসিয়া বলিলেন—"বটে! অক্ষয় আপনার দাদা? অক্ষয় আমার নাতি, এবং অসাধারণী আমার নাত বৌ। অতএব তুমিও আমার নাতি। এত ছেলে মানুষকে আর আপনি বলা যায় না।" অক্ষয় বাবুর কাগজের নাম 'সাধারণী' তাই বঙ্কিম বাবু তাঁহার স্ত্রীর নাম রাখিয়াছিলেন 'অসাধারণী'। ইহার পর অনেক গল্প চলিল। সঞ্জীব বাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিয়া বলিলেন—"বঙ্কিম! তুমি এঁর কবিতার ও ইংরাজির প্রশংসা করিলে, কিন্তু আমি এঁর কথা শুনিয়া অবাক হইয়াছি। এঁর বাড়ী চাটগাঁ বলিতেছেন, অথচ কথায় বাঙ্গাল দেশের গন্ধমাত্র নাই. ঠিক আমাদের মত বলিতেছেন।" তখন আমার কথার, চট্টগ্রামের ভাষার, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার, একটি সমালোচনা হইল। তাহার পর বঙ্গ সাহিত্যের কথা, পলাশীর যুদ্ধ, বৃত্রসংহার, ইত্যাদির কথা, বঙ্গদর্শনে উহার প্রথম ভাগের সমালোচনার কথা উঠিল। বঙ্কিম বাবু বলিলেন—"এ সমালোচনার

জন্য অনেকে আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে।. তোমার কাছে বৃত্রসংহার কেমন লাগিয়াছে? আমি বলিলাম—"আমি হেম বাবুর শিষ্য স্থানীয়, আমার আবার মত কি? আমার বেশ লাগিয়াছে।" অক্ষয় বাবু নাছোড়বান্দা। তিনি বলিলেন—"মন্দ কাহারও লাগে নাই। তবে "পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ" এই লাইনে যে কি অদ্ভুত কবিত্ব আছে অনেকে বুঝে না। এ সমালোচনায় আপনার অগৌরব হইয়াছে।" বঙ্কিম বাবু বড় অপ্রতিভ হইয়া আমার কাছে আপিল করিলে আমি তাঁহার মত সমর্থন করিয়া আপীল ডিক্রি দিলাম। সন্ধ্যা হইল, ভৃত্য আসিয়া বঙ্কিম বাবুর সম্মুখে দুটি মোম বাতির শেজ রাখিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুরাদেবী অধিষ্ঠিতা হইলেন, এবং অক্ষয় বাবু ছাড়া আমরা তিন জন তাঁহার সেবা আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিম বাবু আমার পড়া শুনিতে চাহিলেন. আমি তাঁহার পড়া শুনিতে চাহিলাম। উভয়ের গ্রন্থাবলী আসিয়া উপস্থিত হইল। জিদ করিয়া প্রথম আমার একটি কবিতা পড়াইলেন, এবং পড়ার সকলেই বড় প্রশংসা করিলেন। তাহার পর তিনি কি পড়িবেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্ষয় বাবু আমাকে আগেই শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—'বিষবৃক্ষ'। তিনি—"কোন স্থান পড়িব?" আমি—"যে স্থান আপনার অভিরুচি।" তিনি 'বিষবৃক্ষ' খুলিয়া যেখানে কমলমণির কাছে সূর্য্যমুখী তাঁহার পতি-প্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছেন, সে স্থান পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন—"বিষবৃক্ষ আমি পড়িতে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি।" আমাকে অক্ষয় বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিম বাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে 'নভেলিষ্ট' করিয়াছে। তিনিই সূর্য্যমুখী। তখন বঙ্কিম বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণ বাবু আসিলেন। আমি 'মৃণালিনী'র গানগুলি

শুনিতে চাহিয়াছিলাম। পূর্ণ বাবু হারমোনিয়ামের সঙ্গে তাঁহার দুই একটি গান গাইলেন। কাণে যেন অমৃত বর্ষণ করিল।

তাহার পর আমরা তাঁহার বাড়ীর ভিতর উপরের বারাণ্ডায় গিয়া খাইতে বসিলাম। বঙ্কিম বাবু বলিলেন—"বামন বাড়ীর রান্না মাছ মাংস তুমি খাইতে পারিবে না, নিরামিষ তরকারি যাহা আছে তাহাতে দুই এক গ্রাস খাইতে পার কিনা দেখ?" আমি তাহার প্রতিবাদ করিলাম। কিন্তু মাংস একটুক মুখে দিয়াই বুঝিলাম যে বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনার মত তাঁহার এ সমালোচনাও 'বঙ্গদর্শনের' উপযুক্ত। মাংসে পেয়াজ মসলা কিছুই নাই। যেন খালি খানিকটা জলে সিদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আমি তথাপি শিষ্টাচারের অনুরোধে বলিলাম—"কেন মাংস ত বেশ হইয়াছে?" তিনি বলিলেন—"তোমার ঠানদিদির খোসামুদি করিবার প্রয়োজন নাই। আমি পূর্ব্ববঙ্গের স্ত্রীলোকদিগের রান্না খাইয়াছি। আমাদের এ অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা মাছ মাংস তেমন রাঁধিতে পারে না।" খাওয়ার পর বৈঠকখানায় আসিয়া তিনি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে গল্প করিলেন, এবং আমাদিগকে শোয়াইয়া নিজে শুইতে গেলেন। পর দিন প্রাতে 'বঙ্গদর্শন' পুনঃ প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। 'বঙ্গদর্শন' অল্প দিন পূর্ব্বে বঙ্কিম বাবু, অক্ষয় বাবুর ভাষায়, "গলা টিপিয়া মারিয়াছিলেন।" উহা পুনঃপ্রচারিত করিবার চেষ্টা করা আমার এইবার বিদায় লওয়ার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। কারণ "বঙ্গদর্শনের" অদর্শনের সহিত বঙ্গসাহিত্যে এবং আমাদের হৃদয়ে যেন একটা নিরানন্দ ও নিরুৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। অতএব চুঁচুড়ায় অক্ষয় বাবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা হইয়াছিল। পরদিন প্রাতে আমি 'বঙ্গদর্শনের' পুনঃ প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। বঙ্কিম বাব

বলিলেন—"বটে! 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করাটা তোমাদের বড়ই প্রাণে লাগিয়াছে। লাগিবারই কথা। কিন্তু কি করিব? আমি একেত দাসত্বভারে পীড়িত, তাহার উপর স্বাস্থ্যের এবং পরিশ্রম শক্তিরও সীমা আছে। ইদানীং 'বঙ্গদর্শনের' প্রায় তিন ভাগ লেখার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। কাযেই আমি আর পারিলাম না। তাহা ছাড়া নিরপেক্ষ সমালোচনায় একটা দেশ আমার শত্রু হইয়া উঠিতেছিল। শুনিয়াছি কোনও কোনও গ্রন্থকার আমাকে মারিতে পর্য্যন্ত সঙ্কল্প করিয়াছিল। গালাগালির ত কথাই নাই। সার জর্জ কেম্বেলের পর বোধ হয় আমি এ বাঙ্গালার গালাগালির প্রধান পাত্র, (I am the worst abused man in Bengal next only to Sir George Campbell) তোমরা 'বঙ্গদর্শন' পুনঃ প্রচার করিতে চাহ, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি আর সম্পাদক হইব না।" আমরা তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম, অনেক অনুনয় করিলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই টলিলেন না। তিনি অক্ষয় কি সঞ্জীববাবুকে সম্পাদক প্রস্তাব করিলেন। সমস্ত দিনটা তর্কে বিতর্কে ও পরামর্শে কাটিয়া গেল। অক্ষয় বাবু বলিলেন তিনি বৈতনিক সম্পাদক মাত্র হইতে পারেন, কার্য্যাধ্যক্ষ তিনি হইবেন না। সঞ্জীব বাবু কার্য্যাধ্যক্ষ হইতে স্বীকার করিলেন। তখন অক্ষয় বাবু মাসিক দুই শত টাকা বেতন চাহিলেন। বঙ্কিম বাবু বলিলেন এত বেতন চলিবে না; কারণ 'বঙ্গদর্শনের' দুই শত টাকার অধিক আয় কখন হয় নাই। তখন স্থির হইল যে সঞ্জীব বাবু উভয় সম্পাদক ও কার্য্যাধক্ষ হইবেন, এবং এভাবে 'বঙ্গদর্শন' পুনঃ প্রচারিত হইবে। তখন বঙ্কিম বাবু বলিলেন—"একটি কথা। শিবনাথ শাস্ত্রীকে কখনও 'বঙ্গদর্শনে' লিখিতে দিবে না বল।" আমরা সকলে বিস্মিত হইলাম। আমি বলিলাম—"আপনি এত লোকের

মাথায় লঙ্কার হাড়ি ঝাড়িলেন। আর শিবনাথ শাস্ত্রী আপনার 'সুন্দরী সুন্দর' কবিতাটির অনুকরণে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়াছিল বলিয়া কি তাহার প্রতি এই ক্রোধ উচিত?" তিনি বলিলেন—"বিদ্রূপের জন্য নহে। সে উহা maliciously (অসরল ভাবে) করিয়াছিল।" অক্ষয় বাবু বলিলেন—"চাটুয্যেদের অহঙ্কার দেশে একটা প্রবাদের মত দাঁড়াইতেছে।" আমিও হাসিতে হাসিতে বর্দ্ধমানে সঞ্জীব বাবুর সম্বন্ধে সে ধারণার কথা বলিলাম। বঙ্কিম বাবু বলিলেন—"নবীন! কথাটা ঠিক। এই অহঙ্কারটুক না থাকিলে মরিয়া যাইতাম। দুইটা গল্প শুন। বহরমপুরে বদলি হইয়া গেলাম। একেত রোডসেস্ ইত্যাদি একরাশি কার্য্যের ভার কালেক্টর বেটা জিদ করিয়া 'বঙ্গদর্শন' ও আমার লেখা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে maliciously আমার ঘাড়ে চাপাইল। তাহাতে দর্শকের জ্বালায় অস্থির হইলাম। যে আসে সে যে হুকা লইয়া বসে, আর উঠে না। আমি দেখিলাম আমার লেখা পড়া বন্ধ হইল। তখন আমার গৃহদ্বারে এক নোটিশ দিলাম যে কেহ আমার সাক্ষাৎ পাইবেন না। তার পর দিন হইতে সমস্ত বহরমপুর রাষ্ট হইল—'বটে! বেটার এমন দেমাক! থাক্, তার বাড়ীর আশে পাশে কেহ যাইব না।' আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। দ্বিতীয় গল্পটি এরূপ। এক গুলির আড্ডায় আমার উপন্যাসের সমালোচনা হইতেছিল। এক গুলিখোর বলিল—"বঙ্কিমটা নিশ্চয় গুলিখোর। তাহা না হইলে বাবা! এমন রসিকতা কি তার কলম হইতে বাহির হয়?" সকলেই হাসিলাম। বুঝিলাম এই শেষ গল্পটা অক্ষয় বাবুর উপকারার্থ। অক্ষয় বাবু বলিলেন—"আমি গুলিখোর হই, আর যা হই, কিন্তু আপনাদের দেমাকে দেশটা যে টলটলায়মান, তাহা আমি একশবার বলিব।"

এবার কি ইহার পরের বার সাক্ষাতে, ঠিক স্মরণ নাই, অহঙ্কারের একটা ঘটনা আমার সাক্ষাতে ঘটিয়াছিল। আমরা প্রাতে বসিয়া আছি একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গঙ্গাস্নান করিয়া নামাবলি গায়ে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিলেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে কি একটা চরের বন্দোবস্তের ভার তাঁহার হাতে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। অমনি যেন শিমুল স্তূপে অগ্নি পড়িল. তিনি ফরশির নলটি মুখ হইতে নামাইয়া সক্রোধে বলিলেন—"বটে! তুমি এ জন্য আসিয়াছ। বের হও!" ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ ও অপমানিত হইয়া আমার দিকে কাতর ভাবে চাহিয়া চলিয়া গেল। বঙ্কিম বাবু তখন তামাক খাইতে খাইতে আমাকে বলিলেন—"দেখিলে তামাসা?" আমি বলিলাম—"কাহার? আপনার, না ব্রাহ্মণটির?" তিনি বলিলেন—"আমার কেন? ভদ্রলোক আসিল, আত্মীয় বলিয়া আমি অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম। তার পর তার ব্যবহারটা দেখিলে? সে কেন আফিসের কথা ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল?" আমি বলিলাম—"তাহার জন্য তাহাকে এই অকথ্য অপমান না করিয়া, মিষ্ট ভাবে বলিলেই হইত—"আপনি আফিসে গিয়া তাহার খবর লইবেন।" তিনি বলিলেন—"তুমি ছেলে মানুষ, জান না; এরূপ লোকের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার না করিলে, বাড়ীর কাছে হুগলীতে আমার কায করা চলিবে না।"

যাহা হউক তাঁহার ভীষ্ম বাক্যে আমরা সম্মত হইলাম যে শিবনাথ শাস্ত্রী 'বঙ্গদর্শনে' কখনও লিখিতে পারিবেন না। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে 'আর্য্যদর্শনের' সম্পাদক বিদ্যাভূষণ ও 'বান্ধবের' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে এই 'বঙ্গদর্শনে' যোগ দেওয়াইতে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক

পত্রিকা বেশ সুন্দর চলিবে"। 'আর্য্যদর্শন' বন্ধ হইয়াছিল, 'বান্ধব'ও সাময়িক অবস্থা ত্যাগ করিয়া অসাময়িক হইয়াছিল। তাহার পরে বন্ধ হয়। কিন্তু স্মরণ হয় তাঁহারা উভয়ে লিখিলেন যে তাঁহাদের দেনার ভার যদি 'বঙ্গদর্শনের' অধ্যক্ষ গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাদের আপত্তি নাই! আমার ইচ্ছা ছিল তাঁহাদের এবং সঞ্জীব বাবুর তিন জনের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রচারিত করিব। তাহা হইল না। উহা কেবল সঞ্জীব বাবুর সম্পাদকতায় পুনঃ প্রচারিত হইবার স্থির হইল। তদনুসারে হইয়াওছিল। কিছু দিন পরে চন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক হন। কিন্তু কোথায় সূর্য্য ও কোথায় জোনাকি! কিছুকাল অর্দ্ধমৃত অবস্থায় চলিয়া 'বঙ্গদর্শন' আবার বন্ধ হইল।

আরও একটি দিন এরূপে বড় আনন্দে কাটিল। পর দিন আমি সকালের ট্রেণে কলিকাতায় যাইব এবং অক্ষয় বাবু হুগলি যাইবেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু আর বাড়ীর মধ্য হইতে আসেন না। তিনি পূর্ব্ব রাত্রিতে আরও একটা দিন তাঁহার বাটিতে থাকিবার জন্য বড়ই জিদ করিয়াছিলেন। আমার সন্দেহ হইতেছিল যে তিনি ইচ্ছা করিয়া আমার ট্রেণ মিস্ করাইবার জন্য দেরী করিতেছিলেন। অক্ষয় বাবুরও সে সন্দেহ হইল। অবশেষে আমি চলিয়া যাইতেছি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিলেন, এবং আবার থাকিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। আমি আবার অসম্মত হইলে, এবং কলিকাতা যাইবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখাইলে, তিনি অগত্যা সম্মত হইলেন, এবং চা আনিতে বলিলেন। আমি বুঝিলাম যে আর এক ষড়যন্ত্র। বলিলাম আমি চা খাই না। তিনি বলিলেন যে তখনও ট্রেণের ঢের সময় আছে, দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িলেও তাঁহার বাড়ী হইতে গিয়া ট্রেণ পাওয়া যায়। নিতান্ত আমি চলিয়া আসিতেছি দেখিয়া হলের দ্বার পর্য্যন্ত

আসিয়া আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া বিদায় দিয়া অমনি বলিয়া উঠিলেন—"ভাল কথা মনে হইয়াছে। তোমাকেত আমার বহি একসেট্ দিই নাই।" চাকরকে বহি একসেট্ শীঘ্র আনিতে বলিলেন, এবং কিছুতেই আমাকে আসিতে দিলেন না। আমার হাত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। বহি আসিলে বলিলেন যে প্রত্যেক বহিতে তাঁহার হাতের উপহার লিখিয়া তবে ত দিবেন? আমি বলিলাম—"দোহাই আপনার আমার ট্রেণটা মিস্ করাইবেন না। তখন বলিলেন—"অন্ততঃ বিষবৃক্ষটায় লিখিয়া দি।" এবং বড় কায়দা করিয়া ধীরে ধীরে লিখিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে ঠন্ করিয়া নৈহাটি ষ্টেশনে দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল। আমি বহিগুলি কুড়াইয়া লইয়া সটান দৌড় দিলাম। গাড়ী চলিয়াছে এমন সময় গিয়া ট্রেণের এক কক্ষে লাফাইয়া উঠিলাম। তিনি গবাক্ষে দাঁড়াইয়া টেণের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মনে করিয়াছেন আমি ট্রেণ মিস্ করিয়াছি। কিন্তু আমাকে ট্রেণে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে রুমাল ঘুরাইতে লাগিলেন। আমিও তাই করিলাম। ট্রেণ তাঁহার গবাক্ষ পথ ছাড়িয়া আসিলে পর আমার জীবনের একটি সুখস্বপ্ন ভোর হইল। এ আনন্দ উচ্ছাসের প্রতিক্রিয়ায় আমি অবসন্ন হইয়া গাড়ীতে বসিয়া পড়িলাম, এবং ভাবিতে লাগিলাম এই স্নেহবান সুরসিক, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি কি লোকের কাছে ঘোরতর অহঙ্কারী বলিয়া পরিচিত? তখন বঙ্কিম বাবুর প্রতিভার ও প্রতিষ্ঠার মধ্যাহ্ন। তাঁহার উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী পড়িবার জন্য সমস্ত বঙ্গদেশ 'বঙ্গদর্শনের' প্রকাশ জন্য উদগ্রীব হইয়া চাহিয়া থাকিত। 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গভাষায় নবযৌবন সঞ্চারিত করিয়াছে। সেই যৌবনের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে সমস্ত দেশ মুগ্ধ। গাড়ির একদিকের বেঞ্চে বসিয়া বঙ্গের এই বরপুত্রের, এই অমর নক্ষত্রের, রূপ প্রতিভা ও সহৃদয়তার কথা চিন্তা করিতেছি, অন্য

দিকের বেঞ্চে একটি ভদ্রলোক বসিয়া আমাকে স্থির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি বঙ্কিম বাবুর বাড়ী হইতে আসিতেছেন?" সংক্ষেপে উত্তর করিলাম—'হাঁ'। তিনি আবার একটুক নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথায় যাইতেছেন?" আমি আবার সংক্ষেপে উত্তর করিলাম—"কলিকাতায়।" তিনি আবার চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু যেন কৌতুহল চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। আবার প্রশ্ন—"আপনি কলিকাতায় কি জন্য যাইতেছেন?" উত্তর—"বেড়াইতে।" প্রশ্ন—"আপনি কোথায় থাকেন?" উত্তর—"চট্টগ্রামে।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন—"আপনি চট্টগ্রামে কি করেন?" আবার উত্তর—"এমন কিছু নয়, একটা সামান্য কায করি।" কিছুক্ষণ পরে আবার প্রশ্ন—'কি কায'? উত্তর—"চট্টগ্রামের কমিশনরের পার্শন্যাল এসিস্‌টেণ্ট।" এবার উত্তর শুনিয়া তিনি যেন স্তম্ভিত হইলেন। আবার বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নাম জানিতে পারি কি?" উত্তর—"নবীনচন্দ্র সেন।" তিনি এবার যেন আরও স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন—"আপনার নাম যেন আমি শুনিয়াছি।" আমি বলিলাম—"আমার মত সামান্য লোকের নাম আপনি কি প্রকারে শুনিলেন?" তিনি আবার বহুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—"আমি আপনার নাম যেন কি একখানি বহি সম্বন্ধে শুনিয়াছি। আপনি কি 'পলাশীর যুদ্ধের' কবি নবীন বাবু?" উত্তর—"লোকে তাহা বলে।" তিনি মহা আনন্দের সহিত উঠিয়া আমার সঙ্গে 'সেকহ্যাণ্ড' করিলেন, এবং ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন যে তিনি আমাকে আমার চেহারা দেখিয়া এক জন কলেজের ছাত্র মনে করিয়াছিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, ক্ষমা চাহিবার কারণ কিছুই নাই। তবে

আমি কলেজ ছাড়িয়াছি নয় বৎসর। তখন দুজনের মধ্যে বেশ একটুক আলাপ চলিল, এবং তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জানিলাম যে তিনি 'শীলদের ফ্রি কলেজের' খ্যাতনামা প্রিন্সিপাল যদু বাবু। তিনি আমাকে এতই আদর করিতে লাগিলেন, যে ট্রেণ শিয়ালদহ পঁহুছিলে, আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমার দাদা আমার প্রতীক্ষায় আছেন- বলিয়া অনেক চেষ্টায় তাঁহার হাত ছাড়াইয়া ভবানীপুরে গেলাম।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন ভবানীপুর আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঈশান দেখিতে যেমন সুন্দর, তাহার হৃদয়ও তেমন সুন্দর। প্রথম দর্শনেই দুজনের মধ্যে পরম বন্ধুতা হইল। ঈশান বলিল সে আমার কবিতার পক্ষপাতী, এবং আমার কবিতা অনুকরণ করা তাহার আকাঙ্ক্ষা। তাহার অনেক কবিতা পড়িয়া শুনাইল। ঈশান সে হইতে প্রায়ই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত। এক দিন বলিল হেম বাবু আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। আমারও তাঁহাকে দেখিবার বড় সাধ। অতএব এক দিন সায়াহ্নে ঈশান আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার খিদিরপুর পদ্মপুকুর বাটিতে লইয়া গেল। একটি সুন্দর সরোবরতীরে, সুন্দর দ্বিতল চক্‌মিলান বাড়ী। তাঁহার বৈঠকখানা কক্ষটি বেশ বিস্তৃত। তাহার একপ্রান্তে একটা পর্দ্দার আড়ালে তাঁহার আফিস্ কক্ষ। তিনি তখন সেখানে ছিলেন। সে কক্ষে একটা আফিস টেবিল, খান দুই চেয়ার, ও একটা মক্কেল বসিবার বেঞ্চ। হেমবাবুও ঈশানের মত গৌরাঙ্গ, স্থূল, খর্ব্বাকৃতি; জ্ঞানোজ্জ্বল দুই আয়তলোচন। তিনি আমাকে খুব আদর করিলেন। জলযোগ করাইলেন। তাহার পর তাঁহার কক্ষে লইয়া গেলেন।

ফরাস বিছানায় কয়েকটা তাকিয়া, দেয়ালে কয়েকখানি ছবি ও দেয়ালগিরি, ছাদে ঝাড় ও টানাপাখা। তিনি বলিলেন, সেই দিনই তাঁহার বৃত্রসংহারের দ্বিতীয় ভাগ প্রেস হইতে আসিয়াছে। তাহার স্থানে স্থানে আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি সুর করিয়া পড়িলেন; আমার হাসি পাইতেছিল। পড়া শেষ হইলে, আমার কেমন লাগিল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আমি তাঁহার ছাত্রস্থানীয়। কলেজে তাঁহার 'চিন্তা তরঙ্গিণী' আমার পাঠ্য ছিল। অতএব তাঁহার বহির সমালোচনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে একটা কথা বলিতে পারি। বৃত্রাসুর মরিল কি বাঁচিল, আমাদের তাহাতে কিছু যায় আসে না। আমার মতে এ সকল পৌরাণিক উপাখ্যান ছাড়িয়া তিনি ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া যদি তাঁহার শক্তি সঞ্চালন করিয়া কাব্য লেখেন তবে লোকের হৃদয় অধিক স্পর্শ করিবে। অসুরের সহিত মানুষের সহানুভূতি হয় না। তিনি কিঞ্চিৎ দুঃখের সহিত বলিলেন—"পৌরাণিক উপাখ্যান সকলেই জানে। তথাপি 'বৃত্রসংহারের' প্রথম ভাগ কিছুই কাটিল না। ভারতের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া লিখিলে কি আর কেহ তাহা পড়িবে?" আমি বলিলাম এ উত্তর তাঁহার মুখে প্রত্যাশা করি নাই। তাঁহার মত প্রতিভাশালী লেখক কোথায় লোকের রুচি সৃষ্টি করিবেন, তাহা না করিয়া কি তিনি লোকে যাহা চাহে কেবল তাহাই লিখিবেন? তাহা হইলে 'দাশুরায়ের পাঁচালি' লিখেন না কেন? প্রত্যেক দোকানদার উহা পড়িবে। আমার মতে কলিকাতাবাসী হওয়া তাঁহার একটা দুর্ভাগ্যের কথা হইয়াছে। কলিকাতায় যাহা একটা হুজুগ উঠে, তিনি তাহাই লেখেন। তাহাতে তাঁহার শক্তির অপচয় হয়। তিনি বলিলেন তাঁহার লেখা শেষ হইয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া আমাকে

লিখিতে হইবে। আমার মত ভাষার উপর তাঁহার অধিকার নাই। আমার ভাষা যেন জলের মত বহিয়া যায়। আর তাঁহার এরূপ কষ্টে লেখা যে তাঁহার হস্তলিপি দেখিলে আমি পড়িতে পারিব না, উহা এত কাটা; আমি বলিলাম সে কথা ঠিক। আমার জন্মস্থান চট্টগ্রাম, বাঙ্গালা একরূপ আমার মাতৃভাষা নহে বলিলেও চলে। তাঁহার জন্ম-স্থান নিজ কলিকাতা। অতএব তাঁহার অপেক্ষা আমার বাঙ্গালা ভাষার উপর অধিক অধিকার হইবারই কথা! আর তাঁহার হস্তলিপি কাটা হইবারই কথা। তিনি যাহা লেখেন তাহা তাঁহার বন্ধু বঙ্কিম বাবু, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, যোগেন্দ্র ঘোষ মহাশয়েরা সমালোচনা করিয়া কাটান। আমার লেখা কাটাইবে কে? আমি দেশের নিভৃত স্থানে বসিয়া লিখি। সেখানে সাহিত্যের 'স'ও কাহারও মুখে নাই। লিখি আমি, পড়েন ও সমালোচনা করেন স্ত্রী, তাহার পর ছাপিতে যায়। অতএব আমার হস্তলিপিতে একটা শব্দও কাটা নাই। তিনি তাহার পর বলিলেন, তাঁহার অপেক্ষা আমার লিখিবার অবসর অনেক বেশি। তিনি মোটে লিখিবার সময় পান না। আমি বলিলাম সে কথাও ঠিক। হাইকোর্ট বৎসরে প্রায় ছয় মাস বন্ধ। আর আমি তিন বৎসর হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর পীড়িত হইয়া মেডিকাল সার্টিফিকেট দিলে তবে তিন মাস ছুটি পাই! তিনি এবার অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"আপনি আমাদের ব্যবসার দুর্গতি জানেন না। আপনাদের মাসশেষ হইলেই একটা নির্দ্দিষ্ট বেতন পান, অতএব কোনও ভাবনা থাকে না। আর আমাদের যে দিন মক্কেল জুটিল, সে দিন নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাই না। আর যে দিন না জুটিল সে দিন হাহাকার করিয়া কাটাইতে হয়। বন্ধের সময়ও সে ভাবে যায়।" আমি এবার হাসিয়া বলিলাম—"এ বিচার মন্দ নহে। আপনি একজন হাইকোর্টের প্রথম শ্রেণীর

উকিল। মাসে দুই তিন হাজার টাকা পান। আর আমি সমস্ত মাস খাটিয়া পাই তিন শত টাকা। অতএব আমার অপেক্ষা আপনার হাহাকারটা বেশী হইবার কথাই বটে!" বিদায় হইয়া আসিবার সময় ঈশান হাসিতে হাসিতে বলিল—"তুমি দাদাকে বড়ই অপ্রস্তুত করিয়াছ। কিন্তু উনি যাহা বলিলেন সকল কথাই ঠিক।" আমি বলিলাম—"ঈশান জগতে বুঝি তৃপ্তি একটা জিনিষ নাই। প্রত্যেক গোলাপেরই কাঁটা আছে।"

শুনিয়াছিলাম হেমবাবুর বিশেষ অনুরোধেও বঙ্কিমবাবু 'বৃত্রসংহারের' দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনা করেন নাই। সঞ্জীব বাবুই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'বঙ্গ দর্শনে' উহার এক অতিরিক্ত প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ করেন। উহাতে 'বৃত্রসংহারের' সাহিত্যিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সর্ব্বশেষ 'বঙ্গদর্শনের' ঘটকালিতে দর্শন-বিজ্ঞানের 'বৈবাহিক'—কত প্রশংসাই ছিল। কিন্তু তাহাতেও সমালোচকের তৃপ্তি হইল না। সর্ব্বশেষ লিখিলেন 'বৃত্রসংহার' এক শ্রেণীর কাব্য, 'পলাশীর যুদ্ধ' আর এক শ্রেণীর কাব্য। তবে "বৃত্রসংহার" "পলাশীর যুদ্ধ" অপেক্ষা ভাল!! কেহ কেহ বলিলেন এটি 'বান্ধবের' 'পলাশীর যুদ্ধের' সমালোচনার উত্তর।

জ্যোৎস্না ও মেঘ।

ভবানীপুরে দাদার বাসায় পঁহুছিয়া আমার সেই স্ত্রী বন্ধুটির কোন আত্মীয় হইতে এক নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম। আমি কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার কাছে পত্র লিখিয়াছিলাম, সে পত্র পাইয়া তিনি তাঁহার আত্মীয়ের দ্বারা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বড় অনুগ্রহ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার দশ বৎসর পূর্ব্বে একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি, তাঁহার পিতা ও মাতা, আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়াছিলেন। এমন কি আমি তাঁহার পিতাকে আমার পিতৃতুল্য এবং মাতাকে মাতৃতুল্য শ্রদ্ধা করিতাম। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে বড়ই বন্ধুতা হইয়াছিল এবং তাঁহার ও আমার স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ ভালবাসা হইয়াছিল। কিন্তু দশ বৎসর তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। অতএব পত্র খানি পাইয়া মনে বড় আনন্দ হইল। আমি তাঁহাদেব বাড়ী যাত্রা করিলাম। তাঁহারা কলিকাতা হইতে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেন। তাঁহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় উহা কোন বাঙ্গালীর বাড়ী বলিয়া আমার বোধ হইল না। আমার মনে সন্দেহ হইল, গাড়োয়ান ভুল করিয়া কোন ইংরাজের বাড়ী লইয়া যাইতেছে।

অতি সুন্দর বাড়ী, এবং চারিদিকে সুন্দর প্রশস্ত উদ্যান। একটি গবাক্ষ হইতে ঠিক মেমের মত একখানি মুখ দেখা যাইতেছিল। তাহাতে আমার ভ্রম আরও দৃঢ়তর হইল। গাড়ী হইতে নামিলে দেখিলাম একটি সুসজ্জিত 'হল' (Hall)। ঠিক যেন ইংরাজের 'ড্রইঙ্গ রূম'। আমি প্রবেশ করিতে শঙ্কা করিতেছিলাম। এমন সময় একটি রমণী ও দুই তিনটি বালক বালিকা আসিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া কক্ষে

প্রবেশ করাইলেন। সে রমণীর মুখই আমি গবাক্ষে দেখিয়াছিলাম। এবং তিনিই আমার পরিচিতা বন্ধু। তাঁহাদের বাড়ীতে এক কি দুই দিন ছিলাম, এবং কি যে স্বর্গীয় আদর পাইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ হইলে এখনও চক্ষে জল আসে। তাঁহাদের স্নেহের দুটী দৃষ্টান্ত দিব। পরদিন প্রাতে তাঁহার লিখিবার টেবিলের কাছে বসিয়া সকলে গল্প করিতেছি, দেখিলাম নিকটে প্রাচীরে একটি চিঠির ফাইল ঝুলান রহিয়াছে। আমি ফাইলটি লইয়া দেখিলাম তাহাতে বহু লোকের পত্র আছে, কিন্তু আমার কোন পত্র নাই। তাঁহার একজন আত্মীয় হাসিয়া বলিলেন—"দেখিলেন, ইঁহার কেমন অন্যায়! এত লোকের পত্র রাখিয়াছেন, আপনার একখানি পত্রও রাখেন নাই।" তাঁহারা দুজনে হাসিতে লাগিলেন। আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম যে আমি পত্র লিখিয়াছি বা কই? আর রাখিবার যোগ্য কোনও পত্র ত আমি লিখি নাই, তিনি রাখিবেন কি? রাখিবেনই বা কেন? তাহার পর দুপুর বেলা খাইয়া শুইয়া আছি, তিনি হাতীর দাঁতের অতি সুন্দর একটি ক্ষুদ্র বাক্স লইয়া আসিয়া পাশে একটি কুসনযুক্ত টুলে বসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন তাহা দেখিতে চাহেন কি? আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"কৈ তুমি ত আমার কোনও পত্র রাখ নাই?" তিনি তখন বাক্স খুলিয়া একখানি সাটিনের রুমালে বাঁধা কতকগুলি পত্র বাহির করিলেন। দেখিলাম আমারই পত্র। লেফেফা গুলি পর্য্যন্ত এরূপ ভাবে খুলিয়াছেন যে লেফেফার উপরের লেখা একটি অক্ষর পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই। তিনি বলিলেন একটি অক্ষর ছিঁড়িতেও তাঁহার কষ্ট বোধ হয়। তাঁহাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর তাঁহার মাতা আমার জন্য এক দিন নানারূপ জল খাবার পাঠাইয়াছিলেন। উহা পাইয়া সামান্য কাগজে পেনসিলের

লেখা যে পত্রখানি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, তিনি তাহা দেখাইয়া বলিলেন—"এটি আপনার প্রথম পত্র।" এরূপে সমস্ত পত্রগুলি ক্রমান্বয়ে নম্বর দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এতাদৃশ নিঃস্বার্থ স্নেহের নিদর্শন দেখিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। এবং বলিলাম আমি উহার সম্পূর্ণ অযোগ্য। দ্বিতীয়তঃ আমার চলিয়া আসিবার সময় হইয়াছে। তাঁহাদের কাছে বসিয়া বিদায়ের কথা কহিতেছি, এমন সময়ে তিনি বারাণ্ডায় গিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি গিয়া দেখিলাম, একটি স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়াইয়া একটি শিশু কাঁদিতেছে। সে কাঁদিতেছে কেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে হাসিয়া বলিলেন—"আপনি উহাকে জিজ্ঞাসা করুন, বুঝিবেন এ শিশু পর্য্যন্ত আপনাকে কত ভালবাসে।" আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দাদা, তুমি চলিয়া যাইবে কেন? তুমি আর একটা দিন থাকিয়া যাও।" আমি তাহাকে বুকে লইয়া কক্ষের মধ্যে আসিলাম এবং তাহার স্নেহের উচ্ছ্বাসে সকলেই কাঁদিলাম।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আমার খুড়তত ভাই রমেশের পত্রে জানিলাম যে কোন এক জন উকিল কমিশনরকে বলিয়াছেন যে চট্টগ্রামে যত কিছু আন্দোলন হইয়াছে এবং যাহার ফলে "কালকূট" প্রভৃতি অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছে; বিশেষতঃ চা-বাগিচার মোকদ্দমা, সকলেরই মূলে আমি। অতএব বড় বিপদ, রমেশ আমাকে শীঘ্র চট্টগ্রাম ফিরিয়া যাইতে লিখিয়াছে।

বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি জিদ করিয়া লিখিয়াছিলেন। কোনও সুহৃদ হুগলিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। নিমন্ত্রণ পত্রে লেখা ছিল যে বঙ্গের প্রধান উপন্যাস লেখক ও প্রধান কবিকে তিনি এক টেবিলে

খাওয়াইয়া গৌরবান্বিত হইতে চাহেন। আমি উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে তাহা হইলে একা বঙ্কিম বাবুকে নিমন্ত্রণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। নৈহাটির ঘাটে পঁহুছিয়া দেখিলাম যে বন্ধুর কথা মতে কোন লোক আমাকে পার করিয়া লইতে আসে নাই। তখন অগত্যা কি করিব। আমার সঙ্গে আমার একটি ভ্রাতৃপ্রতিম নবযুবক বন্ধু ছিলেন। তখন অগত্যা বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে গেলাম। তিনি বাড়ীর মধ্যে ছিলেন। সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন যে তিনি এত সকালে বাড়ীর মধ্যে যান না, সে দিন তাঁহার স্ত্রীর অসুখ বলিয়া সকালে গিয়াছিলেন। আমি বলিলাম তাঁহার যখন অসুখ, তখন আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব। তিনি একটুক মৃদু হাসিয়া এবং মুখ ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—"কেন? তোমার ঠানদিদির সঙ্গে তোমার কিছু প্রয়োজন আছে কি, যে তাঁহার অসুখ শুনিয়া তুমি চলিয়া যাইবে?" আমি অপ্রতিভ হইলাম, তখন তিনি উচ্চহাসি হাসিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। সঙ্গে যে বন্ধুটি ছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন—"এ ছেলেটি নিশ্চয় বড় লোক হইবে।" তিনি বাস্তবিকই আজ বাঙ্গালার একজন শীর্ষস্থানীয় লোক। আর একটি সন্ধ্যা কি আনন্দে কাটাইলাম বলিতে পারি না। সে সন্ধ্যায় তিনি কথায় কথায় বলিলেন যে আমার যেরূপ জ্বলন্ত উৎসাহ, আমি তাঁহার কাছে থাকিলে তাঁহার জড়ভরত অবস্থা ঘুচিয়া তাঁহার হৃদয়েও কিঞ্চিৎ উৎসাহ সঞ্চারিত হইবে। আমি বলিলাম আমার মত ক্ষুদ্র জীবের সংস্পর্শে তাঁহার কোন উপকার হইবে না, তবে আমি একটি মানুষ হইতে পারিব। তখন হুগলি বদলি হইবার চেষ্টা করিতে তিনি আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া হুগলির কমিশনর ককরেল (Cockrell) সাহেবের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করিলাম। স্মিথ সাহেব চট্টগ্রাম হইতে যশোহর গিয়া আমাকে নড়াল ষ্টেটের ম্যানেজার মনোনীত করিয়াছিলেন। কক্‌রেল সাহেব আমাকে সে পদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন, এবং আমার পরিচিত একজন ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট সাতক্ষীরায় ম্যানেজারিতে যে বিপদস্থ হইয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। আমি সে সুযোগ পাইয়া হুগলি বদলির প্রার্থনা করিলাম। আমার কমিশনরের আমি অনুমতি পাইলে বদলি করিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন। আমি চট্টগ্রাম ফিরিলাম, এবং তখনই কমিশনরের কাছে এ কথা বলিলাম। লাউইস্ সাহেব শুনিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"চট্টগ্রামে তোমার বাড়ী, অতএব চট্টগ্রাম ছাড়িয়া কেন যাইতে চাহিতেছ ?" আমি শরীরের অসুস্থতাই কারণ বলিলাম। তখন তিনি বলিলেন যে সাইক্লোনের (cyclone) শেষ রিপোর্ট আমার জন্য পড়িয়া রহিয়াছে। সেরেস্তাদার পার্শন্যাল এসিষ্টাণ্ট যে মুসাবিদা (Draft) করিয়াছিলেন তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সেই রিপোর্ট এবং বাৎসরিক রিপোর্ট (Administration Report) সকল গেলে তিনি আমাকে ছাড়িতে পারিবেন কি না বিবেচনা করিবেন। তখন বুঝিলাম উকিল পৃষ্ঠদংশকের বিষ বড় একটা লাগে নাই।

তাহার কিছুদিন পরে চট্টগ্রামের কষ্টম্ কলেক্টর (Custom Collector) মার্সেল সাহেবের উপর একটি নীচ মুসলমানের পৃষ্ঠ দংশনে (চুকলি খুরিতে) কমিশনর অকস্মাৎ ভয়ানক চটেন এবং তাহার প্রতি ঘোরতর উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। বৃদ্ধ সাহেব আমার বড় বন্ধু ছিলেন। আমি অনেক সন্ধ্যা তাঁহার বাড়িতে কাটাইতাম, এবং সে সময় তাঁহার কৈফিয়ৎ ইত্যাদি লিখিয়া দিতাম। তিনি হঠাৎ মরিয়া যান, এবং এই উৎপীড়নে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে' একটি

করুণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়*। ইংরাজ মহলে তাহা লইয়া একটা হুলুস্থুলু পড়িয়া যায়। বলা বাহুল্য সে প্রবন্ধ আমার লেখা ছিল। একদিন কমিশনর এ প্রবন্ধ আমার লেখা কি না জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আরও বলিলেন যে চট্টগ্রামে যত আন্দোলন হইয়াছে তাহার কারণ আমি এবং চা বাগানের মোকদ্দমাও আমি চালাইয়াছি তিনি এরূপ শুনিয়াছেন। আমি কোনও উত্তর না দিয়া কে তাঁহাকে এরূপ বলিয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন সেই উকিল ব্যাঙ্কের সাহেবকে এরূপ বলিয়াছে। তখন চট্টগ্রামে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একটি শাখা খুলিয়াছিল। সেই উকিলকে আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ মোকাবিলা করিয়া এ কথার পরীক্ষা করিতে আমি প্রার্থনা করিলাম। উকিল মহাশয় বহুদিন হইতে আমার এরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। জজ ফিল্ড সাহেবের কাছে তিনি যে আমার প্রতিকূলে সেই গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহাও বলিলাম। কমিশনর বলিলেন, তিনি ব্যাঙ্কের সাহেবের দ্বারা উকিল পুঙ্গবকে সংবাদ দিবেন। সে অবধি কমিশনরকে রোজ এক বার সে কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। তিনি কয়েক দিন সংবাদ দিতে মনে নাই বলিলেন। আর এক দিন বলিলেন যে উকিল পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন, এবং মিথ্যুক সাব্যস্ত হইয়াছেন। আমি দেখিলাম কমিশনর যদিও মুখে এরূপ বলিলেন, তথাপি উপর্য্যুপরি পৃষ্ঠ দংশনে তাঁহার হৃদয়ে মেঘ সঞ্চারিত হইয়াছে। এই মেঘ ক্রমে মহাঝড়ে পরিণত হয়। সে কথা পরে বলিতেছি। আমি উকিল মহাশয়ের কখনও কোনও অনিষ্ট করি নাই। আমার প্রতি তাঁহার হিংসার এক মাত্র কারণ—আমার বংশ উচ্চ, পদ উচ্চ, এবং তাঁহার অপেক্ষা দেশে গৌরব ও সম্মান উচ্চ। কেবল এ অপরাধেই তিনি আমার সর্ব্বনাশের এই সূত্রপাত করেন।

আত্মবিসর্জ্জন।

আমার কোনও পিতৃব্য চট্টগ্রামের সুদূর প্রান্তে এক জমিদারি কিনিয়া জনৈক তালুকদারের সঙ্গে যে ঘোরতর মোকদ্দমা-যুদ্ধে পড়িয়াছিলেন, এবং আমার পিতা তাঁহাকে রক্ষা করিতে গিয়া যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পিতৃব্য সমস্ত মোকদ্দমা জয়ী হইয়া সে তালুকদারের ভিটায় এক ক্ষুদ্র পুষ্করিণী কাটিয়া, এবং তাহার পাড়ে তুলসী রোপণ করিয়া, তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরেই আবার সমস্ত জমিদারির তালুক করিয়া তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জিদ, পরোপকারিতা, এবং কুটুম্ব-বাৎসল্যের কথা এখনও চট্টগ্রামে প্রবাদের মত প্রচলিত। তিনি এ মোকদ্দমায় কিছু ঋণগ্রস্ত হন, এবং সে জন্য খাস তহসিলদারের পদ গ্রহণ করেন। ইহাতে লাভের মধ্যে তাঁহার এই হইয়াছিল যে তিনি একশত টাকা বেতন পাইতেন, এবং প্রত্যেক মাসে তাঁহার জমিদারি হইতে দুই তিন শত টাকা লইয়া তাঁহার কর্ম্মস্থানে খরচ করিতেন। এক দিকে তাঁহার ঋণ বাড়িতেছিল, অন্য দিকে দূরস্থানে গিয়া থাকা নিবন্ধন তাঁহার নিজের জমিদারির শাসন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিল। একারণে আমি ডেঃ কালেক্টর অবস্থায় খাসমহলের ভার পাইয়া তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য যথেষ্ট জিদ করিয়াছিলাম, এবং তাহাতে বিফল মনোরথ হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত পর্য্যন্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার উচ্চবংশ-গৌরবে ও চরিত্র-গৌরবে ক্লে সাহেব তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা করিতেন যে আমি কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। আমি পার্শন্যাল এসিস্‌টাণ্ট হইলে মিঃ ভিজি রিপোর্ট করিলেন যে তাঁহার কোন হুকুমই তহসিলদার গ্রাহ্য করেন না, এবং 'মাসকাবার' পর্য্যন্ত দেন

না। কথাটি ঠিক। তিনি সমস্ত দিন প্রজাদের লইয়া একটা প্রকাণ্ড দরবার করিতেন, এবং পুরুষানুক্রমিক জমিদারের মত তাহাদের গৃহ বিবাদ এবং মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি মিটাইয়া দিতেন। অতএব কালেক্টারের হুকুমই বা তামিল করে কে, এবং 'মাসকাবার'ই বা দেয় কে? আমি এ সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে কমিশনরের দ্বারা সস্পেণ্ড করাইলাম, এবং কমিশনরের আফিসের আমার অধীনস্থ একজন কেরাণীকে সে কাযে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলাম। তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে পিতৃব্য মহাশয় যে প্রকৃতির লোক তিনি যে কাগজ পত্র ঠিক মতে রাখিয়াছেন আমি বিশ্বাস করি না। অতএব কেরাণী যেন তাঁহার কার্য্যভার খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লন, এবং কোনও কাগজ প্রস্তুত না থাকিলে তাহা প্রস্তুত করাইয়া লন। তিনি বলিলেন তিনি পিতৃব্যকে দেবতার মত জানেন। কাগজ পত্র না থাকিলেও তিনি প্রস্তুত করিয়া লইবেন। তিনি কিছুদিন পরে কার্য্যভার লইয়া সহরে ফিরিয়া আসেন এবং কালেক্টারির কোনও উচ্চকর্ম্মচারীর সঙ্গে,—ইনি আমারও একজন বিশিষ্ট বন্ধু—আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কাগজপত্র ঠিক পাইয়াছেন কি না তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে সকলই ঠিক পাইয়াছেন। তবে দুই একটি কাগজ বোধ হয় পূর্ব্বে প্রস্তুত ছিল না, সম্প্রতি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম তাহা খুব সম্ভব। কিন্তু তাঁহার কথায় যেন তাঁহাদের মধ্যে কিছু মনোমালিন্য হইয়াছে বোধ হইল। আমি শুনিয়াছিলাম একটি রমণী এ মনান্তরের কারণ। এইরূপ সন্দেহ হওয়াতে আমি উক্ত বন্ধু মহাশয়কে আমার পার্শ্বের কক্ষে লইয়া উক্ত মনান্তরের কথা সত্য কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা দুজনে পরম বন্ধু। ঐ কেরাণী তাঁহারই বাসায় থাকিত। দেশের লোক তাঁহাদের রূপ দেখিয়া তাঁহা-

দিগকে 'নন্দি ভৃঙ্গি' বলিত। তিনি বলিলেন যে তিনিও সেরূপ শুনিয়াছেন, কেরাণীর ভাবে তাহা সত্য বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে যাহাতে কেরাণী এ কারণে হিংসাবশতঃ পিতৃব্যের অনিষ্ট না করেন, তিনি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবেন।

তাহার কয়েক মাস পরে একদিন আফিসে তিনি আমাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে নবাগত কালেক্টর পিতৃব্যের প্রতিকূলে দুইটি পরিষ্কার রাজস্ব অপব্যয়ের মোকদ্দমা পাঠাইবার জন্য সব ডেপুটির প্রতি আদেশ করিয়াছেন। কেরাণী ইতিমধ্যে আমারই সাহায্যে তহসিলদারের পদে সব ডেপুটি রূপে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। বন্ধুপ্রবর আরও লিখিয়াছিলেন যে সব ডেপুটির মনের ভাব পিতৃব্যের প্রতি ভাল নহে, অতএব তাঁহার ও আমার সব ডেপুটিকে লেখা উচিত যেন তিনি বিদ্বেষবশতঃ পিতৃব্যের প্রতিকূলে এরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত না করেন। অক্টোবর মাসে 'সাইক্লোন' হইয়া গিয়াছে। আমি সে 'সাইক্লোনের' কার্য্যে বড় ব্যস্ত ছিলাম। একটি 'ডেমি অফিসিয়াল' কাগজ লইয়া এরূপ একখানি পত্র লিখিলাম——

"My dear * * * *,

I understand you have been directed by Mr. * * * to send up two clear cases of embezzlement against * * * * Babu. Whatever may be the state of his papers, I hope you will admit that he is incapable of a thing like that. Fortune has already turned her wheel against him, and there is no use chasing a man who has a down-hill descent.

Yours Sincerely,
N. C. Sen.

P. S.

The matter would drop if you simply report that no such cases are forthcoming and that any such charge would be hard to prove.

প্রিয়——,

আমি শুনিতে পাইলাম * * বাবুর বিরুদ্ধে দুইটি তহবিল তস্রুপের পরিষ্কার মোকদ্দমা পাঠাইবার জন্য মিঃ * *. * * তোমাকে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার কাগজের অবস্থা যাহাই হউক, আমি ভরসা করি তুমি স্বীকার করিবে যে তিনি এরূপ কার্য্য করিতে অক্ষম। অদৃষ্টচক্র ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার প্রতিকূলে আবর্ত্তিত হইয়াছে। পর্ব্বত হইতে যে পতিত হইতেছে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

তোমার সরল ভাবের

এন্, সি, সেন।

যদি তুমি রিপোর্ট কর যে এরূপ পরিষ্কার মোকদ্দমা পাওয়া যাইতেছে না, এবং এরূপ মোকদ্দমা প্রমাণ করা বড় কঠিন হইবে, তবে এ বিষয়ের শেষ হইবে।

পত্রখানি লিখিয়া আমি বন্ধু মহাশয়ের কাছে প্রেরণ করিলাম, এবং তিনিও সেরূপ অনুরোধ করিয়া লিখিয়া পত্রখানি আমাকে দেখিবার জন্য পাঠাইলেন। তাহার পর উহা ডাকে সব ডেপুটির কাছে প্রেরিত হইল। তাহার পর শীতের শেষ ভাগে আমি ছুটি লইয়া কলিকাতা যাই, এবং ফিরিয়া আসিয়া লাউইস সাহেবের অনুরোধ মতে সাল-তামামির কার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত হুগলিতে বদলি হওয়ার প্রস্তাব

স্থগিত রাখি। ইহার অব্যবহিত পরে একদিন আফিসে শুনিয়া বজ্রাহত হইলাম যে পিতৃব্যের নামে এত মাস পরে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া গ্রেফতারির ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। কথাটা সত্য কি না উক্ত বন্ধু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে তিনি নিজে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, এবং বলিলেন যে তিনিও জনরব শুনিতেছেন মাত্র, তাহার বেশী আর কিছুই জানেন না। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে যখন ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে তখন অবশ্য কাগজ পত্র কোর্টে দেওয়া হইয়াছে। অতএব অভিযোগটা কি তিনি যেন দেখিয়া আমাকে জানান। তিনি চলিয়া গেলেন। আমি প্রায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিলাম। তাহার পর আরদালি পাঠাইলে কালেক্টারের দ্বিতীয় কেরাণী লিখিয়া পাঠাইলেন যে বন্ধু মহাশয় জ্বর হইয়া বাসায় চলিয়া গিয়াছেন। তখন অভিযোগটা কি দ্বিতীয় কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলাম। তিনি উত্তরে লিখিলেন যে, কাগজপত্র কালেক্টর বন্ধু মহাশয়ের হাতে হাতে দিয়াছেন, এবং তিনি উহা ডেস্কের মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তখন আমার আর বুঝিবার বাকি রহিল না যে এ ষড়যন্ত্রে তিনিও আছেন। অথচ বড় বিস্মিত হইলাম, কারণ তাঁহাকে পিতৃব্যেরও একজন বন্ধু বলিয়া জানিতাম।

পিতৃব্য সে সময় কাশীতে বসিয়া আছেন। তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিবার জন্য আমি তাঁহাকে টেলিগ্রাফ করিলাম, এবং মিঃ মনোমোহন ঘোষ অন্য মোকদ্দমায় নিয়োজিত বলিয়া টেলিগ্রাফ করিলে, ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসুকে টেলিগ্রাফ দ্বারা নিয়োজিত করিলাম। পিতৃব্য আসিবামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে হাজতে দিলেন। তাঁহার প্রতিকূলে কি অভিযোগ তাহার নকল চাহিলে নকল পর্য্যন্ত দিলেন না। বলি-

লেন অভিযোগ এখনও স্থির হয় নাই। জজের কাছে 'মোসন' করিয়া একরাত্রি হাজত বাসের পর তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করাইলাম।

তখন তিনি আমাকে সাবধান করিয়া বলিলেন যে এ ষড়যন্ত্রের মূল সেই বন্ধু মহাশয়। অতএব তাঁহাকে যেন কোন কথা না বলি। তখন আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার প্রতিকূলতার কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে উক্ত বন্ধু মহাশয় তাঁহারও বন্ধু বলিয়া তাঁহার কাছে সময় সময় বায়ু ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত যাইতেন। সে সময়ে একবার দুহাজার 'আড়ি' ধান লইয়া আসেন। এতকাল তাহার মূল্য পিতৃব্য লন নাই। সস্‌পেণ্ড হইবার পর গলা টিপিয়া সে টাকা উশুল করিয়াছেন। ইহাই এই মোকদ্দমার প্রধান কারণ।

মোকদ্দমার নিরূপিত দিবসে আনন্দমোহন আসিয়া পহুছিলেন। তখন দেখা গেল যে সব ডেপুটি দুই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। একটির বিচারের ভার জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রেডককের উপর, এবং অন্যটির জনৈক ইয়োরোপিয়ান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর, অর্পিত হইয়াছে। প্রথম মোকদ্দমাটি অতি অদ্ভুত। উক্ত তহসিল সমুদ্র গর্ভস্থ দ্বীপ। সেখান হইতে টাকা পাঠাইতে সকল সময়ে, বিশেষতঃ বর্ষার সময়ে, নৌকা পাওয়া যায় না। অতএব যে সকল টাকা একারণে পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে, বিচক্ষণ সব ডেপুটি তাহার মোট করিয়া পিতৃব্যের প্রতিকূলে চল্লিশ হাজার কি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার অভিযোগ করিয়াছেন। তাঁহার জবানবন্দিতে যখন প্রকাশ হইল যে ইহার প্রত্যেক পয়সা কালেক্টারিতে পরে দাখিল হইয়াছে, তখন কোর্টে একটা হাসির তুফান উঠিল, এবং এ অপূর্ব্ব তহবিল তসরুপের মোকদ্দমা জইণ্ট তৎক্ষণাৎ ডিস্‌মিস্‌ করিলেন। দ্বিতীয় মোকদ্দমায়ও সবডেপুটি দাখিলা জাল করিয়াছেন, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন বলিয়া ডিস্‌মিস্‌

হইল। ইহাতে আরও প্রমাণ হইয়াছিল তিনি কোন নায়িকার প্রেম পিপাসায় অধীর হইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রেম নিষ্কণ্টক হয় না। তহসিলদার মহাশয় সে প্রেমের পথে ভীষণ কণ্টক হইয়াছিলেন। একারণেই নিরাশ প্রেমিক এই দুই অপূর্ব্ব অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার আরও একটি অভিসন্ধি এই ছিল যে ইঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার কোন কারণ উদ্ভাবিত করিতে না পারিলে সবডেপুটি সে পদে পাকা হইতে পারেন না। সাক্ষীর বাক্সে তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়টে' তাঁহার সে শোভার একটা ফটোগ্রাফ বাহির হইয়াছিল। তিনি রূপে প্রকৃতই ভৃঙ্গি ঠাকুরের দ্বিতীয় সংস্করণ ছিলেন। তবে ভৃঙ্গি মহাশয়ের বর্ণ বুটের মত এমন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং তাঁহার দুই চক্ষুর দুই বিপরীত দিকে দৃষ্টি ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহার বন্ধু কালেক্টারির উক্ত উচ্চ কর্ম্মচারী মহাশয়ও আকৃতিতে একটি জীবন্ত নন্দি। মাদল ও করতাল হাতে দিয়া এ উভয়কে দশভুজার উপরের কাঠামে তুলিয়া দিলে আর পুতুলের আবশ্যক হইত না। উপরোক্ত বিষয়ে ভৃঙ্গির উপর জেরা হইলে তিনি সাক্ষীর বাক্সে দাঁড়াইয়াই অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। দর্শকেরা মনে করিয়াছিল যে টেরা নয়নযুগল হইতে আলক্যাত্রা ঝরিতেছিল।

যাহা হউক পিতৃব্য মুক্ত হইলেন, কিন্তু ভৃঙ্গি মহাশয় বড় একটা মুস্কিলে পড়িলেন। পিতৃব্য তাঁহার প্রতিকূলে মিথ্যা সাক্ষীর মোকদ্দমা আনিবেন বলিয়া ধম্‌কাইতে লাগিলেন। তখন ভৃঙ্গি মহাশয় সাক্ষীর বাক্সে যে 'মাদল' বাজাইয়াছিলেন, তাহার জন্য ঘোরতর অনুশোচনা আরম্ভ করিলেন। আমি আফিস হইতে অশ্বপৃষ্ঠে ডাক্‌বাঙ্গালায় আনন্দ মোহনের কাছে যাইতেছি, ফৌজদারি কোর্টের সম্মুখে কোর্ট ইন্সপেক্টর মহাশয় আসিয়া আমাকে গ্রেফ্‌তার করিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে

বলিলেন—"ভূজি মহাশয় * * * বাবুর ধর্ম্মকে তাঁহার বসনে অকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি সকাল বেলা সমস্ত কাগজ পত্র লইয়া আমার বাসায় গিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন যে তাঁহার কোন দোষ নাই; কেবল কালেক্টরের তাড়নায় তিনি এ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। * * বাবু যদি মিথ্যা সাক্ষ্যের মোকদ্দমা না করেন, তবে তিনি * * বাবুর ও আমার পায়ের উপর পড়িয়া ক্ষমা চাহিবেন এবং আমার যে এক পত্র তিনি মোকদ্দমার সময় কালেক্টারের হাতে দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন, তাহা তিনি শত খণ্ড করিয়া আমার সাক্ষাতে ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।"

এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমার সমস্ত ডেপুটি জীবনের গতি অন্যরূপ হইত এবং এ জীবনের বহু বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতাম। কিন্তু তখন নব যৌবন। শরীর ও মন উভয়ই তেজে ও উৎসাহে পূর্ণ, এবং নীচতার প্রতি ঘোরতর ঘৃণা। আমি গর্ব্বিত ভাবে কোর্ট ইন্সপেক্টারকে বলিলাম—"** বাবু আমার পিতৃব্য। তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করা আমার ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য। তিনি মুক্ত হইয়াছেন, আমারও কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। অতএব তিনি যদি নরাধমকে ক্ষমা করেন, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু আমি এরূপ বিশ্বাসঘাতকের সংস্রবে আর আসিব না। আমি তাহাকে চাকরি দিয়াছি, আর সে আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছে! আমি তাহাকে কখনও যে কোন অন্যায় পত্র লিখিয়াছি তাহা আমার স্মরণ হয় না। অতএব সে যদি এরূপ নীচতা করিয়া আমার পত্র কালেক্টরকে দিতে চাহে, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।" আমি ঘোড়া ছুটাইয়া ডাকবাঙ্গালায় আনন্দ মোহনের কাছে গেলাম। তিনি বলিলেন ভূজি তাঁহার কাছে গিয়াও এরূপ প্রস্তাব করিয়াছে, এবং আমাকে অনুরোধ করার জন্য তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়াছে।

অন্যদিকে এ মোকদ্দমা লইয়া সংবাদ পত্রে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছি এবং পিতৃব্যের দ্বারা এক আবেদন গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়াছি। ইতিমধ্যে চা-বাগানের মোকদ্দমার আন্দোলনে, এবং হাইকোর্টের বিচারের ফলে কালকূট প্রভৃতি ডিগ্রেড হইয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নূতন কালেক্টরের কাছে এরূপ দুটি অমূলক মোকদ্দমা উপস্থিত করার, এবং এরূপ উচ্চশ্রেণীর একজন জমীদারকে হাজতে দেওয়ার জন্য, কৈফিয়ত তলব করিলেন। চট্টগ্রামে আবার একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, এবং নব কালেক্টর একেবারে বসিয়া পড়িলেন। তখন আমার প্রতিকূলে একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্র সৃষ্টি হইল। কালেক্টর নিরূপায় হইয়া আমাকে বলিদান দেওয়া স্থির করিলেন, এবং ভৃঙ্গি আমার যে এক পত্র তাহার কাছে আছে বলিয়া বলিয়াছিল সেই পত্র চাহিলেন। কিন্তু ভৃঙ্গি আমাকে বাঘের মত ভয় করিত। সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন কমিশনরের সেরেস্তদার মহাশয় তাহার সঙ্গে যোগদান করিলেন, তাঁহাকে আমি সহোদরের অধিক শ্রদ্ধা করিতাম। তাহার কারণ তাঁহার এক ভ্রাতা আমার শিক্ষক ছিলেন এবং আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কমিশনর লাউইস্ তাঁহাকে দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না এবং সে রস্তারাদ বি. এল পাশ করিবার পর হইতে আমাকে সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিতেন যে কবে তিনি ওকালতিতে যাইবেন। আমি সর্ব্বদা কমিশনরের মতের প্রতিবাদ করিতাম, এবং তাহা অপনয়ন করিবার জন্যই গতবার ছুটিতে জিদ করিয়া তাঁহাকে আমার স্থানে গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাফ করিয়া 'একটিং' নিযুক্ত করাইয়াছিলাম। ইহাতেই আমি আমার সর্ব্বনাশের আর একটি সূত্রপাত করি। তিনি বুঝিলেন যে আমাকে কোনও রূপে বিপদস্থ করিয়া বদলি কি পদচ্যুত করিতে পারিলে, তিনি ও পদে স্থায়ী হইতে পারিবেন। তাঁহার

প্ররোচনায় ভৃঙ্গি চিঠি কলেক্টরের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হইল। কিন্তু সে চিঠিতে নন্দিরও লেখা ছিল বলিয়া তিনি কালেক্টরকে বলিলেন যে চিঠি দাখিল করিলে নন্দিও বিপদে পড়িবেন। নন্দিকে রক্ষা করিবেন বলিয়া কালেক্টর প্রতিশ্রুত হইলে, ভৃঙ্গি পত্রখানি দাখিল করিয়া দিলেন। এই কালেক্টরই আমার বিরুদ্ধে দিল্লীদরবারের সময়ে কনেষ্টবলের দ্বারা সেই ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করাইয়াছিলেন।

মহাঝড়।

পিতৃব্যের মোকদ্দমার অব্যবহিত পরে আমি গুরুতর রূপে পীড়িত হইয়া পড়ি। পীড়া এত গুরুতর যে পনর দিন যাবৎ আমি আফিসে যাইতে পারি নাই। এমন কি এক দিন বুকের ব্যথা দেখিয়া সিভিল সার্জ্জন শ্বাস যন্ত্রের পীড়া (Pleuresy) বলিয়া কবুল জবাব দিলেন যে আর আমার জীবনের আশা নাই। বাড়ীতে রোদনের রোল উঠিল। আমি এক দিন রাত্রি সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিলাম। প্রিয় সুহৃদ তারাচরণ কবিরাজের চিকিৎসায় চৈতন্য মাত্র লাভ করিয়াছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ মাথায় বজ্রাঘাত হইল। ভৃত্য একখানি চিঠি আনিয়া হাতে দিল। খুলিয়া দেখিলাম ভূঙ্গি মহাশয়ের কাছে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত যে পত্র-খানি লিখিয়াছিলাম কমিশনার তাহার স্বহস্তে এক নকল পাঠাইয়া, কেন আমার পিতৃব্যের অনুকূলে এই রূপ মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়ার ইঙ্গিত (suggest) করিয়া তাঁহার পার্শন্যাল এসিষ্টাণ্ট পদের অপব্যবহার করিয়াছি, অবিলম্বে তাহার কৈফিয়ত চাহিয়াছেন। আমি বুঝিলাম তিল তিল করিয়া উকিল মহাশয়ের চুকলি হইতে যে মেঘ সঞ্চার হইতে-ছিল, তাহা হইতে মহা ঝড় বহিতে আরম্ভ হইল। আমার এ মৃত্যুবৎ পীড়ার, এবং আফিস হইতে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির, সুযোগ পাইয়া বুঝিলাম কালেক্টর ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছেন, এবং তাঁহার রক্ষার জন্য আমার প্রতি এ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমি আফিসে উপস্থিত থাকিলে পত্র খানি পাওয়া মাত্র কমিশনর নিশ্চয় আমাকে ডাকিতেন, এবং এ ব্রহ্মাস্ত্র আমি তখনই বায়বাস্ত্রে, অর্থাৎ দুকথায় উড়াইয়া দিতে পারি-তাম। এই পীড়াই আমার সর্ব্বনাশের আর এক কারণ হইল।

পত্র খানি পাঠ করিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমার কথা

কহিবার শক্তি নাই, অবিলম্বে কৈফিয়ত দিবে কে? বিশেষতঃ ভৃঙ্গির কাছে এরূপ যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা আমার কিছুই মনে ছিল না। সে আমাকে তাহার একজন মুরুব্বি বলিয়া জানিত। অতএব সময় সময় তাহাকে তাহার পত্রের উত্তরে অনেক পত্র লিখিয়াছিলাম। একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বন্ধুকে ডাকাইয়া কমিশনরের এ পত্রের উত্তরে আমার পত্র খানির আসল দেখিতে চাহিলাম। কমিশনর একদিন পরে উত্তর দিলেন যে তাহা দেখিতে দিবেন না। তিনি আবার অবিলম্বে কৈফিয়ৎ চাহিলেন। আমি তখন উক্ত ডেপুটির দ্বারায় এই মাত্র কৈফিয়ৎ লিখাইয়া দিলাম যে পত্রখানি দেখিলেই বুঝা যায় যে উহা আমি (private) ব্যক্তিগত ভাবে লিখিয়াছি, (Official) কর্ম্মচারী ভাবে লিখি নাই। এ উত্তর পাইয়া সাহেবী বাঙ্গালী ষড়যন্ত্র আর এক পদ অগ্রসর হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন যে আমাকে চট্টগ্রাম হইতে সরাইতে না পারিলে তাঁহাদের ষড়যন্ত্র সফল হইবে না। কারণ চট্টগ্রামে আমার অসাধারণ ক্ষমতা। সকলে আমাকে শ্রদ্ধা ও ভয় করে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিবে না। অতএব Civil Surgeon সে দিন আসিয়া বলিলেন যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি চট্টগ্রাম পরিত্যাগ না করিলে তিনি আমার জীবনের জন্য দায়ী হইবেন না, এবং তখনই তিন মাসের ছুটীর জন্য অযাচিত এক সার্টিফিকেট্ দয়া করিয়া লিখিয়া দিলেন। বাড়ীতে আবার রোদনের ধ্বনি উঠিল। আমি সেই মৃতবৎ অবস্থায় পাঁকি করিয়া আফিসে গেলাম। কমিশনর আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন যে Civil Surgeon তাঁহাকে আমার অবস্থা বড় শোচনীয় বলিয়া বলিয়াছেন, এবং সেই সেরাস্তাদার মহাশয়কে আমার স্থানে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিয়া আমাকে তিন মাস ছুটি দেওয়ার জন্য তিনি গবর্ণমেন্টে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। আমি

তখন তাঁহাকে বলিলাম যে আমি নিজে বদ্‌লি হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; তিনি জোর করিয়া রাখিলেন। এখন এ মড়ার উপর খাঁড়ার প্রহার করা কি তাঁহার উচিত? তাঁহাকে সংক্ষেপে উক্ত পত্রের ইতিহাস বলিলাম। তিনি উহা শুনিয়া বলিলেন যে এরূপ অবস্থায় উহাতে আমার কিছুই অনিষ্ট হইবে না। তাহার জন্য চিন্তা না করিয়া আমি যেন পরদিনের ষ্টিমারে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় চলিয়া যাই। আমি তখন বলিলাম তবে আমার আর লিখিত কৈফিয়ত দিতে হইবে না? তিনি উত্তর করিলেন যে এ বিষয় যখন তিনি গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন, লিখিত কৈফিয়ত দিতে হইবে। বুঝিলাম যে ষড়যন্ত্র শেষ সীমায় পঁহুছিয়াছে। তখন আমি আহত ফণির মত মস্তক তুলিয়া তীব্র ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে নরাধম এরূপ একখানি বন্ধুতা মূলক পত্র এতাদৃশ নীচ ভাবে অন্যকে দিতে পারে, কোন ইংরাজ কি এরূপ ঘৃণিত নীচাশয়ের প্রশ্রয় দিতে পারেন? আপনি আমার উপরিস্থ কর্ম্মচারী, আমি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছি, সে সময় আমাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া, আমার প্রতিকূলে এরূপ ভাবে গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাফ করা কি আপনার উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে?—তিন বৎসর যাবৎ আপনি আমার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া, অন্ধকারে আমার পৃষ্ঠে এরূপ ভাবে ছুরিকা প্রহার করা কি আপনার উচিত হইয়াছে?" এই তীব্র ভর্ৎসনায় তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি অধোবদনে বলিলেন তিনি কালেক্টারের প্ররোচনায় এরূপ করিয়াছেন, এবং উহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবে না। তাই বলিতেছিলাম আমি আফিসে উপস্থিত থাকিলে এই ষড়যন্ত্র মাকড়সার জালের মত উড়াইয়া দিতে পারিতাম। আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া গেলে এক বন্ধু আসিয়া আমাকে বলিলেন যে নন্দি আমার সঙ্গে

সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। তবে আমি অপমান করিব বলিয়া তিনি আমার বাটিতে আসিতে অনিচ্ছুক। আমি হাসিয়া বলিলাম যে তিনি যদিও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাকে এই ঘোরতর বিপদে ফেলিয়াছেন, তথাপি আমি এত নীচত্ব প্রাপ্ত হই নাই যে একজন ভদ্রলোক আমার বাড়ীতে আসিলে তাহার অপমান করিব। যাহা হউক আমাকে অনেক বলিয়া কহিয়া বন্ধু পাল্‌কি করিয়া তাঁহার নিজ বাসায় লইয়া গেলেন। নন্দি মহাশয় সেখানে পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে এই আলাপ হইল।

আমি। আমার স্মরণ হয় এ পত্র তুমি ও আমি এক সঙ্গে লিখিয়াছিলাম। তোমার অংশও কি দাখিল হইয়াছে?

তিনি। হাঁ।

আমি। তবে তোমারও কি কৈফিয়ৎ তলব হইয়াছে?

তিনি। না। আমাকে রক্ষা করিবে বলিয়া ভূজি কলেক্টরকে আগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিল। অতএব আমার কৈফিয়ৎ তলব হয় নাই।

আমি। আমি তবে এখন এ পত্রের প্রকৃত ইতিহাস লিখিয়া তোমাকে সাক্ষী মান্য করিলে তুমি তদনুরূপ বলিবে ত?

তিনি। কলেক্টর সাহেব ইতিমধ্যেই আমার জবানবন্দি লইয়াছেন।

আমি। তুমি কি বলিয়াছ?

তিনি। আমার মনে নাই। কলেক্টর আমাকে এরূপ ধমকাইয়াছিলেন যে আমি ভয়ে কি বলিয়াছিলাম কিছুই জ্ঞান ছিল না।

আমি। তবে ত সবই ফুরাইয়াছে। তুমি আমার গলায় ছুরি দিয়া আবার কি জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছ?

তিনি। ভৃঙ্গি বড় ভয় পাইয়াছে। সে তোমাকে বাঘের মত ভয় করে। সে বলিতেছে যে তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যের মোকদ্দমা উপস্থিত না করিলে এবং কলেক্টরের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে যে (memorial) দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার করিলে সে কলেক্টরের দ্বারায় এ গোলমাল থামাইতে পারিবে, এবং তোমার ও * * বাবুর পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিবে।

ইহাতে সম্মত হইলেই হইত। কারণ বাস্তবিক আমাদের কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বিশেষ বাসনা ছিল না। কিন্তু ভৃঙ্গির কথায় কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করি? বিশেষতঃ লোকটির বিশ্বাস-ঘাতকতায় আমি এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম যে আমি উত্তেজিত ভাবে বলিলাম—"ভগবান যাহা করেন করিবেন, আমি সে নরাধমের মুখ আর দেখিব না।"

পূর্ব্ববঙ্গবাসীর প্রভুত্ব সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া আমার এই বন্ধু অনুনয় বিনয় করিয়া ভবুয়া হইতে চট্টগ্রাম বদলি হইতে জিদ করিয়াছিলেন। বুঝিলাম আর ইনিই দুটী পূর্ব্ববঙ্গবাসীর এই ষড়যন্ত্রে পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছেন। পর দিবস প্রাতে কমিশনরের সেরেস্তাদার আমাকে বিদায় দিতে আসিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহাকে আমি সহোদরের অধিক ভালবাসিতাম ও বিশ্বাস করিতাম। আমি তাহাকে বলিলাম—"আমার এ বিপদের সময় একটি বিশেষ সান্ত্বনার বিষয় এই যে তুমি আমার স্থানে আবার একটিং হইয়াছ, এখানে যাহা হয় তুমি আমাকে সর্ব্বদা জানাইও। তাহা হইলে আমার যথেষ্ট সাহায্য হইবে।" সে তদ্রূপই প্রতিশ্রুত হইল এবং বিদায় কালে আমি শিশুটীর ন্যায় তাহার গলায় পড়িয়া কাঁদিলাম এবং সেও কাঁদিল। বিপদের বিষয় চিন্তা না করিয়া আমার জীবনের চিন্তা

করিবার জন্য বিশেষ করিয়া, বলিয়া সে চলিয়া গেল। তখনই সেই বাঙ্গালী Executive Engineer আসিয়া বলিলেন—"তুমি যে এ লোকটাকে এত বিশ্বাস করিতেছ ভাল করিতেছ না। উহার প্রতি আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, সে তোমার কাছে একরূপ বলে এবং তোমার অসাক্ষাতে তোমার ভবিষ্যৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করে। সেদিন সে বলিতেছিল যে তুমি কর্ম্মচ্যুত ত হইবেই, তাহা ছাড়া ফৌজদারীতেও অভিযুক্ত হইবে, এবং গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বলিল যে তুমি কর্ম্মচ্যুত হইলেও তোমার বহি দ্বারা সুখে জীবন কাটাইতে পারিবে। তখন সে হাসিয়া বলিল—"গবর্ণমেণ্ট বহি কি আর বেচিতে দিবে? তাহাও বন্ধ করিবে।" এই তৃতীয় বিশ্বাস-ঘাতকতার এবং কৃতঘ্নতার সংবাদ শুনিয়া আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। পূর্ব্বদিন আফিসেও তাহার একটী কথায় আমার কিছু সন্দেহ হইয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম—"আজ যদি আমার নামের সঙ্গে তোমার মত বি, এল, দুটী অক্ষর থাকিত, আমি এই দুর্গতির চাকরী ছাড়িয়া দিতাম।" সে কট্ করিয়া উত্তর দিল—"সংসারই এরূপ। তুমি আমার দুটী অক্ষর চাহ! আর আমি তোমার তিন শত টাকা চাহি।" তখন আমার বেতন তিন শত টাকা ছিল। যাহা হউক আমি তাহাকে এত বিশ্বাস করিতাম যে, এঞ্জিনিয়ার বাবুর কথাও হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিলাম—"আপনি উহাকে অন্যায় সন্দেহ করিতেছেন। সে জানে আমি বড় উদ্ধত স্বভাবের লোক। পাছে এ বিপদকে উপেক্ষা করি, তাই আমাকে সতর্ক করিবার জন্য আপনাদের কাছে ইহার ফল এত কাল রঙ্গে চিত্রিত করিয়াছে।" যাহা হউক সে দিন মধ্যাহ্নে ষ্টিমারে উঠিলাম। সম্মুখের গোল বাগানে বড় বড় উৎকৃষ্ট গোলাপ ফুটিয়া প্রাঙ্গন আলো করিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রী সে গোলাপের দিকে

চাহিয়া চাহিয়া তত বড় চক্ষের ফোটা ফেলিতেছিলেন। কি জন্য কমিশনার ষ্টীমারে গিয়াছিলেন। তিনি আমার 'কেবিনে' গিয়া বড় স্নেহকণ্ঠে বলিলেন—"নবীন! তুমি তোমার কৈফিয়তের জন্য ভাবিও না। তুমি যাহাতে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পার তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিও।" ষ্টীমার যথাসময়ে কলিকাতা পঁহুছিল। ষ্টীমার হইতে নামিয়া দাদা অখিল বাবুর বাসায় গিয়া আমার খুড়তত ভাই রমেশের এক টেলিগ্রাম পাইলাম, আমার স্থলাভিষিক্ত মহাশয়কে যেন বিশ্বাস না করি, তাঁহার বাসায় নিত্য ষড়যন্ত্রের কমিটী বসিতেছে! মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। বুঝিলাম বিশ্বাসঘাতকতার একটা ত্র্যহস্পর্শ যোগ হইয়াছে। নন্দি, ভৃঙ্গি, ও এই ভুজঙ্গ, তিন জনই এই ষড়যন্ত্রের মূল যন্ত্রী। ভৃঙ্গির উদ্দেশ্য পিতৃব্যের পদ স্থায়ীভাবে লাভ। নন্দির উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা ও আত্মরক্ষা। এবং এই ভুজঙ্গের উদ্দেশ্য আমার পদপ্রাপ্তি। মানুষ যে এতদূর কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে, এবং ইচ্ছা করিয়া উপকারের এরূপ প্রতিদান দিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। ভুজঙ্গ ইহার পর আমাকে একখানি চিঠি মাত্র লিখিয়াছিল। তাহাতে এই অমূল্য সংবাদ মাত্র ছিল—'কমিশনার সমস্ত বৃত্তান্ত রিপোর্ট করিয়াছেন।'

ঘোর গর্জ্জন।

"When misfortunes come, they come not single, but in battalions."

ইংরাজ কবি বলিয়াছেন বিপদ একা আসে না। বিপদ যখন আসে, একটা সৈন্য লইয়া আসে। আমাদের দেশীয় কথায় বলে— 'কানা চোকে কুটা পড়ে'। আমারও তাই হইল। একেত জ্বরে ও শ্বাস যন্ত্রের রোগে মরণাপন্ন হইয়া কলিকাতায় গিয়াছিলাম, তাহাতে কলিকাতা পঁহুছিবা মাত্রই পশ্চাৎদেশে এক ফোড়া হইল। ডাক্তার প্রায় ছয় আঙ্গুল কাটিয়া দিলেন। বসিবার সাধ্য নাই। প্রায় ১৫।২০ দিন উপর হইয়া শুইয়া রহিলাম। অথচ সে অবস্থাতেই বিলম্ব হইতেছে বলিয়া কৈফিয়ৎ লিখিতে হইল। কিঞ্চিৎ ভাল হইলে কৃষ্ণদাস পালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি বলিলেন কৈফিয়ৎ তিনি নিজে লিখিয়া দিবেন। এ সময় তাঁহার সমকক্ষ লেখক কলিকাতায় আর কেহ ছিল না! তাঁহার আদেশ মতে এক দিন সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইলাম। তাঁহার হাঁটু পর্য্যন্ত পরিধান এক মাত্র মোটা ধুতি। তাঁহার অপূর্ব্ব ফরাস বিছানায় স্থূল কৃষ্ণ দেহখানি প্রসারিত করিয়া এবং একটা তাকিয়ায় মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়াছেন। তাঁহার বিশাল চক্ষু দুটি মুদিত, এবং সমস্ত দিনের পরিশ্রমে দেহ তন্দ্রাগত। তিনি অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় ২।৪ মিনিট পরে এক এক কথা বলিতেছেন, এবং আমি লিখিয়া লইতেছি। মধ্যে মধ্যে তাঁহার নাসিকার ধ্বনি হইতেছে। এভাবে প্রায় রাত্রি দশটা হইল। বলা বাহুল্য যে কৈফিয়ৎ কিছুই লেখা হইল না। শেষে আমাকে এক রসগোল্লা খাওয়াইয়া বিদায় দিলেন, এবং পরদিন প্রাতে যাইতে বলি-

লেন। আমি বুঝিলাম তাঁহার দ্বারা কৈফিয়ৎ লেখান এক প্রকার রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধান ব্যাপার। অতএব প্রাতে আমার লিখিত কৈফিয়ৎটি লইয়া গেলাম। তিনি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পড়িলেন, এবং স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া উহার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন—"হিন্দুপেট্রিয়টে তোমার লেখা দেখিয়া আমার বোধ হইয়াছিল যে উপহাস ও শ্লেষপূর্ণ (Light and humourous) লেখাতে তোমার বিশেষ অধিকার। তুমি যে গুরুতর বিষয়েও এমন সুন্দর লিখিতে পার তাহা আমি জানিতাম না। এ কৈফিয়ৎ পড়িয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে তোমার কিছুই ক্ষতি হইবে না।" বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে ইতিমধ্যে একদিন অকস্মাৎ পথে দেখা হইল। এ কৈফিয়ৎটি তাঁহাকে একবার দেখাইতে তিনি বিশেষ জিদ করিয়া বলিলেন। আমি বলিলাম কৃষ্ণদাস বাবু লিখিয়া দিবেন বলিয়াছেন। লেখা হইলে তাঁহার বাড়ী গিয়া দেখাইয়া আনিব। বঙ্কিমচন্দ্র কাহাকেও মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না। বলিলেন—"ঐ লোকটা একটা 'হাম্‌বাগ' (Humbug)। ও যত দেখায়, তত পদার্থ কি গবর্ণমেণ্টে তত হাত ওর কিছুই নাই।" আমি পর দিনই আমার লিখিত কৈফিয়ৎ লইয়া কাঁটাল পাড়ায় গেলাম, এবং আর একটি সন্ধ্যা এ বিপদ মাথায়ও বড় সুখে কাটাইলাম। বঙ্কিম বাবু প্রায় তিন ঘণ্টা কাল ইহার প্রত্যেক শব্দ লক্ষ্য করিয়া অতি সাবধানতার সহিত পড়িলেন। পাঠ সমাপন করিয়া বলিলেন—"আমি জানিতাম তুমি কেবল কবিতা ও সুন্দর ইংরাজী চিঠি লিখিতে জান। তুমি যে এমন সুন্দর 'অফিসিয়েল' ইংরাজি লিখিতে পার তাহা আমার ধারণা ছিল না। আমার মনে একটু অভিমান আছে যে আমি একটু ইংরাজি লিখিতে জানি। আশ্চর্য্য যে আমি একটি কথাও কাটিতে পারিলাম না। তবে আমি

শেষ ভাগে একটি 'প্যারা' 'লিখিয়া দিব।" লিখিলেন, এবং পড়িয়া শুনাইলেন। আমি দেখিলাম, 'প্যারা' নয়ত, লঙ্কার ঝাল।

তিনি আরও বলিলেন—"এ কৈফিয়তের পর গবর্ণমেণ্ট তোমার কেশ স্পর্শ করিতেও পারিবেন না।" পরদিন কৃষ্ণদাস বাবুর হিন্দুপেট্রিয়েট প্রেসে কৈফিয়ৎটি ছাপাইতে লইয়া গেলাম। তিনি আর একবার পড়িলেন। প্রশ্ন—"এ লেখা কার?" উত্তর—বঙ্কিম বাবুর। তিনি বলিলেন—"বল কি! আমি জানিতাম বঙ্কিম শান্ত স্থির লোক। তিনি কি এমন গোঁয়ার! একেত তোমার ভাষা জ্বলন্ত আগুন। আমি উহা নরম করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু পারিলাম না। বঙ্কিম তাহার উপর আবার আগুন ঢালিয়াছেন। এই প্যারা কখনও দেওয়া হইবে না।" এই বলিয়া তিনি উহা কাটিয়া দিলেন, এবং তাঁহার প্রেসম্যানকে ডাকিয়া ছাপিতে দিলেন। সে মুদ্রিত কৈফিয়ৎ যথাসময়ে চট্টগ্রাম কমিশনারের কাছে প্রেরিত হইল।

কৈফিয়তের সারাংশ এইরূপ—পত্রখানি সবডিপুটির কাছে বন্ধুভাবে লিখিয়াছিলাম, অফিসিয়েল ভাবে যে লিখি নাই পত্রই তাহার প্রমাণ। সবডিপুটি যে আমাকে বলিয়াছিল যে তহশিলদার * * বাবুর হিসাবে টাকার কোন গোল নাই, কেবল কাগজ কতক নূতন তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন তাহাও পত্রের দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে। কারণ পত্রে লেখা আছে যে * * বাবুর কাগজের অবস্থা যেরূপ হউক, তিনি যে এরূপ একটি কার্য্য করিতে পারেন না তাহা তুমিও স্বীকার করিবে। পুনশ্চ পত্রে কোন মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়ার জন্য আমি সবডিপুটিকে ইঙ্গিত করি নাই। উহার 'পুনশ্চ' ভাগের পরিষ্কার অর্থ এই যে * * বাবুর হিসাবে টাকার কোন গোল নাই বলিয়া তুমি আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলে, সেরূপ রিপোর্ট করিলে, এবং তহবিল তছরূপ প্রমাণ করা কঠিন বলিয়া,

—উহা বাস্তবিকই কঠিন,—রিপোর্ট করিলে, এ গোল মিটিয়া যাইবে। আমি জানিতাম যে একটি স্ত্রীলোক লইয়া * * বাবুর সঙ্গে সবডিপুটির মনান্তর ছিল। পাছে সে ঈর্ষা বশতঃ তাঁহার প্রতিকূলে মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া নিজে বিপদগ্রস্ত হয়, সে জন্য বন্ধুভাবে আমি তাহাকে এ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এ চেষ্টা সত্ত্বেও সে যে ঈর্ষা বশতঃ মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছিল, এবং উহা সমর্থন করিবার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল, এমন কি জাল পর্য্যন্ত করিয়াছিল, তাহা বিচারকের রায়েই প্রকাশ। পিতৃব্য মহাশয় তাহার প্রতিকূলে মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য ফৌজদারি মোকদ্দমা করিবেন বলিয়া ধমক দেওয়াতে সে নীচতা ও বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক এ 'প্রাইভেট' চিঠি উপস্থিত করিয়া, ইহার এরূপ মিথ্যা অর্থ কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছে। বিচারালয়ে প্রমাণিত একজন মিথ্যুকের কথা, সমস্ত ঘটনার এবং পত্রের লিখিত বৃত্তান্তের প্রতিকূলে গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

এ কৈফিয়ৎ যে নকল করিয়া দিব সে শক্তি আমার ছিল না, আমি তখনও এত গুরুতর রূপে পীড়িত ছিলাম। তাই কৃষ্ণদাস বাবু উহা হিন্দুপেট্রিয়েট প্রেসে ছাপিয়া দিলেন। সে মুদ্রিত কৈফিয়ৎ চট্টগ্রামে পৌঁছিবা মাত্র একটা হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। কালেক্টরের কাছে রিপোর্টের জন্ত কমিশনার উহা পাঠাইলেন। কালেক্টর বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে ঐ কৈফিয়ৎ ব্যারিষ্টার চূড়ামণি মিঃ উড্রফ কি মিঃ এভেন্সক আমি বহু টাকা দিয়া লিখাইয়াছি। মোট কথা উহাতে দাঁত ফুটাইতে না পারিয়া তিনি চট্টগ্রামে একটি অরাজকতা উপস্থিত করিলেন। আমার বন্ধু বান্ধব ইষ্ট কুটুম্ব ও চট্টগ্রামের উচ্চ পদবীস্থদিগকে পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া জবান বন্দি করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এ মহাপুরুষেরা মাথা ধুইয়া কালে-

ক্টরের অভিপ্রায় মতে আমার প্রতিকূলে যথাসাধ্য সাক্ষী দিয়া আসিলেন। কোন কোন নরাধম আমার খুড়তুত ভায়ের গলা ধরিয়া তাহার পর আমার প্রতি এ অত্যাচারের জন্য কাঁদিলেন। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত সাক্ষী দিয়াছিলেন যে তাঁহারা জানেন যে এ মোকদ্দমা সব ডেপুটি ও পিতৃব্যেতে হয় নাই, সব ডেপুটিতে ও আমাতে হইয়াছিল; চট্টগ্রামের সকল আন্দোলনের মূল আমি; দেশব্যাপী খবরের কাগজে যাহা কিছু বাহির হইয়াছে তাহা আমার লেখা; এবং সবডেপুটি আমার ভয়ে ভাল করিয়া মোকদ্দমা না চালাইয়া ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আমার পিতৃব্যকে রক্ষা করিয়াছে। আমার একজন কুলোজ্জ্বলকারী খুড়া, যাঁহাকে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলাম, আমার কি কি জমিদারি ও মহাজনী আছে তাহার এক তালিকা দাখিল করিয়া দিয়াছিলেন। কালেক্টর আমার প্রতিকূলে একটা ক্ষুদ্র মহাভারত রচনা করিয়া পাঠাইলেন, এবং সর্ব্বশেষ লিখিলেন যে এ সকল অসংখ্য অপরাধেও নিতান্ত যদি আমাকে কর্ম্মচ্যুত করা না হয়, তবে চট্টগ্রামে কেবল আমার জমিদারি ও মহাজনী আছে বলিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করা নিতান্ত প্রয়োজন। অন্যথা আমি আবার পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট হইলে চট্টগ্রামের নওয়াবাদ জরিপ ও রোডসেস অসম্ভব হইবে, এবং আমি চট্টগ্রামের লোককে বিদ্রোহী করিব। এ রিপোর্টে কিন্তু কমিশনারের চক্ষু খুলিয়া গেল। কলেক্টর তাঁহাকে আগে বুঝাইয়াছিলেন যে চট্টগ্রামে আমার এরূপ একাধিপত্য যে কেহ আমার প্রতিকূলে প্রাণান্তেও কিছু কহিতে চাহে না, এবং সে জন্যই সবডিপুটি আমার পিতৃব্যের প্রতিকূলে মোকদ্দমা প্রমাণ করিতে পারে নাই। কিন্তু এখন কমিশনর দেখিলেন যে আমার বন্ধু বান্ধব সকলেই শ্রীবিষ্ণু বলিয়া আমার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তখন তিনি গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন যে কালেক্টরের রিপোর্টের লিখিত

একটি কথাও তিনি বিশ্বাস করেন না। সে সকল বিষয় তিনি ইতিপূর্ব্বেই তদন্ত করিয়াছিলেন, এবং জানিতে পারিয়াছিলেন যে সকলই মিথ্যা। তিনি এ পর্য্যন্ত লিখিলেন যে যাহারা আমার প্রতিকূলে এরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে, এবং তিনি বুঝিয়াছেন যে তাহারা আমার প্রতিকূলে একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্র করিয়াছে। উপসংহারে এই লিখিলেন যে সব ডেপুটির কাছে পত্র লেখাই আমার একমাত্র দোষ, এবং কেবল উহাই গবর্ণমেণ্টের বিবেচ্য বিষয়।

কালেক্টর প্রমুখ ষড়যন্ত্রকারীরা দেখিলেন যে সকলই ফস্‌কাইয়া গেল। তাহাদের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। ষড়যন্ত্রকারীরা তখন আর এক চাল চালিলেন। চট্টগ্রাম হইতে আমার কাছে যত পত্র আসিতেছিল এবং আমি চট্টগ্রামে যত পত্র লিখিতেছিলাম, সকলেরই লেফাপা কেহ খুলিয়া আবার লাগাইয়া দিয়াছে এইরূপ পরিষ্কার দেখা যাইত। ভয়ে বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে পত্র লেখা বন্ধ করিলেন এবং তাঁহাদের কাছে পত্র লিখিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। সে অবধি আমার স্ত্রীর ও খুড়তত ভায়ের চিঠি ভিন্ন আর কাহারও চিঠি পাইতাম না, এবং কাহারও কাছে লিখিতাম না। এদিকে কে একজন "ইংলিশম্যানে" আমার উপর রাজদ্রোহিতা পর্য্যন্ত আরোপ করিয়া পত্র লিখিতে লাগিল। সকলে বলিতে লাগিলেন উহা স্বয়ং কালেক্টরের লেখা। আমি সে সকল পত্রের আশি শিক্কা ওজনে উত্তর দিতে আরম্ভ করিলাম। 'ইংলিশম্যানের' সম্পাদক ফরেল সাহেব অকষ্টবদ্ধে পড়িলেন। শ্বেত পুরুষের প্রতিকূলে ইঙ্গিতটি পর্য্যন্ত না করা তাঁহার কাগজের ধর্ম্মনীতি। তিনি কেমন করিয়া মেজিষ্ট্রেট কমিশনরের প্রতিকূলে এরূপ তীব্র অভিযোগ সকল ছাপিবেন। আমার দু তিন পত্র ছাপিয়া আর এক পত্র ছাপিলেন না। আমার প্রতিকূলে এক পত্র ছাপিয়া নীচে নোট লিখিয়া দিলেন যে এ বিষয়ে

আর পত্র ছাপিবেন না। আমি তাহার উত্তর লইয়া তাঁহার কাছে সশরীরে উপস্থিত হইলাম। সাদায় কালায় একটি তুমুল যুদ্ধ বাধিল। আমি বলিলাম যে তিনি যদি আমার পত্র না ছাপেন তবে পত্রের উপর সেরূপ লিখিয়া দিন, আমি 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' লইয়া ছাপিয়া দিব। আমি 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' বরাবর লিখিতাম। মিঃ রবার্ট নাইটের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। ফরেল সাহেব রাগে গর গর করিয়া তখন পত্র রাখিলেন, এবং বলিলেন যে আর ভবিষ্যতে কোন পত্র ছাপিবেন না। আমি বলিলাম আমিও তাহা চাহি। সে পত্র ছাপা হইল। এত দিন যুদ্ধটা ছদ্ম নামে চলিতেছিল। আমি তৎক্ষণাৎ নিজ নাম দিয়া এক পত্র লিখিলাম যে আমার বিষয় যখন গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীন, তখন আমার প্রতিকূলে এরূপ পত্র ছাপা ইংলিশ ম্যানের পক্ষে ঘোরতর কাপুরুষতার কার্য্য। এ পালাও এখানে শেষ হইল।

তখন কালেক্টর আর এক দিকে হাত বাড়াইলেন। তিনি আণ্ডার সেক্রেটারি মেকলি সাহেবের কাছে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে বেঙ্গল অফিসে আমার কুটুম্ব আছে এবং আমি তাহা হইতে আফিসের গোপনীয় বিষয় সকল জানিয়া 'ইংলিশম্যানে' ছাপিতেছি। মিঃ মেকলি আমার কুটুম্ব খুজিয়া বেঙ্গল আফিস তোলপাড় করিয়া তুলিলেন। বেঙ্গল আফিসের কেরাণীরা আমাকে দেখিলে পঞ্চাশ হাত দূর হইতে নমস্কার করিত। শেষে মিঃ মেকলি সাব্যস্থ করিলেন যে রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের হেড এসিষ্টাণ্ট মিঃ মরিনো আমার কুটুম্ব, কারণ তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ চট্টগ্রামে ছিলেন। মিঃ মরিনো বেচারি শপথ করিয়া বলিল যে সে খৃষ্টান, আমি হিন্দু; আমাদের মধ্যে কুটুম্বিতা হইতে পারে না, এবং সে তাহার জীবনেও কখন চট্টগ্রামে যায় নাই। কাযেই এ চালটাও নিষ্ফল হইল।

'ভিন্দিপাল' পাত।

ঈশ্বর বিপন্নের সহায়। তাঁহার নামই বিপদভঞ্জন। এ ঘোরতর বিপদেও তিনি আমার সহায় সংঘটন করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম সহায় মিঃ ককরেল (Horace Cockrell)। তিনি তখন বর্দ্ধমানের কমিশনার। কিন্তু তিনি লেঃ গবর্ণর এস্‌লি ইডেনের পরম বন্ধু বলিয়া কলিকাতায় থাকিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি ও তখন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার মিঃ স্মিথ উভয়ে আমাকে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন আমার বিপদের পরিণাম যাহাই হউক, ভদ্রলোক মাত্রেরই আমার প্রতি সহানুভূতি হইবে, কারণ প্রাইভেট চিঠি এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গবর্ণমেণ্টে দাখিল করিলে কাহারও সুনাম ও সম্মান রক্ষা হইতে পারে না। মিঃ ককরেল আমাকে অনেক ভরসা ও সান্ত্বনা দিতেন, এবং আমিও তাঁহার কাছে সকল কথা মন খুলিয়া বলিতাম। পোষ্ট অফিসে আমার চিঠি খোলা হইতেছে শুনিয়া, তিনি বলিলেন তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না যে কোনও সিবিলিয়ান এরূপ ঘৃণিত কার্য্য করিতে পারেন। আমার পকেটে দুই এক খানি চিঠি ছিল। তাঁহাকে দেখাইলে তিনি স্তম্ভিত হইলেন, এবং বলিলেন যে যখন আমার শক্ররা এরূপ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন আমার কিছুই হইবে না। দ্বিতীয় সহায় জুটিয়াছিলেন, লেঃ গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারি কেপ্টেন বইলো। (Captain Boileau) ইনিও কেমন প্রথম সাক্ষাৎ হইতে আমাকে সুচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারায় লেঃ গবর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে যখন আমার মাথার উপর এরূপ গোলযোগ আছে তখন লেঃ গবর্ণর আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারেন না।

কিন্তু তিনি বলিলেন লেঃ গবর্ণর বলিয়াছেন যে তিনি আমাকে বেশ জানেন, এবং কাগজ পত্র বিশেষরূপে দেখিবেন। কেঃ বইলোও বলিলেন যে আমার কিছুই হইবে না, কারণ প্রাইভেট চিঠি দাখিল করার তুল্য বিশ্বাসঘাতকতা ও গর্হিত কার্য্যের কোন ভদ্রলোক প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তিনি আরও বলিলেন তিনি আমার কৈফিয়ৎ দেখিয়াছেন। উহা এরূপ সন্তোষজনক যে গবর্ণমেণ্ট কখনও আমার প্রতিকূলে আদেশ করিতে পারিবেন না। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেইলি তখন কর্ম্ম বিভাগের সেক্রেটারি। কাগজ তাঁহার কাছে পেশ হইলে আমি একদিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই চটিয়া লাল হইলেন, এবং বলিলেন—"তুমি কি জন্য আসিয়াছ?" আমি ইতস্ততঃ না করিয়া স্থির কণ্ঠে উত্তর করিলাম—"আপনি আমার মোকদ্দমার বিষয় কি মত স্থির করিয়াছেন তাহা জানিতে আসিয়াছি।" তিনি আরও রুক্ষ কণ্ঠে বলিলেন—"সে কথা আমি তোমার কাছে বলিতে বাধ্য নহি, কেবল লেঃ গবর্ণরের কাছে বলিতে বাধ্য।" আমি আবার অবিচলিত কণ্ঠে বলিলাম—"তাহা আমি জানি। তবে আপনি দেখিতেছেন আমি এখনও যুবক। সমস্ত জীবন আমার সম্মুখে পড়িয়া আছে। আপনি যদি আমার প্রতিকূল মত স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া বলিলে আমি এখনই এ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব, এবং জীবিকার জন্যে অন্য পথ অনুসরণ করিব।" তিনি তখন একটু আর্দ্র হইলেন, এবং স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিলেন—"তুমি কৈফিয়ৎ না দিয়া চট্টগ্রাম হইতে পলাইয়া আসিয়াছ, এবং কলিকাতায় আসিয়া কোনও ব্যারিষ্টারের দ্বারা সতেজ কৈফিয়ৎ লেখাইয়া দিয়াছ।" আমি তখন আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"এ কি কথা! আমি রোগে মরণাপন্ন হইয়া চট্টগ্রামের সিবিল সার্জ্জনের তাড়নায় তিন মাসের

সার্টিফিকেট দিয়া, এবং কমিশনরের অনুমতি ও উপদেশ মতে, কলি- কাতায় আসিয়াছি। বাবু *কৃষ্ণদাস পাল* আমার সাক্ষী যে আমি *দারুণ রোগ শয্যায় শুইয়া শুইয়া এই কৈফিয়ৎ লিখিয়াছি, এবং নকল করিবার আমার শক্তি ছিল না বলিয়া তিনি তাঁহার প্রেসে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।"* তিনি তখন বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কৈ কমিশনর ত এ সকল কথা কিছুই রিপোর্ট করেন নাই। তোমার ছুটির দরখাস্ত ও ডাক্তারের সার্টিফিকেট কোথায়?" এ বলিয়া তিনি ফাইলটি আমাকে ফেলিয়া দিলেন। আমি দরখাস্ত ও সার্টিফিকেট খানি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি আরও বিস্মিত হইলেন, এবং কি ভাবিতে লাগিলেন। মোট কথা আমি চট্টগ্রাম ছাড়িবার পর, কমিশনরকে ধরিয়া আমি কৈফিয়ৎ না দিয়া পলাইয়া আসিয়াছি বলিয়া কালেক্টর যে রিপোর্ট করাইয়াছিল, উহাই কেবল মিঃ বেইলির মনে ছিল, এবং পরে শুনিয়াছিলাম তিনি এ অপরাধে আমাকে সস্‌পেণ্ড করিতে কমিশনরের কাছে আদেশ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার কৈফিয়ৎ গিয়া কমিশনরের হাতে পৌঁছিলে, তিনি বেগতিক দেখিয়া উক্ত আদেশ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাকে জানিতেও দেন নাই। যাহা হউক মিঃ বেইলি চুপ করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া আমি আবার বলিলাম—"এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া প্রাইভেট চিঠি ব্যবহার করিলে বোধ হয় এ সংসারে এমন লোক কেহই নাই যিনি আমার মত বিপন্ন হইবেন না। আমার প্রথম যৌবন মাত্র। কর্ম্মচ্যুত করিয়া আমার সর্ব্বনাশ না করিয়া যদি আমাকে চাকরি এস্তেফা দিতে দেন, তাহা হইলেই আমি আপনার কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইব।" হৃদয়ের আবেগে আমার কণ্ঠ কাঁপিতেছিল। তাহাতে যেন তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি তখন আমার দিকে চাহিয়া সুপ্রসন্নকণ্ঠে বলিলেন,—"যুবক! তুমি

নিশ্চিন্ত হও গবর্ণমেণ্ট এবার তোমাকে কেবল সাবধান করিয়া দিবেন—"Young man! make yourself easy. You will have only a warning this time." শরীরে যেন কি বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইল। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া টেলিগ্রাফ আফিসে ছুটিলাম, এবং বাড়ীতে ও অন্য বন্ধুদের কাছে টেলিগ্রাফ করিলাম। Every thing blown away. Bailey promises warning. God is good"—"সব উড়িয়া গিয়াছে। মিঃ বেইলি বলিতেছেন আমাকে কেবল সতর্ক করিয়া দিবেন। ঈশ্বর মঙ্গলময়।" তার পর আমার বন্ধু চট্টগ্রামের টি-প্লাণ্টার মিঃ ফুলারের বাড়ীতে গিয়া উভয়ে আনন্দে কিঞ্চিৎ সুরা সেবন করিয়া 'বেলভেডিয়ারে' যেন উড়িয়া গেলাম। আমাকে দেখিবা মাত্র কেপ্টেন বইলো বলিলেন—"তোমার আপনার লোক মিঃ ককরেল সেক্রেটারি হইয়াছেন।" তিনি বড় আনন্দিত হইয়া এ কথাগুলো বলিলেন। কিন্তু আমার মনে সেরূপ আনন্দ সঞ্চারিত হইল না। তিনি আরও বলিলেন—"সিমলা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে। বেইলি লর্ড লিটনের প্রাইভেট সেক্রেটারি হইয়া আজ সন্ধ্যার সময় চলিয়া যাইবেন। বোধ হয় এতক্ষণে ককরেল চার্জ লইয়াছেন।" আমি বিষণ্ণ মুখে বলিলাম—"এটি আমার পক্ষে বড়ই অমঙ্গল সংবাদ, কারণ এই মাত্র মিঃ বেইলি আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি আমাকে কেবল সতর্ক করিয়া দিবেন।" বইলো শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলেন, এবং বলিলেন—"ককরেল তাহাও করিবেন না। তোমাকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিবেন।" আমি বলিলাম "আমার বড় সন্দেহ হইতেছে কারণ মিঃ বেইলির সাহস মিঃ ককরেলের নাই।"

পর দিন মিঃ ককরেলের সঙ্গে আফিসে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। আমার ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হইল। তিনি আমাকে ধমকাইয়া প্লীহা

উল্টাইয়া দিলেন। বলিলেন—"তোমার মোকদ্দমার অবস্থা যে এত মন্দ আমি জানিতাম না।" আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এত মন্দ কি পাইলেন?" উত্তর—"তুমি সব ডেপুটির কাছে এরূপ পত্র লিখিয়াছিলে কেন?" আমি বলিলাম সে বিষয়েইত আমার কৈফিয়ৎ দিয়াছি কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"তাহা ঠিক। কিন্তু লিখিয়াছিলে কেন? মুখে এ সকল কথা বলিলে ত কোনও গোল হইত না।" আমি তখন মিঃ বেইলির সঙ্গে যে কথা হইয়াছিল তাহা তাঁহাকে বলিলাম। প্রশ্ন—"মিঃ বেইলি তোমাকে এসকল কথা কখন বলিয়াছিলেন?"

উঃ।—"কাল ৪টার সময়ে।" তিনি ফাইল খুলিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, এবং বলিলেন—"কই বেইলি ত এরূপ কিছু লিখিয়া যান নাই।" আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি বুঝিলাম ইহাই আমার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। তখন আমার মুখে আর কথা বাহির হইতেছিল না। শরীর কাঁপিতেছিল। অতি কষ্টে বলিলাম যে মিঃ বেইলির অপেক্ষাও আমি তাঁহার কাছে অধিক দয়ার আশা করি। তিনি ম্লানমুখে বলিলেন—"আমি এ মাত্র বলিতে পারি যে আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিব।" ভগ্ন হৃদয়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর দিন সন্ধ্যার সময় চট্টগ্রাম হইতে টেলিগ্রাফ পাইলাম যে গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাম পাইয়া কমিশনার সেদিনের ষ্টিমারে কলিকাতা রওনা হইয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমি তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলাম।

তিনি। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আমাকে কি জন্য আসিতে 'টেলি' করিয়াছেন তুমি জান কি?

আমি। আমার বোধ হয় আমার মোকদ্দমার জন্য।

তিনি। তুমি কি রূপে বুঝিলে ?

আমি। যে দিন আমার মোকদ্দমার কাগজ পত্র লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণারের কাছে উপস্থিত হইয়াছে সে দিনই আপনার কাছে 'টেলি' গিয়াছে।

তিনি। আমার তাহা বোধ হয় না। আমি তোমার মোকদ্দমার কথাত সকলই খুলিয়া লিখিয়াছি, এবং তোমার অনুকূলে রিপোর্ট করিয়াছি। তজ্জন্য আমাকে তলব হইবে কেন ? বোধ হয় 'নওয়াবাদের' কোন বিষয়ের জন্য হইবে।

আমি। নিশ্চয় আমারই বিষয়ের জন্য। আমার অনুকূলে রিপোর্ট দিয়া আপনি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছেন। কারণ তিন বৎসর আমি প্রাণপণে আপনার অধীনে কার্য্য করিয়াছি। এখন আপনি স্বয়ং যখন আসিয়াছেন, আমি আমার কমিশনারের মত উকিল আর কোথায় পাইব ? আপনি আমার জন্য যেরূপ ওকালতি করিতে পারিবেন এমন আর কে পারিবে ?

সে দিন রাত্রি ১১টার সময় কৃষ্ণদাস বাবুর এক চিঠি লইয়া একজন লোক ভবানীপুরে উপস্থিত। তিনি লিখিয়াছেন যে সন্ধ্যার সময় মিঃ বইলো তাঁহাকে বলিয়াছেন যে সব উড়িয়া গিয়াছে ; গবর্ণমেণ্ট আমাকে কেবলমাত্র সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। হা ! সহৃদয় বইলো ! তুমি অর্ডার না পড়িয়াই মিঃ বেইলির কথা মত কার্য্য হইয়াছে মনে করিয়া কৃষ্ণদাস বাবুকে এরূপ বলিয়াছিলে !

আমি পর দিন ককরেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি সাক্ষাৎ না করিয়া আমার কার্ডের পিঠে লিখিয়া দিলেন—"তুমি পুরী বদলি হইয়াছ। আফিসে গিয়া অর্ডার দেখিও।"

আমি ১১টার সময় অফিসে গেলাম। গাড়ী হইতে নামিবা মাত্র

আর একখানি গাড়ী আসিয়া পঁহুছিল।* কমিশনর নামিলেন। দেখিলাম তাঁহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে। আমি পুষ্প চন্দন যাহা পাইয়াছিলাম তাহা কাগজে পাইয়াছিলাম। তিনি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের কাছে নগদ পাইয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি মাথা হেট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি আদেশ হইয়াছে তুমি জানিতে পারিয়াছ কি?" আমি বলিলাম—"না। যখন আপনি আসিয়াছেন আপনার মুখেই শুনিব।" তিনি তখন বলিলেন—"আমি যত দূর সাধ্য তোমার জন্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে বলিয়াছি।" আমি বলিলাম—"আপনি আমার সহৃদয় প্রভুর মত কার্য্য করিয়াছেন। আমি এখানে অপেক্ষা করিব। আপনি সেক্রেটরির সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলে আপনার মুখেই আদেশ শুনিব।" তিনি মিনিট পাঁচ পরে অধোমুখে ও বিষণ্নভাবে নামিয়া আসিলে আমি তাঁহাকে আবার পাকড়াও করিলাম। তিনি বলিলেন অর্ডার এখনও প্রকৃত আকারে লিখিত হয় নাই।

আমি। গবর্ণমেণ্ট আমাকে কি কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন?

তিনি। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কর্ম্মচ্যুত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি অনেক বলাতে করেন নাই।

আমি। তবে কি আমাকে ডিগ্রেড করিয়াছেন?

তিনি। করিতে পারেন। আমি ঠিক জানিতে পারি নাই।

আমি। তা হইলে আমি এ মুহূর্ত্তেই চাকরি এস্তেফা করিব।

তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তুমি তিন শত টাকার চাকরি ত্যাগ করিয়া কি করিবে?" কি করিব! আমি দলিত ফণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলাম—"কি করিব!! আমার মত যুবকের জন্য শত উপায় আছে। রূপার শিকল ছাড়ান কষ্টকর, কিন্তু একবার ছাড়াইতে পারিলে পরম মঙ্গল। আর কিছু উপায় না থাকে, যে সমুদ্র পার হইয়া

বাড়ী যাইব তাহাতে ত যথেষ্ট জল আছে কিম্বা একখানি সামান্য ছুরীতে যথেষ্ট ধার আছে, যাহার দ্বারা এ জীবন শেষ করা যাইতে পারে।” তিনি চমকিয়া বলিলেন—“নবীন তুমি বড় সতেজ কথা বলিতেছ।” আমি দৃঢ়ভাবে উত্তর করিলাম—“আমার হৃদয়ে তদপেক্ষায়ও বেশী তেজ আছে।”

কমিশনর চলিয়া গেলেন। আমি তখন উপরে গিয়া ফিরিঙ্গি হেড এসিষ্টাণ্টকে আমার টিকেটের উপর কক্‌রেল সাহেবের অর্ডার দেখাইয়া কি অর্ডার হইয়াছে তাহা দেখিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন—“মিঃ কক্‌রেল নূতন সেক্রেটারি হইয়াছেন, তিনি আফিসের নিয়ম জানেন না। আফিসের কোনও কাগজ কাহাকেও দেখান নিয়ম বিরুদ্ধ।” আমি তখন বিরক্ত হইয়া বলিলাম—“আপনি দেখিতেছেন এত বিচারা-বিচারি করিবার অবস্থা আমার নহে। আপনি অর্ডার দেখাইতে না পারিলে এ টিকেটে লিখিয়া দেন যে, মিঃ কক্‌রেলের আদেশ নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া আপনি দেখাইলেন না; আমি মিঃ কক্‌রেলের কাছে যাইব।” তখন তিনি বড় চটিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন আমিও ছাড়িবার পাত্র নহি, তখন বড় মুস্কিলে পড়িলেন। একটু নরম হইয়া বলিলেন—“আমি তবে আণ্ডার সেক্রেটারি মিঃ মেকলিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।” সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—‘মিঃ মেকলি আপনাকে হুকুম মুখে বলিতে বলিয়াছেন। আপনি পুরী বদলি হইয়াছেন।’ আমি তখন আবার বিরক্ত হইয়া বলিলাম —“সে সংবাদ জানিবার জন্য ত আমি আপনার কাছে আসি নাই। তাহা ত স্বয়ং মিঃ কক্‌রেল আমার টিকেটের পিঠে লিখিয়া দিয়াছেন।” তখন তিনি একটু ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—“আপনাকে আপনার গ্রেডের শেষ স্থানে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে।”

আমি বজ্রাহত হইলাম। বেইলি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর হৃদয়ে যে আশা সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা এক মুহূর্ত্তে বোমের মত যেন বিরাট শব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া আমি ক্ষীণকণ্ঠে একটুকুরা কাগজ চাহিলাম।

হেড এসিষ্টাণ্ট। কেন?

আমি। এ মুহূর্ত্তেই এ জঘন্য চাকরি এস্তেফা দিব।

তিনি। কি! এস্তেফা দিবেন!!

আমি। (স্থির কণ্ঠে) দিব।

তিনি। আপনি কি পাগল হইয়াছেন?

আমি। না।

আমি কাগজ লইতেছিলাম। তিনি আমার হাত ধরিলেন। দেখিলাম লোকটির হৃদয় আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট স্পর্শ করিয়াছে। তিনি বড় সহানুভূতির কণ্ঠে বলিলেন—"আপনি এমন পাগলামি করিবেন না। আপনি যেরূপ মেজিষ্ট্রেট কমিশনরকে ন কড়া ছ কড়া করিয়াছেন, মিঃ কক্‌রেল আপনার সৌভাগ্যক্রমে সেক্রেটারি না হইলে আপনি নিশ্চয় কর্ম্মচ্যুত হইতেন। এরূপ অবস্থায় কেহ বেঙ্গল অফিস হইতে চাকরি লইয়া যাইতে আমি দেখি নাই। আপনাকে গবর্ণমেণ্ট ডিগ্রেড পর্য্যন্ত করেন নাই। মিঃ কক্‌রেল আপনাকে বাঁচাইয়াছেন।

আমি। আপনার বড় ভুল। মিঃ বেইলি থাকিলে আমার কিছুই হইত না। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি আমাকে কেবল সতর্ক করিয়া দিবেন।

তিনি। এ কথা আপনাকে কে বলিল?

আমি। স্বয়ং মিঃ বেইলি।

তিনি। তিনি কখন বলিয়াছিলেন ?

আমি। যে দিন তিনি সিমলা যান।

তিনি। মন্দভাগ্য লোক ! মিঃ বেইলি ফাইলে সে কথা লিখিয়া যান নাই। তিনি আপনাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য কমিশনরের প্রথম রিপোর্ট পাইয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তখন বুঝিলাম যে বেইলি সাহেবের অকস্মাৎ স্থানান্তরিত হওয়াই আমার এ বজ্রপাতের কারণ। দৈব কি প্রবল! কোথা হইতে কি এক ঘটনা আসিয়া আমার সমস্ত জীবন ও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা এক মুহূর্ত্তে নিষ্ফল করিয়া দিল। হেড এসিষ্টাণ্ট আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন, এবং বুঝাইয়া বলিলেন—"আপনি এত নিরাশ হইবেন না। মিঃ ককরেলের আপনার সম্বন্ধে বড় উচ্চ ধারণা (high opinion)। কমিশনরের প্রথম রিপোর্ট পাইয়া, এবং আপনি কৈফিয়ৎ না দিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া, মিঃ বেইলি আপনাকে সসপেণ্ড করিয়া লিখিয়াছিলেন যে আপনাকে কর্ম্মচ্যুত করা উচিত। অতএব মিঃ ককরেল কঠিন সমস্যায় পড়িয়াছিলেন। তিনি অনেক লিখিয়া লেঃ গবর্ণরকে বুঝাইয়াছেন যে এরূপ অপরাধের জন্য কর্ম্মচ্যুতি বড় কঠিন দণ্ড হইবে। অথচ একেবারে কিছু দণ্ড না করিতে লিখিলে মিঃ বেইলির অভিপ্রায়ের অবমাননা করা হয়। সে জন্য তিনি আপনার যাহাতে একটি পয়সাও ক্ষতি না হয় এইরূপ দণ্ড প্রস্তাব করিয়াছিলেন। লেঃ গবর্ণর আপনার কৈফিয়ৎ, বড় দক্ষতার সহিত লিখিত বলিয়া (very cleverly written) প্রশংসা করিয়া মিঃ ককরেলের মত অনুমোদন করিয়াছেন। আপনার কিছুই দণ্ড হয় নাই বলিতে হইবে। মিঃ ককরেল আপনাকে যেরূপ ভাল জানেন, যে কটি স্থান আপনাকে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে উহা শীঘ্রই আপনি কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন।"

আমি সেখান হইতে ভগ্ন হৃদয়ে কৃষ্ণদাস বাবুর কাছে গেলাম। তিনিও গবর্ণমেণ্টের আদেশ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন—"এই মাত্র ককরেলের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। তোমার সম্বন্ধে তাঁহার খুব ভাল মত, এবং তুমি এ উৎপাতে পড়িয়াছ বলিয়া অনেক দুঃখ করিলেন।" তিনিও হেড এসিষ্টেণ্টের মত বুঝাইয়া বলিলেন যে নয় বৎসরের চাকরি এস্তেফা দেওয়া ভাল নয়। যখন ককরেল সেক্রেটারি, এ মেঘ শীঘ্রই কাটিয়া যাইবে। "পাঁচ পোয়াও নহে, সাত পোয়াও নহে, দেড় হেতে এক খেটে।" কর্ম্মচ্যুতও নহে, 'ডিগ্রেডও' নহে, এরূপে আমার নিজ গ্রেডের শেষ স্থানে নামাইয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট আমার মস্তকে এক 'ভিন্দিপাল' প্রহার করিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে ডিগ্রেড' করিলে আমি চাকরি ছাড়িয়া দিব। অদৃষ্টে আরও দুর্ভোগ বাকি ছিল—তাই দিলাম না।

পতিতঃ পর্ব্বতঃ লঘুঃ।

যখন এ ঝড় বজ্র মাথার উপর গর্জ্জন করিতেছিল আমি তখন যে ভয়ে মাটির ভিতর প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিলাম তাহা নহে। এ জীবনে যতবার বিপদে পড়িয়াছি,—তাহার সংখ্যা বড় কম নহে,—আমি কখনও হাল ছাড়িয়া দিয়া বসি নাই। প্রথমতঃ বিপদের পরিমাণ স্থির করিয়া মনে মনে একটা কর্ত্তব্য অঙ্কিত করিয়াছি, এবং সে কর্ত্তব্যের রেখা অনুসরণ করিয়াছি। তাহার পর সে বিপদ-বক্ষে এরূপ আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়াছি যে কেহ কখনও আমাকে বিষণ্ণ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। এ বিপদের সময়ও কৈফিয়ৎ চট্টগ্রামে পাঠাইয়া এক প্রকার মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার যেরূপ পিছনে লাগিয়াছেন তখন এ সাধের ডেপুটিগিরি ফস্‌কিয়া যাইবারই সম্ভাবনা। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জীবনে কি করিব? একটা উপায় মনে মনে স্থির করিলাম, এবং অবিলম্বে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন এফ, এ পাশ করিয়াই 'ল লেকচার' শুনিতে হইত। অতএব বি, এ পাশ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার পূর্ব্বে আমি দু বছর লেক্‌চার শুনিয়াছিলাম। আর এক বছর লেক্‌চার শুনিতে পারিলে বি এল দিতে পারিতাম। তখন স্থির করিলাম আরও কিছু দিন ছুটী লইয়া এক বৎসরের লেক্‌চার হাত করিয়া রাখিতে হইবে। যদি শ্বেতাঙ্গেরা নিতান্তই অর্দ্ধচন্দ্র দেন, তবে কৃষ্ণাঙ্গের যে অমোঘ ব্যবসায় আছে তাহারই অনুসরণ করিব,—উকিলি। আশৈশব সকলেই বলিয়াছিলেন যে আমি উকিল হইলে খুব একটা কেষ্ট বিষ্ণু হইতাম। ডেপুটি হইয়া যখন দেশে গিয়াছিলাম তখন সকলেই এ জন্য নিরাশ হইয়াছিলেন। এমন কি এ বিপদের সময়েও একদিন হাইকোর্টের কোনও বাঙ্গালী

জজের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে, অল্পক্ষণ তাঁহার সঙ্গে এ বিপদ সম্বন্ধে আলাপের পর তিনি বলিয়া বসিলেন—"আমি ইচ্ছা করি আপনি কর্ম্ম-চ্যুত হন।" এমন মঙ্গল কথাটি শুনিয়া আমি হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন যে তিনিও ডেপুটি ছিলেন, এবং এরূপ অবস্থায় পড়িয়া চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহা না হইলে তিনি তখন ৫০০। ৬০০ শত টাকা বেতন পাইতেন, যাহা তখন তাঁহার আস্তাবলের খরচ! তিনি আরও বলিলেন—"আপনি এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম। আপনি হাইকোর্টের উকিল হইলে এক জন শীর্ষ স্থানীয় উকিল হইবেন।" কৈশোরে রাজা দিগম্বর মিত্রও যে এরূপ বলিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ সকল কথা মনে করিয়া স্থির করিলাম যে উকিল হইব। কিন্তু এক বৎসর লেক্‌চার শুনা ত পোষায় না। কর্ম্মচ্যুত হইলে আরও বেগতিক। সংসার চলিবে কিরূপে? আমার দেশস্থ পিতৃব্যপ্রতিম আহদালি খাঁ এ বিপন্ন অবস্থায় কলিকাতা আসিবার সময় বলিয়াছিলেন—"তুমি চাকরি ছাড়িয়া দাও। তুমি উকিল হইয়া আইস। তুমি মাসে হাজার টাকা পাইবে।" উকিল হইতে যে অন্ততঃ দুই হাজার টাকা চাই? তিনি বলিলেন সে টাকা তিনি তখনই পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু মনে করিলাম কেন পরের কৃপা প্রত্যাশী হইব। অন্য দিকে অর্থ ভাণ্ডারও শূন্য। এমন সময়ে একজন বন্ধু বলিলেন যে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন জেলাতে একজন ল লেক্‌-চারার আছেন তিনি বড় সদাশয় লোক। দুই চারি বার তাঁহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বছরের ফিসটা দিলে তিনি অকাতরে সার্টিফিকেট দেন। সেখানে আমার বন্ধু নিজে সপরিবার থাকেন। ইহাদের অপেক্ষা এ জগতে আমার আত্মীয় আর কেহ নাই। কাযেই

উক্ত লেক্‌চারার মহাশয়ের সঙ্গে দুই একবার সাক্ষাৎ করার বিঘ্নও বড় হইল না। বোধ হয় দুবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, এবং বন্ধু পরিবারের আদরে আমার সমস্ত বিপদ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সে পরিবারের সকলেই দেবদেবী, তাঁহাদের গৃহখানি ত্রিদিব। আমি বিপদে পড়িয়া যদি সর্ব্বদা এরূপ শান্তি, এরূপ আদর, এবং এরূপ আনন্দ পাইতে পারি, তবে প্রত্যহ বিপদে পড়িতেও আপত্তি করিব না। এ বিপদের সময় এক দিন চট্টগ্রাম হইতে সংবাদ পাইলাম যে রাজবিদ্রোহিতার জন্য চট্টগ্রামে আমার বিরুদ্ধে 'ষ্টেট্ প্রসিকিউসন' আরম্ভ হইয়াছে। আমার নিশ্চয় ফাঁসি না হয় জেল হইবে এ জনরব শুনিয়া আমার দেবী-প্রতিমা কোনও রমণী বন্ধু অশ্রুসিক্ত এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আপনি যে জেলে যাইবেন, সে জেল ত্রিদিব হইবে। আমি যদি তাহার ভিত্তি দুই বিন্দু অশ্রুতে সিক্ত করিতে পারি, আমার রমণী জীবন সার্থক মনে করিব।" ইনি দেবী না মানবী! মানব জীবন অন্ধকারে আলোকে, মেঘে জ্যোৎস্নায়, সুখে দুঃখে, বিপদে আনন্দে, জড়িত বলিয়া বোধ হয় এত সহনীয় ও বাঞ্ছনীয়। এ স্মৃতিতে এত বৎসর পরেও আমার হৃদয় কি পবিত্র, শীতল ও অমৃতময় হইতেছে। যাহা হউক সার্টিফিকেট হাত হইল।

ইহার উপর আবার আর এক খেয়ালও ধরিয়াছিলাম। এ সময়ে চা-বাগান সম্বন্ধে যত বহি আছে আমি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া একদিন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভাঘরে কৃষ্ণদাস বাবুর কাছে উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে বলিলাম—"যদি এ ষড়যন্ত্রে আমি বিনা অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হই, তবে স্থির করিয়াছি বি এল পাশ করিয়া চট্টগ্রামে উকিল হইব।" তিনি প্রথম বিস্মিত হইলেন। পরে উপরের সার্টিফিকেট প্রাপ্তির উপাখ্যান শুনিয়া হাসিয়া সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত করিলেন। তিনি বলিলেন—"তোমার

হৃদয়ে কি অগ্নি আছে আমি জানিনা, তুমি কিছুতেই নিরুৎসাহ হও না।" আমি বলিলাম—"তবে উৎসাহের আর একটি কথা শুনুন। আমি স্থির করিয়াছি—উকিল হইয়া চট্টগ্রামে একটি চা-বাগান খুলিব। তাহার জন্য আপনি আমাকে ২৫০০০৲ টাকার চাঁদা তুলিয়া দিবেন।" তিনি আবার হাসিয়া বলিলেন—"তুমি নিজে ম্যানেজার হইলে, ২৫০০০৲ টাকা আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে এখানে বসিয়া তুলিয়া দিব। তবে কথাটা এই যে তুমিও কর্ম্মচ্যুত হইবে না চা-বাগানও খুলিবে না। তুমি 'হিন্দু প্রেটিয়টে' চট্টগ্রাম হইতে যে আন্দোলন করিয়াছ এবং অগ্নি-বর্ষণ করিয়াছ তাহাতেই গবর্ণমেণ্ট অস্থির হইয়াছেন। তোমাকে তাঁহারা কখনও হাত ছাড়া করিবেন না।"

তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী ঠিক হইল। মোকদ্দমার চূড়ান্ত আদেশ শুনিয়া তিনি বলিলেন—"আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছিলাম যে তোমার মত তুখড় লোককে কর্ম্মচ্যুত কি গ্রেডচ্যুত করিয়া কখনও গবর্ণমেণ্ট হাত ছাড়া করিবে না।" উকিল হওয়া সম্বন্ধেও তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। বঙ্কিম বাবুর সঙ্গেও পরামর্শ করিলে তিনিও বলিলেন—"অবশ্য তুমি উকিল হইলে ঢের টাকা পাইবে। যদি টাকাই জীবনের সর্ব্বস্ব বুঝিয়া থাক, তবে যাও। কিন্তু তাহা ভিন্ন আর কিছু আছে বুঝ, তবে যাইও না। যে দিন উকিল হইবে সে দিন তোমার সাহিত্য জীবন শেষ হইবে।" স্ত্রীও উকিল হওয়া সম্বন্ধে বড় নারাজ। তাহাও যেমন তেমন নহে। তাহার স্থির সংস্কার যে উকিল হওয়া আর গলিত-কুষ্ঠ-রোগী হওয়া এক কথা। কাযেই আমার উকিল হওয়া হইল না। বাড়ীতে পত্নী ও আত্মীয় স্বজন মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছেন। নীচাশয়েরা ষড়যন্ত্র করিয়া কত প্রকার কুকথাই রাষ্ট্র করিতেছে। স্ত্রী তখনও তেজস্বিনী বালিকা হইলেও, অপমান

ভয়ে অহর্নিশ অশ্রুসিক্তা ও ধূল্যবলুণ্ঠিতা। আমি সে সপ্তাহের ষ্টিমারেই চট্টগ্রাম ছুটিলাম। নরাধমেরা দেশে কখনও রাষ্ট্র করিতেছিল আমি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছি, কখন কলিকাতায় আমাকে জেলে দিয়াছে কখন বা আমার রাজবিদ্রোহিতার জন্য ফাঁশি হইবে। এরূপ নানা জনরব রাষ্ট্র করিয়া আমার পরিবারবর্গকে দারুণ মনোবেদনা দিতেছিল। এ দুমাস যাবৎ আমার বালিকা পত্নীর নয়নের জল অবিরাম বহিয়া আমার জন্ম স্থানের মাটী ভিজিতেছিল। এ জন্য তৎক্ষণাৎ চট্টগ্রাম যাওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল।

সে সময় আমার জনৈক স্বদেশবাসী ও ভ্রাতৃ-প্রতিম সুহৃদ বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া সে ষ্টিমারে বাড়ী যাইতেছিলেন। তিনি আমার 'কেবিনে' আসিয়া বারবার বলিতে লাগিলেন যে কমিশনর আমার কথা তাঁহাকে বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমার একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত। শরীরের ও মনের অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া আমি বড় একটা 'কেবিনের' বাহিরে যাইতাম না। দুদিন এরূপে সমুদ্রে কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবস ষ্টিমার যখন কর্ণফুলিতে প্রবেশ করিতেছিল বন্ধু আবার আসিয়া আমাকে বলিলেন—"কমিশনর নিতান্ত আপনাকে একবার দেখিতে চাহিতেছেন লোকটা যেন বড় অনুতপ্ত হইয়াছে।" আমি বলিলাম—"আমি আর ঐ কাপুরুষের মুখ দেখিব না।" তখন তিনি বড় পীড়াপীড়ি করিয়া বলিলেন যে এরূপ অবস্থায় না গেলে আমার পক্ষে বড় অভদ্রতার কার্য্য হইবে। তখন আমি একটা গ্লাস ঠুকিয়া বেশ একটু উত্তেজনা লাভ করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি বড় করুণ কণ্ঠে প্রথমতঃ আমার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গবর্ণমেণ্টের অর্ডার জানিতে পারিয়াছি কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি হাঁ বলিয়া, কি অর্ডার হইয়াছে তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বিষন্ন মুখে বলিলেন তবে—"গবর্ণমেণ্ট আপনাকে কিছুই শাস্তি দেন নাই বলিলেও হয়। আমি যেরূপ আপনার অনুকূলে লেঃ গবর্ণরকে বলিয়াছিলাম আমি জানিতাম যে ইহার বেশী কিছু হইবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি আপনার বন্ধুদিগকে বিশ্বাস করিতে সাবধান হইবেন। আমি তাঁহার উত্তরে বলিলাম—"আমি যখন যশোরে ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ছিলাম, জনৈক সিভিলিয়েন আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যতক্ষণ বিপরীত প্রমাণ না পাইবে, পৃথিবী বা সমস্ত লোককে (villain) বদমাইস বলিয়া জানিবে।" কিন্তু আমি তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি নাই। আপনার উপদেশেও পারিব না। আমার চারি দিকে যত লোক আছে সকলেই পাজি, এরূপ বিশ্বাস করিয়া মানুষ কেমন করিয়া থাকিতে পারে আমি বুঝিতে পারি না। আমি সরলতাই ধর্ম্ম বলিয়া জানি, এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি শত বিপদে পড়িলেও বাকি জীবন যেন এ সরলতা রক্ষা করিয়া যাইতে পারি। তবে আমি জানি ভারতবর্ষে আসিলে ইংরাজদের এরূপ অধঃ-পতন ঘটে যে তাঁহারা সরলতাকে (sincerity) একটা মহাপাপ বলিয়া জানেন, এবং কুটিল বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্রয় দেন। তাহা না হইলে আপনার মত সদাশয় লোক আমাকে এরূপ বিপদে ফেলিবেন কেন?" তাঁহার শ্বেত মুখ আরও শ্বেত হইল। তিনি মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। আমি তখন আরও তীব্রভাবে বলিলাম—"আমি প্রায় তিন বৎসর প্রাণপণে আপনার অধীনে কায করিয়াছি। আপনি সর্ব্বদাই আমার কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। আমি এখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে সব ডেপুটি পুঙ্গব ও তাঁহার ষড়যন্ত্রকারীদের প্রশ্রয় দিয়া আমার এরূপ সর্ব্বনাশ ঘটান কি আপনার পক্ষে উচিত প্রতিদান

হইয়াছে ?” তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ ষড়যন্ত্রকারীরা কে ?” আমি বলিলাম—“এরূপ পাপিষ্ঠ-দের নাম করাও পাপ। আপনি পরে জানিবেন।” ষ্টিমার ঘাটে লাগিল, এবং আমি হাসিতে হাসিতে যে সকল বন্ধুগণ আমার অভ্যর্থনায় আসিয়াছিলেন তাঁহাদের দিকে ছুটিলাম। আমার সে অবস্থা দেখিয়া কে বলিবে যে আমি এত বড় একটা বিপদে পড়িয়াছিলাম। “পতিতঃ পর্ব্বতঃ লঘুঃ।”

বিদায়।

"My native land good night."

Byron.

চট্টগ্রামে পঁহুছিয়াই যে বন্ধুরা আমার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন সর্ব্ব প্রথম তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। আমাকে দেখিবা-মাত্র তাঁহাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইল যে তাহা দেখিয়া আমার মনেও দয়া হইল। প্রত্যেকেরই মুখ কাল হইয়া গেল। ঠিক যেন যম দেখিয়াছেন। আমি তাঁহাদের দেখিবামাত্র ছুটিয়া গিয়া গলায় পড়িলাম, এবং পূর্ব্বের মত হাসিতে হাসিতে কত বন্ধুতার কথাই বলিতে লাগিলাম। কিন্তু তাঁহাদের মুখে কথাটিও নাই, যেন কণ্ঠরোধ হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে কষ্টের সহিত জনে জনে বলিলেন—"তুমি ত কলিকাতায় চলিয়া গেলে। আমরা কি অবস্থায় পড়িয়াছিলাম তাহা বলিলে বিশ্বাস করিবে না। কালেক্টর আমাদের উপর ঘোরতর উৎপীড়ন করিয়াছেন। জানি না তুমি আমাদের কি মনে করিতেছ।" আমি গলা জড়াইয়া বলিলাম—"আমি কিছুই মনে করি নাই। তোমরা আমার পরম বন্ধু। চির দিন তোমাদিগকে বন্ধু বলিয়া জানিব।"

তাহার পর গ্রামের বাড়ীতে যাই, এবং সেখানে কিছুদিন থাকিয়া সহরে ফিরিয়া আসি। আমার বদলির সম্বন্ধে দেশময় একটা হুলুস্থূলু পড়িয়া গিয়াছিল। কত লোকই দেখা করিতে আসিয়াছিল। আমার আহার নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া গিয়াছিল। একটি বন্ধুর কথা এখানে বলিব। বাবু গণেশচন্দ্র চৌধুরী তখন চট্টগ্রামের সব জজ। তিনি আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার দশ বছরের মেয়ে 'পরম'কে আমি মা বলিয়া ডাকিতাম। সে এবং তাহার মা আমাকে

অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহারা তিনটিতে জিদ করিয়া বসিলেন যে আমি কলিকাতা গেলে স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী গিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অতএব স্ত্রীকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন, কারণ আমাদের দুজনকে আবার একত্র না দেখিলে, ও আমাদিগকে লইয়া আবার দুদিন আমোদ আহ্লাদ না করিলে তাঁহাদের সে দুঃখ যাইবে না। স্ত্রী আসিলেন, এবং দুটি দিন তাঁহাদের অতিথি হইয়া কি আনন্দেই কাটাইলাম।

কলিকাতা যাইবার দিন কমিশনরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি গবর্ণমেণ্টের অর্ডার পাইয়াছেন?" আমি বলিলাম না। তিনি তখন গবর্ণমেণ্ট-অর্ডারটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"উহা আজ ডাকে আসিয়াছে।" আমি অর্ডারটি পড়িলাম। তাহার শেষ ভাগে লেখা ছিল—সব ডেপুটিকে কর্ম্মে রাখা উচিত কি না কমিশনর রিপোর্ট করিবেন। কমিশনার বলিলেন—"আপনি যেরূপ যোগ্য লোক আপনারত কিছুই হইল না। সব ডেপুটিটি মারা গেল।" আমি তখন আবেগের সহিত বলিলাম—"আমি তিন বৎসর আপনার অধীনে কার্য্য করিয়াছি। যদি আমার কার্য্যে আপনি কিছুমাত্র প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন, তবে আমার আন্তরিক প্রার্থনা এই যে আপনি সব ডেপুটিকে রক্ষা করিবেন।" তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"সে কি কথা! সব ডেপুটি আপনার এরূপ অনিষ্ট করিয়াছে, আর আপনি তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আমার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন?" আমি স্থির কণ্ঠে বলিলাম যে সব ডেপুটির প্রতি আমার কিছু মাত্র বিদ্বেষ নাই। সে আমার গলা না কাটিলে তাহার গলা রক্ষা করিতে পারিত না। বিশেষতঃ সে উপলক্ষ মাত্র; অন্য স্বার্থপরায়ণ লোকেরা তাহাকে শিখণ্ডী স্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া আমার উপর এ অস্ত্র

নিক্ষেপ করিয়াছিল। কমিশনার আবার বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহারা কে?" আমি আবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম—"এরূপ পাপিষ্ঠদের নাম করিলেও পাপ হয়। আমি তাহাদের নাম বলিব না। আপনি সময়ে সকলই জানিতে পারিবেন। মাথার উপর ভগবান আছেন। তিনি তাহাদের বিচার করিবেন। আপনার কাছে আমার শেষ প্রার্থনা এই যে আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা ঘটিয়াছে। আপনি সব ডেপুটিকে রক্ষা করিবেন।" তাঁহার মুখ মলিন হইল। তিনি অধোমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি তাহাকে যেরূপ মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করিয়াছেন, আমি তাহাকে কিরূপে বাঁচাইব?" আমি আবার আবেগের সহিত বলিলাম—"আপনি বিভাগীয় কমিশনার আপনি তাহার অনুকূলে দুকথা লিখিলেই তাহার বিপদ কাটিয়া যাইবে।" তিনি অধোমুখে বসিয়া রহিলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। বোধ হইল যেন আমার ব্যবহার তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল, এবং আমাকে অকারণে বিপদস্থ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে অনুতাপ সঞ্চার হইয়াছিল। ইতিমধ্যে গল্পও উঠিয়াছিল যে তিনি আবার আমাকে তাঁহার পার্শন্যাল এসিষ্টাণ্ট করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি তিন বৎসর তাঁহার অধীনে সুখে কায করিয়াছি বলিয়া ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম।

উক্ত ব্যারিষ্টার বন্ধু রেঙ্গুন যাইতেছেন, আমিও চট্টগ্রাম ত্যাগ করিতেছি, আমাদের উভয়ের অভ্যর্থনার জন্য জনৈক সুহৃদ কর্ণফুলি তীরস্থ তাঁহার সদাগরি অফিসে এক প্রকাণ্ড 'ডিনার' দিয়াছিলেন। তাহাতে চট্টগ্রামের মান্য গণ্য প্রায় সমস্ত লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আহারের পর ব্যারিষ্টার বন্ধুর নামে টোষ্ট (অভিনন্দন) প্রস্তাব করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইল। সে কার্য্য সমাপন করিবার পর যে

সেকল নরাধম, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে এরূপ বিপন্ন করিয়াছিল, একটি কলা হাতে করিয়া তাহাদের জন্য আর একটি 'টোষ্ট' প্রস্তাব করিলাম। বলা বাহুল্য এ 'রম্ভা টোষ্ট' শেষ হইবার পূর্ব্বেই উচ্চ হাসির মধ্যে মৃতবৎ হইয়া তাঁহারা পিটটান দিয়াছিলেন। তাহার পর দিন আমি কলিকাতা চলিয়া যাই। আমার অভ্যর্থনার জন্য এত লোক আসিয়াছিল যে সদর ঘাটে ও ষ্টিমারে লোক ধরিতেছিল না। গলদশ্রুনয়নে তাঁহাদিগের ও জন্মভূমির কাছে সাত বৎসর রাজ-কার্য্যে অবস্থানের পর বিদায় গ্রহণ করিলাম। হায় মা! এ সাত বৎসর কাল তোমার জন্য ও তোমার পুত্রদের উপকারার্থ, কত বুকের রক্তই ঢালিয়াছিলাম!! তাহার ফলে আপনার দাসত্ব জীবনের ভবিষ্যৎ আশা অতল জলে ডুবাইয়া নির্ব্বাসনে চলিলাম। সমুদ্রগর্ভ হইতে যত দূর পর্য্যন্ত দেখা যায় স্থির নয়নে জননীর শৈল-কিরীট-খচিত মনোহর শোভা দেখিয়া মাতৃকোলভ্রষ্ট শিশুর মত কাঁদিয়াছিলাম।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত